* ৫০০ জোক্‌স *

* ৫০০ জোক্‌স ৫০০ জোক্‌স ৫০০ জোক্‌স ৫০০ জোক্‌স *

সম্পাদনা : তুষারকান্তি পাণ্ডে

সংকলক :

ঊষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
ডঃ নন্দলাল ভট্টাচার্য
অমিতাভ পাণ্ডে
তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থনা ৮বি, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

500 JOKES

COLLECTION OF JOKES OF DIFFERENT COUNTRIES

EDITOR : TUSHAR KANTI PANDE M. A. (Double)

প্রকাশক : প্রস্তুনা ৮বি, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : কুমার অজিত

অলংকরণ : বি. বর্মণ ও অন্যান্য শিল্পীবৃন্দ

প্রথম প্রকাশ : ২৫শে জুলাই, ১৯৮৭
দ্বিতীয় প্রকাশ : ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৮৮
(পরিমার্জিত)

মুদ্রাকর :
কুশধ্বজ মান্না
মান্না প্রিন্টার্স
৬৭/এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

ঃ সূচীপত্র ঃ

দাদু কি আমার বয়সী ?

॥ অনুলেখক মণ্ডলী ॥

ঊষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	ডঃ নন্দলাল ভট্টাচার্য
অমিতাভ পাণ্ডে	তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
অবনী সাহা	ধ্রুবজ্যোতি চৌধুরী
বেনুগোপাল দাশ	মনীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শুভেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	অর্ঘ্য দাশ

শিলাদিত্য পাল

মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা—৩২০

প্রসঙ্গ : ৫০০ জোকস

বাংলা সাহিত্যে প্রকৃত অর্থে JOKES এর কোন বই কোন দিন ছিল না। এখনও নেই। আমরা এখানে পাঁচ শতাধিক জোক্‌সের এই সংকলনে দেশী ও বিদেশী রঙ্গ, ব্যঙ্গ, কৌতুক কলার এক অসাধারণ সমাবেশ ঘটানোর চেষ্টা করেছি। প্রায় হাজার খানেক ব্যঙ্গ কৌতুক ও চুটকি হাসির এই সম্ভার গ্রন্থে, বিদেশী বহু গ্রন্থ থেকে অনেক ভেবে চিন্তে বেশ কিছু জোক্‌স আহরণ করা হয়েছে।

আমাদের বাঙ্গালী জীবনে হাসি যেন এক দুর্লভ বস্তু। এই হাসির আকালের দিনে লঘু, চপল চুটকি আর রঙ্গ-ব্যঙ্গ ভরা এই গ্রন্থ আশা করি আমাদের সমস্যা পীড়িত, বিষয় ভাবনা জর্জর জীবনে সাময়িক হাল্কা হাসির পলকা বাতাস বইয়ে দেবে। বাংলা সাহিত্যে একদা নক্সা, কৌতুক, ফার্স ইত্যাদি সাহিত্যের প্রধান অঙ্গ ছিল। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নববাবু বিলাস, নববিবি বিলাস থেকে আরম্ভ করে কালীপ্রসন্নের হুতোম পেঁচার নক্সা, বঙ্কিমের কমলাকান্তের জবানবন্দী, রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ কৌতুক ও পরশুরামের কজ্জলী একদা সাহিত্যের দরবারে সাদরে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে বাংলা সাহিত্যে হাসির গল্প তথা রঙ্গব্যঙ্গ সাহিত্যের দরবারে প্রায় ডুমুরের ফুল হয়ে উঠেছে। কিন্তু ওদেশে সেরিডন, পোপ, বার্ণার্ড'শ, মার্ক টোয়েন উডহাউস, লিক্‌ক, জেরম কে জেরম ছাড়াও অনেক লেখকের লেখাতেই উইট আর

হিউমারের ছড়াছড়ি। কিন্তু আমাদের আজকের সাহিত্যে **ইন্দ্রমিত্র, সঞ্জীব** ও **নবনীতাকে** বাদ দিলে হাসি যেন অবহেলিত, অন্তর্হিত প্রায়। আর **জোক্‌স** বা **রঙ্গরসিকতা!** নৈব—নৈব চ। কিন্তু আমরা ভুলে গেছি **গোপাল ভাঁড়, বীরবল, মুকুন্দরাম, পরশুরাম, শিব্রাম** এদেশেই জন্মেছিলেন।

কিন্তু বিদেশে অর্থাৎ ইংলন্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, স্পেন, জার্মানী ইত্যাদি দেশে আজও সাহিত্যের অঙ্গন ছাড়াও নিছক জোক্‌স ও রঙ্গ কৌতুক জনজীবনে, বিশেষ করে নিয়মিত পার্টি ও সামাজিক মেলামেশার সমাবেশে এক অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে গণ্য হয়। তাই বিদেশে পার্টি জোক্‌স, নাইট ক্লাব জোক্‌স, ফ্যামিলি জোক্‌স, অ্যাডাল্ট জোক্‌স, জোক্‌স ফর কিড্‌স ইত্যাদির ছড়াছড়ি।

কিন্তু আমরা দৈনন্দিন জীবনেও যেমন রঙ্গ রসিকতাকে পরিহার করে চলি। তেমনি সামাজিক সমাবেশ, বিয়ে, পৈতে, অন্নপ্রাশনের সমাবেশের উজ্জ্বল আলোয় কখনও জোক্‌স বা রঙ্গ কৌতুককে প্রশ্রয় দান করি না। কিন্তু একথা অস্বীকার করতে পারি না যে Laughter is the best Medicine. হাসি সুস্বাস্থ্যের প্রধান উপকরণ। রঙ্গ কৌতুক জীবনের জীয়নকাঠি, সঞ্জীবনী সুধা, বাঁচবার অনুপান।

আজকের হাই প্রেসার আর হার্ট অ্যাটাকের যুগে জীবন যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তির এক বড় হাতিয়ার রঙ্গ কৌতুক, চুটকি হাসি। জীবনের ছোট-খাট ব্যর্থতা আর বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তি ঘটিয়ে রঙ্গ কৌতুক, চুটকি হাসি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের গতানুগতিকতার মধ্যে এক অভিনব, অনাস্বাদিত পূর্ব আস্বাদন আনতে পারে।

তাই ৫00 জোক্‌স আশা করি আমাদের প্রত্যাহিক জীবনের বিড়ম্বিত বাস্তবতার মাঝে এক সাময়িক বিরতি টেনে জীবনকে মধুময়, মাধুর্যমণ্ডিত করতে সাহায্য করবে।

—তুষারকান্তি পাণ্ডে

*　　　*　　　*

মার্কিন ভদ্রলোক ঃ ভাগ্যিস কলোম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেছিল!

ইংরাজ ভদ্রলোক ঃ না করলে, পৃথিবীটা একটু শান্তিতে থাকত।

*　　　*　　　*

জার্মান ভদ্রলোক ঃ জার্মান থিয়েটার দেখার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি কি?

ইংরাজ ঃ হ'লে স্রেফ ঘুমিয়ে পড়া।

*　　　*　　　*

পাঁচশো জোক্স

● হাসতে হাসতে খুন

॥ চিকিৎসক ভীতি ॥

অ্যাপেণ্ডিসাইটিসের অপারেশান হবে রোগীকে অজ্ঞান করার তোড়জোড় চলছে। হঠাৎ অপরেশান টেবিল থেকে রোগী লাফিয়ে নেমে ছুটে পালাল। তাকে অনেক বুঝিয়ে কেবিনে ফিরিয়ে আনার পর বাড়ির লোক তার পলায়নের কারণ জানতে চাইল। তখন রোগী বললো, আসলে অজ্ঞান করার আগে শুনলাম কিনা নার্স বলছে, এটা খুব সোজা অপারেশন, মনে একটু জোর করুন। ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। বাড়ির লোক কিছুটা অবাক হয়ে বলে, 'নার্স তো ঠিক কথাই বলেছে। রোগীকে অপারেশানের আগে এই ভাবেই তো সাহস দিতে হয়।

রোগী ঃ না, আসলে নার্স কথাটা আমাকে বলেনি। সে ডাক্তারকেই ওটা বলছিল।

॥ পাহারাদার ॥

পাহারাওলা—এতো রাতে পার্কে ঘুরছেন কেন কৈফিয়ৎ দিন ?

উদ্দিষ্ট ব্যক্তি—তাই যদি দেবার থাকতো, তাহলে কি আর আমি এতক্ষণ বাইরে থাকি। তাহলে তো কখন আমি বাড়ীতে আমার স্ত্রীর কাছেই চলে যেতে পারতুম।

*　　　*　　　*

॥ উল্টোরথ ॥

বাবু জানালা দিয়ে দেখলেন তাঁর কুচুটে প্রতিবেশী সদর দরজার দিকে আসছেন। তিনি পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে ছেলেকে কানে কানে শিখিয়ে দিলেন একটি কথা। ছেলেটি সদর দরজা খুলতে চলে গেল। খুলেই বলল : আপনি বাবার কাছে এসেছেন তো ? মিনিট খানেক আগে এলেই দেখা হয়ে যেত। যাকগে আর দেরি করবেন না। এক দৌড়ে বাস-স্ট্যাণ্ডের দিকে চলে যান। নির্ঘাৎ বাবার দেখা পাবেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোক পাওনা টাকা আদায়ের আশায় উল্টো-মুখো বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে দৌড়লেন।

*　　　*　　　*

॥ মাপ মতো ॥

কলকাতার এক খোলা বাড়িতে বে-আইনী দেহ-ব্যবসা চলছে। এই খবর পেয়ে ম্যাজিস্ট্রেট মাঝরাতে পুলিশ নিয়ে তেমন এক বহুতল ফ্ল্যাটে হানা দিলেন। একটি ঘরে ঢুকতেই তিনজন খদ্দের সহ প্রায় বেসামাল অবস্থায় তিনটি মেয়েকে হাতে নাতে ধরা গেল। ছেলে তিনটি জানলা টপকে পালালেও মেয়েদের পুলিশ আটক করল। প্রথম জনকে ম্যাজিস্ট্রেট জিজ্ঞেস করলেন, কি হে, কি কাজ করেছিল ? কি করে পেট চালাও ? মেয়েটি (কান্নার সুরে), হুজুর, আমি খারাপ কাজ করি না। জামা-প্যাণ্ট সেলাই করে কোন মতে পেট চালাই। এতক্ষণ একজন খদ্দেরের জামার মাপ নিচ্ছিলাম। ম্যাজিস্ট্রেট, ঢের হয়েছে আর বলতে হবে না। তোমার ছ' মাসের জেল হোল। দ্বিতীয় মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করতে সে-ও ইনিয়ে বিনিয়ে ঐ একই কথা বলল। ম্যাজিস্ট্রেট রেগে গিয়ে তাকে

এক বছরের কারাদণ্ড দিলেন। কিন্তু তৃতীয় মেয়েটি স্পষ্টবাদী। সে সবিনয়ে জানালো, আমি মশাই দর্জি নই। দেহ পসারিণী। তবে মেয়ে দর্জিদের পাল্লায় পড়ে ব্যবসা পত্তর লাটে উঠতে বসেছে, হুজুর। তাই আমাকে সাজাটা একটু কম দেবেন।

* * *

॥ ঔষধি ॥

বিবাহিতা মহিলা : ডাক্তারবাবু, উনি কাল রাতেও ঘুমাতে পারেননি সারাক্ষণ আমরা সঙ্গে বকবক করেছেন।

ডাক্তার : আপনার স্বামীর কথা বলেছেন তো ? ঠিক আছে আমি ওষুধ লিখে দিচ্ছি।

মহিলা : (প্রেসক্রিপসান হাতে নিয়ে) ঠিক কখন এই ওষুধটা ওঁকে খাওয়াতে হবে ?

ডাক্তার : ওঁকে নয়, আপনি খাবেন, শুতে যাবার আগে। তাতেই কাজ হবে।

* * *

॥ বক্ষুর উপত্যকা দর্শন ॥

মেয়েটি চটুলা এবং রূপসী। পুরুষ বন্ধুকে নিয়ে সে রেস্তোরায় খেতে গেছে। গলায় ঝুলছে চমৎকার একটি সোনার চেন। তাতে একটি মেষ বা ভেড়ার মূর্তি আঁকা ছোট্ট লকেট। সেই লকেটের নীচে লো-কাট ব্লাউজের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে বক্ষ সৌন্দর্য। খেতে খেতে পুরুষ বন্ধুটি হাঁ করে তাই দেখছিল। মেয়েটি মিষ্টি হেসে বলল : নিশ্চয়ই আমার চমৎকার লকেট-টা দেখছ ? ওটা আসলে আমার রাশির প্রতীক। বন্ধুটি অপ্রস্তুত। ঢোক গিলে জবাব দিল : না, মানে ওই ভেড়াটিকে ঠিক দেখছি না, বরং ওই প্রাণীটি যে উপত্যকায় চরছে সেটার সৌন্দর্য দেখছি।

* * *

॥ গাধার ডক্টর ॥

গণ্ডমূর্খ ধনী ফরাসী জমিদার প্যারিস থেকে অনেকদিন বাদে গ্রামের বাড়িতে এসেছেন। নিজের প্রিয় ঘোড়ায় চেপে বেরিয়েছেন গ্রাম পরিদর্শনে। যেতে যেতে দেখেন গ্রামের এক প্রান্তে একটা বিরাট বাড়ি, তার সামনে বহু ছেলেমেয়ের ভীড়। দেখে কৌতূহল হ'ল। একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, এখানে কি হচ্ছে? ছেলেটি বললে, এটা বিশ্ববিদ্যালয়। ৫00 ফ্রাঁ-এর বিনিময়ে পি এইচ ডি ডিগ্রি দেওয়া হয়। যারা হাতে বা পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে কেবল মাত্র টিপ ছাপ দিতে পারে আর টাকাটা দিয়ে দেয় তাদের হাতে হাতে ডিগ্রি মেলে।

উৎসাহী জমিদার তাই শুনে ভেতরে গেলেন। ৫00 ফ্রাঁ আর টিপ ছাপ দিয়ে একটা ডিগ্রি নিয়ে এলেন। বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ তাঁর মনে হোল ৫00 ফ্রাঁ ও পায়ের টিপ ছাপ দিয়ে তার প্রিয় ঘোড়াটিও তো ডক্টরেট হতে পারে। যা ভাবা সেই কাজ। ফিরে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে বললেন, এই নিন ৫00 ফ্রাঁ আমার ঘোড়ার নামে একটা ডিগ্রি লিখে দিন, ও পায়ের টিপ ছাপও দিয়ে দেবে।

উপাচার্য, সরি, আমরা শুধুমাত্র গাধাদের ডক্টরেট দিয়ে থাকি। ঘোড়াদের দিই না।

* * *

॥ মন পসন্দ্ ॥

কাপড় চুরির দায়ে পুলিস চোরকে আদালতে ধরে এনেছে। উকিল তাকে জেরা করছে।

উকিল ঃ ধর্মাবতার এই লোকটা এক রাতে একই দোকানে ছ'বার চুরি করেছে। এর সেইমত সাজা হওয়ার দরকার।

চোর ঃ হুজুর ছ'বার দোকানে ঢুকলেও চুরি করেছি মাত্র দুখানা শাড়ি।

আর বাকি পাঁচবার বউ এর পছন্দ না হওয়ায় শাড়ি বদলাবার জন্যে দোকানে ঢুকতে হয়েছিল।

* * *

॥ কথার দাম ॥

প্রেমিক প্রেমিকার হাতে ধরে বলল : তুমি এই ভাবে আমাকে ফিরিয়ে দিও না। তাহলে আমি নির্ঘাৎ মরে যাব।

প্রেমিকা : তা হয় না, অমল। পরেশকে আমার বিয়ে করতেই হবে।

এরপর সত্যি সত্যি প্রেমিকটি মারা গেলে। তবে ৬০ বছর বাদে।

* * *

॥ কামের ফুরসৎ ॥

ছোট্ট রেল স্টেশন। তার পাশে ছোট্ট শহর। সেখানে বেড়াতে গিয়ে রমেনবাবু দেখলেন রাস্তায় বিস্তর বাচ্চার ভিড়। হোটেলে ফিরে হোটেল মালিকের কাছে জিজ্ঞেস করলেন : মশাই, আপনাদের শহরের জনসংখ্যা বড়জোর ১০ হাজার। তার মধ্যে বাচ্চাই তো দেখেছি হাজার দুয়েক। এমনটা হোল কি করে ?

হোটেল মালিক : আর বলবেন না স্যার। বছর ছয়েক আগে ভোর ৪-৪২-এর এক্সপ্রেস ট্রেনটা চালু হোল। তারপর থেকেই এই অঘটন। ট্রেনটা এমন শব্দ করে যায় যে আপনার ঘুম ভেঙ্গে যাবেই। আর তখন ঠিক উঠে পড়ার সময় নয়। আবার ঘুমাতেও পারা যায় না। তাই কি আর করে শহরের লোকে ?....

* * *

স্বামী : লণ্ড্রীতে কাচার পর নতুন কেনা পাঞ্জাবীটা কেমন ছোট হয়ে গেছে দেখছ ? কিছুতেই মাথা গলাতে পারছি না।

স্ত্রী : কই দেখি ? ওমা জামা তো ঠিকই আছে, তুমি আসলে হাতার মধ্যে দিয়ে মাথা গলাবার চেষ্টা করছ।

* * *

॥ প্রেমের দর্শন ॥

গভীর রাতের ট্রেন ধরতে ওয়েটিং রুমে একা একা বসেছিলেন দার্শনিক ভদ্রলোক। হঠাৎ ঘণ্টা বাজায় প্ল্যাটফর্মে গেলেন। সেখানে পেঁাছে মনে হল চশমাটা ঘরের টেবিলে ফেলে এসেছেন। তাই তখনই ছুটলেন ওয়েটিং রুমে। গিয়ে দেখেন নির্জন ওয়েটিং রুমে খুব ঘনিষ্টভাবে একজোড়া প্রেমিক প্রেমিকা বসে আছে। প্রেমিক ফিসফিস করে বলছে, তোমার সুন্দর চোখ দুটো যে আমার।

মেয়েটি ঃ সত্যি ?

ছেলেটি ঃ চমৎকার ঠোঁট—সেও আমার।

মেয়েটি ঃ ইস্।

ছেলেটি ঃ মেঘের মত কাল চুল —সেটাও।

মেয়েটি ঃ যাঃ।

দার্শনিক ঃ (বাইরে থেকে কাশির শব্দ করে) কিন্তু ভাই টেবিলের ওপর রাখা চশমটা আমার।

* * *

আদালতে দুই পক্ষের উকিলে ঝগড়া বেঁধেছে।

প্রথম উকিল ঃ আপনি মিথ্যাবাদী, জোচ্চোর।

দ্বিতীয় উকিল ঃ মুখ সামলে কথা বল। তুমি তো ধাপ্পাবাজ, নচ্ছার।

বিচারক ঃ আঃ এত গোলমাল কিসের। আপনারা দুজনকেই তো দেখছি বেশ ভাবভাবেই চিনে নিয়েছেন, এখন মামলার কথা বলুন।

* * *

কানের ডাক্তার বদ্ধকালা বৃদ্ধ রোগীকে ঃ হিয়ারিং এইড কানে লাগিয়ে কেমন শুনতে পাচ্ছেন।

রোগী ঃ চমৎকার ! শুধু কাছের নয়, দূরের কথাও। তাই তো ছেলে বউ-এর ফিসফিসানি শুনে এক সপ্তাহে তিন তিনবার উইল বদলাতে হোল।

* * *

॥ প্রেমের শব্দ ॥

তরুণ ভাষাতাত্ত্বিকের জীবনের ঘটনা। একটি তৃতীয় শ্রেণীর সিনেমা হলে একটা অশালীন হিন্দি ছবি দেখতে গিয়েছিলেন তিনি। সঙ্গে ছিল এক লাস্যময়ী ছাত্রী। ইন্টারভ্যালের সময় সামনের সারির তরুণ দর্শক পিছন ফিরে ঐ দৃশ্য দেখে জিব কাটল, স্যার, আপনি এমন একটা হলে এমন একটা বাজে ছবি দেখতে এসেছেন, তাও আবার আমার বান্ধবীকে নিয়ে ? আমার সত্যি অবাক লাগছে।

অধ্যাপক : (ছাত্রের ভুল শুধরে দিয়ে) না, না, —তুমি অবাক হওনি, 'স্তম্ভিত' হয়েছে। অবাক হয়েছি আমরা দুজন।

* * *

॥ ব্যাটার 'দুর ছাই' ॥

ডাক্তার এবং সন্তানের সম্পর্কে উদ্বিগ্ন এক মায়ের কথা হচ্ছে।

মা : ডাক্তারবাবু ছেলেকে নিয়ে বড় চিন্তায় পড়েছি। সারাদিন আমার ছেলে বাড়িতে যত অ্যাসট্রে আছে তার ছাই ঢেলে ফেলতে থাকে। সারাদিনই ঐ কাজ করে।

ডাক্তার : এতে চিন্তা করার কি আছে ? ঐ ছাই তো এক সময় ফেলতে হবেই।

মা : ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আমরা ছেলে ছাইগুলো বাইরে ফেলেনা। নিজের মুখের মধ্যে ঢেলে দেয়।

* * *

॥ মেক-আপ ॥

সুন্দরী অভিনেত্রী স্যুটিং-এর অবসরে মেক-আপ ম্যানকে বললেন, যখন মেক-আপ রুমে ঢুকবে অবশ্যই দরজায় টোকা দেবে। কারণ তখন হয়ত আমি জামা কাপড় পাল্টাতে পারি।

এর কিছুক্ষণ পরেই কোন রকম টোকা না দিয়ে মেক-আপ ম্যান ঘরে ঢুকল।

অভিনেত্রী : (অত্যন্ত রেগে গিয়ে) তোমাকে এই মাত্র বললাম না টোকা না দিয়ে ঘরে ঢুকবে না। তুমি কি করে জানলে আমি এখন জামা-কাপড় ছাড়ছি না।

মেক-আপম্যান (বিনীতভাবে) : আজ্ঞে দরজার চাবির ফুটোয় চোখ দিয়ে আগেই সেটা দেখে নিয়েছি যে।

* * *

॥ বন্য শিল্প ॥

খেয়ালি শিল্পী সালভাদোর একবার শখ করে পুষেছিলেন হিংস্র স্বভাবের এক 'ওসিলট' (বাঘের মত ডোরাকাটা, অতিকায় বন বেড়াল)। সেটাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি প্রায়ই এখানে সেখানে বেড়াতে যেতেন। একবার গেছেন গ্রীণউইচের (নিউইয়র্ক শহরের অভিজাত এলাকা) বিখ্যাত এক রেস্তেরাঁয়। পায়ের কাছে বসে ছিল ওসিলটটি। পরম আনন্দে সে প্রভুর দেওয়া একটা 'বিফ্ স্টেক্' খাচ্ছিল।

ঠিক তখনই রেস্তোরাঁয় ঢুকলেন মাঝ বয়সী অভিজাত এক মহিলা ; এসে বসলেন ডালির পাশের টেবিলে। প্রথমটায় তিনি কিছু বুঝতে পারেননি। খানিক পরেই তাঁর ওসিলটটির দিকে নজর গেল। দেখা মাত্র তিনি ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেলেন। কী সাংঘাতিক ! একটা হিংস্র, বন্য ওসিলট ছাড়া রয়েছে রেস্তরাঁর মধ্যে। তিনি কাঁপতে কাঁপতে ডালিকে জিজ্ঞেস করলেন : মশাই, আপনার পায়ের কাছে যে ভয়ংকর জীবটি বসে আছে ওটা কি ওসিলট ?

ডালি : (সবিনয়ে) আজ্ঞে না, অত্যন্ত গোবেচারা শিয়ামিজ ক্যাট, আকারে একটু বড় এই যা ; আসলে আমি তো একজন পপ্ আর্টিস্ট, তাই বাঘের মত রং তুলি দিয়ে ডোরা কেটে দিয়েছি মাত্র, যাতে ওটা হিংস্র ওসিলটের মত দেখায়।

ভদ্রমহিলা : ও তাই বলুন আমি ভেবেছিলাম ওটা বুঝি সত্যিকারের একটা ওসিলট।

* * *

॥ কানাকানি নয় ॥

শ্রীমতি রায় : (তাঁর দুষ্টু, চঞ্চল ছোট মেয়েকে) মিঠু, এখানে আমাদের বাড়ি তোমার বাপির এক বন্ধু আসবেন, তাঁর নাম মেজর গুপ্ত, যুদ্ধে ভদ্রলোকের দুটো কানই গুলি লেগে উড়ে গেছে, তাই ওঁকে দেখে যেন জিজ্ঞেস কোর না—আঙ্কেল, আপনার কান দুটোর কি হল ?— তাহলে উনি কিন্তু ভীষণ রেগে যাবেন।

বলতে বলতে মেজর গুপ্ত কলিং বেল বাজিয়ে ঘরে ঢুকলেন। মিসেস রায় যখন তাঁকে আপ্যায়ন করে বসাচ্ছেন তখন মিঠু তার মাকে : মামি, তুমি বললে আঙ্কেলের দু' কানই কাটা, কিন্তু একটা কানের যে আধখানা থেকে গেছে। তাতে আঙ্কেল রেগে যাবেন না তো ?

* * *

॥ সাঁতারুর মানিক উদ্ধার ॥

আইরিশদের কৃপণ বলে বদনাম আছে। তেমন এক ভদ্রলোকের ছেলে জলে ডুবতে বসেছিল ডোভার উপকূলে। সেই সময় একটি প্রবাসী বাঙালী যুবক জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে কোন মতে উদ্ধার করে। পরদিন বাঙালী যুবকের লণ্ডনের ফ্ল্যাটে আইরিশ ভদ্রলোক চলে এলেন। এসে বললেন, আচ্ছা, আপনি কি গতকাল আমার ডুবন্ত ছেলেকে জল থেকে উদ্ধার করেছিলেন ? বাঙালী যুবক (বিনীত ভাবে) বলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছেন তার কোন দরকার ছিল না। একজন সাঁতার জানা মানুষ হিসাবে আমি ঐ কাজটা করেছি, হাততালি পাবার লোভে নয়।

আইরিশ ভদ্রলোক (ইতঃস্তত করে) না, মানে—ঠিক কৃতজ্ঞতা জানাতে আসিনি। ডুবে যাওয়ার আগে আমার ছেলের হাতে যে ঘড়িটা ছিল সেটা কিন্তু মশাই ফেরত পাইনি। সেটা নেবার জন্যেই এসেছি।

* *

*　　　　*　　　　*

টুকরো হাসির হল্কা
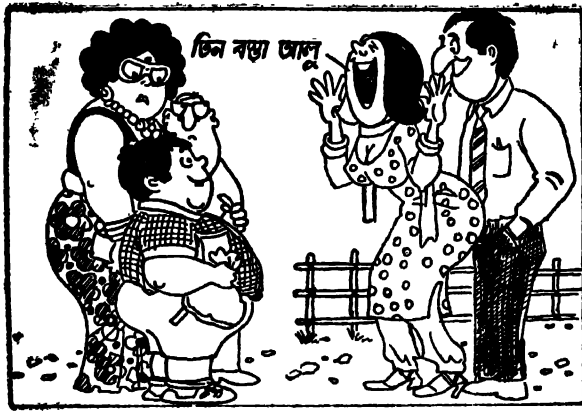
ছেলেটি রাস্তার একটা কুকুরের ল্যাজ ধরে টানছিল আর কুকুরটি পালানোর চেষ্টা করছিল। তাই দেখে ছেলেটির মা ঃ খোকা, কুকুরের লেজ ধরে আবার টানছ ?

ছেলে ঃ বারে, আমি তো লেজটা ধরে আছি, কুকুরটাই টানাটানি করছে !

*　　　　*　　　　*

গৃহস্বামীর কাছে ভিখিরী এসেছে ভিক্ষা চাইতে।

কর্তা ঃ আপনাকে দেখে তো ভদ্রলোক বলে মনে হয়। তবে ভিক্ষে চাইছেন কেন ?

ভিখিরী ঃ যথার্থ বলেছেন। আসলে আমি একজন লেখক ও গবেষক। টাকা কামাবার হাজার উপায় বিষয়ে একটা বই লিখছি। তারই তথ্য সংগ্রহ করছি মাত্র।

*　　　　*　　　　*

রেস্তোঁরায় খেতে আসা খদ্দের বয়কে : এটা চা না কফি ? একদম পেট্রলের মত লাগছে।

বয় : তাহলে ওটা কফিই হবে। কারণ চাটা শুনেছি কেরোসিনের মত লাগে।

*　　　*　　　*

ফুটবল খেলোয়াড় স্বামী নববিবাহিতা স্ত্রীকে ফুটবলের আইন কানুন বোঝাচ্ছিলেন। সব শুনে স্ত্রী স্বামীকে : মাত্র দেড় ঘন্টা সময়ে তোমরা এত আইন ভাঙ্গ কি করে ?

*　　　*　　　*

এক সাংবাদিক এক ক্রীড়া বিশেষজ্ঞকে : আচ্ছা, আমাদের দেশের মহিলা ফুটবলের মান এত নিচু কেন ?

ক্রীড়া বিশেষজ্ঞ : আপনি কি করে ভাবলেন, এক জায়গায় এক সঙ্গে একই পোষাকে একজন মহিলা বেশিক্ষণ সময় কাটাবেন ?

*　　　*　　　*

বিয়ের আসরে ছোট ছেলে বাবাকে : আচ্ছা বাবা, বর আর কনে হাত ধরাধরি করে আছে কেন ?

বাবা : বক্সিং-এর আগে হ্যান্ড শেক করতে হয় জাননা ?

*　　　*　　　*

প্র্যাকটিসের সময় এক অ্যাথলিট তার কোচকে : (খুব উত্তেজিতভাবে) আমার স্টপওয়াচে এইমাত্র দেখলাম, আমি বিশ্বরেকর্ডেরও কম সময়ে ৪০০ মিটার দৌড় শেষ করেছি। এটা এখন কাকে জানান দরকার ?

কোচ : ঘড়ি সারাইওয়ালাকে।

*　　　*　　　*

এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক কলেজের এক ছাত্রকে : ভাই তোমার প্যাকেট থেকে আমায় একটা সিগারেট দেবে ?

ছাত্র : সে কি দাদু এই যে সেদিন বললেন সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন ?

দাদু : ঠিকই বলেছি, প্রথম পর্যায়ে শুধু ওটা কেনা ছেড়েছি, এরপর খাওয়া ছাড়ব।

* * *

নতুন লেখক সম্পাদককে : স্যার, আমার এই নতুন উপন্যাসের নাম 'আমার জীবন'। এটা শেষ করলে বুঝবেন লেখাটা কেমন দুর্দান্ত হয়েছে।

সম্পাদক : না মশাই, এখনই আমার জীবন শেষ করার কোন ইচ্ছে নেই।

* * *

ফল বিক্রেতার ছেলেকে স্কুলের অঙ্কের শিক্ষক : আচ্ছা বাবলু কুড়িটা কমলালেবু যদি চার টাকায় বিক্রি কর তবে ষাটটা কমলালেবু বেচে তুমি কত টাকা পাবে ?

বাবলু (মাথা চুলকে) : কত টাকা পাবো তা ঠিক বলতে পারছি না স্যার, তবে ঐ দরে বেচলে আমাদের ব্যবসা ডকে উঠবে।

* * *

মিণ্টু : বুঝলে হে, হীরে হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন পদার্থ, এমন কি হীরে দিয়ে কাঁচ পর্যন্ত কাটা যায়।

গাবলু : কাঁচ ? হীরে দিয়ে মেয়েদের পাষাণ হৃদয়েও দাগ দেওয়া যায় শুনেছি।

* * *

হার্টের রোগী (বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে করুণভাবে) :—ডাক্তারবাবু, আমি কি এখন সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামা করতে পারি ?

ডাক্তার : (প্রেসক্রিপশন লিখতে লিখতে) তা পারেন, তবে বেশিবার নয়।

রোগী : যাক বাঁচালেন।

ডাক্তার : (বিস্মিত ভাবে) কেন ?

রোগী : এ দু'মাস আপনার বারণ থাকায় কি কষ্টই না হয়েছে, দুবেলা পাইপ বেয়ে ওঠানামা করতে করতে জান কয়লা হয়ে গেছে একেবারে !

* * *

মধ্যরাত্রে মই ও হ্যারিকেন হাতে গ্রামের পথে একজনকে দেখে, চৌকিদার ঃ এত রাতে এভাবে কোথায় যাচ্ছেন ?

পথিক ঃ জীবনে ঘেন্না ধরে গেছে, তাই গলায় দড়ি দিয়ে মরতে যাচ্ছি।

চৌকিদার ঃ সে কী ? তবে হ্যারিকেন কেন ?

পথিক : বাব্বা, যা সাপের উপদ্রব···

চৌকিদার ঃ আর মইটা ?

পথিক ঃ গাছে উঠে দড়ি খাটানর জন্য, গাছে যে একদম চড়তে পারি না মশাই। শেষে পড়ে গিয়ে পা ভাঙব !

*   *   *

মা : এই রাজু, কোথায় যাচ্ছ ?

রাজু ঃ বন্ধুদের সঙ্গে পুকুরে সাঁতার শিখতে।

মা ঃ অ্যাঁ ! এই অবেলায় সাঁতার শিখতে ? যদি ডুবে যাও তবে মনে রেখ, এ বাড়ীতে আর তোমার জায়গা হবে না।

*   *   *

কন্যার পাণি-প্রার্থীর প্রতি মেয়ের বাবা ঃ দেখ বাপু, আমার মেয়ে একটা গবেটের ঘরে গোটা জীবন কাটাক তা আমি চাই না !

পাণি-প্রার্থী : আজ্ঞে আমিও ঐ বিষয়ে আপনার সাথে একমত, সেই জন্যেই তো আপনার ঘর থেকে ওকে তাড়াতাড়ি নিয়ে চেতে চাইছি !

*   *   *

ছিনতাইকারী কৃপণ পথচারীকে ঃ প্রাণটা দেবে, না মানিব্যাগটা ?

পথচারী ঃ প্রাণটাই আপাতত নাও, টাকাটা বুড়ো বয়সের জন্যে জমিয়ে রাখতে চাই।

*   *   *

গ্রন্থকীট স্বামীকে মুখরা স্ত্রী ঃ দিনরাত বই নিয়েই পড়ে আছ, আমার কথাতো মনেও পড়ে না, এক একবার ভাবি, যদি তোমার হাতের বই হতাম তবে সর্বক্ষণ কত যত্নই না করতে।

স্বামী ঃ বই যদি হতে চাও তবে পঞ্জিকা হয়ো, তাহলে বছর বছর বদলাতে পারব।

*   *   *

বাসে উঠে প্রথম যাত্রী দ্বিতীয় যাত্রীকে: আচ্ছা এই বাসটা হাবড়ায় যাবে তো?

২য় যাত্রী: হ্যাঁ যাবে।

১ম যাত্রী: ঠিক কোথায় নামতে হবে দয়া করে বলে দেবেন?

২য় যাত্রী: দেব, আমার দিকে নজর রাখুন, আমি যে স্টপে নামব তার ঠিক আগের স্টপে আপনি নেমে যাবেন।

*   *   *

অধ্যাপক ছাত্রীকে: বলতো, যে 'ম্যাকবেথ' নাটক তোমরা পড়বে, সেটা কার লেখা?

প্রথম বেঞ্চ থেকে জনৈক ছাত্রী: ম্যাকবেথটা প্রফেসর এস, ব্যানার্জি'র লেখা স্যার।

অধ্যাপক: অ্যাঁ? এতদিনে এই শিখলে?

পিছনের বেঞ্চের এক ছাত্রী দাঁড়িয়ে উঠে: ও ভুল বলেছে স্যার, আসলে ম্যাকবেথ, প্রফেসর এম, সেনের লেখা!

*   *   *

টুকাই: মাণ্ডবী কার নাম ছিলরে দিদি?

দিদি: ছি-ছি ওটাতো সবাই জানে, বাপির বুক শেলফে মহাভারত আছে, এখনই যা নিয়ে আয়, দেখে বলে দিচ্ছি।

*   *   *

ভোম্বল: দারুণ মাথা ধরেছে, কী ওষুধ খাওয়া যায় বলতো?

কেনারাম: আরে ওষুধে কিছু হয় না, আমার মাথা ধরলেই বউকে বলি, সে মিষ্টি করে টিপে দেয়, বুঝলে না ওর হাতে জাদু আছে। তা তুমি তেমন কিছু করে দেখ না।

ভোম্বল: দি আইডিয়া...., তা এখন কি তোমার বউকে বাড়ী পাব?

*   *   *

ভাড়াটে বাড়ীওয়ালাকে ঃ বলছেন তো নতুন বাড়ী, এদিকে ছাদ দিয়ে কালও তো জল পড়েছে !

বাড়ীওয়ালা ঃ হেঁ, হেঁ, সব সময় পড়ে না, বৃষ্টি হলে একটু-আধটু পড়ে আর কী ?

* * *

মা ঃ বোতলের গলাটা ভাঙলো কি করে ?

খুকু ঃ বোধহয় বেশি টক খেয়েছিলো।

* * *

শিক্ষক (ছাত্রদের) ঃ জগাইকে নিমাই বলে কেন ডাকি জানিস, ও রোজ সকালে আমায় নিম গাছের ডাল ভেঙে দেয়।

জগাই ঃ এবার থেকে তাহলে আপনাকে জামগাছের ডাল ভেঙে দেব স্যার ! আপনি তখন আমাকে···

* * *

স্কুল ছুটির পর গেটের সামনে একটা কুকুর ছানাকে ঘিরে ছাত্র-ছাত্রীদের ভিড়, তাই দেখে একজন শিক্ষক জিজ্ঞেস করলেন—কি ব্যাপার ?

একজন ছাত্র—স্যার, আমরা ঠিক করেছি আমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে মিথ্যেবাদী, কুকুর ছানাটা সেই পাবে, এখন আমরা····

শিক্ষক—কী বললে, তোমাদের বয়সে মিথ্যা কথা কাকে বলে আমরা তাই-ই জানতুম না।

সবচেয়ে ছোট ছাত্রটি—কুকুরটা তাহলে স্যার আপনারই পাওনা !

* * *

অন্ধকে দুটো পয়সা দিন—ঐ কথা শুনে এক ভদ্রলোক একটা আধুলি দিয়ে কয়েক পা যাওয়ার পরই হঠাৎ পিছনে ফিরে দেখলেন ভিখিরীটা চোখ খুলে কত পয়সা তা দেখছে। সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক ফিরে এসে এক ধমক দিলেন —তুমি অন্ধ নও, অথচ অন্ধ সেজে ভিক্ষে করছো কেন ?

ভিখিরীটা বললো—আজ্ঞে, আমি অন্ধ নই, আমি বোবা, যে অন্ধ

ভিখিরীটা এখানে বসে, সে আজ সিনেমা দেখতে গেছে। আমি তার বদলে ভিক্ষে করছি।

*　　　*　　　*

মা নোটনকে চারটে রসগোল্লা আনতে বললেন। কিছুক্ষণ পরে নোটন দুটো রসগোল্লা হাজির করলো।

মা—নোটন, দুটো রসগোল্লা কেন? তোকে না চারটে রসগোল্লা আনতে বললুম।

নোটন—রসোগোল্লা তো চারটেই কিনেছিলুম। ভালো কিনা দেখার জন্যে একটা খেয়েছি। আমাকে তো তুমি একটা দিতেই, তাই আর একটা খেয়েছি।

*　　　*　　　*

স্কুলে ছাত্রদের আলস্য সম্বন্ধে তিন পাতার প্রবন্ধ লিখতে বলা হ'ল। খাতা জমা পড়ার পর শিক্ষক দেখলেন একটি ছেলের খাতার প্রথম ও দ্বিতীয় পাতা খালি, তৃতীয় পাতার একেবারে নীচে লেখা আছে এরই নাম আলস্য বা অলসতা।

স্বামী-স্ত্রী বেড়াতে বেরোবে। স্ত্রী সাজঘরে ব্যস্ত। স্বামী তাগাদা দেওয়ায় স্ত্রীর উত্তর—'একঘণ্টা ধরে বলছি আর মাত্র পাঁচ মিনিট, তা একটু ধৈর্যও ধরতে পারো না।'

*　　　*　　　*

একজন কবিরাজ ঔষধ বিক্রেতা সমবেত জনতাকে—বন্ধুগণ আজ দুশো বছর ধরে আমি এইসব শিকড় বিক্রি করে চলেছি।...

তা শুনে কৌতূহলী দর্শক শিকড়ওয়ালার সহকারীকে: দুশো বছর উনি শিকড় বিক্রি করছেন? তা হলে ওর বয়স কতো?

সহকারী—আমি কী করে বলবো, আমি তো মাত্র দেড়শো বছর ওঁর কাছে আছি!

*　　　*　　　*

খদ্দের একটা হোটেলে ঢুকে রুটি ও মাংস খেতে চাইলো। বাটি

ভর্তি ঝোল দেখে বেয়ারাকে ডেকে ভদ্রলোক—আমাকে একটু তেল আর একটা গামছা দাও তো।

বেয়ারা—আজ্ঞে তেল তো তরকারিতে দিয়েছি।

ভদ্রলোক—হ্যাঁ, তা দিয়েছ, তবে মাংসের টুকরো খুঁজতে তো আমাকে ঝোলের মধ্যে নামতে হবে, তা এই অবস্থায় তেল না মেখে····

* * *

অনেকদিন পর দুই বন্ধুর দেখা। একথা সেকথার পর এক বন্ধু—জীবনে একটা ইচ্ছেও পূরণ হলো না। তোর কোন্ ইচ্ছে····?

দ্বিতীয় বন্ধু—হ্যাঁরে হয়েছে। ছোটবেলায় স্যারের হাতে চুলটানা খেতে খেতে ভাবতুম চুলগুলো না থাকলে ভালো হতো, তা এখন দ্যাখ, মাথা ভর্তি টাক।

* * *

এক বন্ধু আর এক বন্ধুর কাছে দশটা টাকা ধার চাইলে, দ্বিতীয় বন্ধু—তোর সাথে আমার বন্ধুত্বের দাম দশ টাকার অনেক বেশি, আমি চাই না দশ টাকা ধার দিয়ে সেই বন্ধুত্ব নষ্ট হোক।

প্রথম বন্ধু—তবে কুড়ি টাকা ধার দে।

* * *

ছেলে—মা, আমি ইস্কুলে দুটো প্রাইজ পেয়েছি।

মা—তাই নাকি! কিসের জন্যে পেলে?

ছেলে—একটা স্মৃতিশক্তির জন্যে, আর একটা—আর একটা—কীজন্যে মনে পড়ছে না।

* * *

রেস্টুরেন্টে জনৈক খদ্দের।

খদ্দের: ওহে বেয়ারা, আমি চায়ে চিনি কম খাই, তুমি জানো না?

বেয়ারা: আজ্ঞে বাবু, কী করে জানবো? আমি তো আর আপনার বিয়ে করা স্ত্রী নয়, যে হাতের ছোঁয়ায় চা মিঠে হবে!

* * *

শিক্ষক : আচ্ছা, বলো তো পানিপথের যুদ্ধে বাবরের জয়লাভের কারণ কি ?

ছাত্র : জলযুদ্ধে বাবরের সৈন্যবাহিনী, অত্যন্ত দক্ষ ছিল বলে। এছাড়া বাবর ঐ যুদ্ধে বড় বড় জলযান ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু ইব্রাহিম লোদীর কোনও জলযান ছিল না।

* * *

ভিড় বাসে বাদুড় ঝোলা যাত্রী। পাশের এক ভদ্রলোক তার পকেটের কাছে গুতো মেরে মাঝ পথে নেমে গেলেন। রেগেমেগে যাত্রী—ও দাদা গুতো মেরে সটকে পড়লেন যে—? কিছুক্ষণ পড়ে কনডাক্টর টিকিট চাইতেই পকেটে হাত ঢুকিয়ে—আরে, আমার মানি ব্যাগটাও সটকে পড়েছে।

* * *

ভূগোল শিক্ষক ছাত্রকে : আচ্ছা, বলোতো সব থেকে ভাল চা কোথায় পাওয়া যায় ?

ছাত্র : সি, কে, রায়ের দোকানে স্যার !

* * *

কবি প্রকাশককে : কয়েকটা দুর্দান্ত কবিতা লিখে এনেছি। যদি একটা বই বের করেন !

প্রকাশক : বিয়ে করেছেন ?

কবি : না মশাই।

প্রকাশক : আগে বিয়ে করুন, তারপর আসবেন।

কবি : কেন ?

প্রকাশক : আপনার প্রকাশিত কবিতার পাঠক তো চাই। বৌ ছাড়া কে পরবে ?

* * *

মৃত্যুশয্যায় এক কাবুলিওয়ালা জীবনের শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী উকিল ডাকলো।

উকিল : বলুন, আপনার জন্য আমি কী করতে পারি ?

কাবুলিওয়ালা : আমার সঙ্গে আপনাকে কিছু দিন কবরে থাকতে হবে।

উকিল : কেন?

কাবুলিয়ালা : যারা টাকা ধার নিয়ে শোধ দেয় নি তাদের বিরুদ্ধে কোর্টে কেস করতে হবে তো।

*   *   *

গৃহশিক্ষক : বল, অ।

ছাত্র : বল, অ।

শিক্ষক : রহিম, ছড়ি আনতো।

ছাত্র : রহিম ছড়ি আনতো।

শিক্ষক : হাত পাত।

ছাত্র : হাত পাত।

*   *   *

শ্যামল : আগামী কাল থেকে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে টেস্ট শুরু হচ্ছে। দেখতে যাবি?

কমল : নিশ্চয় যাবো। কপিলদেব কটা গোল করবে সেটাই এখন ভাবছি।

*   *   *

রুগী চিকিৎসককে : ডাক্তারবাবু, আমার স্ত্রী বলছিলেন যে, আপনার ওষুধ খেয়ে আমার ঠিক কাজ হচ্ছে না।

চিকিৎসক : তবে আপনি আপনার স্ত্রীর ওষুধ খেয়ে দেখুন, ঠিক কাজ হবে।

*   *   *

একজন প্রবীণ কবিকে একজন নবীন কবি : আচ্ছা দাদা আপনার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ংকর জিনিসটি কি?

প্রবীণ কবি : বাজারে ভালো মাছ না পেলে, বাজারের থলি দেখে স্ত্রীর রাঙা মুখ খানা।

*   *   *

কলেজে পড়া ছেলেকে বাবা : কিরে বুবাই, তোর গোঁফটা পোড়ালি কিভাবে? বিড়ি-টিড়ি খাস্ নাকি?

ছেলে ঃ ওটি খাওয়া যায় না বাবা, শুধু টানা যায়।

*　　　*　　　*

বাসে একজন ভদ্রলোক এক পকেটমারকে ঃ আপনি আমার পকেট মেরেছেন কি ?

পকেটমার ঃ তার মানে ?

ভদ্রলোক ঃ মানিব্যাগটা বড় দরকার, ওর মধ্যে আমার স্ত্রীর দাঁতের যন্ত্রণার প্রেসক্রিপশনটা রাখা আছে।

*　　　*　　　*

ঘটক মশাই পাত্রকে ঃ জানেন, আপনার জন্যে যে পাত্রীটি ঠিক করেছি একদম শ্রীদেবীর মত দেখতে ?

পাত্র ঃ তবে মশাই আপনি জিতেন্দ্রকে খোঁজ করুন। আমার সঙ্গে মানাবে না ?

*　　　*　　　*

মাছের বাজারে এক ক্রেতা মৎস্য ব্যবসায়ীকে ঃ আরে মশাই, আপনার মাথার দাম কি, তার থেকে মাছের মাথা দামী।

মৎস্য ব্যবসায়ী ঃ বাবু দয়া করে আপনি মাথাটা খাবেন না। কারণ, আপনি খাওয়ার আগে আমার স্ত্রী হাজার বার খেয়েছে। আপনি বরং মাছের মাথাটা খান।

*　　　*　　　*

জ্যোতিষীকে ছাত্র ঃ আমার একটা কবচ তৈরি করে দেবেন ?

জ্যোতিষী ঃ কিসের জন্য ?

ছাত্র ঃ সারা বছর পড়াশুনো করতে পারি নি। সামনেই ফাইনাল পরীক্ষা তাই পরীক্ষা হলে বই-এর পাতা ছিঁড়ে নিয়ে যাবো। মাস্টার মশাই যাতে না ধরতে পারেন তার জন্যে কবচটা চাই।

*　　　*　　　*

বর ঃ ছাদনাতলায় যখন আমাদের মালা বদল হচ্ছিল, তখন তুমি কী ভাবছিলে ?

কনে ঃ ভাবছিলাম—আমার সামনে যে ক্যাবলা রামটি দাঁড়িয়ে আছে, সে যেন চিরকাল এমন ক্যাবলা থাকে।

* * *

দর্শনের আত্মভোলা অধ্যাপক ক্লাশে ঢুকতেই ক্লাশ শুদ্ধ সবাই হেসে উঠলো। অধ্যাপক ঃ তোমরা সবাই হেসে উঠলে কেন?

একজন ছাত্রী ঃ স্যার, আপনার মুখের এক দিকের দাড়ি কামানো।

অধ্যাপক মুখে হাত ঘসতে ঘসতে ঃ গতকাল রাত্রে দাড়ি কাটবার সময় লোডশেডিং হয়েছিল। ঠিক আছে তোমরা বসো, ততক্ষণ সেলুনে বাকি অংশটা কাটিয়ে আসি।

* * *

ছেলে তার দাদুকে ঃ দাদু, তোমার বুঝি খুব মাথার যন্ত্রণা করতো তাই না?

দাদু অবাক হয়ে ঃ কিন্তু তুই কি করে বুঝলি?

ছেলেটি ঃ বারে ; তোমরা মাথার মাঝখানে যে একটাও চুল নেই তাই—

* * *

বাচ্চা অক্টোপাস তার মা অক্টোপাসকে—মা, আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, আমার কোন্‌টা হাত আর কোন্‌টা পা, তুমি একটু দেখিয়ে দেবে?

* * *

ট্রাফিক জ্যামে অচল চৌরাস্তার মোড়ে একজন পুলিশ আরেকজন পুলিশকে—তোমার হাত দেখানোর ভুলেই আমার দিকের গাড়িগুলো আটকে গেছে। তুমি এখুনি ওগুলো চলার ব্যবস্থা কর।

* * *

এক বন্ধু আর এক বন্ধুকে ঃ বোতাম-ছেঁড়া জামা পরতে পরতে রেষ্টুরেন্ট অখাদ্য খেতে খেতে জীবনের ওপর ঘেন্না ধরে গিয়েছিল, তাই হঠাৎই বিয়ে করে ফেললাম। দ্বিতীয় বন্ধু ঃ কী আশ্চর্য, ঠিক একই কারণে আমাকে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা আনতে হয়েছে।

* * *

চার বছরের বাচ্চাকে জনৈক প্রতিবেশী—বড় হয়ে তুমি কী হতে চাও?
বাচ্চা—আপনার মত লম্বা।

*   *   *

কেরানীবাবু বিনীতাবে অফিসের বসকে—স্যার, দয়া করে আমার প্রমোশনটা দিয়ে দিন, কারণ জিনিসপত্রের দামের থেকেও আমার বৌ-এর গলাটা চড়ে যাচ্ছে।

*   *   *

বৌভাতের নিমন্ত্রণে এক মহিলা আর এক মহিলাকে—বুঝলেন, ঠিক এই রকম একটা চপ গত পরশুদিন আর একটা নিমন্ত্রণ বাড়িতে আমি খেয়েছিলাম, কিন্তু তাতে পচা গন্ধ ছিল না।

দ্বিতীয় মহিলা (বিরক্ত ভাবে) সেই একই ক্যাটারার এই বাড়িতে রান্না করেছে আর সেদিনের চপটাই আপনাকে দেওয়া হয়েছে।

*   *   *

এক অভিভাবক আর এক অভিভাবককে: একালের ছেলেদের সম্পর্কে আমার কোন অভিযোগ নেই। অবশ্যি আমি চাই না আমার ছেলেটি তাদের মত হোক।

*   *   *

ডাক্তার অত্যন্ত মোটা রোগীকে—আপনার যা ইচ্ছে আপনি তাই খেতে পারেন, তবে যা যা ইচ্ছে হবে তার একটা লিস্ট এই সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি।

*   *   *

বিদেশী সংস্থার ইংরাজ 'বস'কে ইংরাজি-না-জানা বাঙালী কেরানী: ওয়ান ম্যান, টু মাচ্ ওয়ার্ক, আই ক্যান নট ডু এলোন, প্লিজ গিভ মী এ প্রস্টিটিউট।

*   *   *

পণ্ডিতমশাই: দশরথের চারটি পুত্র ছিল—এটার সংস্কৃত কি হবে?
ছাত্র: দশরথস্য চৌ বাচ্ছা।

*   *   *

অমল : ওহে বিমল, তুমি আর সন্দীপ ডাক্তারখানা থেকে এক শিশি টনিক কিনে আনতে গিয়ে বেলা কাবার করে দিলে, ব্যাপারটা কি ?

বিমল : আর বোল না, ওষুধ কিনে ফেরার পথে বোতলটা হঠাৎ ভেঙ্গে গেল।

অমল : সেকি ! শিশিটা ভাঙ্গলো কি করে ?

বিমল : একটা ডবলডেকার বাস যে চলে গেল ওটার ওপর দিয়ে !

অমল : তাই নাকি, তা সন্দীপ কোথায় ?

বিমল : ঐ সন্দীপের পকেটেই তো ছিল সেটা ! সে-ই তো পা পিছলে....

* * *

শিক্ষক : (ছাত্রকে) নাম কি তোমার ?

ছাত্র : চিত্তরঞ্জন।

শিক্ষক : কি ? চিত্তরঞ্জন ? দাশ পদবি নয় তো ?

ছাত্র : আজ্ঞে, যথার্থ বলেছেন, আমরা দাশ-ই !

শিক্ষক : বাঃ, খুব যথার্থ ভালো নাম, সবাই জানে !

ছাত্র : জানবেই তো, আমরা যে এ পাড়ায় অনেকদিন আছি !

* * *

—বুঁচকির সঙ্গে এখনও লুকিয়ে প্রেম করছো ?

—কই না তো !

—যা, খুব বেঁচে গেছো, মেয়েটার হাত থেকে রেহাই পেলে কিভাবে ?

—গতকাল ওর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল যে !

* * *

একটি বহুতল ফ্ল্যাট বাড়ি থেকে থানায় টেলিফোন গেল : ওপরের তলায় কুরুক্ষেত্র বেঁধেছে, শিগ্‌গির ফোর্স নিয়ে আসুন। ফোন পাওয়া মাত্র দারোগাবাবু পুলিস বাহিনী নিয়ে নির্দিষ্ট ফ্ল্যাটের দরজার সামনে হাজির হলেন। ভেতরে তখনও প্রচণ্ড ভাঙ্গচুরের শব্দ হচ্ছে। কলিং বেল টিপতে রণরঙ্গিনী মূর্তিতে এক বিবাহিতা মহিলা দরজা খুলে দিলেন।

দারোগা : এই ফ্লাটটা কার দয়া করে বলবেন ?

ভদ্রমহিলা ঃ আরে দাঁড়ান মশাই, সেই কথাটারই তো ফয়সালা হচ্ছে এতক্ষণ, আর একটু পরেই সঠিক জানতে পারবেন।

*   *   *

হোটেলে এক পেট খাওয়ার পর পল্টু দেখল মানিব্যাগটা কখন পকেটমার হয়ে গেছে। অপ্রস্তুত ভাবে ওয়েটারকে সেই কথা জানাতে ওয়েটার বলল ঃ তাতে কি হয়েছে? আপনার নামটা কাউন্টারের পাশে দেয়ালে লিখে রাখব। আগামীকাল এসে পয়সা শোধ দিলে ওটা কেটে দেওয়া হবে।

পল্টু ঃ না ভাই তা কোরো না। আমার বন্ধুরা সবাই নামটা দেখতে পাবে। ভারি লজ্জায় পড়ে যাব।

ওয়েটার ঃ আরে মশাই, আপনার নামটা কেউ দেখতেই পাবে না। কারণ তার ওপর আপনার গায়ের দামী জ্যাকেটখানা ঝোলান থাকবে যে।

*   *   *

এক নামকরা সাহিত্যিক রেস্তোরাঁয় খেতে গেছেন।

বয় অর্ডার নিতে এলো।

সাহিত্যিক অর্ডার দিলেন, দুটো ফ্রায়েড এগ দাও। আর কিছু সহানুভূতিপূর্ণ বাণী।

বয় অর্ডার সাপ্লাই করলো। একটা প্লেটে করে দুটো ফ্রায়েড এগ্ এনে রাখলো সাহিত্যিকের সামনে।

এই নিন আপনার ফ্রায়েড্ এগ্। বললো ছোকরা। আর সহানুভূতির কথা যদি জানতে চান তাহলে বলবো, ও দুটো ডিম পচা, আপনার না খাওয়াই ভাল।

*   *   *

এক ছোকরা এক সুন্দরী যুবতীর নৃত্য দেখে কাছে যেয়ে বললো, আঃ কী অপূর্বই না আপনি নাচলেন। আমার ইচ্ছে, আহা আপনার সঙ্গে নেচে যদি আমার মৃত্যুও হয় সে মৃত্যু কতই না সুন্দর।

যুবতী চোখ বড় বড় করে বললো, সর্বনাশ, নাচা তো দূরের কথা। আমার স্বামী যদি আপনাকে আমার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাহলে আপনার মৃত্যু অবধারিত। আর তা মোটেই সুন্দর মনে হবে না।

॥ চুটকি ॥

॥ পরিহাস বিজল্পিতম্ ॥
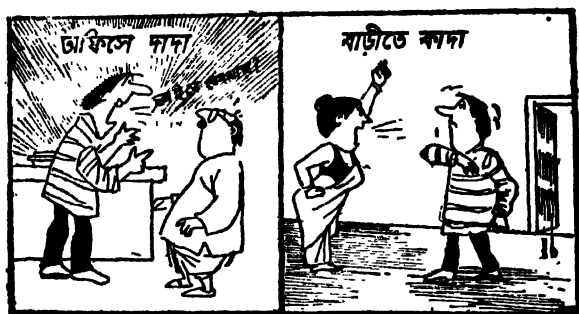
ভরা যৌবনের উদ্দীপনায় রূপোপজীবিনী বলছে, 'আমাদের পেশার সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ এই যে, প্রত্যহই আমাদের পে ডে।'

*　　　　*　　　　*

একটি লোক মাছ ধরছিল। বুড়ো মানুষটা তাকিয়েছিলেন সেদিকে। লোকটি তিনটি মাছ ধরল। কিন্তু বড়ো মাছ দু'টিকে জলে ফেলে দিল। কি বোকারে বাবা। লোকটির ক্রিয়াকলাপে বিস্মিত বৃদ্ধ কৌতূহল দমন করতে না পেরে প্রশ্ন করেন, 'ছোট মাছটিকে রেখে বড়ো মাছ দুটোকে জলে ছেড়ে দিলে কেন?'

—'দুঃখের কথা কি বলব দাদু, আমার মাছ ভাজার চাটুটা খুবই ছোট।'

*　　　　*　　　　*

শিক্ষক : বিবাহের ভবিষ্যৎকাল কি হবে?

তরুণ শিক্ষার্থী : বিবাহ বিচ্ছেদ।

*　　　　*　　　　*

শিক্ষক : বলতে পার, পুলিশ কে ?

ছাত্র : যখন খুশী যেখানে-সেখানে যিনি ঘুমিয়ে পড়তে পারেন।

* * *

হলিউডের এক চিত্রতারকাকে কয়েক মাস আগে কুকুরে কামড়ানোর পর থেকে নির্দেশ দেওয়া হলো, কুকুরদের আর সিনেমা দেখতে দেওয়া হবে না।

* * *

বান্ধবী : বল না গো, বাইরে কি বৃষ্টি হচ্ছে ?

বন্ধু : সোনামণি, তুমি বুঝি ঘরের ভেতর বৃষ্টি হতে দেখেছ ?

* * *

বৃদ্ধ এক ভদ্রলোক সেদিন বলছিলেন, 'ঠাকুরদা হতে আমার একটুকুও আপত্তি নেই কিন্তু আমি কোনো ঠাকুরমাকে বিয়ে করতে রাজী নই।'

* * *

গিন্নী : লক্ষ্মীটি একবার ওঠ না গো।

কর্তা : [কাঁচা ঘুম ভেঙে যাওয়ায় বিরক্ত হয়ে] কেন কি হয়েছে ?

গিন্নি : কিছুই হয়নি গো। তোমাকে ঘুমের বড়ি দিতে ভুলে গেছি।

* * *

প্রথম সৈনিক : সৈন্যদলে যোগ দিলে কেন ?

দ্বিতীয় সৈনিক : আমার স্ত্রী নেই, তাই। তা তুমি কেন যোগ দিলে ভাই ?

প্রথম সৈনিক : কারণ আমার স্ত্রী রয়েছে আর তাই শান্তি পাওয়ার জন্যে সৈন্যদলে বাধ্য হয়েই যোগ দিতে হয়েছে।

* * *

বড় বোন ছোট বোনকে—পিঙ্কি, সন্ধ্যাবেলা দেখলাম ড্রয়িংরুমে আধা অন্ধকারে রবীন তোকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে ! তুই কিনা ঐ লোফারটাকে চুমু খেতে দিলি ?

—কি করবো দিদি। ও বললো ওর ছোটভাইটা নাকি আগের দিন মারা গেছে, ওর খুব মন খারাপ। ও রিকুয়েস্ট করলো আমি যেন ওকে একটু কোম্পানী দিই।

—হুঁ, দুপুরেই না ও আমাকে ঠিক ঐ একই কাঁদুনি গেয়ে আমার কাছ থেকে কোম্পানী আদায় করলো। বললো যে ওর বোন নাকি আগের দিন মারা গেছে।

* * *

বিয়ের ঠিক দু' ঘণ্টা পরে জনৈক যুবক বিচারালয়ে গেল বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন নিয়ে।

বিচারক : বিচ্ছেদ চাইছ কেন ?

যুবক : মোমের আলোয় বিয়ে, তাই।

বিচারক : তার মানে ? কি বলতে চাইছ তুমি ?

যুবক : মোমের আলোর পরমায়ু দু'ঘণ্টা আর বিয়েরও তাই কিনা।

*　　*　　*

লিলি : আমার ভাই ঘণ্টায় চার থেকে পাঁচবার পোশাক পালটায়।

সিলি : কত বয়স তার ?

লিলি : আট মাস।

*　　*　　*

সে বলল, 'অতীতকে কোনোদিনই ভুলতে পারব না, কেননা আমার বর্তমানের সবটাই আঁধারে ঢাকা।'

*　　*　　*

স্বনামধন্য ব্যবসায়ীর ছেলেকে শিক্ষক শুধান, বলতো খোকা, বছরে কটি ঋতু

ছেলেটি : দু'টি—কর্মচঞ্চল এবং মন্দা।

*　　*　　*

অপনি সুস্থ থাকলে চিকিৎসক কখনই আনন্দিত হতে পারেন না।

*　　*　　*

শিক্ষিকা : আমি (হই) সুন্দরী—কোন্ কাল বলতে পার ?

ছাত্র : অতীত কাল।

*　　*　　*

প্রতিটি মহিলার তিনটি স্বামী থাকার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে—একজন তার ভার বহন ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে, একজন তাকে ভালোবাসবে আর একজন তাকে প্রহার করবে।

*　　*　　*

বান্ধবী ঃ অ্যাই, তোর বন্ধুটি সত্যিই ভালোমানুষ—যাকে বলে ভদ্র।

মেয়েটি ঃ নিঃসন্দেহেই তাকে ভদ্র বলা যায়।

বান্ধবী ঃ কি করে বুঝলি ?

মেয়েটি ঃ ভদ্রলোকের মাথাটি মোটা আর মানিব্যাগটি সব সময়েই টাকায় ভর্তি থাকে।

*　　　*　　　*

রিচার্ড ঃ তোমার স্ত্রী যে দেখছি দিনের বেলাটা পুরোপুরি রান্নাঘরেই কাটান।

স্যামসন ঃ হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ।

রিচার্ড ঃ ভালো রাঁধুনি নাকি ?

স্যামসন ঃ মোটেই না। আসলে আমাদের টেলিফোনটা আছে রান্নাঘরে।

*　　　*　　　*

চিকিৎসক ঃ আগে যে ডাক্তারকে দেখিয়েছিলেন, তিনি কি বলেছিলেন ?

রোগিনী ঃ আমূল পরিবর্তনের উপদেশ দিয়েছিলেন।

চিকিৎসক ঃ আপনি কি তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী চলছেন ?

রোগিনী ঃ এখন আমি ডাক্তার পরিবর্তন করে বেড়াচ্ছি।

*　　　*　　　*

ছোট্ট ছেলেটি ঃ প্রাতঃরাশের জন্যে আমরা কি করব মা ?

মা ঃ চা ভিক্ষে করব বাছা।

ছোট্ট ছেলেটি : চা ভিক্ষে কি, মা ?

মা ঃ মিসেস স্যামের কাছে দুধ, মিসেস টমের কাছ থেকে চিনি আর মিসেস জনের কাছ থেকে চা পাতা চেয়ে আনব।

*　　　*　　　*

কোনো এক মিসেস হাইতে বলেছিলেন, জীবনে একবারই মাত্র হতবুদ্ধি হয়েছিলেম। মধুচন্দ্রিমার রাতে যখন নিবিড় পুলকে রয়ে রয়ে দেহ শিহরিত

হচ্ছিল এমন সময় কে একজন দরজা ধাক্কা দিয়েছিল আর আমা স্বামী কোন রকমে তাঁর পোশাক আঁকড়ে ধরে জানলা টপকে পালিয়েছিলেন।

*   *   *

ভিক্ষুক : চা খাব, কয়েকটা পয়সা দেন বাবু।

পথচারী : এইমাত্র তোকে কফির জন্যে কুড়ি পয়সা দিলাম না।

ভিক্ষুক : সে তো কফির জন্যে দিয়েছিলেন বাবু। এখন আমি চায়ের জন্যে চাইছি।

*   *   *

মা : জিনা, বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছিস শুনে তোর বাবা কি বললে ?

জিনা : বাবা বললেন—বাঃ, এই তো চাই। দিনে দিনে তুই তোর মার মতনই বাক্ সর্বস্ব হয়ে উঠছিস।

*   *   *

বিচারক : মাদাম, বিবাহ-বিচ্ছেদ ছাড়াই আপনি একে একে দশজন পুরুষকে বিয়ে করলেন কিভাবে ?

মহিলা : উদারতা আর মহানুভবতাই আমায় অনুপ্রেরণা দিয়েছে।

*   *   *

—ওয়াশিংটনকে বিয়ে করলেন কেন ?

—বাঁচার জন্যে।

—তাহলে বিবাহ বিচ্ছেদে আগ্রহী হলেন কেন ?

—তিনি যে নিষ্প্রাণ।

*   *   *

এক ওলন্দাজ ভদ্রমহিলা ভালো রাঁধুনির সন্ধানে বক্স নাম্বারের মাধ্যমে সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। একটি মাত্র আবেদন পত্র এলো আর সেটি তাদের বাড়ির রাঁধুনির কাছ থেকেই।

*   *   *

জনৈক বালক : আমি একটা কুকুর কিনতে চাই। কতো দাম কুকুরের ?

বিক্রেতা : একশ টাকা পিস্।

বালক : কিন্তু আমি কুকুরের টুকরো চাইনে—সবটাই কিনতে চাই।

* * *

—তুই কি ধরনের স্বামী পছন্দ করিস ?

—সে রোমান্টিক হবে, ভালো নাচতে আর গাইতে পারবে, আমায় কোনো রকম দুঃখ দেবে না, ঘরে ছাই ছড়াবে না আর আমি যখন তাকে চুপ করে থাকতে বলব তখন সে টু শব্দটিও করবে না।

—এই যদি তোর আদর্শ স্বামীর ধারণা হয়, তাহলে বরং একটা টি, ভি, কিনে ফেল।

* * *

যুবক : আপনাকে কি বাড়ি পেঁাছে দিয়ে আসতে পারি ? অভিজ্ঞ মেয়েদের বাড়ি পেঁাছে দেওয়ার মাঝে যথেষ্ট আনন্দ আছে।

যুবতী : কিন্তু এখনও আমি যে অনভিজ্ঞা।

যুবক : আর এখন পর্যন্ত আপনি বাড়িতেও পেঁাছুতে পারেন নি।

* * *

দুই মাতাল শুঁড়িখানায় বসে চুটিয়ে মদ গিলছিল। একজন মাতাল খ্যাক খ্যাক করে হেসে উঠে দোস্তকে বলে, এই শালা, বলতো তুই মানুষ না ইঁদুর ?

—দেখতে পাচ্ছিসনে আমি মানুষ।

—আচ্ছা বেশ না হয় ধরেই নিলুম তুই মানুষ। এখন প্রমাণ দেখাও, বাপ।

—আমার বৌ ইঁদুর দেখলে ভয় পায়।

* * *

বিলিতি কেচ্ছা

*　　*　　*

মৃত্যুশয্যায় শায়িত মিঃ হেস্টন তাঁর স্ত্রীকে বললেন, আমার মৃত্যুর ঠিক একমাস পরে তুমি মিঃ রোগার্স'কে বিয়ে করবে।

—ও মা! সেকি কথা—রোগার্স যে তোমার শত্রু!

—সে আমার শত্রু জেনেই তো তোমায় বিয়ে করতে বলছি। বছরের পর বছর আমি জ্বলে-পুড়ে মরেছি—এবার তোমার পালা—মিঃ রোগার্স।

*　　*　　*

বুকে হাত রেখে বলছি যে কোনো মেয়ের সঙ্গে যে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন আপনার যদি বেশ ভালো রকমের ব্যাংক ব্যালেন্স থাকে।

*　　*　　*

ভদ্রলোক: আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আর শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। বেশ কিছুদিন হলো আমার স্বামী নিজেকে ঘোড়া বলে ভাবতে শুরু করেছেন।

মনঃসমীক্ষক: কোনো চিন্তা নেই মাদাম, ওঁকে আমি ভালো করে তুলব। কিন্তু প্রচুর টাকা খরচা হয়ে যাবে।

—সে জন্য ভাববেন না। ঘোড়া দৌড়ে তিনি কুড়ি লক্ষ টাকা পেয়েছেন।

মনঃসমীক্ষক—তাহলে তাঁকে ঘোড়া হয়েই থাকতে দিন।

*　　*　　*

—আপনার স্বামী কখন গির্জেতে যান ?

—যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি পাপ করেন।

—তিনি কতো দিন অন্তর পাপ কাজ করেন ?

—প্রতি রাতে।

* * *

সত্যি মেয়েটি ঘরোয়া—কতো পুরুষের ঘরেই না সে যায়।

* * *

সাবধান। বান্ধবীকে চিঠির ওপর 'ব্যক্তিগত' কিংবা 'গোপনীয়' শব্দটি লিখতে নিষেধ করবেন। তা নাহলে আপনার স্ত্রী চিঠিটা অবশ্যই খুলে দেখবেন।

* * *

—শুনেছি চুম্বন থেকে নাকি রোগজীবাণু ছড়িয়ে পড়ে।

--ডাক্তারেরা বলেন বটে সংক্রামক।

—কেন, তুমি কি এ পর্যন্ত কোনো মেয়েকে চুমু দাওনি ?

—না। তবে চুমু পাওয়ার পর এখনও অসুস্থতা বোধ করিনি।

* * *

কোনো এক নিউটন খেদোক্তি করছেন, 'মানুষ যা চায় সবকিছুই আমি পেয়েছি—অফুরন্ত টাকা, সুন্দর বাড়ি আর সত্যিকারের সুন্দরী মেয়ে—কিন্তু সহসা আমার স্ত্রী ফিরে এলেন।'

* * *

জনৈক আমেরিকান রুশীয় ছেলেমেয়েদের বুদ্ধির গড় পরিমাপ করতে মস্কোতে এসেছিলেন।

—যদি পঞ্চাশ রুবল দিয়ে আমি একটা ঘড়ি কিনি আর একশ টাকায় সেটি বেচি, তাহলে আমি কতো পাব ?

—কুড়ি বছর—একটি ছেলে উত্তর দেয়।

* * *

বিচারক : বিয়ের ষাট বছর পরে আপনি বিচ্ছেদ কামনা করছেন কেন ?
মিঃ ক্যাম্পবেল : অবশিষ্ট জীবনটা সুখে কাটাতে পারব বলে।

* * *

যৌবনবতী শরীরে লাবণ্যের ঢেউ তুলে মেয়েটি বলে, 'দৈনিক কুড়ি ঘণ্টা হাড় ভাঙ্গা খাটুনির ভয়ে বিয়ে আমি করতে চাইনে—দিনে বারো ঘণ্টা আর রাতে আট ঘণ্টা পরিশ্রম ধাতে সইবে না।'

* * *

—তাহলে আপনার ষষ্ঠ কন্যারও বিয়ে হয়ে গেল সত্যিই আপনি সুখী, ভাগ্যবান।

—কেন ?

—আর পাঁচজনের ইতিমধ্যেই বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেছে এবং তারা আমার কাছেই থাকে।

* * *

ক্যাপটেন : তুমি বিদেশে যেতে চাইছ না কেন ?
অনুগত সৈনিক : আমার স্ত্রী এখনও গর্ভবতী হয়নি। এমত অবস্থায় তাকে ফেলে রেখে কি করে বিদেশে যাত্রা করব বলুন ?

* * *

ম্যানেজার : আপনি কি এই শহরের চিড়িয়াখানা দেখেছেন ?
কেরানী : না।
ম্যানেজার : দেখেন নি কেন ?
কেরানী : এখানে (অফিসে) আমি চিড়িয়াখানার সব জীবজন্তুকেই দেখতে পাই।

* * *

অধ্যাপক : মঞ্চে প্রমোদনুষ্ঠান উপভোগ করার সবচেয়ে ভালো পথ কোন্‌টি ?

ছাত্র : নিদ্রা।

* * *

চিকিৎসক : বুড়ো হয়েছেন তাই আপনার এই পায়ে ব্যথা হয়েছে।

রোগী : আমাকে কি আপনি এতই বোকা ভেবেছেন ? আমার অন্য পাটারও তো একই বয়স—কই সেটিতে তো ব্যথা হয়নি !

* * *

বৃদ্ধ : আমি আজ চুরানব্বইতে পা দিলাম। সারা পৃথিবীতে আমার আর একজনও শত্রু নেই—আমাকে নিঃশত্রু বলতে পারেন।

সাংবাদিক : কিভাবে আপনি নিঃশত্রু হলেন ?

বৃদ্ধ : আমার যাঁরা শত্রু ছিলেন অনেক কাল আগেই তাঁরা গত হয়েছেন।

* * *

শহরের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি মারা গেছেন। কৌতূহলী আত্মীয়-পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশী সকলে ভিড় করেছেন আইনজ্ঞের অফিসের সামনে ভদ্রলোকের অন্তিম ইচ্ছা জানার আগ্রহে। উকিল খাম খুললেন। সবশেষে উইলটি পড়লেন। তাতে লেখা আছে—'আমার মদ্য ও ধূমপান এবং সুন্দরী মেয়েদের পেছনে ঘুরে বেড়ানোর সু-অভ্যাসের জন্য আমার সব টাকা নিঃশেষিত।'

* * *

মেয়েটি : কি চিন্তা করছ ?

ছেলেটি : তুমি যা চিন্তা করছ, আমিও সেই চিন্তাই করছি।

মেয়েটি : তাহলে দেরী করছ কেন ?

* * *

কেউ যখন অবসর গ্রহণ করে, সময় আর তখন তাঁর কাছে জরুরি থাকে না আর তখনই তাঁর সহকর্মীরা তাঁকে ঘড়ি উপহার দিয়ে থাকেন।

* * *

'রানী' নামের মেয়েটি মানুষের মনে এই অনুভূতি এনে দেয় যে সে 'রাজা'।

*   *   *

ব্রিজের ওপর এক ভিখারী বিশ্রীভাবে টলতে টলতে চলছিল। একজন পদাতিকের হাত ধরে সে বলে, অন্ধকে একটা টাকা দিয়ে সাহায্য করুন 'বাবু'।

—'তুই তো একটা চোখে দেখতে পাস!'

—'তাহলে পঞ্চাশ পয়সা দিন।'

*   *   *

স্বামী তাঁর স্ত্রীকে শান্ত করার জন্যে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন, 'কাঁচের ঘরের মানুষেরা........'

—'আলো জ্বালা থাকলে নগ্ন হওয়া উচিত নয়—তা আমি জানি,' কাট-খোট্টার মতো উত্তর দেয় তাঁর স্ত্রী।

*   *   *

এক ভদ্রমহিলার স্বামী মারা গেছেন। ভদ্রমহিলা স্বামীর ইনসিউরড্ পলিসির জন্য টাকা দাবী করলেন ইনসিউর কোম্পানীর কাছে। এক উকিলও নিযুক্ত করলেন সেই টাকা আদায়ের জন্য।

সব কাগজ পত্র দেখে শুনে উকিল বাবু বললেন, দেখুন ম্যাডাম, আপনার স্বামী তার জীবনের উপর কোন ইনসিউর করে যায় নি। কাজেই আপনি কোন দাবী করলে তা টিকবে না। তিনি কেবল একটা ফায়ার ইনসুরেন্স করেছিলেন।

ভদ্রমহিলা—ঠিকই তো। আর সেজন্যেই তো আমি ওর গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলাম। তাহলে কেন আমি ফায়ার ইনসুরেন্সের টাকা পাবো না?

*   *   *

এক আমেরিকান বাপ তার বেকার ছেলেকে—দেখ খোকা, তুই কি জানিস তোর বয়সে আব্রাহাম লিঙ্কন পেটের দায়ে রোজগার করতেন। আর তুই কিনা আজও বাপের ঘাড়ে বসে অন্ন ধ্বংস করছিস।

ছেলে—বুঝলে বাবা, আমি অবশ্য লিঙ্কনের ছেলেবেলার কথা জানিয়ে তবে এটা জানি, তোমার বয়সে তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন।

*   *   *

বাস কন্ডাক্টর (বাচ্চা প্যাসেঞ্জারকে)—তুমি কি জান এই রুটে ছ'বছরের বেশী বয়স হলেই পুরো ভাড়া দিতে হয়?

—জানি।

—তা তোমার বয়স ছ'বছরের বেশী হবে কবে?

—আজ্ঞে, আপনাদের বাস থেকে নেমে গেলেই।

*   *   *

।।উইট অ্যাণ্ড উইসডাম।।

টিম এতই বিদ্বান ছিল যে ন'টি ভাষায় ঘোড়ার নাম রাখতে পারত আর এতই নির্বোধ ছিল যে চড়বার জন্যে গোরু কিনেছিল।

*   *   *

ঈশ্বর নিরাময় করেন, পারিশ্রমিক নেন চিকিৎসক।

*   *   *

তরুণ চিকিৎসক আর বৃদ্ধ নাপিত থেকে সাবধান।

*   *   *

তরমুজ আর মানুষকে বোঝা বড়োই কঠিন।

*   *   *

রঙ্গরসিকতায় একজন শত্রুকে বন্ধু করা যায় না, কিন্তু একজন বন্ধু এক নিমিষেই শত্রু হয়ে যায়।

*   *   *

মৃত্যুই কেবল উৎকোচ গ্রহণ করে না।

*   *   *

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট পথিক কদাচিৎ বাড়ি ফিরে ঘটনাটি তার বিধবা পত্নীকে জানাতে পারে।

*   *   *

সত্যিই তিনি চতুর যিনি বৈদ্যকে উত্তরাধিকারী করে যান।

—বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন

*   *   *

॥ পরিহাস বিজল্পিতম্ ॥

বিমান বন্দরে শুল্ক দফতরের এক পরিদর্শক প্রথিতযশা কথা সাহিত্যিক অস্কার ওয়াইল্ডকে 'কিছু ঘোষণা করতে হবে কি ?'

'আমার প্রতিভা ছাড়া আর কিছু নয়'—লেখক উত্তর দিলেন।

*　　*　　*

কোনো এক নারীর রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে অস্কার ওয়াইল্ড লিখেছেন, 'একমাত্র সৌন্দর্য ছাড়া অন্যান্য সবদিক থেকে ময়ূরের তুল্য।'

পরীক্ষায় নির্বোধেরা এমন সব প্রশ্ন করে বসেন যে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরাও উত্তর দিতে পারেন না।—অস্কার ওয়াইল্ড।

*　　*　　*

প্রেম এমন এক উত্তেজনাময় খেলা যাতে একজন সব সময়েই ঠকায়।

—বালজাক।

আজ থেকে ঠিক একবছর আগে ডাক্তার হয়েছে সে—দু'জন রোগীর চিকিৎসা করেছে, না না ভুল বলেছি—হ্যাঁ, তিনজনের চিকিৎসা করেছে—কেননা তাদের তিনজনের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াতেই আমি যোগ দিয়েছিলুম।

—মার্ক টোয়েন।

*　　*　　*

মিঃ উইনস্টন চার্চিলের শত্রুর অভাব ছিল না। কোনো এক জনসভায় তাঁকে দেখে জনৈক ভদ্রমহিলা মন্তব্য করেন 'যদি এই ভদ্রলোক আমার স্বামী হতেন, আমি তাহলে তাঁকে বিষ খাইয়ে মারতুম।'

সহাস্য চার্চিল সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'মাদাম, আপনি যদি আমার স্ত্রী হতেন, তাহলে আমি নিজেই বিষ খেতুম।'

*　　*　　*

বয়ঃকনিষ্ঠ কিংবা পরিচারকের ক্ষেত্রে অমৃত ভাষণ নিন্দার্হ, প্রেমিকের

ক্ষেত্রে সৃজন দক্ষতার পরিচয়বাহী, অবিবাহিত পুরুষের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক গুণাবলী বা মার্জিত রুচির নিদর্শন রূপে গণ্য হয় আর মিথ্যা হল বিবাহিত মহিলার দৃঢ়মূল অভ্যাস—প্রকৃতিগতই বলা চলে।

—হেলেন রোল্যাণ্ড

*   *   *

অনেক চিকিৎসকের পাল্লায় পড়ে আমি মরতে বসেছি।

আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট।

*   *   *

চরমতম প্রলোভন আর চূড়ান্ত সুযোগ—এই দুইয়ের মিলন সাধন করে বলে বিবাহ এত জনপ্রিয়।

—জর্জ বার্ণাড শ।

প্রখ্যাত নাট্যকার শ তাঁর সাম্প্রতিক নাটক লেখার কাজে আত্মমগ্ন। এমন সময় তাঁর কানে আসে তাঁর দুই ভৃত্যের কথোপকথন—

'—হ্যাঁরে, বাবু খুব ব্যস্ত রয়েছেন—তাই না?'

'—মোটেই তিনি ব্যস্ত নন। কেবল লিখেছেন।'

*   *   *

ম্যাগনা কার্টা শর্ত আরোপ করেছিলেন কোনো স্বাধীন মানুষকে একই অপরাধে দু'বার ফাঁসিকাঠে ঝোলানো যাবে না।

*   *   *

জর্জ মুর ব্যাকরণ লেখার আগে সুন্দর ইংরেজী লিখতেন।

*   *   *

প্রসিদ্ধ এক ঔপন্যাসিক বলেছিলেন—বিয়েটা সেফ জুয়া—কপাল ভালো হলে জয় আর না হলে বুঝতেই তো পারছেন।

*   *   *

ইতিহাসের কবি স্বর্গীয়, অমর। কিন্তু পাশের ঘরের কবি সর্বসাধারণের উপহাসের পাত্র।

—ম্যাক্স ইস্টম্যান।

*   *   *

কবিতায় কৌতুক

(এক)

শনিবারের সূর্যসেন স্ট্রীটে সবুজ রেশমী শাড়ী পরা রূপসী প্রেয়সীকে মেহনতি এক যুবকের সাথে ঘুরতে দেখে তিনি শোকে অভিভূত হয়ে পড়লেন। টলতে টলতে বাড়ি ফিরিলেন কোনো রকমে। আর সেদিন থেকেই তাঁর ঘাড়ে ভর করল কবিতার ভূত—মন্ত্রশক্তি—

আমার হৃদয়-স্যাসপ্যানে তুমি
হাজারটা ডিমের বড়া ভেজে খেয়েছিলে--
কবে কোন্ বিস্মৃত প্রদোষে।
শুধু তোমার চোখে দেখেছিলেম
এক টুকরো সিগারেটের স্ফুলিঙ্গ।
হাজার চেষ্টা করেও আমি
পারিনে মেলাতে হিসেব।
যক্ষা নয়, ক্যানসার নয়
এ যে ভালোবাসার চুলকানি দাদ—

আর তুমি সবুজ শাড়ি পরে
হাসছ খেঁকশিয়ালীর হাসি।

(দুই)

এরপর পড়ন্ত রোদে নায়িকাকে দেখলেন তিনি শাসন রোডে—ঘুরছেন এক বৃদ্ধ শিল্পীর সঙ্গে। আবার সৃষ্টি হলো অসামান্য এক কবিতা—

সদানন্দ সূর্যের হামাগুড়ি গোলাপী মেঘে,
পত্ররন্ধ্রে বাষ্পমোচন,
সুষুম্নায় চিন্তায় গলিত রঙমহল।
রক্তে তোমার—
পলিগোমির কিলবিলে পোকাগুলি
ঘুরছে পৃথিবীর মতন।
থমথমে বাড়িগুলি দাঁড়িয়ে আছে—
কিং লীয়ারের চোখে পিচুটির মত।
কমলার কোথায় জ্বরের গন্ধ—
লিটনের ঘোড়া কি এই পথেই ছুটেছিল ?

(তিন)

তৃতীয় দৃশ্যে প্রহসনের যবনিকা উঠল লিলুয়ায়। সঙ্গীত প্রেমিক এক রেলের কর্মচারীর সঙ্গে নায়িকা খাচ্ছিলেন হালুয়া। রাতে চাঁদের আলোয় নায়কের অগ্নিক্ষরা লেখনী থেকে ঝরে পড়ল কয়েকটি লাইন—

হুঁকোর খোলের মতো অন্ধকার
মিলিয়ে গেছে।
পায়েসের মতো জ্যোৎস্না
মায়া বিছিয়েছে—
যেন সে এক গলিত কেঁচো,
কিংবা ফড়িংয়ের বীভৎস কঙ্কাল,
ফিঙের হাসি,
যক্ষ্মা রুগীর থুথু।
গায়ে শুধু আদ্দির পাঞ্জাবি

পিকল্‌ বাঁশিতে
কে যেন বাজায় টপ্পা,
মনে হয় অনেক দূরে—
বস্তির আদিম অন্ধকারে,
কেঁদে আকাশ ফাটাচ্ছে
হুলহুলে ডায়ানোসেরসের
গলগলে এক বাচ্চা।

(চার)

অনেক বোঝালেন প্রেয়সী। বললেন, কেউ তাঁর মামা, কেউ জামাইবাবু, কেউ পিসতুতো ভাই। একনিষ্ঠ নায়কের উত্তেজনা হলো না প্রশমিত—

ভয়াবহ এ পৃথিবী
চোঁড়ির মতো মুখ করে
আমায় ভ্যাংচায়।
প্রেয়সীকে বিস্বাদ লাগে,
যেন মিইয়ে যাওয়া পাঁপড়
গাছপালা ছেঁটে
পৃথিবীকে মরুভূমি করে
ভাবছি সরে পড়ি।

* * *

এক আমেরিকান ছোকরা তার বাপকে বললো, বুঝলে বাবা, আমি হপ্তা খানেকের জন্য বাইরে গিয়েছিলাম। ক'দিন আগে আমি আমার স্ত্রীকে টেলিগ্রাম করেছিলাম, আমি গতরাত্রে বাড়ি ফিরবো তা আমি বাড়ি ফিরে কী দেখলাম জানো? আমার স্ত্রী এক ছোকরার বাহুলগ্না হয়ে শুয়ে আছে। তুমি একে কী বলবে?

বাপ অনেকক্ষন চুপ করে থেকে ঠাণ্ডা গলায় বললো, হুঁ, আমাদের ডাকবিভাগে খুবই গলতি দেখা যাচ্ছে। আমাদের সময় এমনটা হতো না। বউমা নিশ্চয় টেলিগ্রাম পায়নি।

* * *

একটু হাসুন

(উইসডাম পত্রিকার সৌজন্যে)

জীবনবীমার উচ্চপদস্থ এক কর্মচারী নবনিযুক্ত অর্বাচীন প্রতিনিধিকে ধমকে ওঠেন 'বিমাপত্রে আটানব্বুই বছরের এক বুড়োর নাম লিখেছ—তোমার কি মাথার ঠিক নেই?'

'পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে আমি আদমসুমারির বিবরণ দেখেছি। এই বয়সের খুব কম লোকই প্রতিবছর মারা যায়'—অত্যন্ত বিনীতভাবে বিমা প্রতিনিধি উত্তর দেন।

*　　*　　*

'স্মৃতিশক্তি হারাতে বসেছি তাই ডাক্তার দেখাতে গিয়েছিলুম।'

—'তিনি কি বললেন?'

—'আমায় আগাম দিতে বললেন।'

*　　*　　*

প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে বক্তৃতা দিতে দিতে জনৈক অধ্যাপক প্রশ্ন করেন, 'যদি তোমার ভাই দরজার চাবি গিলে ফেলে, তাহলে তুমি কী করবে?'

—'জানালা টপকে তাহলে ঘরে ঢুকব।' ছাত্রটি উত্তর দেয়।

*　　*　　*

চিকিৎসক অপরিশোধিত একটি বিল পাঠালেন তাঁর এক রোগীকে—তলায় লিখে দিলেন, 'বিলের বয়স হলো এক।'

রোগী চটজলদি লিখে পাঠালেন, 'হ্যাপি বার্থডে।'

*　　*　　*

অনেক দিনের এক অনির্দেশিত এক ব্যাধিতে আক্রান্ত এক ব্যক্তি জনৈক চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলেন। চিকিৎসক তাঁকে অভিনন্দন জানাতে আশ্বস্ত রোগীর মুখে হাসি ফুটে ওঠে। তিনি বললেন, 'এবার তাহলে শিবের অসাধ্য ব্যাধির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাব।' চিকিৎসক বললেন, 'উত্তেজিত হবেন না। আপনার শব-ব্যবচ্ছেদের পর আপনার নামেই নতুন রোগটির নামকরণ করা হবে।'

*   *   *

চেম্বারে এলেন এক ভদ্রলোক। হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলে, 'কঠোর শ্রমে আমি শ্রান্ত—মনে হচ্ছে বেশী দিন আর বাঁচাব না। দয়া করে আমায় ওষুধ দিন।'

—'আজ রাতে থিয়েটারে যান—গ্রিমালডি বিদূষকের অভিনয় দেখুন, রোগ সেরে যাবে।'

—'ধন্যবাদ। আমি সেই ভাঁড়।' একথা বলে সে চলে গেল।

*   *   *

ডাক্তারবাবু পরিদর্শনে বেরিয়ে শারীরিক অবস্থায় খোঁজ-খবর নিচ্ছিলেন রোগীদের কাছে। একজন রোগিনীকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'শীতের চোটে দাঁতপাটি লেগেছিল?'

—'কেমন করে বলব! দাঁতগুলো স্নানঘরে ছিল।'

*   *   *

গৃহিনী বললেন, 'প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষ করের প্রভেদটা যে কি, এ পর্যন্ত ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না।'

স্বামী বললেন, 'এ তো খুব সহজ ব্যাপার! আমার কাছে তুমি টাকা চাও আর আমি ঘুমুলে পকেট মার।'

*   *   *

সুকেশা সুরূপা এক যুবতী সরকারী কোষাগারে এসেছিল কর্মপ্রার্থিনী হয়ে। কর্মীবৃন্দের নিয়োগ শিক্ষণ বিষয় সংক্রান্ত কার্যসম্পাদনকারী কর্মচারী প্রশ্ন করেন, 'আপনার যোগ্যতা?'

'সব সময় আমি টাকা-পয়সা নাড়াচাড়া করতে ভালোবাসি'—মিষ্টি গলায় উত্তর দেয় মেয়েটি।

*   *   *

কোনো এক মহিলাকে সীমন্তে সবুজ সিঁদুর পরতে দেখে প্রতিবেশিনী তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করে। মহিলা বলেন, 'আমার স্বামী ট্রেনের ড্রাইভার। সিঁথিতে লাল সিঁদুর দেখলে অনেক দূরেই সে থেমে যাবে—কাছে আসবে না।'

* * *

প্রেমিকা: কে বেশি সুখী—দশ লক্ষ ডলারের মালিক, না ছয় সন্তানের পিতা?

প্রেমিক: ছয় সন্তানের জনক।

প্রেমিকা: প্রমাণ দিতে পারবে?

প্রেমিক: কেন পারব না! দশ লক্ষ ডলারের মালিক আরও ডলার কামনা করে।

* * *

মনিব: মিথ্যে বলা মহাপাপ। অফিসে যে সমস্ত যুবক কর্মী মিথ্যে কথা বলে, জান, আমি তাদের কি করি?

কর্মচারী: জানি স্যার। আপনি তাদের সেইলস্-ম্যান করে দেন।

* * *

অনেকদিন দেখা হয়নি তাদের। ক্রাচ বগলে বন্ধুকে আসতে দেখে অপর বন্ধু বললে, 'কি হয়েছিল তোমার?'

—গাড়ির ধাক্কায় শয্যাশায়ী হতে হয়েছিল।

—কবে দুর্ঘটনা ঘটেছিল?

—ছ'সপ্তা আগে।

—এখনও খঞ্জের যষ্ঠির ওপর নির্ভর করে চলেছ।

—আমার ডাক্তার বলেছেন ক্রাচের দরকার নেই, কিন্তু আমার উকিল ক্রাচ নিয়ে চলার উপদেশ দিয়েছেন।

* * *

আনমনা তিন অধ্যাপক ট্রেনের প্রতীক্ষায় রেলস্টেশনে দাঁড়িয়েছিলেন।

পারস্পরিক আলোচনায় তাঁরা এতই নিবিষ্ট ছিলেন যে ট্রেন এসে গেছে তাঁরা জানতেও পারেননি। গাড়ি যখন চলতে শুরু করেছে তারা তিনজন তখন পড়িমরি করে দৌড়ুতে শুরু করলেন। অতিকষ্টে দু'জন ট্রেনে উঠলেন। তৃতীয় জন উঠতে পারলেন না। নিরানন্দ মনে তাঁকে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দণ্ডায়মান এক দর্শক বলে ওঠেন, 'তিনজনের ভেতর দুজন গাড়ি ধরতে সক্ষম হলেন—গড়পড়তা ভালোই বলতে হবে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অধ্যাপক বললেন, 'তাঁরা আমায় বিদায় সম্ভাষণ জানানোর জন্যেই এসেছিলেন।'

* * *

বিশপ মহোদয় যে বধির ছিলেন, এটা অনেকেই জানত না। একদিন তাঁর গুণমুগ্ধ এক ভক্তকে তিনি সুপ্রভাত জানিয়ে বললেন, 'লেন, তোমার বাবা কেমন আছেন ?'

—'আমার বাবা গত বছর মারা গেছেন।'

বিশপ বললেন, 'শুনে খুশী হলাম লেন, এই পরিবর্তন নিঃসন্দেহেই তার পক্ষে শুভ হবে।'

* * *

অন্তরঙ্গ দুই বন্ধু রেস্তোরাঁয় বসে কফি খেতে খেতে খোশ গল্প করছিল। অনেকক্ষণ ধরে তাদের বসে থাকায় বিরক্ত ওয়েট্রেস তাদের হাতে ছত্রিশ টাকার একটা বিল ধরিয়ে দেয়। একজন তো টাকার অংকে আঁতকে উঠে বলে, 'সামান্য দু'কাপ কফির জন্যে ছত্রিশ টাকা।'

—'না এটা হলো পার্কিং টিকিট।'

* * *

প্রধান বিচারপতি লর্ড রাসেল যখন ওকলতি করতেন তখন একজন উকিল তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'দ্বি বিবাহের কঠিনতম শাস্তি কি হতে পারে ?'

রাসেল ঝটিতি উত্তর দিয়েছিলেন, 'দুই শাশুড়ী'।

* * *

—'মা, বৃষ্টি হয় কেন ?

—'বৃষ্টি না হলে কোনো কিছুই জন্মাতে পারে না সোনামণি। বৃষ্টি হয় বলেই আপেল, নাশপাতি, শস্য আর ফুল জন্মায়।'

—'তাহলে শান-বাঁধান পথে কেন বৃষ্টি হয় না মা ?'

*　　*　　*

রোমের এক বিত্তবান নাগরিকের বিবাহ-বিচ্ছেদে তাঁর বন্ধুরা তাঁকে দোষরোপ করতে থাকেন।

একজন বললেন, 'তোমার বৌ কি সুন্দরী ছিল না ?'

আর একজন বললেন, 'যতদূর জানি সে তো অসতী ছিল না।'

ভদ্রলোক তাঁর একপাটি জুতো খুলে বন্ধুদের বললেন, 'বল তো জুতোটা কি দেখতে ভালো নয় ? এটি কি ভালোভাবে তৈরী করা হয়নি ? সে যে আমায় কোন্ দিক থেকে মুচড়ে ব্যথা দিত, তোমাদের তা বোঝাতে পারব না।'

*　　*　　*

কোনো এক উকিলকে মেদস্ফীত গাদাখানেক বই নিয়ে যেতে দেখে একজন মন্তব্য করলেন, 'মশায়ের এত আইন-কানুন মাথায় নিয়ে ঘোরা হয়।' উকিল সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন, 'আইন-কানুন সব সময়েই আমার মাথাতেই থাকে—বইগুলি নিয়ে যাচ্ছি মহামান্য বিচারপতির জন্যে।'

*　　*　　*

সেরা ড্রাইভার যখন মোটর চালায় সে তখন কল্পনা করে—গোটা পরিবারকে নিয়ে সে বেরিয়েছে হাওয়া খেতে।

*　　*　　*

কর্তাগিন্নি বেড়াতে যাবেন। গিন্নি সাজন-গোজন করছিলেন। তাঁর অনাবশ্যক বিলম্বে কর্তাকে প্রচণ্ড উত্তেজিত দেখে আগুন ঝরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে গৃহিনী বলে ওঠেন, 'তোমাকে একবার নয় হাজার বার বলেছি—এক সেকেণ্ডের ভেতরেই আমি সাজগোজ করে নিচ্ছি।'

*　　*　　*

'ডাক্তারবাবু আপনি বলেছিলেন মাসখানেকের ভেতরেই আমি হাঁটতে পারব। প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্যে আমি খুশী হলাম।'

রোগীর কথায় চিকিৎসকের মুখ আনন্দে ঝলমল করে। এমন সময় রোগী

পুনরায় বলে ওঠে, 'আপনার ঋণ পরিশোধ করতে আমায় গাড়ী বেচতে হয়েছে।'

* * *

ছাত্র : স্যার, প্রায়ই আপনি রোগীদের ডিনারের ব্যাপারে প্রশ্ন করেন কেন?

বৃদ্ধ চিকিৎসক : ঠিক প্রশ্নই করেছ। এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটা ব্যাপার। তাদের খাদ্যতালিকা বুঝে আমি বিল করি।

* * *

পুরসভার এক কর্মী ফোন ধরলেন। স্থানীয় গির্জা থেকে পুরোহিত জানাচ্ছেন গেটের কাছে একটা গাধার মৃতদেহ পড়ে আছে। দুর্গন্ধে ম ম করছে চারদিক। কেরানী নিজের বুদ্ধিমত্তা আর সরসতার পরিচয় দিতে চাইলো। বললে, 'আমি জানতাম যাজকেরাই অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করে থাকেন।'

—'ঠিকই বলেছ। কিন্তু প্রথমে আমরা মৃতের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনকেই খবর দিয়ে থাকি।'

* * *

দর্শনার্থী : আপনার ডেস্কে শুষে নেওয়ার মতন কিছু দেখেছি।

কবি (সানন্দে : নিশ্চয়ই আমার কবিতা।

দর্শনার্থী : না, এক টুকরো ব্লটিং পেপার।

* * *

সদ্য প্রেমের সঞ্চারে হৃদয় তাদের নেচে উঠেছে। মেয়েটি বললে, 'তোমায় আমি চিরদিন ভালবাসব—তোমার দুঃখ-কষ্টের অংশীদার হব।'

— 'প্রিয়ে, জীবনে আমার কোন দুঃখই নেই।'

মেয়েটি বলে, 'আমি তা জানি কিন্তু আমি বলতে চাইছি বিয়ের পরের

* * *

দর্শনার্থী : আপনার ছেলেটির অনন্ত জ্ঞানতৃষ্ণা আমাকে অবাক করেছে।

মা : বাবার কাছ থেকে তার তৃষ্ণা জেগেছে ঠিকই, কিন্তু জ্ঞানটা পেয়েছে আমার কাছ থেকে।

* * *

বাবা-মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পতিগৃহে যাওয়ার সময় মেয়েটি কাঁদছিল. বর হাসছিল। নীরব এক দর্শক সরব হয়ে বলে ওঠেন, 'আগাগোড়া ব্যাপারটা উল্টে যাবে অচিরেই। বাবাজী, সারা জীবন তোমাকেই কাঁদতেই হবে।

*　　*　　*

স্বামী তাঁর স্ত্রীকে প্রশ্ন করেন, 'তোমার চূড়ান্ত বোকামির পরিচয় দিতে পার?'

—'কেন, তোমাকে বিয়ে করা।'

*　　*　　*

প্রাতঃরাশ গ্রহণ করছিলেন জো। এমন সময় প্রাভাতিক সংবাদপত্রে নিজের মৃত্যু সংবাদ পরিবেশিত হতে দেখে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে প্রিয় বন্ধু জোনস্‌কে ফোন করলেন, 'কাগজে আমার মৃত্যুর খবর দেখেছ কি?'

—'হ্যাঁ। কোথা থেকে কথা বলছ তুমি।'

*　　*　　*

পুরুষ: এখনও বিয়ে করেন নি?

স্ত্রী: আমি পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম একজন মানুষের সন্ধান করছি।

পুরুষ: তাঁকে এখনও খুঁজে পাননি?

স্ত্রী: হ্যাঁ পেয়েছি। কিন্তু তিনি পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম একজন নারীর খোঁজ করছেন।

*　　*　　*

অল্পবয়সী এক কৃষি বিজ্ঞানের ছাত্রের নিজের জ্ঞানের প্রতি ছিল অসাধারণ আস্থা, অনিঃশেষ গর্ব। বুড়ো এক চাষীকে ধমক দিয়ে সে বলেছিল, 'বাজি ধরতে পারি এ গাছ থেকে কিছুতেই দশ পাউণ্ডের বেশি আপেল পেতে পার না।'

—'ঠিকই বলেছেন মশাই, তবে এটি নাশপাতি গাছ।'

*　　*　　*

পাত্র: অবশেষে তাহলে বিয়ে হলো আমাদের। এখন আমাদের ক্রিয়াকলাপ বিষয়ে স্বচ্ছ একটা ধারণায় উপনীত হবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।

তুমি রাষ্ট্রপতি না উপরাষ্ট্রপতি হতে চাও?

পাত্রী : (মধুরকণ্ঠে) কোনোটাই হতে চাইনে। রাষ্ট্রপতি এবং উপ-রাষ্ট্রপতি—দুটোই তুমি হও—আমি কেবল কোষাধ্যক্ষ হতে চাই।

* * *

জনৈক তীর্থযাত্রী এক হিন্দু মন্দিরে প্রবেশের উপক্রম করতেই দ্বারী তাকে বাধা দিল। বললে, 'জুতো খুলে আসুন'। তীর্থযাত্রী বললেন, 'আমি তো খালি পায়ে এসেছি, তাই জুতো খুলে মন্দিরে ঢোকার প্রশ্নই ওঠে না।'

দ্বারী বললে, 'তা জানিনে। আপনাকে অবশ্যই এখানে জুতো খুলে রাখতে হবে। তর্কাতর্কি না করে বরং একজোড়া জুতো কিনে আনুন।'

* * *

লণ্ডনের এক ভোজসভায় আহার্যের বৈভব আর বক্তৃতার ফোয়ারা—দুয়ে মিলে সে এক সাংঘাতিক কাণ্ড চলছিল। সভায় সবার শেষে লর্ড বালফোরসের সময় এল। সকলে তখন হই-হুল্লোড়ে শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। তিনি বললেন, 'আমায় ভাষণ (address) দিতে বলা হয়েছিল। অনুগ্রহ করে শুনুন, আমি আমার ঠিকানা (address) জানাচ্ছি—৪০ নং কারলটন গার্ডেন, আপনাদের সকলের অনুমতি নিয়ে এখন আমি সেখানে চলে যাব।'

* * *

ক্লাসের দিদিমণি—নীলু, মনে কর তোমার হাতে চারটে কমলালেবু আছে। আমি তোমার ভাইকে তার থেকে দুটো কমলালেবু দিতে বললুম। তাহলে তোমার হাতে আর ক'টা কমলালেবু থাকবে ?

নীলু নামে ছাত্রীটি—চারটে দিদিমণি।

দিদিমণি—কিন্তু আমি যে দুটো দিতে বললুম তোমার ভাইকে ?

নীলু—তা তো বললেন, কিন্তু আমি প্রাণেধরে কাউকে দুটো কমলালেবু দিতে পারবো না দিদিমণি, তা আপনি যতই বলুন।

* * *

—খুকু, দর্জির দোকান থেকে আমার প্যান্টালুনটা এনেছো ?

—না বাপি! আমি গিয়েছিলাম কিন্তু ওরা টাকা না পেলে প্যান্টালুন দেবে না।

—কেন বললেই পারতে তুমি এতটুকু মেয়ে বলে তোমার হাতে আমি টাকা দিতে ভরসা পাইনি!

—বলেছিলাম বাপি। ওরা বলল, আমার বড় হওয়া অব্দি ওরা তোমার প্যান্টটা দোকানেই রাখতে রাজি আছে।

* * *

* নর ও সুরা *

প্যারি ওয়াইল্ডের সংকলন

* * * *

রুবী একদিন তার স্বামী অহীন্দ্রকে বললো—তোমার একদম মনের জোর নেই। তুমি কিছুই করতে পারো না। তুমি একটা যাচ্ছেতাই। জানো রুমেলার বর এককথায় সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে।

অহীন্দ্র তখন বললো—ঠিক আছে দেখা যাক আমার মনের জোর আছে কি না! আজ থেকে আমরা আর একঘরে শোবো না।

অতএব স্বামী-স্ত্রী সেই রাত থেকে পাশাপাশি দুটো আলাদা ঘরে শুতে থাকে।

প্রথম রাত কেটে গেলো। দ্বিতীয় রাতও।

কিন্তু তৃতীয় রাত্রে অহীন্দ্রর দরজায় আস্তে টোকা পড়তে লাগলো।

ভেতর থেকে ঘুম জড়ানো কণ্ঠে ভেসে এলো, কে?

—আমি বলছি, রুমেলার বর আবার সিগারেট খাওয়া ধরেছে।

* * *

॥ হংস পরী ॥

রতন আর বনানীর অল্প কিছুদিন হলো বিয়ে হয়েছে। যে কোনো স্বামীরই সুন্দরী বউ থাকলে যা হয়—রতনেরও বউ-এর ওপর সন্দেহ বাতিক ছিলো।

তা হঠাৎ হলো কি অফিসের কাজে তাকে দিন চারেকের জন্যে বাইরে যেতে হবে। রতন তো ভেবেই অস্থির কি করে বউকে একা ফেলে যাবে?—কারণ তারা একটা ফ্ল্যাটে আলাদা থাকতো। একবার ভাবলে মাকে ডেকে এনে রাখবে, —নাঃ তাতে অশান্তি বাড়বে। আর একবার ভাবলো এই দিন চারেকের মধ্যে তার খাবার-দাবার ইত্যাদি যা কিছু লাগবে সব মজুত করে নিয়ে ফ্ল্যাটে তালা চাবি দিয়ে চলে যাবে।—নাঃ সেটা নৃশংসতা হয়ে যাবে! আবার অন্য কোনো দুর্ঘনাও ঘটে যেতে পারে। অবশেষে অনেক চিন্তা করার পর মাথায় একটা মতলব এলো।

সে সেদিন রাত্রে করলে কি—বউ-এর ডান উরুতে একটা হাঁস এঁকে দিয়ে বললে—দেখো আমি চারদিন পরে এসে এই হাঁসটাকে যেন এমন নিখুঁত অবস্থায় দেখতে পাই।

—আমি কি চান-টানও করবো না?

—ও চান না হয় চারদিন নাই বা করলে।

তারপর দিন সকালেই রতন অফিসের কাজে বাইরে চলে গেলো।

আর স্বামীসন্দেহ বাতিক হবার ফলে বউরা সাধারণতঃ বেপরোয়া হয়ে ওঠে। সে রকম বনানীও। তার এক বয়ফ্রেন্ড এসে তাকে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করার প্রস্তাব দেয়।

তা বনানীর ইচ্ছা থাকলেও সে শুকনো মুখে বলে, এই দ্যাখো হাঁস এঁকে দিয়ে বলে গেছে যেন এমন অটুট ভাবেই থাকে।

সে হো হো করে হেসে উঠে বলে—ওর জন্যে কোনো চিন্তা করো না বনানী। কেননা সে নিজেই একজন আর্টিষ্ট ছিলো।

তারপর চারদিন ধরে এক নাগাড়ে চলতে থাকে 'অবৈধ দৈহিক প্রেম' বিনিময় !

পঞ্চম দিনে স্বামী ভদ্রলোক এসেই তার আঁকা স্ত্রীর উরুতে হাঁস দেখতে চায়।

বনানী বেপরোয়া ভাবেই শাড়ি সরিয়ে হাঁস দেখায়।

রতনের গলা থেকে যেন একটা গোঙানীর শব্দ বেরিয়ে আসে—হাঁসটা নদী পার হলো কি করে ?

*　　　*　　　*

॥ বুলবুলিতে ধান খেয়েছে ॥

ম্যাডাম গিয়া ডোমিনোর ষোলো বছরের মেয়ে সেদিন রাত্রে বায়না ধরলো —মা আমি বাইরের ব্যালকনিতে শোবো।

—কেন ?

—ঘরে খুব গরম। ব্যালকনিতে বেশ হাওয়ায় নাইটিংগেলের গান শুনতে শুনতে ঘুমানো যাবে।

বাবা তো শুনে রেগেই আগুন !

অবশেষে মা বাবাকে বোঝালেন—যাক্ বলছে যখন শুতেই দাও না। আমাদের ব্যালকনিতে শুলে মেয়ের আর কি ক্ষতি হবে। আর বলছে যখন নাইংগেলের গান শুনতে শুনতে ঘুমবে !—

—বেশ অনুমতি দিলাম। তবে তোমার কথায়—।

পরের দিন ভোর হতেই ব্যালকনির দরজা খুলেই থ। বাবা ছিটকে চলে এলেন মার কাছে। স্ত্রীকে নিয়ে আবার পেঁছিলেন ব্যালকনিতে।

উলঙ্গ অবস্থায় সেখানে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন দুটি নর-নারী। আর তাঁদের মেয়ের মুঠোর মধ্যে রয়েছে একটা নাইটিংগেল।

*　　　*　　　*

নাতনী কলেজে ভর্তি হয়ে ফিরলে ঠাকুর্দা জিজ্ঞেস করলেন—কি কি বিষয় নিলি ?

—বায়োলজি, কেমেস্ট্রি আর অংক। ডাক্তারী পড়বো তো?

—ডাক্তারীর জন্যে বায়োলজি আর কেমেস্ট্রি তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু অংক কেন?

—বাঃ! ডাক্তারী করতে গেলে ঠিক অংক না জানলে বিল করবো কি করে!

*　　　　*　　　　*

এক ভদ্রলোক তাঁর সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী এবং মাকে নিয়ে একটি বিদেশী ছবি দেখতে গেছেন। বিদেশী ছবিতে সাধারণ ভাবে বিছানার ওপর যে গরম দৃশ্য থাকে তাকেই বলে বেডসীন। নববধূটি সিনেমা দেখবেন কি! লজ্জায় মাথা নীচু করে আছেন পাশে শ্বাশুড়ি ঠাকরুণের জন্য। এমন সময় তিনি পুত্রবধূকে আলতো চিমটি দিয়ে বললেন—বৌমা দেখেছো বিছানার চাদরখানা! কোত্থেকে ওরা কিনেছে জেনে নাওনা?

*　　　　*　　　　*

হঠাৎ একদিন একটি অঞ্চলে সরকারী ঘোষণা শোনা যায়—'প্রত্যেকদিন ও পাড়ায় একটা না একটা চুরি হচ্ছে। চোরকে যে ধরিয়ে দেবে, এক হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।'

থানার দারোগা তখন আপন মনেই বলেন—'হুঁ, চোর না ধরার জন্যে আমি ওর চারগুণ পাচ্ছি!'

*　　　　*　　　　*

ডাক্তার রুগীকে দেখে বেরিয়ে আসবার সময় রুগীর বাবা বিচলিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু আমার ছেলেকে?

ডাক্তারবাবু থমথমে মুখে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—এ-রোগে শ'য়ে নিরানব্বই জনই মারা যায়।

—আমার ছেলের কি হবে ডাক্তারবাবু?

তিনি একটু ভেবে বললেন—আপনার ছেলে বেঁচে যাবে। কেননা এর আগে নিরানব্বইটা রুগীই আমার হাতে মরে গেছে।

*　　　　*　　　　*

নতুন জামাটা গায়ে গলিয়ে স্বামী প্রশ্ন করলেন স্ত্রীকে—কেমন লাগছে বলো তো ?

স্ত্রী বললেন—ভালো। মনে হচ্ছে, ঠিক যেন আমার তৃতীয় পক্ষের স্বামী।

—ক'টা লোককে বিয়ে করেছো তাহলে ?

—তোমাকে নিয়ে দুটো।

*　　　　*　　　　*

॥ পুরোপুরি ভাজা ॥

ছোট্ট মার্ভিন খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। তার মা তাই ভয় পেয়ে একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞর কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি তাকে সবরকম পরীক্ষা-টরিক্ষা করে বললেন, একে কোনো কাজ করতে দেবেন না। কোনো রকম উত্তেজনা যেন না আসে দেখবেন। তারপর ছেলেটির দিকে ফিরে বললেন—তুমি কি খেতে ভালোবাসো বাবা ?

—কেঁচো, ছেলেটি বললো।

তিনি নার্সকে ডেকে এক প্লেট কেঁচো আনতে বললেন।

নার্স এনে দিলো।

সে চিৎকার করে বলে উঠলো—ভাজা।

নার্স আবার চলে গেলো এবং প্লেটে উঁচু চুড়োর মতো করে ভাজা কেঁচো নিয়ে এলো।

মার্ভিন আবার চিৎকার করে বললো—আমার মাত্র একটা চাই।

ডাক্তার সব ফেলে দিয়ে একটা মাত্র কেঁচো এগিয়ে দিলেন—নাও, খাও।

—আপনি আদ্দেকটা খান। সে বায়না ধরলো।

ডাক্তার মুখের মধ্যে আদ্ধেকটা কেঁচো ভাজা বাধ্য হয়ে নিয়ে মুখ চেপে থাকলেন। বাকীটা এগিয়ে ধরলেন মার্ভিনের দিকে। মার্ভিনের নাকে গন্ধ যেতেই তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো।

—আবার কি হলো ? ডাক্তার চিৎকার করে উঠলেন।

—আপনি আমার থেকে আর অদ্দেকটা খান।

*　　　　*　　　　*

পার্কার তার বাড়ীর দিকে যেতে গিয়ে হঠাৎ নজরে পড়ে যায় একটা জানলার দিকে। এক মহিলা একটি বাচ্চা ছেলের মাথায় পাউরুটি দিয়ে মারছে।

তার পরের দিনও একই দৃশ্য দেখে।

তার পরের দিনেও।

অবশেষে, দিনটা ছিল শুক্রবার। দেখে সেই মহিলা সেই ছেলেটিকে একই ভাবে মারছেন। তবে পাঁউরুটি দিয়ে নয়। কেকের সাহায্যে।

হঠাৎ তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়—আজকে কি পাঁউরুটিটা পালিয়ে গেছে ?

না, না, মহিলা বললেন—আজকে হচ্ছে এর জন্মদিন।

* * *

মা জানো, আমি না কুঁয়োর মধ্যে পড়ে গেছিলাম, এবং একেবারে ডুকে গেছিলাম।

—তাই, তুমি যখনই বাড়ী ফেরো পা মোছো।

* * *

আমি আর তীর ছুঁড়তে পারবো না।

--তোমার তীরগুলো কি হারিয়ে ফেলেছো ?

—না, সবই মায়ের গায়ে লেগে গেছে।

* * *

আমি যখন হইনি, তখন তোমার বাবার সঙ্গে একা একা কেমন লাগতো ?

—খুব ভালো, প্রত্যেক দিন ভোরবেলায় একটা রোবট-এ চড়িয়ে নিয়ে যেতো পুষ্করিণীর নীচে, সেখানে সাঁতার-টাতার কাটিয়ে আবার ফিরিয়ে আনতো।

—তোমার পক্ষে সেটা খুব দূরে নয় কি ?

—তাহলেও, ঠিকই যেতে পারতাম। শুধু একটাই কষ্টের ছিলো ব্যাগের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসতো হতো।

* * *

ফিলিপ তার ছেলেকে উনুনের ওপরেই রাখা তাকের ওপর বসিয়ে দিয়ে বললো—এক লাফ মেরে আমার হাতের ওপরে ওঠো তো ?

ঠিক যে মুহূর্তে ছেলেটি লাফ মারলো, বাবা এক পা সরে দাঁড়ালো। ছেলেটি মাথা গুঁজে পড়লো মাটিতে।

—এ থেকেই তুমি একটা শিক্ষা পাবে, বললো ফিলিপ—কাউকে বিশ্বাস করবে না। এমন কী তোমার বাপকেও নয় ?

*   *   *

—মা, মা আমি শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারছি না।

—যাক, তাহলে এ যাত্রায় বেঁচে গেলে।

*   *   *

কোন্‌টা সোজা ? এক ট্রাক বোঝাই খোয়া খালি করা, না এক ট্রাক ভর্তি খোয়া খালি করা ?

এক ট্রাক ভর্তি খোয়া খালি করা। বেলচা দিয়ে এক ট্রাক খোয়া ভর্তি করা কঠিন।

*   *   *

ও মা, এলান আগুনে পড়ে গেছে।

—ভালো কথা, চুল্লীটা বন্ধ করে দাও। ওতে একটিও পোড়া কয়লা নেই।

*   *   *

—'মা, আমাকে সাঁতার কাটতে দাও না কেন ?'

—'জল খুব গভীর বলে।'

—'তাহলে বাবা যে সাঁতার দেয় !'

—'ও নিরাপদ বলে।'

*   *   *

—'মা, বাবাকে না একটা ষাঁড়ে গুঁতিয়ে দিয়েছে।'

—'আমি কি করতে পারি ?'

—'সবার আগে ক্যামেরায় ফিল্ম ভরে নাও।'

*   *   *

—'আমার মা একটা রিভলভার কিনতে গেছে।'

—'তোমার বাবা কি তাঁকে বলে দিয়েছেন কি আনতে হবে?'

—'না। এমন কী বাবা জানেই না যে মা তাকেই গুলী করবে।'

*　　　*　　　*

'ইঁদুর মারা বিষ আছে?'

—'আছে, মুড়ে দেবো, না এখানেই খেয়ে দেখবেন?'

*　　　*　　　*

'অসট্যাস!' মা ডাকলেন—'তুমি কি মাছের জায়গায় থুতু ফেলছো?'

—'না মা, কিন্তু আমি এর কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছি।'

*　　　*　　　*

—'মাফ করবেন মিসেস ইয়েটস্, আমার মেয়ে তার তীরটি হারিয়ে ফেলেছে।'

—'কোথায় হারিয়ে গেছে?'

—'আমার মনে হচ্ছে, আপনার ছেলের মধ্যেই আটকেছে।

*　　　*　　　*

।। ধর পাকড় ।।

এক বন্ধু এসে আর এক বন্ধুর কাছে তার ইদানিং কালের দুঃখের দড়ি খুলতে থাকে। যেমন তার বউ-এর সঙ্গে তার বর্তমানে সম্পর্কটা ভালো যাচ্ছে না, তার বড়ো মেয়েটা পালিয়ে গেছে, ছোট ছেলেটা এবার ফেল করেছে, পুষিটা ভালো করে খেতে পারছে না, সর্বোপরি তার কর্মস্থলের পরিবেশ মোটেই ভালো নয় ইত্যাদি। এসব বিস্তারিত ভাবে জানিয়ে বললেন—যাক, আজকে অনেকটা হাল্কা হলাম। তোমাকে ব্যথাগুলো বলবো বলে মাথার মধ্যে কথাগুলো অনেকদিন ধরেই পাক মারছিলো। আজকে মাথাটাও বেশ হাল্কা হলো, মাথা ধরাটাও ছাড়লো।

আর এক বন্ধু চিৎকার করে ওঠে—নাঃ, ছাড়েনি। তোমার মাথা ধরাটা এবার আমার মাথায় এসে উঠেছে। আমার মাথাটা ধরে গেছে।

*　　　*　　　*

স্বামী-স্ত্রী তাদের ছেলেকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে। হঠাৎ ছেলেটা বায়না ধরে গাধার পিঠে চড়বে, সেই পথে গাধার পিঠে চেপে একজনকে যেতে দেখে।

স্ত্রী তৎক্ষণাৎ স্বামীকে মুখ ঝামটা দিয়ে বলে ওঠে—পারছো না একবারটি গাধা হতে!

*　　　*　　　*

এক ভদ্রলোক ডাক্তারের কাছে গিয়ে বললো—আমার শরীর খুব খারাপ।

—কি হয়েছে?

—মনে হচ্ছে জ্বর।

এক কাজ করুন—বাড়ীতে চলে যান। গিয়ে গরম জলে খুব করে চান করুন। তারপরে ফুল স্পীডে পাখা চালিয়ে ঘণ্টাখানেক হাওয়া খান।

তাতে সেরে যাবে।

না, তাতে নিমুনিয়া ধরবে।

'এ্যাঁঃ! রুগী আঁতকে ওঠে।'

'না, না, ভয় পাবার কিছু নেই।' আমি নিউমোনিয়া তাড়াতে ভালো জানি।

*　　　*　　　*

॥ পাগল বটে ॥

ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু তাঁর রাজত্বকালে একবার রাঁচীর মানসিক রোগীদের হাসপাতাল পরিদর্শনে গেছেন। তাঁর এই সফরটা ছিলো প্রোটোকল বর্জিত একেবারে ব্যক্তিগত সফর বলা যায়।

তিনি সারি সারি ঘরগুলো দেখতে দেখতে চলেছেন। এমন সময় এক রোগী এসে তার সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করে—আপনি কে?

খানিকটা থতমত-খেয়েই জওহরলালজী সত্যি কথাটা বলে ফেলেন—আমি ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী।

লোকটা হো হো করে হেসে উঠে তার সহ-রুগীদের উদ্দেশ্যে বলতে থাকে—ওরে, ঐ দেখ আমার মতো আর একটা রুগী এসেছে—নিজেকে জওহরলাল বলে পরিচয় দিচ্ছে।

* * *

জিমি কার্টার একবার দেশের সবচেয়ে বড়ো মানসিক রুগীদের হসপিটালে পরিদর্শনে গেছেন। তা তিনি গাড়ী টারি নিয়ে যাননি। একদম সাধারণ লোকের মতো সেখানে পেঁছলেন। তিনি বদ্ধ উন্মাদদের বিল্ডিংটা পরিদর্শন শেষ করেছেন। এবার তিনি 'সবে ধরা পাগলামী' রুগীদের দেখতে যাচ্ছেন। সেখানকার কয়েকজন বাসিন্দাদের সঙ্গে দেখা হলো। যিনি তাঁকে নিয়ে এসেছেন তিনি ১, ২, ৩, ৪ করে গুণতে থাকেন।

হঠাৎ সে কার্টারকে জিজ্ঞেস করে—আপনি কে?

—কেন, আমি আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট।

এবার সে কার্টার থেকে গোণা শুরু করলো—৫, ৬, ৭—।

* * *

একদিন এক পাগল গারদ থেকে কোনোক্রমে পালিয়ে গেলো। তর্জন-গর্জন করে ছুটতে ছুটতে সেই রাতে আধ ডজন মেয়েকে ধর্ষণ করে। পরের দিন সকালে খবরের কাগজে বড়ো বড়ো হরফে খবরের শিরোনাম ছাপা হয়—'নাট, বল্টু এবং স্ক্রু।'

* * *

আমার স্ত্রী এখানে পড়ে রয়েছে। তার মিথ্যেগুলোও থেমে গেছে।
এখন সে বিশ্রাম নিচ্ছে—যেমন আমিও নিচ্ছি।

* * *

ডার্লিং আমি তোমাকেই ভালোবাসি। তোমাকে ছাড়া জীবনে আর কাউকে ভালোবাসবো না—বলে মেয়েটি শাড়ি খুলে ফেললো। আবার

বলে—তুমিই আমার জীবনের ধ্যান, জ্ঞান, স্বপ্ন সব কিছু,—এবারে তার সায়া আর ব্লাউজ খুলে ফেলে,—তোমাকে না পেলে, আমি নির্ঘাত আত্মহত্যা করতাম, এবারে ব্রেসিয়ার আর প্যান্টিও খুলে ফেলে, সম্পূর্ণ নগ্নিকা হয়, তারপর আবেগ জড়ানো কণ্ঠে বলে—ডার্লিং, আমি শুধুই তোমার, এবার ছাড়ছি, কাল দেখা হবে, গুডনাইট।—বলে সে ফোনের রিসিভার রেখে দিয়ে সোজা চলে গেলো বিছানায়।

*   *   *

আজকাল আখচার যা ঘটেছে—স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া শেষ পর্যন্ত কোর্টে গিয়ে পেঁছায়। মুশকিল হলো তাদের পাঁচটি সন্তান নিয়ে। কারণ দু পক্ষই সমান সংখ্যক সন্তান চায়। আবার কোর্ট সমান অধিকার বলে রায় দিতে পারে না। অগত্যা বিচারক বলেন—দেখুন, আপনাদের বিচ্ছেদ তো ঠিক হয়ে রয়েছে। কিন্তু পাঁচটি সন্তানকে তো সমান ভাগে ভাগ করা যাচ্ছে না। আপনারা বরং আর একটা বছর একসঙ্গে থাকুন। আর একটি সন্তানের জন্ম দিন। তারপরে ডির্ভোস এর রায় নিয়ে দেখা যাবে। কারণ ৬টি সন্তান দুজনকে সমানভাগে ভাগ করে দেওয়া যাবে।

কিন্তু একবছর পরে সমস্যা একই অবস্থায় থাকলো। কারণ ভদ্রমহিলা যমজ সন্তান দান করলেন।

*   *   *

জেলার এক কয়েদীকে একদিন জিজ্ঞেস করলেন 'তোমার কি আপন বলতে এই পৃথিবীতে কেউ নেই ?'

—কেন স্যার ?

—সব কয়েদীরই চিঠি আসে তোমাকে তো কেউ কখনো চিঠি দেয় না।

—তার কোনো দরকার নেই।

—কেন ?

—তারা সবাই তো এই জেলেই রয়েছে।

*   *   *

এক প্রেমিকা তার প্রেমিককে একদিন বললো—তুমি বড্ডো লাজুক।

প্রেমিক বললো—এটা বোধহয় আমি আমার বাবার কাছ থেকে পেয়েছি।

প্রেমিকা—তোমার বাবা কি খুব লাজুক প্রকৃতির লোক ছিলেন।

—মা তো তাই বলে। মা বলে—বাবা এতো লাজুক না হলে, আমি নাকি আরো চার বছর আগে জন্মাতাম।

*　　　　*　　　　*

গভীর রাত। সুনসান রাস্তা। ফুটপাতের ধারে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উৎকণ্ঠিত ভাবে ভাবছে—কি করে বাড়ী পেঁছবে!

এমন সময় দূরে থেকে একটা সাইকেল আসতে দেখা গেলো খুব দ্রুত বেগে। মেয়ে হাত দেখিয়ে সাইকেল আরোহীকে থামতে অনুরোধ করলো। তারপর বললো—'দয়া করে আমাকে একটা লিফট্ দেবেন? অনেক রাত হয়ে গেছে—দেখছেন তো বাস ট্রাম, কিছু নেই।'

সাইকেলারোহী ছেলেটি বললো—'আসুন,' বলে সে তার সামনে সাইকেলের রডে মেয়েটিকে বসিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে সাইকেল চালায়।

এক সময় মেয়েটির গন্তব্যস্থলে সাইকেলটি এসে পেঁছতেই মেয়েটি নেমে দাঁড়ায়। তারপর বলে—'আপনি কিন্তু খুব বোকা! এতো রাত্রে আমি একা একটা মেয়ে, আপনিও একা পুরুষ মানুষ! কিন্তু কিছুই করলেন না তো?'

ছেলেটি হেসে বলে—'আপনি কিন্তু খেয়াল করেননি, আমায় সাইকেলটা লেডীস সাইকেল। আর আপনি লেডীস্ রডে বসেই এতোটা পথ এসেছেন!'

*　　　　*　　　　*

এক ভদ্রলোক একটি দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হসপিটালে এলেন, ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন—'আপনি কি বিবাহিত?'

—'হ্যাঁ, কিন্তু আমার স্ত্রী একদম কিছু করে নি,—বিশ্বাস করুন। আমার মোটর অ্যাক্সিডেন্ড হয়েছে।

*　　　　*　　　　*

একদিন একটি সুন্দরী মেয়ে এসেছে মানসিক রোগের ডাক্তারের কাছে। তিনি সব শুনে বললেন—আমি যা যা বলবো ঠিক সেরকম ভাবে মেনে চলতে হবে।

শুনে মেয়েটি আশ্চর্য হয়ে বললো—আরে! আপনি তো দেখছি হুবহু বয়ফ্রেণ্ডের কথা বলছেন! তার কথা যা যা বলেছে সব শোনার জন্যেই আজ আমাকে আপনার কাছে আসতে হয়েছে।

* * *

একটি সুন্দরী মেয়ে ডাক্তারখানায় এসেছে। সাদা স্যুট প্যাণ্ট পরা এক ভদ্রলোককে ডাক্তারের রুমে দেখে বললো—দেখুন তো, কাঁধে দু দিন ধরে ভয়ানক ব্যথা। কি করি বলুন তো?

ভদ্রলোক বললেন—ঐ টেবিলটাতে শুয়ে পড়ুন। ম্যাসেজ করতে হবে।

একটু পরে মেয়েটি বললো—আপনি কোথায় ম্যাসেজ করছেন ডাক্তারবাবু? ওটা কি আমার কাঁধ!

ক্ষতি কি? আপনার যেমন এটা কাঁধ নয়, আমিও কিন্তু ডাক্তার নই।

* * *

একটি ছোটে ছেলে ক্যাবারে দেখতে এসেছে। হঠাৎ নাচের মাঝেই উঠে পড়ে। লাইটম্যান এসে বললো—'চলে যাচ্ছেন?'

—হ্যাঁ, আমার মা বলে দিয়েছে—আমি যেন খারাপ কিছু না দেখি! আর দেখলেই আমি পাথর হয়ে যাবো! তা আমি বেশ বুঝতে পারছি—আমি পাথর হতে শুরু করেছি। তাই আর আমি এখানে একদম থাকবো না।

* * *

ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্ণী: এবার সত্যি কথাটা বলুন। কেন আপনি আপনার স্বামীকে তীর-ধনুক ছুঁড়েছেন?

প্রতিবাদী: আমি চাইনি শিশুটিকে জাগাতে।

* * *

হ্যারিসন মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় আহত। তার মোটর সাইকেল একেবারেই বিকল হয়ে গেছে, এবং হ্যারিসন ভীষণভাবে আহত হয়ে হসপিটালে পড়ে আছে। সারা শরীরে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। ডাক্তার এসে বললেন—'আমি তোমার জন্যে একটা সুসংবাদ এবং একটা দুঃসংবাদ এনেছি।'

—'প্রথমে দুসংবাদটাই দিন।'

—'আমার বলতে খুবই কষ্ট হচ্ছে, তাও বলছি—তোমার দুটো পাই কেটে বাদ দিতে হবে।'

—'হে ঈশ্বর কান্না ভেজা গলায় বলে ওঠে,—'সুসংবাদটা কি শুনি?'

ডাক্তার গম্ভীরভাবে বললেন—'তোমার পাশের বেডের ঐ বেচারী তোমার জুতো জোড়া কিনতে চাইছে।'

* * *

মিসেস গিলবার্ট তার স্বামীকে বলছিলো—আজকে বিকেলেই সে তার প্রাথমিক চিকিৎসার শিক্ষাকে কাজে লাগিয়েছে।

—'আমি মেইন স্ট্রীট ধরে যাচ্ছিলাম,' সে উত্তেজিতভাবে বলতে থাকে, 'হঠাৎ একটা গাড়ীর ভীষণভাবে ধাক্কা খাওয়ার শব্দ শুনতে পেলাম। একটা লোক রাস্তার মাঝে পড়েছিলো। সে তার গাড়ীর কাঁচ ভেঙ্গে ছিটকে গেছিলো। তার পাদুটো অনেকগুলো জায়গায় ভেঙ্গে গেছিলো, মাথাটা গুঁড়িয়ে গেছিলো, এবং প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছিলো। চকিতে আমার মাথায় প্রাথমিক চিকিৎসার শিক্ষার কথা মনে পড়ে গেলো। আমি বসে পড়লাম একেবারে নির্বাক হয়ে এবং আমার মাথাটা দুই হাঁটুর মাঝখানে নামিয়ে দিলাম—যাতে অজ্ঞান না হয়ে যাই।

* * *

কথাটা তোমাকে বলতে ঘেন্না হচ্ছে, তাও বলছি তোমার স্ত্রী কুয়োর মধ্যে পড়ে গেছে।

ভালো কথা, এবার থেকে আমরা কলের জল ব্যবহার করবো।

* * *

একজন শিকারী তার বন্দুক এবং কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলে গেলো। দিনের শেষে সে খালি হাতে ফিরে এলো। এক বন্ধু তাকে জিজ্ঞেস করলো—'আজকে কি জঙ্গলে কিছুই পাওনি?'

—'আমি আমার কুকুরকে গুলি করেছি।'

—'পাগল হয়ে গেছিলো না কি?'

—'ঠিক পাগল হয়ে যায় নি। আবার ঠিক ভালোও ছিলো না।'

* * *

চুম্বন এমনই এক বস্তু যে—শিশুরা কাঁদলেই পায়, যুবককে চেষ্টা করে চুরি করে নিতে হয়। আর বৃদ্ধদের পেতে গেলে পয়সা খরচ করতে হয়।

* * *

ফুলশয্যার রাতে স্ত্রী স্বামীকে প্রশ্ন করে—'তুমি আমার আগে কাউকে ভালোবেসেছো ?'

—'আমি তো আর পাগল হইনি !—তুমি ?'

—না, আমিও না। কারণ সেবা-শুশ্রূষা, যত্ন-আত্তি, ভালোবাসা আমার ধাতে সয় না।

* * *

প্রফেসর—পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে বেশী বর্ণ বৈষম্য কোথায় ?

ছাত্র : কেন, ভারতে ? সাদা আর কালো টাকার।

* * *

এক সার্জনকে এক ডাকাত বলে—আপনারা কাটেন তারপরে সেলাই করেন তবু লোক মরে যায়। কিন্তু আমরা তো শুধু কাটি, তাও লোকে বেঁচে যায় কেন ?

ডাক্তার বলেন—বোধহয় ভাগ্য !

* * *

ইন্সিওর কোম্পানীর এক অফিসার এক গ্রাহককে বললেন—আপনার গাড়ীর এতো বড়ো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে যে সারাতে গেলে ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রি হয়ে যাবে। তাই আপনাকে একটা গাড়ী দেওয়া হবে।

গ্রাহক বললেন—তাহলে তো খুবই ভালো হয় ! তবে আমার একটা অনুরোধ—দয়া করে এই 'রিজেন্ট এ্যান্ড চেঞ্জ স্কীমে' আমার স্ত্রীর একটা ইন্সিওর করে দেবেন।

* * *

হাসির তুফান ॥

উপযুক্ত জবাব

* * *

রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে একটি লোক এক ভিখিরীর থালায় একটা সিকি ছুঁড়ে দিয়ে ক'পা এগিয়ে গিয়ে ফিরে তাকাতেই দেখে ভিখিরীটা চোখ থেকে কালো চশমা নামিয়ে পয়সাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে। লোকটার মনে হলো ভিখিরীটা অন্ধের ভান করে লোক ঠকিয়ে পয়সা কামাচ্ছে। ও ফিরে এসে ভিখিরীটাকে বলল, এই তুমি তো বেশ দেখতে পাও দেখছি, তা এভাবে লোক ঠকিয়ে পয়সা রোজগার করছ কেন?

ভিখিরীটা বলল, বাবু এখানে আমি ভিক্ষে করতে বসি না, আমার ভাই বসে। আজ ও সিনেমা দেখতে গেছে, ওর জায়গায় আমি প্রক্সি দিতে এসেছি। আমি অন্ধ নই, আমি চোখে দেখতে পাই।

* * *

এম. এ. ক্লাসের এক ছাত্র বাড়িতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে রোজই দুপুর বেলায় হয় শরৎচন্দ্রের, নয়তো বা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস পড়ে। তার বৌদি সেটা কদিন ধরে লক্ষ্য করে একদিন তার স্বামীকে বলে, দেখ তোমার ভায়ের পড়ার ছিরি। রোজ পরীক্ষার পড়ার নাম করে বিছানায় শুয়ে উপন্যাস পড়ে। আর আমি কোনো কাজের কথা বললে অমনি বলবে, আমার পরীক্ষার পড়া আছে, আমাকে ডিসটার্ব করো না।

স্ত্রীর কাছ থেকে ভায়ের নামে অভিযোগ শুনে দাদা ভাইকে তার পক্ষে কি যুক্তি আছে বলতে বললে সে বলে, দাদা ওগুলো গল্প উপন্যাসের বই হতে পারে, তবে এম এ সিলেবাসেরই বই। দুপুরে বিছানায় শুয়ে, না ঘুমিয়ে, ওগুলো পড়ি।

* * *

এক বাগানের মালি দেখে একটা ছেলে তার বাগানের আম গাছে চড়ে আম পাড়ছে, মালি ছেলেটাকে বলে, এই এখনই গাছ থেকে নেমে আয়, নইলে তোর বাবাকে বলে দেব।

ছেলেটা বলে, হ্যাঁ বলো না, আমার বাবা তো পাশের গাছেই রয়েছে।

* * *

এক ভদ্রলোক তাঁর বাড়িতে বেড়াতে আসা তাঁরই এক বন্ধুকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাড়ির সব দর্শনীয় জিনিষ দেখাচ্ছিলেন। এক সময় একটা ছবির সামনে এসে বললেন, এই দেখ, আমার দাদুর ছবি। অতিথি বন্ধু বললেন, এ ছবি কোথায়? এ যে দেখছি কেবল ফ্রেম। ভদ্রলোক বললেন, ফ্রেমই তো হবে, কারণ আমার দাদু যে বহু বছর আগে মারা গেছেন।

* * *

এক স্বামী-স্ত্রী বাজারে যাবার পথে রাস্তায় দেখলেন একটা দোকানের সামনে সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে বেনারসী শাড়ি পাঁচ টাকা, সুতির শাড়ি এক টাকা, টেরিকটের শাড়ি দু টাকা। সাইনবোর্ডে শাড়ির দাম পড়ে ভদ্রমহিলা অতি পুলকিত হয়ে বললেন, ও! কি সস্তা দেখ শাড়িগুলো। কাছে যদি বেশি টাকা থাকতো তবে সব কটা শাড়ি কিনে নিয়ে যেতাম। স্বামী বললেন, আরে এতে সস্তার কি দেখলে, এ তো একটা লণ্ড্রীর সাইনবোর্ড।

* * *

দুই বিবাহিত মহিলা নিজের নিজের স্বামীর গুণের প্রশংসা করতে গিয়ে একজন বললেন, আমার স্বামী সেদিন একটা নাটকে মৃত্যুর এমন যথার্থ রূপ ফুটিয়ে তুলেছিলেন যে, তিনি সত্যিই মারা গেছেন মনে করে দর্শকরা কাঁদতে শুরু করে দিয়েছিল।

অপর মহিলা তখন বললেন, ও আর কি! আমার স্বামী সেদিন একটা

নাটকে এমন প্রাণবন্ত অভিনয় করেছিলেন যে বীমা কোম্পানির লোকেরা তিনি সত্যিই মারা গেছেন মনে করে আমাকে তার বীমার টাকা দিতে এসেছিলেন।

শিক্ষক—রাজীব তুমি একটা কঠিন প্রশ্নের উত্তর দেবে, না দুটো সরল প্রশ্নের উত্তর দেবে ?

রাজীব—একটা কঠিন প্রশ্নের।

শিক্ষক—আজকে তুমি হোমওয়ার্ক করেছ ?

রাজীব—না।

শিক্ষক—কেন করোনি ?

রাজীব—স্যার এ তো আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন হয়ে গেল।

* * *

স্বামী—এখনো রাধোনি ? আমি হোটেলে চললাম।

স্ত্রী—দু মিনিট অপেক্ষা করো, আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।

* * *

রাজা—তোমার মা বলছিল, তুমি নাকি এক সপ্তা ধরে স্নান করছ না।

দেবু—তুমি জানো না, কাল স্কুলে ওজন প্রতিযোগিতা আছে।

* * *

চাকর—বাবু আমি কাল রাতে স্বপ্ন দেখলাম আপনি আমাকে পঞ্চাশ টাকা দিচ্ছেন।

মালিক—ঠিক আছে, আগামী মাসের মাইনে থেকে পঞ্চাশ টাকা কেটে নেব।

* * *

শিক্ষক—তোমার হাতের লেখা বড্ড খারাপ। এখন থেকে হাতের লেখা ভালো করার চেষ্টা করো।

ছাত্র—স্যার আমার হাতের লেখা নিয়ে চিন্তা করবেন না। বড় হয়ে আমি টাইপিস্ট হবো।

* * *

ডাক্তার—(অসুস্থ মহিলাকে) আপনার বাড়ির বাচ্চা যা খায়, আপনিও এখন কিছুদিন তাই খান।

মহিলা রোগী—ডাক্তারবাবু, আমার বাচ্চা তো মেঝে থেকে ময়লা খাবার কুড়িয়ে, উনুনের ছাই বার করে খায়।

*　　　*　　　*

দোকানদার—এই তিরিশটা সন্দেশ নিয়ে আয়তো।

নতুন খদ্দের—সন্দেশ! বইয়ের দোকানে খাবার সন্দেশ!

দোকানদার—না, না, এ সে সন্দেশ নয়, সন্দেশ পত্রিকা।

*　　　*　　　*

(রেলের টিকিট কাউন্টারে)

এক যাত্রী সঙ্গে নিজের পোষা কুকুর নিয়ে এসে বললেন, আমায় কি কুকুরের টিকিট নিতে হবে?

কাউন্টারের লোকটি বলল, না, না, আপনি মানুষের টিকিট নিয়েই যেতে পারেন।

*　　　*　　　*

সেদিন একটা ছেলে এল বইয়ের দোকানে। এসে চিৎকার করে বলল, এই দোকানদার আমাকে একটা 'কিভাবে ভদ্র হতে হয়' এই বিষয়ের ওপর একটা বই দে তো।

*　　　*　　　*

এক সরকারি অফিসে বহু পুরোন ফাইল লাট হয়ে পড়ে থাকতে দেখে সেই অফিসের অফিসার দিল্লিতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে নোট পাঠালেন, ফাইলগুলো মিছিমিছি জায়গা জুড়ো করে রয়েছে, এগুলো পুরনো কাগজের দরে বেচে দেওয়া যেতে পারে কি?

দিল্লি থেকে নোট এলো বেচে দিতে পারেন, তবে তার আগে প্রত্যেকটা ফাইলের তিনটে করে কপি করিয়ে রাখবেন।

*　　　*　　　*

এক ফেরিওলা নিজের মালের তারিফ করে বলতে লাগল, একবার খেলে একশো বার খেতে হবে। একবার খেলে একশো বার খেতে···।

একটা ছেলে ফেরিওলার মুখে নিজের মালের তারিফ শুনে আর থাকতে না পেরে বলল, বিনা পয়সায় খাওয়ালে একশো বার কেন, লক্ষ বার খাবো।

*　　　*　　　*

দোকানদার—নতুন বছরের উপহার এখনো আসেনি। পরে আপনি আপনার জুতোর বিল দেখিয়ে নিয়ে যাবেন।

খদ্দের—বিল হারিয়ে গেলে আমি কি আমার জুতো দেখিয়ে উপহার নিয়ে যেতে পারি।

* * *

শিক্ষক—আমি তোমাকে এই শব্দটা পাঁচশবার লিখতে দিয়েছিলাম, তুমি তেইশবার লিখেছ।

ছাত্র—স্যার আমি অংকে কাঁচা, তাই গুণতিতে ভুল হয়ে গেছে।

* * *

বিচারপতি—অর্ডার, অর্ডার যে চিৎকার করবে তাকে আমি আদালত গৃহ থেকে বার করে দেব।

বিচারাধীন বন্দী—ধন্যবাদ স্যার উচিৎ নির্দেশ দিয়েছেন স্যার।

* * *

বক্তা—ধন্যবাদ আপনাকে, সবাই চলে গেলেন, অথচ আপনি একা বসে রয়েছেন।

অপরজন—মাপ করবেন, আমি শ্রোতা নই, পরবর্তী বক্তা।

* * *

।। একটি সংবাদ ।।

সাঁতার প্রতিযোগিতায় বিশ্ব চাম্পিয়ান জলে ডুবে মারা গেছেন।

* * *

মালতি—মা রান্নাঘরে কালো বেড়াল ঢুকেছে।

মা—(টি ভি দেখতে দেখতে) কালো বেড়াল থাকা সংসারের মঙ্গল।

মালতী—হ্যাঁ কেমন মঙ্গল সে তো ভালোই বুঝতে পারছি সব খাবার এঁটো করে দিয়ে গেছে।

* * *

অতিথি—তোমার গলা ভালো নয়, তবু তুমি গাও কেন?

রানা—আমি তো গাইতে চাই না তবে মা যখন বাড়ি থেকে অতিথি তাড়াতে চান তখন আমাকে গাইতে বলেন।

* * *

বিনয়—এই তুই শুনেছিস, দশটা লোক সেদিন একটা ফুটো ছাদের নীচে দাঁড়িয়ে ছিল, আর কি আশ্চর্য তাদের মধ্যে কারুর গায়েই একফোঁটা বৃষ্টির জল লাগেনি!

সুকুমার—সে কি রে, তা কি করে সম্ভব হলো?

বিনয়—কেন হবে না? তখন তো বৃষ্টিই পড়ছিল না।

* * *

এক নেশাখোর তার বন্ধুকে—বন্ধু আমার কাছে পয়সা থাকলে আমি সারা পৃথিবীটা কিনে নিতাম।

বন্ধু—আমি তোকে বেচলে তবে তো তুই কিনবি।

* * *

ধীরেন—প্রত্যেক মানুষেরই নিজের নিজের মনোবাসনা পূরণ করা উচিৎ।

(কিছু পরে বাইরে এসে)

ধীরেন—আরে! আমার সাইকেলটা গেল কোথায়?

গৌরী—কেউ হয়তে তার মনবাসনা পূরণ করেছে।

* * *

অতিথি—আম কাল চলে যাবো শুনে তোমার নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে।

গৃহকর্তা—না, না, আমি কষ্ট পাবো কেন, আমি তো ভাবলাম, তুমি বুঝি আজই চলে যাবে।

* * *

রেণু—এই তোর পরীক্ষায় ফেলের মার্কশিটে তোর বাবা সই করার সময় তোকে ধমকায়নি?

রেণু—না, বাবা তো চশমা খুলে সই করছিল।

* * *

ছাত্রী—দিদিমণি আজ আমি ছাদ থেকে পড়ে গিয়েছিলাম তাই স্কুলে আসতে দু ঘণ্টা দেরি হয়ে গেল।

দিদিমণি—তোমাদের বাড়ি কতো বড়ো, যে ছাদ থেকে পড়তে দুঘণ্টা সময় লাগে?

* * *

বাবুয়া—আরে চঞ্চল আমি যখনই তোদের বাড়িতে আসি, দেখি তোর বৌদি রান্নাঘরে বসে রয়েছে। তোর বৌদি কি চব্বিশ ঘণ্টা রান্না নিয়েই থাকে?

চঞ্চল—নারে, আমাদের টেলিফোনটা রান্নাঘরে, তাই।

* * *

সেদিন এক সিনেমা হলের ম্যানেজারের কাছে ফোন এলো, আচ্ছা আপনাদের হলে এখন কি সিনেমা চলছে?

ম্যানেজার বললেন, জানা নেই।

স্বয়ং ম্যানেজাদের মুখ থেকে এমন উত্তর শুনে ঐ লোকটি ক্ষেপে গিয়ে বলল, মশাই আপনি হলের ম্যানেজার হয়েছেন, আর আপনার হলে কি সিনেমা চলছে তা আপনি জানেন না?

ম্যানেজার বললেন, আজ্ঞে ওটাই তো সিনেমাটার নাম।

* * *

এক বন্ধুকে অশোক বলল, ভাই তুমি কখনো উড়ন্ত চাকি দেখেছ?

বন্ধুটি বলল, হ্যাঁ দেখেছি। বেশ কয়েকবারই দেখেছি।

অশোক জানতে চাইল, কোথায়?

বন্ধুটি বলল, নিজের বাড়ির রান্নাঘরে বউ যখন রেগে আমার দিকে ছুঁড়ে মারে তখন।

* * *

হোটেলের এক খদ্দের—আরে ভাই এ সুপ এতো পাতলা কেন?

হোটেল বয়—ম্যানেজার সাহেব চান আপনারা সুপ খেতে খেতে যাতে ডিসের কারুকাজ দেখতে পান।

* * *

স্ত্রী আচ্ছা অনেকেই নিজের জন্মদিনের তারিখ ভুলে যায়, কিন্তু বিয়ের তারিখ ভোলে না কেন?

স্বামী—বিয়ের তারিখ জীবনের একটা বিরাট দুর্ঘটনার দিন তাই ভোলে না।

* * *

সেদিন খুব বৃষ্টির মধ্যে এক পিওন এক বাড়ির দরজার কড়া নাড়িয়ে বলল, চিঠি আছে, চিঠি আছে, চিঠি। তাই শুনে বাড়ির চাকরটা ভেতর

থেকে বলল, এই বৃষ্টিতে নিজে না এসে চিঠিটা ডাকে পাঠিয়ে দিলেও তো পারতে।

*　　　*　　　*

একদিন একটি ছেলে এক চাকরির ফর্ম পূরণ করছিল। তাতে একটা কলমে লেখা ছিল, তুমি কি কখনো গ্রেপ্তার হয়েছ ? ও সেই কলমটি পূরণ করে লিখল, না। ঠিক তার পরের কলমে লেখা রয়েছে, কেন ? সেটি পূরণ করতে গিয়ে ও লিখল, কারণ কখনো ধরা পড়িনি।

*　　　*　　　*

সেদিন আমি এক নির্জন পথ দিয়ে বাড়ি ফিরছিলাম ; রাস্তায় এক ডাকাত পথ আগলে দাঁড়িয়ে আমার কাছ থেকে আমার টাকা পয়সা, রেডিও, হাতঘড়ি সব কেড়ে নিল।

—কিন্তু সেদিন তো আপনার কাছে পিস্তল ছিল।

—ডাকাত আমার পিস্তল দেখতে পায়নি।

*　　　*　　　*

এক রাজনৈতিক দলের সভায় এক ছোট নেতা তার ভাষণের মাঝে বড় নেতার প্রশংসা করে বলতে লাগল, উনি সূর্যের মতো: আমরা কিরণের মতো, উনি ভোরের সদ্য ফোটা ফুল, আমরা তার সুবাস।

এমন প্রকাশ্য চাটুকারিতায় এক শ্রোতা আর থাকতে না পেরে বলল, উনি হাঁড়ির মতো, আর তোমরা চামচার মতো।

*　　　*　　　*

একদিন এক সরাবীকে তার এক অর্থবান প্রতিবেশী বলল, দেখ তুমি যদি মদ খাওয়া ছেড়ে দাও তবে আমি তোমাকে প্রতিদিন পাঁচশো টাকা করে দেব। তা শুনে সরাবীটি বলল, মদ খাওয়া যদি ছেড়েই দেব, তবে আর টাকা নিয়ে কি করবো ?

*　　　*　　　*

ঠাকুমা—ওঃ ! মা ! আর ভালো লাগছে না। এবার মনে হচ্ছে ঠাকুর তোমার কাছে চলে যাই।

নাতি—ঠাকুমা আমি গিয়ে রিকশা ডেকে আনবো।

*　　　*　　　*

প্রশ্ন—রেলভাড়া অনেক বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও ট্রেনে যাত্রী সংখ্যা এতো বেড়ে গেল কেন বলুন তো ?

উত্তর—সবাই ভাবছে আগামী বছর আরো বাড়বে, তাই যে পারছে ট্রেনে চড়ে নিচ্ছে।

*　　　*　　　*

এক ভদ্রলোক দূরপাল্লার ট্রেনে চেপে যাচ্ছিলেন। পেচ্ছাপ পাওয়ায় পেচ্ছাপ খানায় ঢুকে সেখানকার ময়লা আয়নার নিজের অস্পষ্ট মুখ দেখে ভাবলেন, তাঁর আগে থাকতে কেউ বুঝি ঢুকছে ঐ একই উদ্দেশ্যে। তাই উনি বেরিয়ে এলেন। কিন্তু বেশিক্ষণ পেচ্ছাপ চেপে রাখতে পারলেন না। ফের গেলেন, গিয়ে আয়নায় আবার নিজের অস্পষ্ট ছবি দেখে ভাবলেন, কি ব্যাপার রে বাবা! লোকটা বেরোচ্ছে না কেন? নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিলেন, তবে ও নিশ্চয়ই বিনা টিকিটের যাত্রী। ধরা পড়বার ভয়ে বাথরুমে লুকিয়ে সফর করছে। ভদ্রলোক আর দেরি না করে গার্ডের কাছে গিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা জানালেন। গার্ড ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে সেই বাথরুমটিতে গেলেন। দেখলেন হ্যাঁ একটা লোক আছে বটে, তবে তার পোশাকটা তাঁরই মতো। তাই বাইরে এসে ঐ ভদ্রলোককে বললেন, কিছু করার নেই, উনি ট্রেন কোম্পানির লোক।

*　　　*　　　*

একদিন দীপার মা দীপাকে এক মনোবৈজ্ঞানিকের কাছে নিয়ে গেলেন। উদ্দেশ্য দীপার মানসিক অবস্থা ঠিক আছে কি না, তা একবার যাচাই করে নেওয়া। মনোবৈজ্ঞানিক দীপাকে তাঁর টেবিলের সামনের চেয়ারে বসিয়ে বললেন, আচ্ছা বলতো, তুমি ছেলে না মেয়ে? দীপা বলল, আমি ছেলে। উনি পরবর্তী প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা বড় হয়ে তুমি কি হতে চাও? দীপা বলল, আমি মেয়ের বাবা হতে চাই। এই দু দুটো প্রশ্ন ও তার উত্তর শুনে দীপার মায়ের তো চক্ষু চরক গাছ। তিনি হাই হাই করে উঠলেন। বললেন, আরে দীপা তুই করছিস কি! এসব কি যা তা উত্তর দিচ্ছিস। দীপা খুব শান্ত গলায় বলল, কি করব বলো মা, উনি যেমন প্রশ্ন করছেন আমিও তেমনি উত্তর দিচ্ছি।

*　　　*　　　*

একবার এক বাড়িতে এক প্রতিবেশী এলো। প্রতিবেশীটি বেশ

পেটুক, সেদিন যা রান্না হয়েছিল তার সবই সে একা খেয়ে ফেলল। বাড়ীর লোকেদের জন্য কিছু অবশিষ্ট রইল না। এমনকি বাচ্চা ছেলেটার জন্যও নয়, সে কাঁদতে বসে গেল। তাকে কাঁদতে দেখে তার মা বলল, এতো তাড়াতাড়ি কাঁদিস না। দাঁড়া, অতিথি চলে যাক তারপর আমরা সবাই মিলে কাঁদবো।

* * *

স্ত্রী—আজকাল তারা মার্কা চুলের তেলটা শুনছি খুব ভালো চলছে। ঐ তেল মাথায় দিয়ে নাকি একটাও চুল পড়ে না।

স্বামী—আজ অফিস থেকে ফেরার পথে তোমার জন্য এক শিশি নিয়ে আসবো।

স্ত্রী—না আমার জন্য আনতে হবে না। আজকাল তোমার যে বান্ধবীর চুল প্রায়ই তোমার কোটের পকেটে ঢুকে পড়ে, তাকে মাখতে দিয়ো।

* * *

সিনেমা নগরী বোম্বাইয়ের এক র‍্যাশন দোকানে দুই ফিল্ম স্টার আসরানি ও বেবি টুনটুন র‍্যাশনের অপেক্ষায় লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল। সামনে আসরানি, পেছনে বেবি টুনটুন। আসরানি বার বার টুনটুনকে বলছিল, ঠেলবেন না দিদিমণি, ঠেলবেন না। দশ পনেরো মিনিট বাদে বাদে এই এক কথা বার বার বলার ফলে টুনটুন শেষে আর চুপ থাকতে না পেরে বলল, আসরানিদা তুমি কি আমায় নিশ্বাস নিতেও দেবে না!

* * *

গরমের রাতে এক ভদ্রলোক ঠাণ্ডা হাওয়া খেতে খেতে বাড়ি যাচ্ছিলেন। হঠাৎ একটি ছেলে তাঁর পথ আটকে বলল, দাদা আমি খুব গরীব মানুষ। আমি আপনার পথ আটকালাম বলে ভয় পাবেন না। আমার কাছে কিছুই নেই। কেবল একটা পিস্তল আছে।

* * *

শিক্ষক—কি ব্যাপার এবার প্রশ্ন কি খুব কঠিন এলো?

ছাত্র—আজ্ঞে না, প্রশ্ন তো খুব সহজেই এসেছে, তবে উত্তর বেশ কঠিন।

* * *

খদ্দের—এখন গরম কি পাওয়া যেতে পারে?

হোটেল বয়—আজ্ঞে স্যার ঠিক এখনই তো উনুনের জ্বলন্ত কয়লা আর ম্যানেজার সাহেবের মাথা ছাড়া কিছুই গরম পাওয়া যাবে না। বলেন তো নিয়ে আসি।

* * *

এক মহিলা—সংসারে এমন অনেক পুরুষ আছে যারা চোখ থাকতেও দেখতে পায় না, আবার কান থাকতেও শুনতে পায় না।

পুরুষ—কিন্তু দিদিমণি এমন মহিলা একটাও পাওয়া যাবে না, জিভ থাকতেও যে কথা বলে না।

* * *

শিক্ষক – আমাদের জীবনে বর্ষা ঋতুর প্রতিক্রিয়া জানাও।

ছাত্র—বর্ষা এলে আমি খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে যাই কারণ বর্ষাকালে সারাদিন বৃষ্টির ফলে আমাদের বাড়ির ছাদের ফুটো দিয়ে জল পড়ে ……

* * *

প্রশ্ন ঃ মহিলা তার এক প্রতিবেশী বান্ধবীর সঙ্গে গল্প করার সময় বললেন, আরে ভাই কাল রাত্রে চিৎকার শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি চোখ খুলে দেখি আমাদের চৌকির নিচে একটা পুরুষ মানুষের পা বেরিয়ে রয়েছে। তাই শুনে প্রতিবেশী বান্ধবীটি জানতে চাইল, তাই নাকি ! তবে নিশ্চই কোনো চোর কোথাও তাড়া খেয়ে আপনার ঘরে ঢুকে পড়েছিল। প্রথম মহিলা বললেন, না, ভাই চোর নয়। মাথা নিচু করে দেখি আমার স্বামী চিৎকার শুনে আগেই খাটের নিচে ঢুকে পড়েছে।

* * *

প্রশ্ন ঃ মায়ের দুধ কেন বেশি লাভ জনক ?

উত্তর ঃ প্রথমত এই দুধ গরম করার প্রয়োজন হয় না। দ্বিতীয়ত, এই দুধে চিনি মেশাতে হয় না। তৃতীয়ত, বেড়ালে এ দুধ চুরি করে খাবার ভয় নেই।

* * *

বিবাহ বিচ্ছেদের মামলায় সাক্ষ্য দিতে যাওয়া এক যুবককে জজ জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা স্বামী স্ত্রীতে যখন মারপিট করছিল তখন তুমি সেখানে উপস্থিত ছিলে ?

যুবকটি বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

জজ বললেন, সাক্ষী হিসেবে তাহলে তোমার কি বক্তব্য ? যুবকটি বলল, স্যার আমার একটাই বক্তব্য। আমি কোনো দিন বিয়ে করব না।

* * *

লোকের বাড়ি বাড়ি প্রসাধন দ্রব্য বিক্রি করে বেড়ানোর পেশায় নিযুক্ত মহিলা একটি বাড়ির সদর দরজায় কলিং বেল টিপতে একটি বাচ্চা মেয়ে বেরিয়ে এলো। মহিলা ঐ মেয়েটিকে বললেন, খুকি বাড়িতে তোমার মা আছেন ?

বাচ্চা মেয়েটি বলল, না।

তাহলে এমন কেউ নেই যার সঙ্গে আমি কথা বলতে পারি ? মহিলা জানতে চাইলেন।

বাচ্চা মেয়েটি বলল, আমার বোন আছে তাকে নিয়ে আসবো ?

মহিলা বললেন, হ্যাঁ তাহলে তাকেই নিয়ে এসো।

বাচ্চা মেয়েটি ভেতরের ঘরে ঢুকে গেল এবং কোলে করে তার ছোট্ট বোনকে নিয়ে ফিরে ফলো।

* * *

ভক্তি—তুই যে পুরোন গাড়িটা কিনেছিস, সেটা কেমন চলছে রে ?

অসিত—খুব ভালো চলছে। গাড়ির হর্ন ছাড়া আর সব কিছুই অহরহ বাজে।

* * *

পথচারী—এই তুমি ভিক্ষে করো কেন ? এ খুব খারাপ কাজ।

পথচারী—না।

ভিখারী—তাহলে আপনি কি করে জানলেন এটা খারাপ কাজ।

* * *

খোকন—আরে ভাই আমার তো ঠিক মনে পড়ছে না, কখন আমি তোমার কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা ধার নিয়েছিলাম।

তপন—তখন তুমি নেশায় বুঁদ ছিলে।

খোকন—ও আচ্ছা ! কিন্তু সে টাকা তো আমি ফেরত দিয়ে দিয়েছি।

তপন—কখন দিলে ?

খোকন—তখন তুমি নেশায় বুঁদ ছিলে।

* * *

এক ভদ্রলোক কথায় কথায় তাঁর বন্ধুকে বললেন, ভাই এ জীবনে আর আছেটা কি, কিসের টানে বেঁচে থাকবো ?

কেন ? এখনো অনেক বাকি। ফ্রিজ, টেলিভিসন, ভি. সি. আর-এর দামের বাকি কিস্তিগুলো কে মেটাবে ?—ঘরের ভেতর থেকে স্ত্রী চিৎকার করে উঠলেন।

* * *

কফি হাউসে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনায় তর্কের তুফান তোলা এক তরুণ সাহিত্যিক ভদ্রলোক বললেন, তাই তো হিসাব করে দেখলাম দেশে লোক যতো

মদ খেয়ে মরে, তার চেয়ে বেশি মরে জলের কারণে।

বন্ধুর এই বিচিত্র যুক্তিতে বিস্মিত অপর তরুণ সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী বললেন, কিসের ভিত্তিতে আপনি এমন সিদ্ধান্তে এলেন?

আরে ভাই দেখছেন না, দেশে বন্যায় একের পর এক কতো লোক মরছে, কিন্তু মদ খেয়ে কি কোনোদিন কোথাও এতো লোক মরতে দেখেছেন?

* * *

মা ছেলেকে বকতে বকতে বললেন, বাবু তুমি বড্ড দুষ্টু হয়েছ আজকাল। দেখতেও হয়েছ ঠিক একেবারে বাঁদরের মতো।

ছেলে—মা কালকে দশ নম্বর বাড়ির বিল্টুর মা বলছিলেন আমাকে ঠিক আমার বাবার মতো দেখতে লাগছে।

* * *

একদিন বাজারে মুচি, ধোপা, নাপিত বসে বসে গল্প করছিল। সে সময় হুট দেওয়া রিকশা করে একটা লোক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। ওরা তিন জনে বাজি ধরল, লোকটা কোন্ দিকে যাবে যে বলতে পারবে সে দশ টাকা পাবে। ধোপা বলল, বাঁদিকের রাস্তা ধরবে, নাপিত বলল সোজা রাস্তা ধরে এগিয়ে যাবে। দেখা গেল মুচির কথাই ঠিক হয়েছে। লোকটা সোজা রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল। ওরা বলল, তুই কি করে ধরলি? মুচি বলল, ওর জুতো দেখে। কাল ঐ জুতোটা আমার কাছে সারাতে এনেছিল যে লোকটা সে ঐ পথ দিয়েই এসেছিল।

* * *

লোডশেডিং এ মনিব চাকরকে—ওরে হরি লাইট চলে গেল, যা হ্যারিকেনটা জ্বালিয়ে নিয়ে আয়।

চাকর হরি—বাবু হ্যারিকেন জ্বালাবো কিসে, বাড়িতে যে একফোটা তেল নেই।

মনিব—আরে তেল নেই তো কি হয়েছে, জল ভরে আন। অন্ধকারে তোর হ্যারিকেন জানতে পারবে ভেবেছিস, তুই তেল ঢাললি না জল ঢাললি।

* * *

মা মেয়েকে—মিঠু দিদিমণির কাছে পড়তে তোমার ভয়ের কি আছে? যাও না, ওর কাছেই পড়ো। দিদিমণি বসে আছেন, তোমাকে পড়াবেন বলে।

মেয়ে—না মা দিদিমণি ভীষণ রাগী। কাল দেখলাম বাবা দিদিমণিকে কি বলল, আর দিদিমণি অমনি বাবার গালে ঠাস ঠাস চড় মারল।

* * *

স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছালে স্বামী স্ত্রীকে ভয় দেখিয়ে বলল, দেখ আর আমায় রাগিয় না, বেশি রাগলে আমি পশুর মতো হয়ে যাই।

স্ত্রী—অমন ইঁদুরের মতো পশুকে আমি মোটেই ভয় পাই না।

*　　　　*　　　　*

চাকরির ইন্টারভিউয়ে এক প্রার্থীকে প্রশ্ন করা হলো ভারতের তিনজন মহান ব্যক্তির নাম করুন।

প্রার্থী—মহাত্মা গান্ধী, ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এবং আপনি মানে আপনার ভালো নামটা কি···?

*　　　　*　　　　*

ছাত্র শিক্ষককে—অ্যাকাশে সূর্য না থাকলে কি হতো ?

ছাত্র—দিনে অন্ধকার থাকতো। ইলেকট্রিকের খরচ বাড়তো।

*　　　　*　　　　*

ট্রাফিক পুলিশ ড্রাইভারকে—এই আমি হাত দেখালাম তুমি গাড়ি থামালে না কেন ?

ড্রাইভার—আমি ভাবলাম আপনি বুঝি আমাকে টা টা করছেন ?

*　　　　*　　　　*

জজ—পুলিশ রিপোর্ট বলছে এই সাঁতদিনে তুমি অন্ততঃ কুড়িটা ছিনতাই করেছো ? কী করে করলে ?

আসামী—ঐ ওভারটাইম খেটে স্যার। খুবই পরিশ্রম করতে হয় আমাকে।

*　　　　*　　　　*

অভিনেত্রী—দ্যাখো ডার্লিং, আমার মনে হয় আমাদের বিয়েটা আর কিছুদিন পিছিয়ে দিলে ভাল হয়।

অভিনেতা—কিন্তু কেন ? তুমি কি আমাকে ভালবাস না ?

অভিনেত্রী—তা তো বাসি। কিন্তু আমি সদ্য সদ্য অন্য একজনকে বিয়ে করে বসেছি যে।

*　　　　*　　　　*

বিল—ডাক্তারবাবু আপনার চিকিৎসার জন্য ধন্যবাদ।

ডাক্তার—কিন্তু যদ্দুর মনে হয় আপনাকে আমি কোনদিন চিকিৎসা করিনি।

বিল—তা সত্যি, আপনি আমার কাকার চিকিৎসা করেছেন।

*　　　　*　　　　*

ডাক্তার—কিন্তু তিনি তো মারা গেলেন। কিছুতেই তাঁকে বাঁচানো গেলোনা।

বিল—সেজন্যই তো আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছি। তিনি মারা গেছেন বলেই তো তাঁর বিশাল সম্পত্তির মালিক আজ আমি।

*　　　　*　　　　*

মহিলা—আপনারা কেমন দোকানদার বলুন তো? অর্ডার দিলাম এক ডজন আপেলের আর আপনারা দশটা পাঠিয়েছেন।

ফলের দোকানের মালিক—ঐটিই আমাদের বিশেষত্ব ম্যাডাম। এক ডজন আপেল ঠিকই বাছা হয়েছিল। কিন্তু তার মধ্যে দুটো পচা ছিল তো তাই আমরা আপনার পরিশ্রম বাঁচাবার জন্য নিজেরাই ঐ দুটো ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। আপনিও তাই করতেন ম্যাডাম।

*　　　　*　　　　*

মালিক—তোমাকে যে সংবাদটি দিতে বলেছিলাম তা ঠিক মত দিতে পারোনি?

কর্মচারী—আজ্ঞে কর্তা, আমি আমার সাধ্যমত কাজ করতে কসুর করিনি।

মালিক—ও, আমি যদি আগে বুঝতাম একটা গাধাকে এ কাজে পাঠাচ্ছি তাহলে আমিই যেতুম ঐ কাজ করতে, বুঝলে?

*　　　　*　　　　*

চিত্তদাসবাবু—বুঝলে ভাই, আমার বউয়ের সব সময় শুধু টাকা দাও টাকা দাও রব।

গোরাচাঁদ বাবু—কি রকম? কি রকম?

চিত্তদাস বাবু—সকালে বিছানা ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বলে, টাকা দাও। অফিস থেকে ফিরি ক্লান্ত হয়ে তখনও তার টাকা চাই।

গোরাচাঁদ বাবু—এত টাকা দিয়ে তোমার বউ করে কি?

চিত্তদাস বাবু—কি করে কে জানে, আমি তো আজ পর্যন্ত এক পয়সা দেই নি।

*　　　　*　　　　*

এক ভদ্রলোক (টেলিফোনে দ্রুত কণ্ঠে)—ডাক্তারবাবু, শিগগির আসুন, আমার পাঁচ বছরের ছেলে একটা পেন্সিল গিলে ফেলেছে।

ডাক্তার বাবু তৈরী হয়ে বেরুতে যাবেন এমন সময় আবার টেলিফোন আগের ভদ্রলোকেরই।

ডাক্তারবাবু আপনার এসে দরকার নেই। আমি আমার পেন্সিল খুঁজে পেয়েছি।

*　　　　*　　　　*

ক্লাসের দিদিমণি বুঝাচ্ছিলেন স্বাস্থ্য সম্পর্কে।

শোন কোন সময় পাখী বা জীবজন্তুকে চুমো খেয়ো না। ওতে রোগ ছড়াতে পারে। এ অভ্যাস ভাল নয় স্বাস্থ্যের পক্ষে। তোমরা কেউ এই অভ্যাসের বিপদ সম্পর্কে জান কি?

রীতা—আমি জানি দিদিমণি ?
—কী জান ?
—আমার বেলা মাসী তার পোষা কুকুরটাকে চুমো খেয়েছিলো।
তার পরিণাম কী হয়েছিলো ?
কুকুরটা মারা গেলো দিদিমণি।

*   *   *

মা ও মেয়েতে কথা কাটাকাটি হচ্ছিল মেয়ের পছন্দ নিয়ে। সে একটি ছেলে পছন্দ করেছে।

মেয়ে—জান মা, ও বলেছে আমি ওকে বিয়ে করতে রাজি হলে সারা পৃথিবীটা আমার পায়ের তলায় এনে দেবে।

মা—পৃথিবীটা তোমার পায়ের তলায়ই আছে বাছা। তোমার এখন দরকার মাথার উপর একটি ছাদ, সেটা ও দিতে পারবে কিনা জিজ্ঞেস করেছো ?

*   *   *

এক বাড়ির ঝি—বুঝলি বোম্বাই গিয়েছিলাম। যে বাড়িতে ছিলাম, সেই বাড়ির গিন্নি মা মাস খানেক পর তাঁর ছয় নম্বর সোয়ামীকে চিতেয় পোড়ালেন।

অন্য বাড়ির ঝি—কপাল দ্যাখ। আমরা কেউ একটা সোয়ামী জোটাতে পারিনে, আবার দ্যাখো কারও আবার পোড়াবার মত বাড়তি সোয়ামীও থাকে।

*   *   *

এক সুন্দর তরুণী রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। পেছনে তাকিয়ে দেখে একটা লোক তাকে ফলো করছে। অনেক চেষ্টা করেও লোকটার নজর থেকে মেয়েটি নিজকে এড়াতে পারলো না। অবশেষে তরণীটি হঠাৎ দাঁড়িয়ে লোকটাকে বললো, এখনও যদি আমাকে ফলো করা বন্ধ না করেন, তাহলে আমি পুলিশ ডাকবো।

লোকটি তার পরিচয় পত্র এগিয়ে দিয়ে হেসে বললো, আমি একজন পুলিশ।

*   *   *

অফিস থেকে বাড়ি ফিরে সাহেব দেখলেন তাঁর বাড়ির দোরগোড়ায় একটা লোক বসে আছে। উনি বাড়ির ভেতর ঢুকে সরাসরি কাজের বউটিকে বললেন, তোমার স্বামী তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে যাও।

কাজের বউটি খুশি হয়ে বলল, আপনি কি করে জানলেন, বাবু আমার স্বামী এসেছে।

সাহেব বিরক্তি সহকারে বললেন, কি করে আবার জানব, ওর গায়ে আমার পুরনো কোট দেখেই বুঝতে পারলাম।

*   *   *

এক যাত্রী—আচ্ছা সব বাসের সামনে কাচ লাগানো থাকে, কেন বলুনতো?

অপর যাত্রী—সব বাসের চোখ খারাপ তাই।

*   *   *

এক মহিলা বাজারে গিয়ে ফলের দোকানে বললেন, এই দোকানদার তোমার কাছে যতো পচাগলা কমলালেবু আছে সব আমার সামনে জড়ো করো।

দোকানদার ভাবল মহিলা বুঝি তাঁর বাড়ির গরু মোষের জন্য পচা ফল কিনবেন বলে বলছেন। তাই ও সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পচাগলা কমলালেবু ওঁর সামনে হাজির করল। তখন মহিলা বললেন, ঠিক আছে এবার তোমার ভালো লেবুর ঝাঁকা থেকে এক ডজন লেবু আমাকে দাও।

*   *   *

স্বামী ঠাকুরের ছবির সামনে হাত জোড় করে—হে ভগবান, আমার শত্রুদের যেন সর্বনাশ হয়।

ঠিক সে সময় স্ত্রী পেছন থেকে—তুমি যতোই প্রার্থনা করো, আমার সামান্য ক্ষতিও করতে পারবে না।

*   *   *

মামা—আচ্ছা ভাগনে তোর কাছে যদি একটাকা থাকে আর তোর বাবা তোকে একটাকা দেয় তবে তোর কাছে মোট ক, টাকা হবে?

ভাগনে—এক টাকা।

মামা—ধুস্, তুই অংক কিছুই জানিস না।

ভাগনে—তুমি তো আমার বাবাকে চেন না।

*   *   *

এক আমেরিকান, এক ভারতীয় এবং এক রাশিয়ান এয়ারপোর্টে বসে বসে গল্প করছিল। কথায় কথায় আমেরিকান বলল, আরে, ভাই আমাদের দেশে বিমান তো একদম আকাশ ছুঁয়ে যায়। রাশিয়ান লোকটি বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, একেবারে আকাশ ছুঁয়ে? আমেরিকান বলল, না, মানে

আকাশ থেকে মাত্র দু আঙুল নিচে দিয়ে। তখন রাশিয়ানটি বলল, আমাদের দেশের প্লেন তো একেবারে সমুদ্রের জল ছুঁয়ে যায়। ভারতীয় এবং আমেরিকান দু জনেই বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, সে কি! এমন তো আগে শুনিনি। তখন রাশিয়ানটি বলল, না সমুদ্র থেকে মাত্র দু আঙুল ওপর দিয়ে। সবার শেষে ভারতীয়টি বলল, আমাদের দেশের মানুষ তো নাক দিয়ে খায়। আমেরিকান ও রাশিয়ান দু জনেই বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, সে কি নাক দিয়ে খায়। ভারতীয়টি সঙ্গে সঙ্গে নিজের কথা সংশোধন করে বলল, না নাকের দু আঙুল নিচে দিয়ে।

* * *

এক ভদ্রলোক রেস্তোরাঁয় ঢুকে বললেন, কফি নাই, কোন্ কফির কি দাম বলো। ওয়েটার ছেলেটি বলল, আপনি কোন্ কফি খাবেন বলুন, হট কফি কোল্ড কফির একই দাম, ভদ্রলোক বললেন, ঠিক আছে তবে হট কফিই দাও। ওয়েটার ছেলেটি ওর টেবিলে হট কফি এনে রাখতেই উনি সঙ্গে গরম কফি খেতে শুরু করে দিলেন। তাতে ওর গাল পুড়ে যাবার অবস্থা হল। ওঁকে অস্বস্তিতে পড়তে দেখে ওয়েটার ছেলেটি বলল, স্যার অতো তাড়াহুড়ো করছেন কেন? একটু ঠাণ্ডা করে খান না। ভদ্রলোক অমনি ছেলেটির দিকে চোখ পাকিয়ে বললেন, তুমি আমাকে বোকা পেয়েছ। আমি কফি ঠাণ্ডা করে খাই আর তুমি আমার কাছ থেকে হট কফি, কোল্ড কফি দুটোরই দাম আদায় করো।

* * *

এক বাড়ি থেকে একটা চোর চুরি করে পালাচ্ছিল। ঐ বাড়ির একটি ছেলে আবার বিখ্যাত স্পোর্টসম্যান। চোরকে চুরি করে পালিয়ে যেতে দেখে সবাই তাকে বলল, কিরে তুই থাকতে চোর চুরি করে পালাবে তোর আর সে ছোটার ক্ষমতা নেই তাই না? কথাটা ওর গায়ে লাগল। ও সঙ্গে সঙ্গে দৌড়তে লেগে গেল। দৌড়তে দৌড়তে এক সময় ও চোরকে ছাড়িয়ে চলে গেল। ও চোরকে ধরছে না দেখে সবাই বিস্মিত হয়ে বলল, কি রে তুই চোরকে ছেড়ে দৌড়চ্ছিস যে বড়। ও বলল, আমার কাছে চোর ধরার চেয়ে নিজের সম্মান বড়। চোর দৌড়ে আমাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবে তা আমি কখনও সহ্য করতে পারি না।

* * *

বাবা—রোজ রোজ একই জায়গায় গেলে সম্মান বাড়ে না।

ছেলে—তাই তো বাবা আমি রোজ স্কুলে যাই না।

*　　　*　　　*

এক ব্যক্তি থানায় হন্তদন্ত হয়ে এসে বললেন, দারোগাবাবু আমাকে গ্রেপ্তার করুন।

দারোগা বাবু জানতে চাইলেন, আপনাকে গ্রেপ্তার করব কেন ?

আমি আমার স্ত্রীর মাথায় লাঠি মেরেছি। তাতে কি হয়েছে ?

আমার স্ত্রী এখন সেই লাঠি নিয়ে আমায় মারতে তেড়ে আসছে।

*　　　*　　　*

বাবা—দেখ মানুষ যদি একনিষ্ঠভাবে কোনো কাজ করে যায় তবে সে একদিন ঠিক সফল হয়।

ছেলে—কিন্তু বাবা টিউব থেকে বেরিয়ে আসা বাড়তি টুথপেস্ট আমি তো কোনো দিন হাজার চেষ্টা করেও আবার ভেতরে ঢুকিয়ে দিতে পারিনি।

*　　　*　　　*

বলতো তাজমহল কে তৈরি করেছিল ?

কেন, জনমজুরে।

*　　　*　　　*

এক যুবক ব্যাঙ্কে গেল নতুন অ্যাকাউন্ট খুলবে বলে। সে ফর্ম ভর্তি করল। ফর্মে এক জায়গায় লেখা রয়েছে, আপনি এই ব্যাঙ্কে কেন অ্যাকাউন্ট খুলতে চান ? যুবকটি ঐ প্রশ্ন চিহ্নের পাশে লিখল, কাউন্টার ক্লার্ক মমতা।

*　　　*　　　*

স্বামী—এই যা ! বুবাইয়ের কম্বলটা ব্যালকনির নিচে বাগানে পড়ে গেল।

স্ত্রী—তা হলে এখন কি হবে ! বুবাইয়ের যদি ঠাণ্ডা লেগে যায়।

স্বামী—না, ঠাণ্ডা লাগার ভয় নেই। বুবাইকে তো কম্বলে জড়িয়ে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আদর করছিলাম, তখনই কম্বল সমেত ও পড়ে গেল।

*　　　*　　　*

এক দার্শনিক একদিন বাজারে দেখলেন একটা কুমোড় মাটির কলসি উপুড় করে বসিয়ে খদ্দেরের অপেক্ষায় তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। ঐ দার্শনিক ভদ্রলোক একটা কলসি এপাস ওপাস থেকে ভালোভাবে দেখে ঐ

কুমোড়কে বললেন, তুমি বাবা এ তো ভালো জিনিষ বানাওনি, কারণ এতে যদি তুমি জল ভরতে চাও তবে ওপারে একটা ফুটো করতে হয়। অবশ্য তাতেও কোনো লাভ হবে না, কেননা নিচে একটা বড় ফুটো আগে থেকেই যাচ্ছে। দার্শনিকের এমন কথায় কুমোড় তো একেবারে থ হয়ে গেল।

*   *   *

মেয়ে—মা, তোমার জন্মস্থান কোথায় ?

মা—কানপুর।

মেয়ে—মা, বাবা কোথায় জন্মেছিল ?

মা—দিল্লিতে।

মেয়ে—মা, দাদা কোথায় জন্মেছিল ?

মা—হাওড়াতে।

মেয়ে—মা, আমার কোথায় জন্ম হয় ?

মা—শিমলায়।

মেয়ে—তাহলে মা আমরা সবাই একসঙ্গে হলাম কি করে।

*   *   *

শিক্ষক—শোনো দেবু তোমার দাদাকেও পড়াতাম। এখন তোমাকে পড়াচ্ছি কিন্তু আজ একটা ব্যাপার দেখে আমি বেশ বিস্মিত হয়ে পড়ছি যে, সাত বছর আগে আমি আগে তোমার দাদাকে গরুর ওপর যে রচনা লিখতে দিয়েছিলাম, তাতে তোমার দাদা যে রচনা লিখেছিল, আজ দেখছি তুমিও ঠিক সেই একই রকম রচনা লিখেছ। তুমি কি তোমার দাদার রচনা টুকলি করেছ।

ছাত্র—না স্যার, আমার দাদা আমাদের বাড়ির যে গরু দেখে রচনা লিখেছিল, আমিও সেই একই গরু দেখে লিখেছি। তাই দু জনের বর্ণনা একই রকম হয়ে গেছে।

*   *   *

এই, আমি যে তোমায় দশ টাকা ধার দিয়েছিলাম, সে কথা ভুলে গেছ ?

না, এখনো ভুলিনি। তবে আর কিছু দিন সময় দিলে ঠিক ভুলে যাবো।

*   *   *

এক দার্শনিক অধ্যাপকের একদিন মনে পড়ল, আরে আমি না ঐ

মেয়েটিকে বিয়ে করব বলেছিলাম ! মনে পড়া মাত্রই উনি লম্বা লম্বা পা ফেলে ঐ মেয়েটির বাড়িতে গিয়ে দরজায় কড়া নাড়লেন। ঐ মেয়েটিই দরজা খুলে বেরিয়ে এলে উনি ও'র আসার উদ্দেশ্য জানালেন। তখন মেয়েটি বলল, আপনি বড় দেরি করে ফেলেছেন। আমি এখন দুটো বাচ্চার মা।

* * *

অতিথি—আঃ ! আজ রামুর হাতের চা তো বেশ ভালো হয়েছে।

রামু—হ্যাঁ বাবু, বেড়ালে যদি (দুধে) মুখ না দিতো তবে চায়ের স্বাদ আরো খুলতো।

* * *

(স্থান স্কুলের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান)

প্রধান শিক্ষক—আশা করি এ বছরের মতো প্রতি বছর তুমি স্কুলের পরীক্ষায় প্রথম হবে।

ছাত্র—আশা করি এ বছরের মতো প্রতি বছর আপনি আমার দাদার প্রেসে প্রশ্নপত্র ছাপতে দেবেন।

* * *

জজ—এই এক সপ্তায় তুমি আটবার চুরি করেছ ?

চোর—হ্যাঁ স্যার, আমি কাজ করতে ভয় পাই না।

* * *

(স্থান জেলখানা)

প্রথম চোর—তোমাকে এখানে আসতে হলো কেন ?

দ্বিতীয় চোর—একজনের সঙ্গে কম্পিটিশনে নেমে ছিলাম।

প্রথম চোর—কি রকম কম্পিটিশন ?

দ্বিতীয় চোর—একশো টাকার নোট ছাপানো ধরেছিলাম।

* * *

প্রেমিক—আই লাভ ইউ।

প্রেমিকা—আই লাভ ইউ টু।

প্রেমিক—আই লাভ ইউ থ্রি।

* * *

(ইংরেজি শিক্ষার আসর)

আচ্ছা বলো তো এর ইংরেজি কি হবে, মেয়েটি নিচে দাঁড়িয়ে আছে।

বলছি স্যার, মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং।

* * *

সিনেমা হলে এক বাচ্চাকে চিৎকার করতে দেখে এক দর্শক ভদ্রলোক চিৎকার করে উঠে বললেন, এই বাচ্চাটার মুখে নিপিল গুঁজে দাও।

এই মন্তব্য শুনে পাশ থেকে আর এক দর্শক ভদ্রলোক মন্তব্য করলেন. একটা ঐ বাচ্চার মুখে, আর একটা ঐ ভদ্রলোকের মুখে গুঁজে দাও।

* * *

শিক্ষক : আচ্ছা বলো তো কিভাবে ডিম ভেঙে বাচ্চা বার হয়।

ছাত্র : স্যার তার আগে আপনি বলুন তো, কিভাবে বাচ্চা ডিমের মধ্যে ঢোকে।

* * *

এক আধুনিক আর্ট গ্যালারিতে দর্শকদের মতামত জানার জন্য 'রিমার্ক বুক' রাখা ছিল। রিমার্ক বুকের একটা কলম হলো, আপনার এখানে আসার উদ্দেশ্য। এক ভদ্রমহিলা ঐ কলমে লিখলেন, বাইরে খুব ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে তাই।

* * *

মেয়ের বাবা তাঁর ভাবী জামাইকে বললেন. দেখ বাবা রেডিও, টি ভি ছাড়া আর কিছু আমি তোমাকে দিতে পারবো না, আর কিছু দাবি করো না।

ভাবী জামাই, ঠিক আছে আপনি আমাকে রেডিও, টিভি দিয়ে দিন, আমি আপনার কাছে আর কিছু, এমনকি আপনার মেয়েকেও দাবী করব না।

* * *

ছেলে—বাবা আমি আর স্কুলে যাবো না, আমাদের মাস্টারমশাই কিছুই জানে না।

বাবা—কেন রে ?

ছেলে—মাষ্টারমশাই কাল বলছিলেন, রাজু কাল যদি তুমি ক্লাসে পড়া না পারো তবে এমন থাপ্পড় মারব যে দিন দুপুরে তারা দেখবে।

* * *

সেদিন রাতে একটা লোকের ঘোড়া চুরি হয়ে গেল। চুরি হতে সে যতো না কষ্ট পেল, খুশি হলো তার চেয়ে বেশি। কারণ ও ভেবে দেখল, সে সময়ে

আমি যদি ঘোড়ার ওপর বসে থাকতাম তবে আমিও চুরি হয়ে যেতাম। যাক মন্দের ভালো হয়েছে। ঘোড়া গেছে গেছে, আমি তো চুরি হইনি।

*   *   *

এক পরিবারে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোনো কারণে কথা বলা বন্ধ হয়ে গেল, এদিকে স্বামীকে বিশেষ কাজে সকাল পাঁচটায় উঠে বেরোতে হবে। তা স্বামী করলেন কি, স্ত্রীকে তাঁর প্রয়োজন জানাবার উদ্দেশে একটা কাগজে 'সকাল পাঁচটায় আমাকে তুলে দিও', লিখে টেবিলের ওপর পেপার ওয়েট চাপ দিয়ে রেখে দিলেন। সকালে স্ত্রী ঐ কপির ওপর লিখে দিলেন, পাঁচটা বেজে গেছে। এবার উঠে পড়।

*   *   *

আড্ডায় এক বন্ধু বললেন, পাত্র-পাত্রীর রুচি, চিন্তাধারা একরকম হলে বিয়ে সহজে হয়ে যায়।

ঐ আড্ডায় অপর বন্ধু বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমার এক বন্ধু বিয়ের ঝামেলায় জড়াতে চাইছিল না। এক পার্টিতে এমন এক মেয়ের সঙ্গে ওর আলাপ হলো যে মেয়েটি নিজেও ওর মতো বিয়ের বিরোধী। ওদের দুজনের চিন্তাধারা একই রকমের, আজ ওরা পরস্পরের স্বামী স্ত্রী।

*   *   *

(এক নিরুপদ্রব পরিবারের চিত্র)

বিয়ের পর থেকে স্বামী স্ত্রী দুজনেই রাতে শান্তিতে শুয়ে ঘুমোন পার্থক্য এই স্বামী অফিসে এবং স্ত্রী বাড়িতে।

*   *   *

(স্থান ঃ রাস্তার মোড়)

এক বন্ধু—তোকে এমন একটা ঘুসি মারবো না, তুই একেবারে কলকাতা পৌঁছে যাবি।

অপর বন্ধু—বেশি কথা বলিস না, আমি তোকে এমন একটা ঘুসি মারবো না, তুই একেবারে দিল্লি পৌঁছে যাবি।

আর এক বন্ধু—তোদের দু জনের ঘুসিতে দেখছি বেশ জোর, আচ্ছা তোদের মধ্যে কেউ আমাকে এমন জোরে একটা ঘুসি মারতে পারিস যাতে আমি সোজা বোম্বে পৌঁছে যাই। আমার এখন বোম্বে যাওয়া খুব দরকার, হাতে কানাকড়িও নেই।

*   *   *

এ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা ব্যাপারে খুব মিল আছে।

কি মিল ?

দু জনে দু জনকে সন্দেহ করেন।

*   *   *

আপেল গাছ থেকে আপেল পড়তে দেখে নিউটন বিস্মিত হয়েছিলেন।

ওতে বিস্মিত হবার কি আছে। উনি পাগল ছিলেন, তাই ওঁর বিস্ময় জেগেছিল।

তা কিসে বিস্মিত হবেন ?

ঐ আপেল যদি নিচে না পড়ে ওপরে উঠে যেতো।

*   *   *

খদ্দের নাপিতকে—তুমি কখনো কোনো গাধার দাড়ি কামিয়েছ।

নাপিত—আগে তো কখনো কামাইনি, তবে আপনি বসুন, চেষ্টা করে দেখি পারি কিনা।

*   *   *

বিয়ের পর মেয়ে জামাই শ্বশুর বাড়িতে এসেছে। ওদের একটা ঘরে বসতে দেওয়া হয়েছে। ওরা দুজনে ঐ ঘরে বসে আছে। এমন সময় পাশের ঘরের দেওয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বাজল। তারপর এগারোটা, তারপর বারোটা জামাই কান খাড়া শুনলো। এতো অল্প সময়ের মধ্যে বারোটা বেজে যাওয়ায় ও বউকে বলল, কি ব্যাপার গো তিন ঘণ্টা হয়ে গেল এখনো কেউ আমাদের সঙ্গে কথা বলতে এলো না ?

মেয়েটি তার স্বামীকে ধমকে বলল, চুপ করো। পাগলের মতো কথা বলো না। বাবা পাশের ঘরে ঘড়ি সারাচ্ছে।

*   *   *

ম্যাজিস্ট্রেট—তুমি থানার সামনের বাড়ি থেকে চুরি করতে গেলে কেন ?

চোর—ধরা পড়লে যাতে বেশিদূর না যেতে হয় সেজন্য।

*   *   *

ট্রেনের টিকিট চেকার—এই টিকিট দেখাও।

সাধু—আমি সাধু বাবা, আমার আবার টিকিট কি ?

চেকার—তুমি সাধু আর অন্য সবাই কি চোর বদ না ?

*   *   *
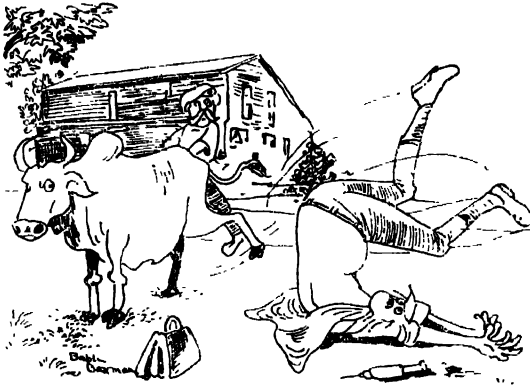
চিনিনা! নতুন ষাড়ের ডাক্তার!

ডাক্তার—আপনার কি অসুখ?

রুগী—আমার রাতে ঘুম হয় না।

ডাক্তার—কেন ঘুম হয় না?

রুগী—আমার স্বামীর চরিত্র খারাপ। সারা রাত জেগে আমায় তাকে পাহারা দিতে হয়।

* * *

একদিন স্কুল ইন্সপেকটর এক স্কুল পরিদর্শনে এলেন। হেড দিদিমণিকে বললেন, চলুন, আপনার স্কুলের ছাত্রীরা কেমন লেখাপড়া শিখছে একটু সরজমিনে দেখে আসি। দিদিমণি বললেন, কোন্ ক্লাসে যেতে চান আপনি? ইন্সপেকটর বললেন, চলুন না আগে ক্লাস এইটের মেয়েদেরই একটু পরীক্ষা করা যাক।

হেড দিদিমণিকে সঙ্গে নিয়ে উনি ক্লাসে ঢুকে প্রথম বেঞ্চের একটি মেয়েকে ইশারায় উঠে দাঁড়াতে বলে বললেন, আচ্ছা বলতো পৃথিবীর আকার কেমন? মেয়েটি ওঁর এ প্রশ্ন শুনে ইতস্তত করছে দেখে দিদিমণি পেছন থেকে জানলার বাইরে ইশারা করলেন। মেয়েটি উঁকি মেরে দেখল বাইরে বাতাবি লেবু গাছ ও বলল, বাতাবি লেবুর মতো। ইন্সপেকটর ওর উত্তরে সন্তুষ্ট হলেন না।

বললেন, না ঠিক হলো না। তখন দিদিমণি পেছন থেকে তার গোল জর্দার কৌটো বার করে দেখালে, মেয়েটি বলল, দিদিমণির জর্দার কোটের মতো।

* * *

একদিন এক মাস্টারমশাই তাঁর এক ছাত্রের কাছে জানতে চাইলেন, আচ্ছা তোমার সামনে যদি একদিকে টাকা পয়সা এবং আর এক দিকে বুদ্ধি রাখা হয়, তবে তুমি নেবার ব্যাপারে কোনটাকে অগ্রাধিকার দেবে ? ছেলেটি বলল, খুব সহজ, আমি প্রথমেই টাকা-পয়সা তুলে নেব। মাস্টারমশাই বললেন, তুমি বোকা। আমি হলে বুদ্ধিকেই অগ্রাধিকার দিতাম। মাস্টার মশায়ের এ কথার উত্তরে ছেলেটি বলল, যার যে জিনিষটার অভাব, সে সেটাই আগে চায়।

* * *

মা মেয়েকে—রত্না তুই রোদে শুয়ে রয়েছিস কেন রে ?

রত্না—ঘাম শুকোচ্ছি মা।

* * *

ছেলে বাড়িতে রেকর্ড ভেঙে ফেললে তার বাবা তাকে মারতে মারতে বললেন, কেন ভাঙলি বল, আর কোন দিন রেকর্ড ভাঙবি ?

মার খাওয়া ছেলে কাঁদতে কাঁদতে বলল, বাবা আমাকে মারছ কেন, সুনীল গাভাসকারও তো রেকর্ড ভেঙেছে। সুনীল গাভাসকারকে তো কেউ মারে না। সবাই তার প্রশংসা করে।

* * *

সিটখালি থাকা সত্ত্বেও এক যাত্রীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কনডাকটর বলল বসুন না সিট তো খালি রয়েছে।

এর উত্তরে যাত্রীটি বলল, আমি বসতে আসিনি, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবো বলে আপনার বাসে উঠেছি।

* * *

কাকলীর মা স্বপ্নার মার কাছে দুঃখ প্রকাশ করে বলল, জানো ভাই আজ সকালে কি বলব আমাদের ছাগলটা দু দুটো উলের গোলা চিবিয়ে খেয়ে নিল।

স্বপ্না ওর মায়ের হাত ধরে সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিল, বলল চিন্তা করোনা মাসীমা, ঐ ছাগলটার বাচ্চা দেখবে সোয়েটার পরে জন্মাবে।

* * *

একবার বার্নার্ড শ লণ্ডনে এক সভায় ভাষণ দেবার সময় বার বার তাঁর নিচে নেমে যাওয়া প্যাণ্ট টেনে তুলছিলেন। তাই দেখে সভায় উপস্থিত এক মহিলা শ'কে বললেন, আপনার এই বার বার প্যাণ্ট তোলা বড় দৃষ্টিকটু লাগছে।

তার উত্তরে শ বললেন, আরো নিচে নেমে যেতে দিলে তো বেশি দৃষ্টিকটু লাগবে।

* * *

অফিসার (ফোনে)—তুমি তো বলছ তোমার ভাই দীপক অসুস্থ তাই অফিসে আসতে পারবে না, তা গলাটা আমার চেনা চেনা লাগছে, তুমি কে বলছ ?

দীপক—হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি দীপকের ভাই বলছি। আমরা দেখতে যেমন একই রকম, তেমনি আমাদের দু'জনের গলার স্বরও একই রকম।

* * *

স্বামী—কাল আমাদের ক্লাবে মদ খাবার প্রতিযোগিতা হয়েছিল জানো।

স্ত্রী—সে আমি কাল রাতে তুমি যখন বাড়ি ফিরলে তখনই টের পেয়েছি।

স্ত্রী—তুমি যে এতো খারাপ লোক, আগে জানলে আমি তোমায় বিয়ে করতাম না।

স্বামী—কেন বলতো ? আমি আবার কি করলাম ?

স্ত্রী—কাল রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম তুমি অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে খুব গা ঢলাঢলি করে গল্প করছ।

স্বামী—তাতে কি হয়েছে, সে তো স্বপ্নে দেখা, ও তো সত্যি নয়।

স্ত্রী—স্বপ্নে যদি অতোটা হয় তবে বাস্তবে না জানি আরো কত কি করছো।

* * *

এক লেখক এক প্রকাশকের ঘরে বই ছাপাবার উদ্দেশ্যে দিনের পর দিন ঘুরতে ঘুরতে শেষে হয়রান হয়ে বললেন, দাদা কবে আর আমার বই ছাপাবেন ? প্রকাশক বললেন, যবে আপনি নামী লেখক হবেন।

* * *

বাবা—আচ্ছা বলতো খোকা, আমাদের স্টেশন ছেড়ে ট্রেন যখন এগিয়ে আসে তখন গেটম্যান বড় রাস্তার ওপর লেবেল ক্রসিং বন্ধ করে দেয় কেন ?

ছেলে—ট্রেন যদি লাইন ছেড়ে লরি ঠেলা রিকশার পাশে চলতে শুরু করে, সেই ভয়ে।

* * *

সেদিন এক বিচারক তার ব্যক্তিগত ঠিকানায় একটা চিঠি পেলেন। চিঠিতে লেখা রয়েছে, স্যার, ১৯৩৯ সালে আপনার আদালতে আমার বিয়ে হয়েছিল আমার স্ত্রীর নাম মনে পড়ছে না। দয়া করে আপনি যদি আমায় লিখে জানান তবে আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।

* * *

সেদিন সুশীলের বাবা আমাদের বাড়ি বেড়াতে এসে কথায় কথায় বললেন, কাল থেকে আমার পেটে মিঠে মিঠে ব্যাথা হচ্ছে, তার ওপর আবার আমাকে মিষ্টি মিষ্টি ওষুধ খেতে দিলেন।

সেই শুনে আমার ছোট বোন কাবেরী বলল, কাকাবাবু আপনি আর মিষ্টি ওষুধ খাবেন না, নইলে আপনার পেটের ব্যথা আরো মিষ্টি হয়ে যাবে।

* * *

প্রভাত—আরে ভাই তুমি তো জানতাম ঈশ্বর ভক্ত, তবে মন্দিরে যাও না কেন ?

রাহুল—জুতো চুরি যাবার ভয়ে।

* * *

নরেন—আরে ভাই তুমি তো আগে খুব রুমাল ব্যবহার করতে, আজকাল আর করতে দেখি না কেন ?

ধীরেন—ডজন পাঁচেক রুমাল হারিয়েছি বলে।

* * *

দাদা—ভাই তোকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি, তুই যদি ঠিক উত্তর দিতে পারিস তবে তোকে একটা পেন উপহার দেব।

ভাই—কি প্রশ্ন আছে তোমার বল না দাদা।

দাদা—বলতো কোন্ বরের সঙ্গে বরযাত্রী থাকে না ?

ভাই—এ তো সোজা উত্তর। আমি বলছি শোন : সরোবর, কবর, খবর, ডিসেম্বর, নভেম্বর, গোবর, বরাবর, মুনিবর, নটবর।

দাদা—বা! বা! সাবাস। এই নে পুরস্কার।

* * *

হান্নান—আমি তোকে এমন গল্প শোনাতে পারি যে গল্প শুনলে তোর মাথার চুল খাড়া হয়ে যাবে।

মইদুল—মিথ্যে কথা। আমি একটা টেকো বুড়ো নিয়ে আসছি, দেখি তোর গল্প শুনে তার কেমন মাথার চুল খাড়া হয়।

* * *

মা—বাবলু শিগগির আয় ফাঁদে ইদুর পড়েছে।

বাবলু—ও মা, আমি কি বেড়াল নাকি যে আমায় ডাকছ ?

* * *

ছাত্র—মাস্টারমশাই এ প্রশ্নটায় কি লিখতে বলেছে ?

মাস্টারমশাই—লিখেছে কবিগুরুর জীবনের ওপর আলোকপাত করো।

ছাত্র—ও আচ্ছা থাক, কাল আলোকপাত করবো।

মাস্টারমশাই—কেন ?

ছাত্র—আজ যে আমার কাছে টর্চ নেই।

* * *

এক কিপটের বউ মারা গেল, কাঁদতে কাঁদতে সে তার বাড়ির চাকরকে ডেকে বলল, এই শোন আজ কেবল একজনের খাবার তৈরি করবি।

* * *

এক বিবাহিত মহিলা এক কুমারী মেয়েকে তাঁর উদ্বেগের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন, আরে ভাই আজ দশ ঘণ্টা ধরে আমি আমার স্বামীকে খুঁজছি, কোথাও পাচ্ছি না।

তখন অবিবাহিতা কুমারী মেয়েটি বলল, আপনি তো দশ ঘণ্টা ধরে খুঁজছেন আর আমি খুঁজছি বারো বছর ধরে।

* * *

এক কলেজ গার্ল তার এক বান্ধবীকে বলল, আজ থেকে আমি একটা বিনা পয়সার চাকর পেয়ে গেছি।

বান্ধবী জানতে চাইল, কিভাবে রে?

মেয়েটি বলল, ক'মাস ধরে আমার পেছনে ঘুর ঘুর করতে থাকা একটি ছেলেকে আমার প্রেমিক হতে দিয়েছি।

*　　*　　*

এক রেলযাত্রী ট্রেনে করে যাবার সময় মাঝ পথে একটা স্টেশনে নেমে কিছু কেনাকাটা করল। নামার সময় সে তার সিটের ওপর নিজের রুমালটা রেখে গেল, যাতে কেউ না বসতে পারে। এদিকে কেনাকাটা সেরে ফিরে এসে দেখে কে একজন তার সিট দখল করে বসে আছে। রেল যাত্রীটি ঐ লোকটাকে বলল, এই যে দাদা ও সিটটা আমার, দেখছেন না ওখানে আমার রুমাল রাখা রয়েছে।

লোকটি তার এ কথার উত্তরে বলল, রুমাল রাখা আছে তো কি হয়েছে, রাষ্ট্রপতি ভবনের ওপর রুমাল রেখে এলে কি রাষ্ট্রপতি ভবন আপনার হয়ে যাবে?

*　　*　　*

বিহারের একটি লোক পশ্চিমবঙ্গে তার এক বন্ধুকে সুখ দুঃখের কথা লিখে চিঠি লিখে পাঠায়। দুর্ভাগ্যবশত ডাক বিভাগ চিঠিটা তার ঠিকানায় ফেরৎ পাঠায় এবং তাতে ডাক বিভাগের একটি ছোট্ট নোট লেখা থাকে—প্রাপক মারা যাওয়ায় চিঠিটা ফেরৎ পাঠানো হলো। বিহারের ঐ লোকটি ডাক বিভাগের এই মন্তব্যে আশ্বস্ত হতে না পেরে ফের ঐ একই চিঠি, একই ঠিকানায় পাঠান। তখন ডাক বিভাগ আগের মতো চিঠিটি প্রেরকের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়ে মন্তব্য লেখে ঐ ব্যক্তি এখনও মৃত আছে।

*　　*　　*

শিক্ষক—আচ্ছা বলতো এর ভবিষ্যৎকাল কি হবে—রাম চুরি করে?

ছাত্র—রাম জেলে যাবে।

*　　*　　*

(আটলাণ্টিক মহাসাগরের বাধা)

একজন আমেরিকান ভদ্রলোক স্কটল্যাণ্ডে বেড়াতে গিয়ে একজন চাষীর বাড়ীতে একটা ভারী সুন্দর শিক্ষাপ্রাপ্ত কুকুর দেখে সেটাকে কিনতে চাইলেন। চাষীটি ভদ্রলোকের প্রস্তাবের উত্তরে বললো, "না, কুকুরটাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারবো না।"

পরক্ষণেই একজন ইংরেজ ভদ্রলোক এসে একই প্রস্তাব করাতে চাষীটি তাঁর কাছে বিক্রি করে দিল কুকুরটা।

আমেরিকান ভদ্রলোক রেগে গিয়ে চাষীটিকে বললেন, "একটু আগেই তুমি বললে, কুকুরটাকে ছেড়ে তুমি থাকতে পারবে না, আর তারপরই বিক্রি করে দিলে ওটাকে? আমি কি কম টাকা দিতাম তোমায়?"

"আরে না, না, ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। কুকুরটা সাঁতার জানে বটে কিন্তু আটলাণ্টিক মহাসাগরটা তো সাঁতরে পার হ'তে পারবে না। তাই আপনাকে বিক্রি করিনি। এর আগে আমি সাতবার ওটাকে বিক্রি করেছি ইংরেজ খরিদ্দারদের আর সাতবারই ও তিনদিনের মধ্যেই ফিরে এসেছে আমার কাছে।"

—রবার্ট গ্লেন (আমেরিকা।)

* * *

(তোমাকে দেখে)

মধুচন্দ্রিমা যাপন শেষ হ'তে না হ'তেই কনেটি অনুযোগ সুরু করলো। "তুমি বলেছিলে তোমার আর্থিক অবস্থা ভালো!"

"ভালোই তো ছিলো। তোমাকে দেখেই যে টাকার পাখা গজালো। আমার কি দোষ!" বরের উত্তর।

* * *

(হোটেলের বিল)

"**এত** টাকা খরচ করে কি কিনেছ?"

"আজ্ঞে একটা হোটেলের বিল।"

"আর হোটেল কিনতে যেও না। হোটেলের ব্যবসায়ে লাভ নেই।"

—কর্ম্মচারীর প্রতি মালিকের নির্দেশ।

* * *

রঙ্গ-ব্যঙ্গ

এক দম্পতির বহু চেষ্টা করেও কোন পুত্র কন্যা হলো না। তখন তাঁরা ভাবলেন তাহলে আর কি করা যায়, কোনো অনাথ আশ্রম থেকে শিশু দত্তক নেওয়া হোক। নিজেদের সিদ্ধান্ত মতো তাঁরা অনাথ আশ্রমে গেলেন। সেখানে একটি বাচ্চা ছেলে তাঁদের পছন্দও হয়ে গেল। কেবল চুক্তিপত্রে সই করা বাকি, এমন সময় স্বামীটির মনে পড়ে গেল, আরে! আমরা একদিন পার্কে বেড়াতে বেড়াতে বাচ্চাদের একটা ওড়না কুড়িয়ে পেয়েছিলাম না। তাহলে বরং ছেলে না নিয়ে মেয়ে নেওয়াই ভালো, মেয়ে নিলে আমরা ঐ ওড়নাটা ব্যবহার করতে পারবো। তখন স্ত্রীটি বলল, না না তার চেয়ে ছেলেই নাও। ছেলে বড় হলে তোমার পুরনো প্যাণ্ট জামা গুলো বরং পরতে পারবে। স্বামীটি অমনি স্ত্রীর মতের বিরোধিতা করে বলল, তা হলে তো মেয়ে নিলেও কোনো ক্ষতি নেই। মেয়ে বড় হয়ে তোমার শাড়িগুলো পরতে পারবে। স্বামীর এই যুক্তিতে স্ত্রী রেগে গেল, বলল, কথা বাড়িয়ো না, আমি যা বলছি তাই করো। স্ত্রীকে রাগতে দেখে স্বামীও রেগে গেল। তারপর দু জনেই মাথা গরম করে দুজনকে দোষারোপ করতে করতে অনাথ আশ্রম ছেড়ে ফিরে গেল। তাদের আর শিশু সন্তান দত্তক নেওয়া হলো না।

* * *

(বৃষ্টি চাই)

"কেমন লাগলো আমার বক্তৃতা ?" নেতার প্রশ্ন।

"মন্দ নয় তবে শুধু বাক্য বর্ষণে তো আর ফলন ভালো হয় না।" চাষীর উত্তর।

* * *

হাসির ফোয়ারা

আরাম ও আয়েশের সুন্দর আস্তানা।

॥ পার্টি জোক্‌স ॥

বস : মিঃ মিত্র, সত্যিই আপনার সম্বন্ধে আমি খুব হতাশ হয়ে পড়েছি! গত শনিবার আমাদের কোম্পানীর যে পার্টি হয়েছিল, তাতে নাকি আপনি বদ্ধ মাতাল হয়ে একটা বেয়ারাদের ট্রলি ঠেলে নিয়ে বেড়াচ্ছিলেন?

মিঃ মিত্র : হ্যাঁ, স্যার, কথাটা সত্যি। কিন্তু স্যার, আমি তো ভেবেছিলাম তার জন্য আপনি আমাকে খুব প্রশংসাই করবেন।

বস : তার মানে? আপনার এরকম একটা উদ্ভট কাজের জন্যে আমি কেন খুশী হব বলুন তো?

মিঃ মিত্র : স্যার, আপনি যে ঐ ট্রলিটা চেপেই ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।

* * *

মিসেস্ নন্দী : মিসেস্ বাসু, আপনি তো আগের চাইতে অনেক রোগা হয়ে গেছেন দেখছি! কি ব্যপার, 'ডায়েটিক্' করেন বুঝি!

মিসেস্ বাসু : আরে না, না। আমার নতুন যে রাঁধুনিটি এসেছে, সে যে আমাকে কিরকম ঝামেলায় ফেলেছে, তা আর কি বলব! ওকে নিয়ে দুঃশ্চিন্তা করে করেই আমি রোগা হয়ে যাচ্ছি।

মিসেস্ নন্দী ঃ তাই নাকি। তাহলে রাঁধুনিটাকে এখুনি বিদায় করে দিচ্ছেন না কেন ?

মিসেস্ বাসু ঃ তাতো দেবোই। তবে, দুশ্চিন্তায় আমার ওজন আরো দশ পাউন্ড কমে যাওয়ার পরে।

* * *

॥ অফিস জোক্স ॥

কোম্পানীর প্রেসিডেণ্ট ঃ "ক্যাসিয়ার কোথায় ?"

ম্যানেজার ঃ আজ্ঞে স্যার, সে রেসের মাঠে গেছে।

প্রেসিডেণ্ট ঃ সে কি ! অফিস করতে করতে কাজ বন্ধ করে রেসের মাঠে গেছে !

ম্যানেজার ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার ! কোম্পানীর তহবিল মেলাবার এটাই ওর শেষ সুযোগ !

* * *

নার্ভাস কেরানী ঃ স্যার, মানে……আমার স্ত্রী……ইয়ে……আমাকে বলে দিয়েছে যে আমি যেন অতি অবশ্যই আপনাকে আমার মাইনে বাড়িয়ে দেওয়ার কথা জানাই।

বস ঃ তাই নাকি ? ঠিক আছে, আমিও বৌকে জিজ্ঞেস করে দেখি তোমার মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া যায় কিনা।

* * *

প্রথম কেরানি ঃ ওহে খবর শুনছ। আমাদের গোপাল নাকি একেবারে বন্ধ কালা হয়েগেছে। কি হবে বলতো ? নিশ্চই বেচারীর চাকরীটা চলে যাবে এবার।

দ্বিতীয় কেরানী ঃ কি যাতা বকছ ? ওকে 'খদ্দরদের নালিশ শোনার বিভাগে' বদলী করা হয়েছে।

* * *

।। প্রেম ও বিয়ে ।।

১ম প্রতিবেশী ঃ আরে মশাই, আপনার আক্কেল খানা কি বলুন তো? কোনদিকে কোন হুঁস নেই। কালকে শোবার ঘরের জানালাটা বন্ধ করতেই ভুলে গেছিলেন। আমি রাতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় আপনার খোলা জানালা দিয়ে দেখতে পেলাম আপনি স্ত্রীকে নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

২য় প্রতিবেশী ঃ সে কি মশাই? আমি যে কাল রাতে বাড়িতেই ছিলাম না!

* * *

দত্ত ঃ কি রে নাগ কি হল? বৌ-এর ওপর হঠাৎ এত চটে গেলি কেন? বৌ-কে মিথ্যেবাদি, বিশ্বাঘাতক এ সব বলে গালাগালি দিচ্ছিস কেন?

নাগ ঃ তা ছাড়া আর কি বলব বল্? বৌ বলে কিনা, সে নাকি গতকাল রাতে মীরা নামে ওর এক বান্ধবীর সঙ্গে ছিল, তাই বাড়ি ফিরতে পারেনি।

দত্ত ঃ তা তুই কি করে জানলি যে ও মিথ্যে কথা বলছে?

সঙ্গে ছিলাম যে।

* * *

বাচ্চা ছেলে রাত আড়াইটার সময় জেগে উঠে বায়না ধরেছে—"মা, একটা ভাল গল্প বলনা।"

মা উত্তর দিল "দাঁড়াও সোনামণি, একটু অপেক্ষা কর। এখুনি তোমার বাবা বাড়ি ফিরবেন, তখন তাঁর কাছ থেকেই একটা নতুন আর দারুণ গপ্পো শুনতে পাবে।

* * *

বিয়ের পর প্রথম বছর ঃ স্বামী বলে, স্ত্রী শোনে।
বিয়ের পর দ্বিতীয় বছর স্ত্রী বলে, স্বামী শোনে।
তৃতীয় বছর দুজনেই বলে, প্রতিবেশীরা শোনে।

* * *

প্রিয়তম তুমি দিনে কবার দাড়ি কামাও?
"এই কুড়ি থেকে তিরিশ বার।"

"তার মানে। তুমি কি পাগল?"

"মোটেই না। আমি নাপিত।"

*　　*　　*

গোপাল ঃ তিরিশ বছর বয়স হওয়ার আগে বিয়েই করব না।

কবিতা ঃ বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত আমার তিরিশ বছর বয়সই হবে না।

*　　*　　*

এক ভদ্রলোক থানায় এসে অফিসারকে বললেন "দেখুন কাল রাতে যে চোরটা আমার বাড়িতে ধরা পড়েছে, তার সঙ্গে একটি বার কটা কথা বলতে দেবেন?"

অফিসার একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলেন, "তা, ওর সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন কেন?"

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন "না মানে, লোকটা কি করে আমার স্ত্রীকে না জানিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল, সেইটা একটু জেনে নেব।"

*　　*　　*

এক সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত স্ত্রী, স্বামী অফিস থেকে বাড়ি ফেরা মাত্রই তাঁর আগাপাশতলা খুঁটিয়ে দেখে দিতেন। দৈবাৎ যদি স্বামীর গায়ে এক টুকরো চুলের কুচিও খুঁজে পাওয়া যেত তাহলেই ভদ্রমহিলা কেঁদেকেটে চেঁচিয়ে একেবারে তুলকালাম কাণ্ড বাঁধিয়ে দিতেন।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় দারুণ খোঁজাখুজি করেও স্বামীর পোষাক-আষাকে একেবারে কিছুই পাওয়া গেলনা। হঠাৎ স্ত্রী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বললেন "ওঃ, ছিঃ ছিঃ এবার একদম টেকো মেয়েদের সঙ্গেও প্রেম করতে শুরু করেছে।"

*　　*　　*

'কাল তোমাকে একজন খুব সুন্দরী ভদ্রমহিলার সঙ্গে বেড়াতে দেখলাম মেয়েটি কে হে হে?'

'আমার বৌকে বলে দেবে না যদি কথা দাও, তাহলে বলতে পারি।'

'আরে নিশ্চয়ই। কথা দিচ্ছি, তোমার বৌকে কিছুই বলব না।'

'ঐ ভদ্রমহিলাই বৌ।'

*　　*　　*

বিখ্যাত মোটর গাড়ী নির্মাতা ফোর্ড সাহেবের পঞ্চাশতম বিবাহ বার্ষিকিতে ওঁকে এক বন্ধু জিজ্ঞেস করেছিল 'আচ্ছা, তোমার এরকম সুখী আর সফল দাম্পত্য জীবনের কারণ কি বলতো? ফোর্ড সাহেব উত্তর দিলেন,

কারণটা খুবই সোজা। গাড়ী তৈরির করার ফরমুলাটাই আমি দাম্পত্য জীবনেও ব্যবহার করেছি কখনো মতলব পাল্টাইনি।

*　　　　*　　　　*

কোটিপতি পিতা হবু জামাইকে জিজ্ঞেস করলেন সত্যি করে বলতো আমার মিনু যদি গরীবের মেয়ে হত, 'তাহলেও তুমি এতটাই গভীরভাবে ভালবাসতে কিনা?'

হবু জামাই খুব আবেগের সঙ্গে উত্তর দিল 'নিশ্চয়ই ভালবাসতাম। এতে কি কোন সন্দেহ আছে?'

কোটিপতি বাবা চেঁচিয়ে উঠলেন 'ব্যস ব্যস বুঝতে পেরেছি। এখুনি সরে পড় তো বাবু। এরকম একটা হস্তীমুর্খ ছেলেকে আমি জামাই করতে চাই না।'

*　　　　*　　　　*

॥ স্কুল-কলেজ জোক্স ॥

১ম অভিভাবক ঃ আপনার ছেলে স্কুলে কেমন পড়াশোনা করছে?

২য় অভিভাবক ঃ চমৎকার। আমার ছেলেটি যেমন সৎ, তেমনি বিশ্বাসী, —বাপ মায়ের ওপর সত্যি আন্তরিক টান আছে ওর।

১ম অভিভাবক ঃ বাঃ, এতো খুব ভাল কথা। কিভাবে এটা বুঝলেন?

২য় অভিভাবক ঃ আমাদের হালে অহেতুক পয়সা খরচ না হয়, তার দিকে ওর খুব নজর আছে। প্রত্যেকটা ক্লাসেই ও দু'বছর করে থাকে, যাতে প্রতি বছরই আমাদের নতুন বই কিনতে না হয়।

*　　　　*　　　　*

ছাত্র ঃ মাষ্টার মশাই, যখন আমি মাথার ওপর দাঁড়াই, তখন টের পাই যে, সেখানে শরীরের রক্ত গিয়ে জমা হচ্ছে। কিন্তু আমার পায়ে কেন ঐ ভাবে রক্ত গিয়ে জমা হয় না?

মাষ্টার মশাই ঃ তার সোজ কারণ হল, তোমার পা দুটো ফাঁপা নয়!

*　　　　*　　　　*

ইন্সপেক্টর মশাই স্কুল দেখতে আসছেন। হেডমাষ্টার মশাই বার বার করে ক্লাস ফাইভ-এর ছেলেদের বোঝালেন—দেখ তোমরা কোনরকম অসভ্যতা

কোর না যেন। ইনস্‌পেক্টর মশাই ঘরে ঢোকা মাত্র বেশ ভালভাবে, মিষ্টি মিষ্টি কথা বলবে।

খানিকক্ষণ পর ইনস্‌পেক্টর সাহেব ঘরে ঢুকলেন। ক্লাসের ছেলেরা সঙ্গে সঙ্গে বলতে শুরু করল।—চকোলেট, লজেন্স, টফি, বিস্কুট রসগোল্লা···

*　　　　*　　　　*

মাষ্টার মশাই ঃ এই দীপু হংকং কোথায় রে ?

দীপুর উত্তর ঃ আজ্ঞে মাষ্টার মশাই, ভূগোল বইয়ের সাতশ নম্বর পাতায়।

*　　　　*　　　　*

প্রদীপ (ফোনে স্কুলের মাষ্টার মশাইকে)—প্রদীপের শরীর খুব খারাপ হয়েছে, তাই আজ ও স্কুলে যেতে পারবে না।

মাষ্টার মশাই ঃ কে কথা বলছেন ?

প্রদীপ ঃ আমার বাবা স্যার।

*　　　　*　　　　*

ছোট্ট বিনু একটা পৃথিবীর ম্যাপ সামনে রেখে ভূগোল পড়ছিল। বাড়ীর একজন অতিথি তখন সে ঘরে ছিলেন। তিনি বিনুকে জিজ্ঞেস করলেন "বিনু তোমার বাবার কাছে শুনলাম তুমি নাকি ভূগোলে খুব ভাল।"

বিনু ঃ "হ্যাঁ কাকা।"

অতিথি ঃ "তাহলে বলতে পার, শ্রীলংকা কোথায় ?"

বিনু ঃ "পারি কাকা। ভারতবর্ষের আধ ইঞ্চি দক্ষিণে।"

*　　　　*　　　　*

ছোট্ট মেয়ে খুব সন্দেহ ভরে মাকে জিজ্ঞেস করল "আচ্ছা মা, জর্জ ওয়াশিংটন যদি এত সভ্য লোকই হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর জন্ম দিনের দিন সব ব্যাঙ্ক গুলো বন্ধ করে রাখা হয় কেন ?

*　　　　*　　　　*

মাষ্টার মশাই ঃ এই হারু, উইলিয়াম দি কংকারার কত সনে ইংলণ্ডে এসেছিলেন ?

হারু ঃ জানে না মাষ্টার মশাই।

মাষ্টার মশাই ঃ কেন বইয়ে দেখনি, উইলিয়াম দি কংকারার ১০৬৬ ?

হারু ঃ হ্যাঁ' তা তো দেখেছি। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম স্যার ওটা ভদ্রলোকের টেলিফোন নম্বর।

*　　　　*　　　　*

মাষ্টার মশাই : বাদল, তুমি 'আমার পোষা কুকুর' এই বিষয়ের ওপর যে রচনাটা লিখেছে, সেটা তোমার ভাইয়ের আগের বছর লেখা রচনার সঙ্গে একেবারে হুবহু মিলে যাচ্ছে। একটা কথাও অন্যরকম নয়। ব্যাপারটা কিহে ?

বাদল : আজ্ঞে স্যার তা হতেই পারে। কারণ কুকুরটাও সেই একই কুকুর কিনা।

*　　　*　　　*

অর্থনীতির অধ্যাপক : ওহে, "পরোক্ষ কর" কাকে বলে তার একটা উদাহরণ দাও তো।

জনৈক ছাত্র : স্যার, পোষা কুকুরের ওপর আমরা যে ট্যাক্স দিই, সেটা পরোক্ষ কর।

অধ্যাপক : "কেন ?"

ছাত্র : আজ্ঞে স্যার, কুকুরের নিজেকে সেই ট্যাক্স দিতে হয় না।"

*　　　*　　　*

তৃতীয় বর্ষের ছাত্র : জানিস শিবু ফাস্ট ইয়ারের মালা আমার প্রেমে একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছে। কালকে ওর সামনে দিয়ে হেঁটে আসছি, আমাকে দেখে ডবল চোখ টিপল।

শিবু : ডবল চোখ টিপল ? তার মানে ?

ছাত্র : মানে, ওর দুটো চোখই বন্ধ করে ফেলল।

*　　　*　　　*

মাষ্টার মশাই : ওহে বিংগো, বলতে পার মঙ্গল গ্রহে মানুষ আছে কিনা।

বিংগো : না, স্যার।

মাষ্টার মশাই : কি করে বুঝলে ? উদাহরণ দাও ?

বিংগো : স্যার' মঙ্গল গ্রহ কখনো আমেরিকার কাছে ঋণ নেয়নি তো!

*　　　*　　　*

॥ আইন-আদালত ॥

বিচারক : কি হে নতুন জামা কাপড় ভরা সুটকেস চুরি করেছিলে কেন ?

আসামী ঃ আজ্ঞে, হুজুর, প্রতিবারই আপনার সামনে ছেঁড়া জামা-কাপড় পড়ে এসে দাঁড়াতে খুব লজ্জা করে তাই..........।

* * *

কয়েদীকে জেল থেকে খালাস দেওয়ার আগে জেলারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জেলার কয়েদীকে বললেন, ওহে, একটা ভুল হয়ে গেছে। হেড কনষ্টেবল-এর ভুলে তোমাকে একমাস বেশী জেলে থাকতে হয়েছে। একমাস আগেই তোমার খালাস পাওয়া উচিত ছিল।

কয়েদীটি খুব উদার ভাবে উত্তর দিল, আরে তাতে আর কি হয়েছে এমন। পরের বার যখন আসব তখন না হয় এই এক মাস সময়টা পুষিয়ে দেবেন।

* * *

বিচারক (চোরকে) ঃ এই নিয়ে পাঁচ, পাঁচ বার তুমি আমার সামনে এলে। এবার তোমাকে তিন বছরের জেলে দিলাম।

চোর ঃ হুজুর, তা-ও কিন্তু আমি আপনার চাইতে ভাল আছি। আমি তো মাত্র পাঁচ বার এখানে এলাম। কিন্তু আপনাকে এখানে প্রত্যেক দিনই আসতে হয়।

* * *

উকিল (হতবাক) ঃ সেকি ম্যাডাম? আপনার স্বামী তো পাঁচ বছর আগে মারা গেছেন। তাহলে আবার আপনার একটি চার বছরের, আর একটি দু'বছরের বাচ্চা এল কোথা থেকে?

ভদ্রমহিলা (রাগের স্বরে) ঃ তা আমি তো বেঁচে আছি, না কি?

* * *

স্বামী (বিচারকের প্রতি) ঃ হুজুর, আমার স্ত্রী শোবার ঘরে আর পোষা ছাগলটাকে বেঁধে রাখে, কোন কথা শোনে না। ফলে আমার পক্ষে ঘরে টেঁকা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

বিচারক ঃ তা, ঘরের একটা জানালা খুলে দিলেই পার?

স্বামী ঃ তার মানে? আমার কটা পোষা পায়রাকে উড়িয়ে দেবে নাকি?

* * *

বিচারক মশাই মহা ফ্যাসাদে পড়েছেন। ডিভোর্স-এর মামলাটাতে তিনি রায় দেবেন. সেই মামলার দুই বিরুদ্ধ পক্ষ স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের মুখ পর্যন্ত দেখতে রাজী নন। শেষ পর্যন্ত বিচারক বললেন "ঠিক

আছে, তোমাদের ডিভোর্স দিচ্ছি, কিন্তু তোমাদের সব কিছুই ঠিক সমান সমান দু' ভাগে ভাগ হবে।" স্ত্রী তখন জিজ্ঞেস করল—"আর আমাদের যে তিনটে বাচ্চা আছে? সে গুলো কি ভাবে ভাগ করা হবে?" বিচারক উত্তর দিলেন, 'সেটা আপনারা নিজেদের মধ্যেই ফয়সালা করে নিন।" স্ত্রী এবার হঠাৎ গিয়ে স্বামীর কলারটা আচ্ছা করে খামচে ধরে বলল "ঠিক আছে। বাড়ী চল, বদমায়েস কোথাকার।" স্বামীকে টেনে নিয়ে যেতে যেতে সে পেছন ফিরে বিচারমকে বলে উঠল'—"ঠিক আছে, হুজুর পরের বছর চারটে বাচ্চা নিয়ে আপনার কাছে আসব তাহলে আর কোন মুসকিল হবে না।"

* * *

উকিল তার মক্কেলকে তারে খবর পাঠাল—'আপনার শ্বাশুড়ী গত কাল রাতে ঘুমের মধ্যেই হঠাৎ মারা গেছেন। ওঁর দেহ নিয়ে কি করব—কবর দেব না চুল্লীতে পোড়াব?'

সঙ্গে সঙ্গে ফেরত তারে উত্তর এল—'কোনরকম ঝুঁকি নেবেন না। দুটোই করুন।'

* * *

মক্কেল ঃ কোন লোকের কুকুর যদি অন্য একজনের মুরগী খেয়ে ফেলে, তাহলে আইনে কি ব্যবস্থা নেবে?

উকিল ঃ যার কুকুর, সে মুরগীর দাম হিসাবে দশ টাকা দেবে।

মক্কেল ঃ উকিল মশাই, তাহলে এবার আমাকে দশটা টাকা দিন! যে কুকুরটা আমার মুরগী খেয়েছে, সেটা আপনারই কুকুর।

উকিল ঃ তাই নাকি? তাহলে এবার আমাকে দশটা টাকা দাও। জানই তো আমার পরামর্শ দেবার 'ফি' হচ্ছে কুড়ি টাকা।

* * *

বিচারক ঃ শ্যাম, তুমি শপথ কর যে, খালি সত্যি কথা বলবে, সত্যি ছাড়া মিথ্যে বলবে না।

শ্যাম ঃ প্রতিজ্ঞা বরছি, হুজুর।

বিচারক ঃ ঠিক আছে শ্যাম, এবার বল তোমার নিজের স্বপক্ষে কি বলবার আছে।

শ্যাম ঃ হুজুর, এখুনি আমাকে দিয়ে যা প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন তারপর আর আমার কিছুই বলবার মেই।

* * *

॥ বিখ্যাত লোকদের নিয়ে ॥

আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট কুলিজ-এর অত্যন্ত স্বল্পভাষী বলে সুখ্যাতি বা অখ্যাতি ছিল। এক ভদ্রমহিলা একবার বাজী ধরলেন, প্রেসিডেণ্টকে দিয়ে অন্ততঃ চারটে কথা তিনি বলাবেনই।

এর কয়েকদিন পরে এক নৈশভোজের আসরে প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে ভদ্রমহিলার দেখা হয়ে গেল। ভদ্রমহিলা অকপটে সব কথা বলে প্রেসিডেণ্টের মন নরম করার জন্য তাঁকে বললেন—জানেন মিঃ প্রেসিডেণ্ট, আমি একটা বাজী ধরেছি যে আপনাকে দিয়ে অন্ততঃ চারটে কথা একসঙ্গে বলাবই।

প্রেসিডেণ্ট কুলিজ গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন—'ম্যাডাম, আপনি হেরেছেন।'

* * *

আমেরিকার দুই বিখ্যাত সেনেটর জন র‍্যান্ডল্ফ আর হেনির ক্লের মধ্যে একবার দারুণ ঝগড়া হয়ে দু'জনের মধ্যে বাক্যালাপই বন্ধ হয়ে গেছিল। এই ঝগড়ার কয়েক সপ্তাহ পরে এক সুরু রাস্তায় দু'জনের মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। রাস্তাটা এত সরু ছিল যে একজনকে পাশের কাদার মধ্যে নেমে দাঁড়িয়ে অন্যজনকে যাবার পথ করে দিতেই হবে। দু'জনেই মুখোমুখি খানিকক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে রইলেন। শেষপর্যন্ত র‍্যান্ডল্ফ ক্লে-র চোখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বেশ ঝাঁঝালো ভাবেই বলে উঠলেন—আমি কোন পাজী বদমাইসকে কখনো রাস্তা ছেড়ে দিই না।

'আমি কিন্তু সবসময়েই তাদেরকে রাস্তা ছেড়ে দিই'—উত্তর দিলেন র‍্যান্ডল্ফ। তারপর রাস্তা থেকে নেমে সরে দাঁড়িয়ে র‍্যানডল্ফকে যেতে দিলেন।

* * *

হলিউডের এক সুন্দরী অভিনেত্রী একবার জর্জ বার্নাড শ'কে প্রস্তাব দিলেন, আসুন, আমরা বিয়ে করি। আমাদের সন্তান যদি আমার মত চেহারা আর আপনার মত বুদ্ধি পায়, তবে সে প্রকৃতির এক আশ্চর্য সৃষ্টি হবে, তাই নয় কি?'

বার্নাড শ একটু হেসে উত্তর দিলেন—'কিন্তু ম্যাডাম, যদি উল্টো ব্যাপার হয়? সেই সন্তান যদি আমার মত চেহারা আর আপনার মত বুদ্ধি পায়, তখন কি হবে? সুতরাং কখনোই এই বিয়ে হওয়া উচিত নয়।'

* * *

বার্নাড শ' একবার এক বন্ধুকে একটি বই উপহার দিয়েছিলেন। বইয়ে লিখে দিলেন—'ভালবাসার সঙ্গে, শ'।'

এরপর বহুদিন কেটে গেছে। বার্নাড শ' একটা পুরোণ বইয়ের দোকানে সেকেণ্ড হ্যাণ্ড বই ঘাঁটছিলেন—এটা ছিল ওঁর অভ্যাস। হঠাৎ বন্ধুকে দেওয়া সেই বইখানা ওঁর নজরে এল—অর্থাৎ বন্ধুবর ওঁর উপহার দেওয়া বইখানা পুরোণ বইয়ের দোকানে বেঁচে দিয়েছেন। শ' বইখানা কিনে নিলেন তক্ষুনি। তারপর প্রথমবারের উপহারবাণীর তলায় লিখলেন—'নতুন করে ভালবাসার সঙ্গে—শ'।' কথা কটি লিখে শ' তাঁর সেই বন্ধুকে আবার বইখানা পাঠিয়ে দিলেন।

* * *

ইংলণ্ডের অন্যতম বিখ্যাত কবি চেষ্টারটন ছিলেন যেমন মোটা, জর্জ বার্নাড শ' ছিলেন তেমনই রোগা। একবার এক ভোজসভায় দুজনের দেখা হল। তখন ইংলণ্ডে খুব দুর্ভিক্ষ চলছিল। চেষ্টারটন শীর্ণকায় বার্নাড শ'কে ঠাট্টা করে বললেন—'মিঃ শ', আপনার চেহারা দেখলে খুব ভাল করেই বোঝা যায় যে এখন ইংলণ্ডে একটা দারুণ দুর্ভিক্ষ চলছে।'

বার্নাড শ' একটুও অপ্রস্তুত না হয়ে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—তা হতে পারে। আর আপনাকে দেখলে কিন্তু বুঝতে আর বাকী থাকেনা যে দুর্ভিক্ষটা কেন হয়েছে?'

* * *

॥ সম্পূর্ণ ছোট গল্প ॥

এক জগদ্বিখ্যাত ছোট গল্প লেখক একবার একটা স্কুল দেখতে গেছিলেন। সেখানে একটি ক্লাসের ছেলেমেয়েরা তাঁকে ধরে বসল, কি করে ছোট গল্প লেখা যায়, তা শিখিয়ে দিতে হবে। অগত্যা লেখক মশাই তাদেরকে বললেন—'দেখ, ব্যাপারটা এমন কিছু কঠিন নয়। গল্পের প্রথমে একটু ভগবান, ঈশ্বর, এ সবের ছোঁয়া থাকবে। তার পরেই একটু অভিজাত সম্প্রদায়ের কথা মেশাতে হবে। এবার একটু সামাজিক, গার্হস্থ্য জীবনের বর্ণনা দিয়ে একদম

শেষে একটু রহস্যের আভাস রেখে দেলেই দেখবে খুব সুন্দর একটা ছোট গল্প তৈরি হয়ে গেছে।'

এরপর কয়েক মিনিট সাহিত্যিক মশাই অন্য সব কথাবার্তার মধ্যে ডুবে রইলেন। তারপরেই একটি মেয়ে মিহিগলায় বলে উঠল—'স্যার, আমি একটা ছোট গল্প লিখে ফেলেছি।'

সেকি? এত তাড়াতাড়ি গল্প লেখা হয়ে গেল?'—চমকে উঠলেন সাহিত্যিক প্রবর—'তা, কি লিখেছ পড়তো দেখি?'

মেয়েটি খুব সপ্রতিভ ভাবে পড়ে গেল—'হায় ভগবান (= ঈশ্বরের কথা)! ডাচেস চেঁচিয়ে উঠলেন (অভিজাত সম্প্রদায়)—আমার একটা বাচ্চা হয়েছে (= সামাজিক, গার্হস্থ্য জীবন), কিন্তু আমি জানি না এর বাবা কে? (= রহস্য)।'

* * *

॥ সিনেমা জগৎ ॥

১ম অ্যাসিস্ট্যাণ্ট : আমাদের ছবির নায়িকা পলা দেবীর ব্যাপার শুনেছ?

২য় অ্যাসিস্ট্যান্ড : কই না তো? কি হয়েছে?

১ম আসিস্ট্যণ্ট : আরে ওর সেক্রেটারী ওর কাগজপত্র, ফাইল এসব ঠিকমত রাখেনি। ফলে এখন দেখা যাচ্ছে, উনি যতবার বিয়ে করেছেন, তার চাইতে দু'বার বেশী ডিভোর্স করেছেন।

* * *

উকিল (অভিনেত্রী নববধূকে) : 'দেখুন আপনি মধুচন্দ্রিমা চলতে থাকার সময়েই ডিভোর্সের জন্য তৈরী চাইছেন কেন, তা বুঝতে পারছিনা। একদিনের মধ্যেই কি ঘটল? কি নিয়ে ঝগড়া হল, কখন হল?,

নববধূ (রাগত স্বরে), 'গির্জাতেই হয়েছে। ওর এত বড় সাহস, বিয়ের রেজিষ্টারে নাম সই করার সময় নিজের নাম প্রথমে সই করেছে, তা-ও আবার বড় বড় অক্ষরে।'

* * *

দুই বন্ধু সিনেমা দেখে বেরিয়েছে। তাদের মধ্যে একজনের বইটা খুব ভাল লেগেছে। সে বলে উঠল, দারুণ বই, তাই না? সত্যি অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই চলচ্চিত্র শিল্প যে কতটা এগিয়ে গেছে, ভাবাই যায় না। দ্বিতীয় বন্ধু গোমড়া মুখে উত্তর দিল, তা আর বলতে। প্রথমে ছবিগুলো খালি নড়ত। পরে তারা কথা বলতে শুরু করল। যে ছবিটা এখুনি দেখলাম, সেটা থেকে তো গন্ধও বেরোচ্ছিল।

* * *

॥ হাসপাতাল জোক্‌স ॥

অন্যমনস্ক অধ্যাপক বই পড়ছেন। এমন সময় নার্স এসে ঘরে ঢুকে বলল, ছেলেই হয়েছে স্যার।

অধ্যাপক মশাই বই পড়তে পড়তেই জিজ্ঞেস করলেন, তাই নাকি? তা কেন এসেছে, কি চাই তার?

* * *

॥ অন্যান্য জোক্‌স ॥

এক মোটা গাদাগোব্দা মহিলা নিজের ওজন নিচ্ছিলেন। কিন্তু ওজন যন্ত্রটা খারাপ ছিল বলে ওজনের কাঁটাটা ৭৫ পাউণ্ড পর্যন্ত উঠে সেখানেই আট্‌কে রইল। এক ভবঘুরে ব্যাপারটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছিল। সে এবার খুব আশ্চর্য হয়ে বলে উঠল 'আরে ব্বাস। ভদ্রমহিলা তো দেখছি একদম ফাঁপা।'

* * *

॥ ব্যবসা-বাণিজ্য ॥

দোকানদার (ছেলেকে): করেছিস কি, গাধা কোথাকার! এক টাকায় অত বড় বোতলের এক বোতল সরষের তেল দিয়েছিস?

ছেলে ঃ তা আমি কি করব? আমাকে শুধু শুধু বকছ কেন? তোমার খদ্দেরদের সব বলে দাওনা কেন, ছোট বোতল নিয়ে আসতে?

*   *   *

খদ্দের ঃ 'আচ্ছা, গয়লা, তোমার এই গরুটা দিনে ক'কিলো করে দুধ দেয়?

গয়লা ঃ আজ্ঞে, পাক্কা পাঁচ কিলো।

খদ্দের (হতবাক) ঃ সে কি? তাহলে তুমি দিনে আট কিলো দুধ বেচ কি করে?

গয়লা ঃ তার জন্য মা গঙ্গা আছেন।

*   *   *

এক কিপ্টে বুড়ী দোকানে গিয়ে একটা নতুন ব্রিফকেস কিনেছেন। কাউণ্টারের ছেলেটা জিজ্ঞেস করল 'ম্যাডাম ব্রিফকেসটা ভাল করে কাগজে মুড়ে বেঁধে দিই।'

কিপ্টে বুড়ী উত্তর দিলেন, 'তার দরকার নেই। কাগজটা আর সুতোটা ব্রিফকেসের মধ্যে ঢুকিয়ে দাও।'

*   *   *

॥ ডাক্তারবাবু ॥

মহিলা ঃ ডাক্তারবাবু, শিগ্গীর একবার আসুন। আমার স্বামীর প্রচণ্ড জ্বর হয়েছে।

ডাক্তার ঃ কত টেম্পারেচার উঠেছে?

মহিলা ঃ ১১০ ডিগ্রী।

ডাক্তার ঃ দুঃখিত, ম্যাডাম। উনি এখন আমার এলাকার বাইরে। আপনি বরং দমকলকে খবর দিন।

*   *   *

ছোট্ট মীনা ফলের বাগান থেকে যখন বেরিয়ে ফিরল তখন তার মুখ চোখের চেহারা মোটেই ভাল ঠেকছিল না। ঘরে ঢুকে আস্তে আস্তে সে মাকে বলল 'আচ্ছা মা, দিনে একটা করে আপেল খেলে ডাক্তার ডাকতে হয় না একথাটা কি ঠিক?

মা বেশ সন্দেহের চোখে মীনার দিকে তাকিয়ে বললেন৹ তাই তো লোকে বলে। তা হঠাৎ এ কথাটা মনে এল কেন তোমার ?

মীনা ঃ ব্যাপারটা কি হয়েছে জানো মা। আমি সকাল থেকে এ পর্যন্ত বারোটা ডাক্তারকে আসতে দিইনি। কিন্তু এবার মনে হচ্ছে, তোমাকে একটা ডাক্তার ডাকতেই হবে।

*　　　　*　　　　*

ডাক্তারবাবু (ছোট ছেলেকে) ঃ শোন, এখন তোমার গায়ে আর একটুও জ্বর নেই। বুঝতে পেরেছ ?

ছোট ছেলে ঃ ঠিক আছে, ডাক্তারবাবু। তবে ঠিক ৯টার সময় জ্বর আসবে।

ডাক্তারবাবু ঃ সে কি ? কিরে বুঝলে ?

ছোট ছেলে ঃ আমার স্কুল ঠিক ৯টার সময় হয় যে।

*　　　　*　　　　*

এক পুরুষ রোগী খুব বিষন্ন ভাবে মনস্তত্ত্ববিদের চেম্বারে ঢুকে আকুল ভাবে বলে উঠল, ডাক্তারবাবু আমাকে আপনার সাহায্য করতেই হবে। প্রতি রাতে আমি স্বপ্ন দেখি, আমি যেন একটা নির্জনদ্বীপে একদল অতি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে ভেসে গিয়ে উঠেছি। তাদের মধ্যে স্বর্ণকেশী, রক্ত-কেশী, সব রকম মেয়েই আছে আর প্রত্যেকটা মেয়েই যেন আর একটা মেয়ের চাইতে বেশী সুন্দরী।

মনস্তত্ত্ববিদ অবাক হয়ে বললেন, আরে আপনি মশাই পৃথিবীর সব চাইতে বেশী ভাগ্যবান পুরুষ আপনাকে আবার কি সাহায্য করব ?

রোগী প্রায় কেঁদে ফেলে জবাব দিল, সে কথা আর বলেন কেন ডাক্তার-বাবু। স্বপ্নে আমি নিজেও যে একটা মেয়ে।

*　　　　*　　　　*

ডাক্তারবাবু (জনৈক মহিলাকে) ঃ আপনার স্বামীর পুরোপুরি বিশ্রাম দরকার। এই যে নিন ঘুমের বড়ি।

মহিলা জিজ্ঞেস করলেন ঃ বড়িগুলো ওঁকে কখন খাওয়াব, ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তারবাবু ঃ ওঁকে খাওয়ানোর কোন দরকার নেই। এগুলো আপনি নিজেই খাবেন।

*　　　　*　　　　*

মনস্তত্ত্ববিদ তরুণী রোগিনীকে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ, এবার বলুন কাল রাতে কি স্বপ্ন দেখেছিলেন ?

রোগিনী : আমি স্বপ্নে দেখলাম আমি যেন সমুদ্রতীরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আর মাথায় একটা টুপি ছাড়া সারা গায়ে কোথাও কোন আবরণ নেই।

ডাক্তার বললেন : নিশ্চয়ই তখন আপনি খুব বিব্রত বোধ করেছিলেন।

রোগিনী উত্তর দিলেন : নিশ্চয়ই, তা আর বলতে। একবার ভাবুন তো টুপিটা গত বছরের পুরোণ ফ্যাশনের কিনা ?

* * *

ডাক্তারবাবু তখনো এসে পৌঁছান নি। ওঁর ছোট ছেলে আপেক্ষারত এক রোগীর সঙ্গে নানারকম গল্পগুজব করে যাচ্ছিল। ঘরের এক কোণের আলমারীতে ঝোলানো কংকালটা দেখে রোগী একেবারে হাঁ হয়ে বলল, ডাক্তারবাবু এ কংকালটা কি করে পেলেন ? ডাক্তারবাবুর সপ্রতিভ পুত্র চট্‌পট উত্তর দিল, কি জানি, ওটা তো অনেকদিন ধরেই বাবার কাছে আছে দেখছি। যতদূর মনে হয়, এটাই ছিল বাবার প্রথম রোগী।

* * *

এক মাঝ বয়সী আমেরিকানকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ক্লোরোফর্ম করার ঠিক আগে ভদ্রলোক ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলেন, কত ইঞ্চি লম্বা করে অস্ত্রোপচার করা হবে। ডাক্তার একটু হুঁ হুঁ করে প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে চাইছিলেন। তখন রোগী মশাই বলে উঠলেন, দেখুন, ডাক্তারবাবু আপনার কাছে আমার একটাই অনুরোধ আছে। বৌ-এর অস্ত্রোপচারের দাগটা সাড়ে চার ইঞ্চি লম্বা, আর শালীরটা চার ইঞ্চি। আমার অস্ত্রোপ্রচারের দাগটা যেন এদের দু'জনের দাগের মোট যোগফলের চাইতে বেশী হয়। তাহলে ভবিষ্যতে ওদের লম্বা চওড়া বাহাদুরির গল্প আর আমাকে শুনতে হবে না।

* * *

টেলিগ্রাফের আবিষ্কারক স্যামুয়েল মোর্স প্রথম জীবনে খুব ভাল চিত্রশিল্পী ছিলেন। একবার উনি এক ডাক্তারবাবুকে তাঁর আঁকা একটা ছবি সম্বন্ধে মতামত দিতে বললেন, ছবিটার বিষয়বস্তু ছিল একটি লোকের অন্তিম মুহূর্তের মৃত্যু-যন্ত্রণা।

ডাক্তারবাবু ছবিটা খানিকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে দেখার পর মোর্স সাহেব

তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কিহে ছবিটা দেখে কি মনে হচ্ছে ?

ডাক্তারবাবু উত্তর দিলেন, ম্যালেরিয়া।

*   *   *

ডাক্তারবাবু (গেয়ো খদ্দেরকে): কি হে, ছেলেকে কাল যে মিক্সচারটা করে দিলাম সেটা ঠিকমত খাইয়েছিলে তো ?

গেঁয়ো লোক: হ্যাঁ কত্তা, খাইয়েছি। তবে খাওয়ানোর পরেই বেশ খানিকক্ষণ ছেলেটা খুব চ্যাঁচামেচি করেছে।

ডাক্তারবাবু: কেন ? মিক্সচারটাতো খেতে খারাপ নয়। তা খাওয়ানোর আগে ওষুধের শিশিটাকে খুব ভাল করে ঝাঁকিয়েছিলে তো ?

গেঁয়ো লোক (জিভ কেটে): ঐটাই প্রথমে একটু ভুল হয়ে গেছিল, কত্তা। খাওয়ানোর পরেই মনে পড়ল, ওষুধটাতো ঝাঁকানো হয়নি। তবে তাতে কিছু ক্ষতি হয়নি। সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেটাকে ধরে আচ্ছা করে ঝাঁকিয়ে দিয়েছি।

পাঁচ মিশালী জোকস ॥

এক স্কচ ভদ্রলোক নদীতে ডুবে যাচ্ছিলেন। এক ফরাসী ভদ্রলোক নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে অনেক কষ্ট করে স্কচ ভদ্রলোককে তীরে নিয়ে এলেন। পরের দিন স্কচ ভদ্রলোক ফরাসীটির বাড়ি গিয়ে ওঁকে বললেন—'দেখুন, আপনিই তো কাল আমাকে জল থেকে ডাঙায় নিয়ে এসেছিলেন, তাই না ?'

ফরাসী ভদ্রলোক ভাবলেন, স্কচ ভদ্রলোক বোধহয় জীবন বাঁচানোর জন্য ওঁকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছেন। তাই তিনি খুব বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিলেন —'আরে তাতে কি হয়েছে। কি আর এমন করেছি আমি।'

'কি হয়েছে মানে ?'—প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন স্কচ ভদ্রলোক 'আমার মাথায় একটা ভাল টুপি ছিল, সেটা গেল কোথায় ?'

*   *   *

বাজারের সামনেই এক স্কচের সঙ্গে এক ইংরেজের দেখা হল। স্কচের হাতে কয়েকটা চিরুণী, তেলের শিশি, চুল ঠিক করার বুরুশ ধরা ছিল। ইংরেজটি জিজ্ঞেস করল—'কি মশাই। কোথায় চললেন ?'

স্কচটি উত্তর দিল—'আর বলেন কেন। মাথার সমস্ত চুল উঠে একেবারে টাক পড়ে গেল, মশাই। তাই…'

ইংরেজ কথা শেষ হওয়ার আগেই জানতে চাইল—'তাই পরচুলো কিনতে বাজারে এসেছেন বুঝি?

'দূর মশাই, পাগল নাকি আমি?'—স্কচ তো অবাক—'আর তো চুলটুল আঁচড়ানোর, তেল-টেল মাখার ল্যাটাই চুকে গেল, তাই হাতের এই চিরুণী, তেল, বুরুশগুলো বাজারের পুরোন জিনিষের দোকানে বেচে দিতে এসেছি।

* * *

কয়েকজন ইউরোপীয়ান বন্ধু ঠিক করল, তারা রবিবারে চড়ুইভাতি করবে। প্রত্যেকেই চড়ুইভাতির জন্যে সঙ্গে করে কিছু না কিছু মনে করে নিয়ে আসবে।

নির্দিষ্ট দিনে সবাই এসে এক জায়গায় জড়ো হল। দেখা গেল ইংরেজ বন্ধু এনেছেন 'হ্যাম অ্যান্ড বেকন' ফরাসী এনেছে শ্যাম্পেন, জার্মান এনেছে বিয়ারের বোতল আর হ্যামবার্গারি, আইরিশ এনেছে আলুসেদ্ধ আর স্যান্ডেউইচ।

আর তাদের স্কচ বন্ধু? সে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে নিজের ভাইকে!

* * *

দুই গেঁয়ো স্কচ শহরে এসেছে বেড়াতে। জামাকাপড়, পোষাকের একটি দোকানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ওদের নজরে পড়ল, দোকানে শো কেসে খুব সুন্দর অনেক দস্তানা (গ্লাভ্স) সাজানো আছে। প্রথম স্কচটি তার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করল—এগুলো দিয়ে কি হয় রে ভাই?

দ্বিতীয় স্কচটি খুব সপ্রতিভ ভাবে উত্তর দিল—'এটাও বুঝলি না। হাঁদারাম? আরে এই দস্তানা পরে নিয়ে হাত ধুলে তোর হাত ধোওয়াও হবে, আবার হাতে জলও লাগবে না।'

* * *

এক স্ক্যানডিনেভিয়ান একটা পানশালায় বসে ছিল। এমন সময় হঠাৎ এক মাতাল খুব ক্ষেপে গিয়ে ওকে বেদম মার লাগাল। সঙ্গে গালাগালও দিল অনবরত—'ব্যাটা হতভাগা নরওয়েজিয়ান, পাজী, ছুঁচো, বদমাইস, শুয়োরের বাচ্চা'—কিছুই আর বলতে বাকী রাখল না সে। তারপর হনহন করে মাতালটা পানশালা ছেড়ে চলে গেল।

এত মার খাওয়ার পরেও কিন্তু স্ক্যানডিনেভিয়ান লোকটি খুব হাসতে লাগল। কালসিটে পড়া ফোলা মুখে হেসেই চলল সে। তাই দেখে আর এক

ভদ্রলোক খুব অবাক হয়ে ওকে জিজ্ঞেস করলেন—'কি হে, এরকম বেদম মার খেয়েও এত হাসছ যে?'

'হাসব না? উঃ, এই মাতালটা কি ঠকাই না ঠকেছে।'—হাসতে হাসতেই উত্তর দিল লোকটা,—'বোকাটা মনে করেছে, আমি নরওয়ের লোক আসলে তো আর আমি তা নই, আমি তো সুইডিশ।'

*　　　　*　　　　*

এক পার্টি থেকে দুই মাতাল গাড়ি চালিয়ে ফিরছে। পাশ দিয়েই গেছে রেলের লাইন।

হঠাৎ একটা এক্সপ্রেস ট্রেন খুব জোরে উল্টো দিক থেকে এসে ওদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। বিরাট ইঞ্জিনটা দিয়ে আগুনের হল্কা বেরোচ্ছিল, ফুলকি আর ধোঁয়া উড়ছিল।

দুই বন্ধুর একজন জড়ানো গলায় বলে উঠল—'একটা ব্যাপার দেখ্লি, মাইরি? যে গ্রামটা আমরা এই মাত্র পেরিয়ে এলাম, তার প্রত্যেকটা বাড়িতেই আলো জ্বলছিল।'

দ্বিতীয় বন্ধু উত্তর দিল—'শুধু কি তাই? দেখলি না, গ্রামের প্রথম বাড়িটাতে কি ভয়ানক আগুন লেগেছে?'

*　　　　*　　　　*

এক বুড়ো ভদ্রলোক খুব গর্ব করে পাদ্রীকে জানালেন—'বুঝলেন, পাদ্রী মশাই আগামী কাল আমি ৯৬ বছরে পা দেব। আর এতখানি বয়সেও আমার একটিও শত্রু নেই।'

পাদ্রী মশাই খুব খুশী মনে উত্তর দিলেন—'বাঃ! চমৎকার! আপনি সত্যি মহৎ।'

'আরে হ্যাঁ, কথাটা পুরোপুরি সত্যি'—বুড়ো ভদ্রলোক বুক চাপড়ে বললেন এবার, 'আমার যে ক'জন শত্রু ছিল, তারা সবকটাই এতদিনে মরে ভূত হয়ে গেছে!'

*　　　　*　　　　*

প্রথম বন্ধু ঃ আরে শুনেছ ব্যাপার? আমাদের পাদ্রী মশাই-এর ছেলে ঠিক করেছে যে, সে ঘোড়দৌড়ের 'জকি' হবে। আর ওর বাবা এদিকে ছেলেকে পাদ্রী করার সব বন্দোবস্ত করে ফেলেছেন।

দ্বিতীয় বন্ধু ঃ তাতে কি হয়েছে? পাদ্রী হলে যত লোক ওর কাছে

অনুতাপ করতে আসত, তার চাইতে অনেক বেশী লোককে ও জকি হয়ে অনুতাপ করার পথে নিয়ে যাবে !

* * *

মা (মেয়েকে, কঠিন স্বরে) ঃ হ্যাঁরে, মিতা, তুই ৬টার একটু আগে কিংবা পরে ; সামনের—না ! বোধহয় পাশের বাড়ির ছেলেটার সঙ্গে অত কি কথা বলছিলি রে ?

মেয়ে ঃ ঠিক কোন্ সময়টাতে মা ? ৬টার আগে হলে সামনের বাড়ির ছেলেটা, আর ৬টার পরে হলে পাশের বাড়ির ।

* * *

প্রথম কালা ঃ কি মশাই, বাজারে যাচ্ছেন বুঝি ?

দ্বিতীয় কালা ঃ আরে না, না । বাজারে যাচ্ছি, বাজারে ।

প্রথম কালা ঃ তাই বলুন । আমি ভাবছিলাম, আপনি বোধহয় বাজারেই যাচ্ছেন ।

* * *

মাস্টার মশাই তো অবাক—'এর মধ্যেই কি লিখলি রে ? পড়তো শুনি ।'

তিনু উঠে দাঁড়াল । তারপর গলা খাঁকারি দিয়ে পড়ে গেল—'একটি ফুটবল ম্যাচ । বৃষ্টির জন্য আজকের মত খেলা বন্ধ রইল ।'

মাস্টার মশাই-এর আর কিছু বলার ছিল না । তিনুকে ছুটি দিতেই হল তাঁর ।

* * *

বিচারক (আসামীকে) ঃ তুমি তো আচ্ছা নির্লজ্জ লোক হে । গত ৩ বছরে এই নিয়ে তুমি পাঁচ পাঁচবার আমার আদালতে এলে ।

আসামী ঃ হুজুর । আপনি প্রমোশন না পেলে আমি কি করব ?

* * *

এক মাস্টারমশাই প্রত্যেকদিনই একটি ছাত্রকে তার বাড়িতে পড়াতে যান । কিন্তু কোনদিন এক কাপ চাও তাঁর কপালে জোটে না । তাই একদিন যখন ছাত্র হঠাৎ একটা বড় বাটি ভর্তি পায়েস বাড়ির ভেতর থেকে এনে তাঁকে দিল, তখন তো তিনি দারুণ খুশী হলেন । বেশ আয়েস করে পায়েসটা

খেতে খেতে ছাত্রকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে, শ্যাম, আমার পড়ানো দেখে খুশী হয়ে তোর মা বুঝি পায়েস পাঠিয়ে দিয়েছেন ?

ছাত্র মুখ বেঁকিয়ে উত্তর দিল—'তা জানি না। পুষি বেড়ালটা এসে পায়েসের বাটিতে মুখ দিয়ে দিয়েছিল। তাই মা বললেন, 'এতটা পায়েস শুধু শুধু নষ্ট হবে কেন, যা মাষ্টারকে দিয়ে আয়। বলে এই বাটিতে পায়েস তুলে দিলেন।'

মাষ্টার মশাই লজ্জায় 'ছি ছি' করে বাটিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। ছাত্র সঙ্গে সঙ্গে 'হাঁ হাঁ' করে উঠল, 'আরে আরে করছেন কি। বাটিটা তুবড়ে যাবে যে ! ওটাতে করে আমরা কালু কুকুরটাকে খাবার দিই যে !'

* * *

এক ভদ্রলোক একদিন শহীদ মিনারের পাশ দিয়ে হেঁটে আসতে আসতে দেখলেন, এক কাবলীওয়ালা চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে চেঁচিয়ে একটা চিঠি পড়ছে, আর তার বুকের ওপর আর একটা কাবলীওয়ালা বসে প্রাণপণে শুয়ে থাকা কাবলীওয়ালাটার দুই কান চেপে ধরে আছে।

ভদ্রলোক খুব আশ্চর্য হয়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আর একটা কাবলীওয়ালাকে ব্যাপারটা কি জিজ্ঞেস করলেন। সে উত্তর দিল—'বাবু যে লোকটা বুকের ওপর বসে আছে, বাড়ি থেকে তার বৌ-এর চিঠি এসেছে। কিন্তু লোকটা এক অক্ষরও পড়তে জানে না। তাই শুয়ে থাকা লোকটাকে দিয়ে ও চিঠিটা পড়িয়ে নিচ্ছে। কিন্তু ওর জেনানার চিঠি পরপুরুষ কেন শুনবে ?—তাই ও লোকটার কান দুটো আটকে রেখেছে, যাতে ও কিছু শুনতে না পায়।'

* * *

এক চ্যাংড়া ছোঁড়া এক বেজায় লম্বা ভদ্রমহিলাকে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখে জিজ্ঞেস করল—'আচ্ছা, ম্যাডাম, ওপরের হাওয়াটা কি পাতলা ?' ভদ্রমহিলা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—'অন্ততঃ পরিষ্কার তো বটেই ! তোমার বোটকা গন্ধটাতো সেখানে নেই কিনা !'

* * *

মাষ্টার-মশাই ক্লাসের ছাত্রকে জিজ্ঞেস করলেন—'বলতো হরধনু কে ভেঙেছিলো ?' ছাত্র বেজায় ঘাবড়ে গিয়ে উত্তর দিল—'আমি ভাঙিনি স্যার সত্যি বলছি।' মাষ্টার মশাই রাগে একেবারে হতবাক হয়ে হেডমাষ্টার মশাই-এর কাছে ব্যাপারটা বললেন। হেডমাষ্টার মশাই তো মাষ্টার মশাইকে একচোট নিলেন—'আপনি এত নরম বলেই তো বাঁদরামী করতে সাহস পায়। আমি

আপনার সঙ্গে বাজি রাখতে পারি, ঐ ছেলেটাই হরধনু ভেঙেছে, এখন ভয়ে মিথ্যে কথা বলছে। হতভাগাটাকে আচ্ছা করে ঘা কতক লাগান, দেখবেন ঠিক সত্যি কথাটা স্বীকার করবে।'

মাষ্টারমশাই প্রায় পাগল হয়ে গিয়ে ঠিক করলেন, তিনি এর শেষ দেখে ছাড়বেন। তিনি এবার গেলেন স্কুলের সেক্রেটারী স্থানীয় এম. এল. এ-র কাছে। সব শুনে-টুনে তিনি বললেন—'আরে চেপে যান মশাই, চেপে যান। সামনেই নির্বাচন, এসব নিয়ে এখন যেন একদম হৈ চৈ না হয়। বরং হরধনুটা সারাতে কত লাগবে তার একটা হিসাব দিন, এখুনি পয়সাটা দিয়ে দিচ্ছি।'

* * *

প্রবল পরাক্রান্ত বীর তৈমুরলঙ্গ দেখতে অত্যন্ত কুৎসিত। একদিন সকালে নাপিত এসে ওঁকে কামিয়ে দিচ্ছে। তৈমুরলঙ্গের হঠাৎ ইচ্ছে হল, নিজের চেহারাটা একটু দেখবেন। নাপিতের আয়নাখানা চেয়ে নিয়ে নিজের মুখ দেখতে গিয়ে একেবারে শিউরে উঠলেন তৈমুরলঙ্গ। জল ভরা চোখে তিনি বলে উঠলেন 'হায় খোদা। আমাকে তো তুমি ধন-দৌলত-ক্ষমতা, অনেক দিয়েছ আমাকে সেই সঙ্গে যদি একটু ভাল চেহারা দিতে! এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নাপিত একেবারে হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠল। তৈমুরলঙ্গের কান্না থেমে গেল, কিন্তু নাপিতের কান্না আর কিছুতেই থামে না। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে তাকে এক ধমক লাগিয়ে তিনি বললেন—'কিহে, তোমার আবার কি হল? তুমি কেঁদে মরছ কেন?'

নাপিত কাঁদতে কাঁদতেই জবাব দিল—'জাঁহাপনা, আপনি নিজের মুখ এই এতদিনে একবার দেখেই কেঁদে ফেললেন। আর আমাকে ঐ মুখ প্রতিদিন সকালে উঠেই দেখতে হয়। তাহলে ভাবুন তো, কত দুঃখ আমার মধ্যে জমা হয়ে আছে!'

* * *

ছোট্ট ছেলে, মা শুনে এলাম বাবা মাসীকে বলছে—'তুমি একটি পরী।' কেন মা, মাসী কি উড়তে পারে?

মা (দাঁত কিড়মিড় করে)—হ্যাঁ, উড়বে। এখুনি।

* * *

এক বিয়েবাড়িতে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দেখা হয়েছে। বিদ্যাসাগরের পায়ে যথারীতি সেই তালতলার শুঁড়তোলা চটি। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে ঠাট্টা করে বললেন—'কি বিদ্যেসাগর মশাই, আপনার চটির শুঁড় তো বেঁকে

ক্রমশঃই ওপর দিকে উঠছে দেখছি শেষ পর্যন্ত আকাশে গিয়ে না ঠেকে!'

বিদ্যাসাগর একটু হেসে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—'কি আর করা যাবে বলুন! জানেন তো, চট্টোপাধ্যায় পুরোণ হলেই বঙ্কিম হয়ে যায়।'

* * *

॥ খেল খেল মে ॥

মাষ্টার মশাই : এই হারু, বলতো আকবর কে?

ফুটবল পাগল ছাত্র : স্যার মহম্মদ হাবিবের ভাই।

* * *

মাষ্টার মশাই : আকবরের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি কোনটি!

জনৈক ছাত্র : স্যার, পনেরো সেকেণ্ডে গোল করা।

* * *

মাষ্টার মশাই : হুমায়ুন আকবরকে কি বলেছিলেন?

ছাত্র : মহামেডান স্পোর্টিং-কে একটার বেশী গোল দিওনা, বাবা!

* * *

মেঘে মেঘে চারিদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে। স্কুলের শেষ পিরিয়ডে বাংলা রচনার মাষ্টার মশাই এসে বললেন—'সব শোন। আজকে রচনার বিষয় হল 'একটি ফুটবল ম্যাচ'। যার আগে লেখা শেষ হয়ে যাবে, তাকে ছুটি দিয়ে দেব।'

ছাত্ররা সঙ্গে সঙ্গে খাতা-পেন্সিল খুলে বসে গেল। মিনিট খানেক বাদেই কিন্তু ক্লাসের সব চাইতে বিচ্ছু ছেলে তিনু বলে উঠল—'আমার হয়ে গেছে, স্যার!'

ও লিখেছে—আজ বৃষ্টির জন্য খেলা বন্ধ।

* * *

✲ রঙ্গ-রস ✲

● ● ●

।। শিং ফুড়ে ।।

কর্তার নতুন ঘোড়ার ওপর সহিসের বেজায় লোভ। শুধু চিন্তা, কেমন করে ঘোড়াটা হাত করা যায়।

কর্তা সেদিন বেরোবেন, সহিসের খোঁজ করছেন। এমন সময়ে সহিস এসে কাঁদো কাঁদো মুখে বললেন ঃ সর্বনাশ হয়েছে কত্তা, ঘোড়াটা মরে গেছে!

ঃ বলিস কি রে? জলজ্যান্ত ঘোড়াটা অমনি মরে গেল! অসুখ নেই, বিশুখ নেই—! চল দেখি। কোথায়?

সহিস কর্তাকে ভাগাড়ে নিয়ে গেল। কর্তা দেখলেন, কোথাও কিছু নেই, শুধু একটা শিংওলা মুণ্ডু পড়ে আছে।

সহিস সেই মুণ্ডুটা দেখিয়ে বললে ঃ ঐ দেখুন।

কর্তা রীতি-মত রেগে গেলেন, বললেন ঃ ইয়ার্কির আর জায়গা পাওনি? ও মুণ্ডুতে তো শিং রয়েছে! ঘোড়ার কখনও···

বাধা দিয়ে সহিস বলল ঃ আজ্ঞে কত্তা, ঐ রোগেই তো ঘোড়া মরল। হঠাৎ মাথা ফুঁড়ে দুটো শিং বেরোলো, আর দেখতে দেখতে ঘোড়াটা চার পা তুলে অক্কা পেল।

✲ ✲ ✲

দুই কালার পথে দেখা।

প্রথম কালা ঃ কি হে বেড়াতে যাচ্ছ নাকি?

দ্বিতীয় কালা ঃ না, না, বেড়াতে যাচ্ছি।

প্রথম কালা ঃ ও, তাই বল! আমি ভেবেছিলাম তুমি বুঝি বেড়াতেই যাচ্ছ।

॥ বেকার ঃ কর্মী ॥

বেকার যুবক। উদ্‌ভ্রান্তের মত রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। হঠাৎ পুরনো এক বন্ধুর সংগে দেখা। সব শুনে বন্ধুটি বলল ঃ ও, এই ব্যাপার। আমি সচিবালয়ে কাজ করছি। ওখানে তোর একটা কাজ জুটিয়ে দেব :

পরদিন দুই বন্ধুতে সচিবালয়ে গেল। দেখল একটা ছোট ঘর খালি পড়ে আছে। বন্ধু বেকার ছেলেটিকে বলল ঃ বসে পড় এখানে।

ঃ সে কি রে? যদি কেউ—

ঃ ও তুই ভাবিস না। আমি তো আছি।

ঃ কি করতে হবে আমাকে?

ঃ শোন্ প্রথমে এক কাপ চা কিংবা কফির অর্ডার দিবি। তারপর খবরের কাগজ পড়বি। তারপর ক্রসওয়ার্ড পাজল মেলাবার চেষ্টা করবি। তারপর আরেক কাপ চা কিংবা কফির অর্ডার দিবি। এর মধ্যে লান্‌চের সময় হয়ে যাবে। আমি তোর সংগে দেখা করব।

লান্‌চের সময় বেকার ছেলেটি বন্ধুকে বলল ঃ আমার মনে হচ্ছে, আমাকে বসতে দেখে ওরা সন্দেহ করছে। একটা লোক প্রায়ই আমার দরজার কাছে আসছে আর ভেতরে উঁকি দিয়ে চলে যাচ্ছে।

বাজে কথা বলিস না! বন্ধুটি বলল ঃ ওরা এর মধ্যেই কি তোর জন্য একটা পিওনকে কাজে বহাল করেছে?

* * *

দোকানদার ছোট্ট ক্রেতাকে বই দেখাচ্ছেন। অনেক বই। নানা রকমের। বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে এক সময় ক্রেতা বলল ঃ আচ্ছা, 'ভাল্লুকের হাতে' কেমন?

দোকানদার ঃ কি জানি, কখনও তো পড়িনি!

* * *

বিবাদী পক্ষের উকিল হাকিমের কাছে গিয়ে চুপিচুপি বললেন ঃ হুজুর, এ সাক্ষীটা কালা সেজে এসেছে, আসলে কালা নয়।

হাকিম বললেন ঃ আচ্ছা, সে আমি বুঝব।

সাক্ষীকে ইশারায় কাছে ডেকে হাকিম ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি একেবারেই শুনতে পাও না ?

সাক্ষী বললে ঃ আজ্ঞে না হুজুর।

* * *

এক সুন্দরী মহিলা প্রায়ই চীনে রেস্তোরাঁয় খাবার খেতে যান। মেনু কার্ডের নিচে সুন্দর ডিজাইন দেখে তাঁর প্রায়ই মনে হয় এটা পোশাকে উঠিয়ে নিলে কেমন হয় ? একদিন কাগজ-কলম নিয়ে গেলেন। খাবার আসার আগে এঁকে নিলেন ডিজাইনটা।

ক' দিন পর। সেই ডিজাইনটা সুন্দর করে সেলাই করে জামায় তুলেছেন তিনি। একেবারে বুকের মাঝখানে। সেদিন রেস্তোরাঁয় ঢুকতেই অর্ডার বয় থেকে ম্যানেজার সকলেই তাঁকে দেখে মুচকি হাসতে শুরু করেছে, কিছুতেই সে হাসি আর থামে না। ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে মহিলাটি সোজা ম্যানেজারের কাছে চলে গেলেন। বিরক্ত কণ্ঠে বললেন ঃ কি ব্যাপার বলুন তো! আজ আমাকে দেখে সবাই এত হাসছে কেন ?

ঃ ম্যাডাম, কিছু মনে করবেন না, আপনি ডিজাইন ভেবে আপনার বুকের ওপর যা লিখেছেন, তা আসলে চীনে ভাষায় একটা বিজ্ঞাপন।

ঃ কি মানে ? একটু থেমে ম্যানেজার বললেন ঃ 'দুধ আছে, চাইলেই পাবেন।'

* * *

দুই মাতালের সংলাপ ঃ

ঃ এখন আমার স্ত্রীকে ফেরত পেলে বড্ড ভাল হত।

ঃ কেন, কোথায় রেখেছ তোমার বৌকে ?

ঃ এক বোতল মদের জন্যে তাকে বিক্রি করে দিয়েছি।

ঃ ও, এতদিনে তাহলে বুঝেছি তোমার বৌকে সত্যি কত ভালবাস তুমি। তাই না ?

ঃ আরে দূর !···আমি আবার ড্রিংক করতে চাই যে !

* * *

রেলের টিকিট চেকার টিকিট চাইতে যাত্রী-ভদ্রলোক অনেক খুঁজেও কিছুতেই টিকিট বের করতে পারলেন না। টিকিট চেকার ইতিমধ্যে ভদ্রলোককে

চিনতে পেরেছেন। স্বনামধন্য দার্শনিক। বললেন : থাক স্যার, আপনি আর ব্যস্ত হবেন না। আপনি কি আর টিকিট না কেটে—

: না হে, শোনো শোনো, চলে যেয়ো না !

: আজ্ঞে কি যে বলেন স্যার, আপনি টিকিট কাটেন নি, এ কখনো হতে পারে ?

: আহা-হা : ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো। টিকিটটা যে আমাকে খুঁজে পেতেই হবে ! তাতে তো লেখা আছে আমি কোথায় যাব !

* * *

এক যুবক তার বান্ধবীর কাছে গেছে। বাড়িতে তখন কেউ নেই ! বাবা-মা কাজে বেরিয়েছেন। ছেলেটি সুযোগ বুঝে মেয়েটিকে বলল : তোমাকে যদি কোন ছেলে হঠাৎ চুমু খাবার জন্য অধীর হয়ে ওঠে, তোমার কি মনে হবে ?

মেয়েটি উত্তর দিলো : তোমার সেই নাবিকের সম্পর্কে কিরকম ধারণা, যে, একটা আস্ত জাহাজ পেয়েও শুধু লাইফবোটে সন্তুষ্ট থাকে ?

* * *

যুবকটি মেয়েটিকে ভালবাসে। মেয়েটিও তাকে ভালবাসত। কিন্তু আজ-কাল মেয়েটির চালচলন কেমন অন্যরকম। দেখা করতে বললে আসে না। এড়িয়ে চলে। ছেলেটি একদিন সাহস করে মেয়েটির বাড়ি চলে গেল। সন্ধ্যে-বেলায় পাঁচিল ডিঙিয়ে বাগানে নামল।

দোতালায় মেয়েটির ঘর। জলের পাইপ বেয়ে ওপরে উঠেছে। স্কাই-লাইটের ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়েছে মেয়েটির ঘরে।

মেয়েটি ঘরে একা। ম্যাগাজিন পড়ছিল। ছেলেটিকে দেখে আঁতকে উঠল। একটু ধাতস্থ হয়ে বলল : 'আমি তোমাকে আর এক মুহূর্তের জন্য দেখতে চাই না।'

শান্ত গলায় ছেলেটি বলল : 'ঠিক বলেছ।'

বলে লাইটের সুইচটা অফ করে দিলো।

* * *

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন :

'মোটা পুরু কাঁচের একজোড়া চশমা হারিয়েছে। কেউ সন্ধান পেলে অনুগ্রহ করে কাগজে বিজ্ঞাপন দেবেন। তবে বড় হরফে।

* * *

এক ভ্যাকুয়াম ক্লিনার সেলস্ম্যান এক গৃহিনীর বাড়িতে তার মেশিনের কাজকর্ম দেখতে গেছে। প্রথমেই তার ব্যাগ থেকে ডিমের খোসা পিঁয়াজের খোলা, টুকরো কাগজ, বাদামের খোলা, কলার খোসা কার্পেটের ওপর ছড়িয়ে দিলো।

সেলসম্যান ঃ 'দেখুন ম্যাডাম, এই নতুন ভ্যাকুয়াম ক্লিনার কেমন এক নিমেষেই এই সমস্ত ময়লা টেনে নিয়ে আপনার মেঝে একেবারে ঝক্ঝকে তক্তকে করে দেবে। আর যদি না দেয়, তাহলে আমি কথা দিচ্ছি, এই সমস্ত জিনিস আমি একটা একটা করে খেয়ে নেব।'

এ-কথা শুনে গৃহিনী রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

সেলস্ম্যান ঃ 'কোথায় যাচ্ছেন ম্যাডাম ?'

গৃহিনী ঃ 'না-মানে—আপনার জন্যে কিছু নুন আর গোলমরিচ নিয়ে আসি ! আমাদের এখানে এখনও ইলেকট্রিক লাইন আসে নি কিনা !'

* * *

আকাশে প্লেন চলছে। এক রাশিয়ান ভদ্রলোক তাঁর পাশে-বসা লোকটিকে ঠাণ্ডার গল্প শোনাচ্ছেন ঃ 'জানেন, গত বছর আমি কাম্স্কাটকায় পোস্টিং ছিলাম। ওরে ব্বাস ! কি ঠাণ্ডা ঃ চায়ের পট থেকে চা ঢালতে গেলাম, দেখি কাপের সঙ্গে পট আটকে গেছে। মানে চা ঢালতেই জমে বরফ হয়ে গেল।'

লোকটি বলল ঃ 'তাই নাকি ? এত ঠাণ্ডা ?'

রাশিয়ান ভদ্রলোক বিজ্ঞের হাসি হাসলেন।

এঁদের পাশে বসেছিলেন এক বাঙালী ভদ্রলোক। তিনি না বলে পারলেন না ঃ 'জানেন, আমার এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। লাদাখে গেছি এক অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ নিয়ে।···ঝড়ের মত টাইপ করে চলেছি—পট্যাটো পঞ্চাশ কেজি, ওনিয়ন চল্লিশ কেজি, অয়েল তিরিশ কেজি, কিন্তু যতবারই লিখতে যাচ্ছি 'ওয়াটার' কুড়ি গ্যালন, অমনি দেখি সেটা 'আইস' হয়ে যাচ্ছে। এত ঠাণ্ডা !'

রাশিয়ান ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে গেলেন।

* * *

হিটলার এক মানসিক হাসপাতাল পরিদর্শনে গেছেন। সব রোগীকেই শেখানো হয়েছে, হিটলার এলে হাত তুলে তাঁকে 'হেল হিটলার' বলে অভিবাদন জানাতে।

হিটলার এলেন। সবাই স্যালুট করল। হঠাৎ হিটলারের চোখে পড়ল একজন হাত তুলে অভিবাদন জানাল না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

'কি হলো, তুমি স্যালুট করলে না ?'

'আজ্ঞে, আমি তো পাগল নই। আমি ওয়ার্ডেন।'

।। অব্যবহৃত রসের কথা ।।

স্বামী বাড়ি ফিরে দেখলেন তাঁর স্ত্রী অন্য এক পুরুষের বাহুলগ্না। প্রচণ্ড রেগে গিয়ে স্ত্রীকে বললেন ঃ 'এখুনি বেরিয়ে যাও বাড়ি থেকে···'

স্ত্রী বললেন ঃ 'আমাকে একটু বুঝিয়ে বলতে দাও। এই লোকটা এক ঘণ্টা আগে এসে আমার কাছে রুটি খেতে চায়। আমি দেখি এর জুতো জোড়া একেবারে ছিঁড়ে গেছে! তখন জুতো রাখার জায়গায় গিয়ে দেখি, একজোড়া জুতো আছে যা তুমি পাঁচ বছর পরোনি। আমি ওটা ওকে দিলাম। তারপর দেখলাম ওর কোটটাও শতছিন্ন, তোমার ওয়ার্ডরোবে দেখলাম একটা কোট আছে, তুমি আট বছর পরো নি। যখন লোকটা কোট পরছে, তখন দেখি ওর জামাটাও প্রায় টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। আমি তখন আলমারি খুলে তোমার একটা শার্ট দিলাম। তুমি ওটা বার বছর পরোনি।···এরপর লোকটা যখন দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ ঘুরে আমাকে জিজ্ঞাসা করল ঃ 'আচ্ছা, আর কিছু এমন আছে যা আপনার স্বামী ব্যবহার করেন না ?'

* * *

ভদ্রলোক ঃ আমার স্ত্রীর যমজ বোন কয়েকদিন হলো আমাদের এখানে বেড়াতে এসেছে।'

বন্ধু ঃ 'বা, বা। তা বউ আর শালীর তফাৎ বোঝ কি করে?'

ভদ্রলোক ঃ 'আমাকে বুঝতে হয় না। পাছে বউ বলে ভুল করে বসি তাই শালীই তফাতে থাকে।'

বড় সাহেব ঃ 'একটা চার লাইনের চিঠিতে দেখছি কুড়িটা ভুল। নতুন লেডি টাইপিস্ট নেবার সময় তার গ্রামারের ওপর যেন লক্ষ্য রাখা হয়, একথা আপনাকে আমি বলিনি ম্যানেজারবাবু ?'

ম্যানেজার ঃ স্যার, আপনি বলেছিলেন 'গ্রামার'? হেঁ হেঁ বড় ভুল হয়ে গেছে। আমি শুনেছিলাম 'গ্ল্যামার'।'

॥ সিংহ-সার ॥

ইংল্যাণ্ডে চালু প্রথা ঃ 'আফটার ডিনার স্পিচ।' **খাবার শেষে কিছু** বলা। চেস্টারটন খেতে খুব ভালবাসেন। কিন্তু খাবার পর বক বক করতে একটুও ভাল লাগে না। একদিন মতলব ভেঁজে ডিনারে গেলেন।

সেদিন খাওয়ার শেষে বললেন ঃ 'আজ আপনাদের আমি একটা গল্প বলব। অনেক পুরনো গল্প। তবে গল্পের শেষটা আপনারা ঠিক জানেন না। ··অ্যাণ্ড্রোক্লিস নামে এক সৈনিক যুদ্ধে হেরে গিয়ে এক গুহায় আশ্রয় নেয়। সেখানে একদিন একটা সিংহ আসে। তার থাবায় কাঁটা ফুটে গেছে। অসহ্য যন্ত্রণা। অ্যাণ্ড্রোক্লিস সেই কাঁটাটা তুলে দেয়।···অনেকদিন পরে সে ধরা পড়ে যায়। এক ক্ষুধার্ত সিংহের সামনে তাকে ফেলে দেওয়া হয়। কিন্তু সবাই সবিস্ময়ে দ্যাখে, সিংহটা অ্যাণ্ড্রোক্লিসের কাছে নতজানু হয়ে বসে থাকে।··· কারণটা আমরা সবাই জানি যে এটা ছিল সেই সিংহটাই যার থাবা থেকে অ্যাণ্ড্রোক্লিস—আচ্ছা, আপনারাই বলুন, কোন সিংহের পক্ষে একজন মানুষকে চিনে রাখা সম্ভব?···আসলে কি জানেন, সেদিন খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে সিংহটা তার 'আফটার ডিনার স্পিচ' তৈরি করতে ভুলে গেছে। আর 'অ্যাণ্ড্রোক্লিসকে' দিয়ে ডিনার করলেই তো আবার স্পিচের ঝঞ্ঝাট তার চেয়ে বাবা ডিনারই বন্ধ থাক—'

সেই থেকে 'আফটার ডিনার স্পিচে'র প্রথাই উঠে গেল।

॥ সোজাসুজি ॥

আলবার্ট আইনস্টাইন তখনও বিজ্ঞানী হিসেবে খুব নাম করেন নি। বিভিন্ন জায়গায় তাঁর তত্ত্ব বুঝিয়ে বলে চলেছেন। তাঁর একমাত্র সংগী ড্রাইভার। একদিন গাড়ি চালাতে চালাতে ড্রাইভার বলল ঃ

ঃ 'স্যার, একটা কথা বলব ?'

ঃ 'বলো না।'

ঃ 'আপনি তো একই কথা সব জায়গায় বলেন, শুনে শুনে আমার একেবারে মুখস্থ হয়ে গেছে। আমিও পারি ও রকম বলে যেতে।'

ঃ 'তাই নাকি ? সত্যি।...তাহলে শোনো, এরপর যেখানে যাচ্ছি, সেখানে আমাকে কেউ চেনে না, ছবিও দ্যাখেনি। তুমি পারবে ওখানে বক্তৃতা করতে ?'

'পারবো স্যার !'

দুজনে পৌঁছে একে অন্যের পোশাক বদল করে নিলেন। আইনস্টাইন আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, তাঁর ড্রাইভার এক ঘণ্টা ধরে তাঁরই কথাগুলো অবলীলায় বলে সবাইকে স্তম্ভিত করে দিলো। ড্রাইভারের পোশাকে দাঁড়িয়ে আইনস্টাইন আগাগোড়া শুনলেন।

বক্তৃতা শেষে আইনস্টাইন-বেশী ড্রাইভার মঞ্চ থেকে নেমে আসছে, হঠাৎ এক অধ্যাপক বললেন ঃ 'স্যার, আপনার বক্তৃতা আমার খুব ভাল লেগেছে। শুধু এক জায়গায় একটা খটকা আছে।'

ড্রাইভার বলল ঃ 'এটা আপনার কঠিন লাগছে ?' এতো খুব সহজ...'

ঃ 'আজ্ঞে না খুব কঠিন।'

ঃ 'ওহো, সহজ কি কঠিন তাই ধরতে পারছেন না ? ঠিক আছে, চলুন, আমার ড্রাইভারের কাছে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি। ওই আপনাকে বুঝিয়ে দিতে পারবে। তখন তো মানবেন কত সহজ।'

* * *

লোকটি ঃ 'আমি শাশুড়িকে একেবারে পছন্দ করি না।'

বন্ধু ঃ 'কিন্তু ভেবে দ্যাখো, শাশুড়ি না থাকলে তুমি স্ত্রীরত্নটিকে কোথায় পেতে ?'

লোকটি ঃ 'সেই কারণেই তো শাশুড়িকে পছন্দ হয় না।'

* * *

গৃহবধূ ঃ তোমাকে কতবার বলেছি তরলা, ও বাড়ির কাজের ছেলে পাঁচুর সংগে এত মেলামেশা করবে না ?'

পরিচারিকা ঃ 'কি করব ? আমাদের কত্তাবাবু যে হপ্তায় তিনদিনই বাইরে কাটান।'

॥ ছাইদানি ॥

এক সাংবাদিক সংবাদ-সংগ্রহের জন্য কাশ্মীর গেছেন। উঠেছেন এক দামী হোটেলে। যে ঘরে আছেন, তার সব কিছুই সুন্দর। বিছানার চাদর থেকে শুরু করে জানলার পর্দা পর্যন্ত। কিন্তু সব থেকে বেশি মন কাড়ল—অ্যাশট্রেটা। নানান কারুকাজ করা রূপোর অ্যাশট্রে রোজই দ্যাখেন আর ভাবেন, ইস্, এইরকম যদি আমার একটা থাকত।

যেদিন চলে আসবেন সেদিন সুটকেশ গোছাতে গোছাতে কিছুতেই আর লোভ সামলাতে পারলেন না। চারিদিক ভাল করে তাকিয়ে দেখলেন। না কারুর পক্ষেই দেখা সম্ভব নয়। সুটকেশের একেবারে নিচের দিকে রেখে দিলেন অ্যাশট্রেটা।

হোটেলের বিল মেটাতে চোখ কপালে উঠল। একি! বিলের নিচে তিনশ টাকা—অ্যাশট্রের দাম ধরা। প্রথমটায় ভাবলেন কেউ কি দেখে ফেলেছে? না তা-ই বা কি করে হবে?

মনে মনে সাহস সঞ্চয় করে ম্যানেজারকে বললেন: একি বিলের নিচে অ্যাশট্রের দাম।

ম্যানেজার স্মিত হেসে বললেন: না-মানে—আমাদের হোটেলে যাঁরাই আসেন তাঁরাই সুন্দর অ্যাশট্রে দেখে মুগ্ধ হন। আর অনেকেই সংগে নিয়ে চলে যান। তাই আমরা আগে থাকতেই দাম ফেলে রাখি।…তবে আপনি যদি না নিয়ে থাকেন তো বলুন এখুনি কেটে দিচ্ছি।'

সাংবাদিকের ত্রিশঙ্কু অবস্থা।

* * *

অফিসে এসে বস দেখলেন তাঁর সেক্রেটারী আজ আরও ছোট মিনি স্কার্ট পরে এসেছে। গেলাসের জল এক নিঃশ্বাসে শেষ করে বললেন: 'মিস জোনস্ আপনার পোশাকটা কাইন্ডলি আর ছোট করবেন না।—আপনি তো জানেন আমি হার্টের পেশেন্ট।"

* * *

'সুস্বাস্থ্য' প্রয়োজন

*   *   *

রসের কথা

।। মগজ সার ।।

এক জার্মান সামরিক অফিসার ট্রেনে করে চলেছেন। খানিকক্ষণ বাদে এক ইহুদী ভদ্রলোক সেই কামরায় এসে উঠলেন। মধ্যাহ্নভোজের সময় হয়ে গেছিল। জার্মান ভদ্রলোক তাঁর বাস্কেট থেকে নানারকম খাবার বার করে প্লেটে সাজাতে লাগলেন। ইহুদী ভদ্রলোক বার করলেন খালি একটি মাছের বড় মুড়ো, তাতে অনেকরকম মশলা মাখানো। জার্মান অফিসার সেদিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে বলে উঠলেন—"আচ্ছা মশাই, একটা কথার উত্তর দেবেন? আপনাদের বুদ্ধির খ্যাতি তো জগৎজোড়া! তা আপনারা কি খান যে আপনাদের মগজ এত খোলে?

ইহুদী ভদ্রলোক একটু হেসে উত্তর দিলেন—"দেখুন খাইতো আমরা

অনেক কিছুই, তবে, একটা জিনিষ আমরা খুব বেশী খাই, তা হল এইরকম মশলা মাখানো মাছের মুড়ো। সবাই বলে, এতেই নাকি আমাদের মগজে এত সার। ওর কথা শুনে জার্মান অফিসারের মনে খুব কৌতুহল হোল। উনি ইহুদী ভদ্রলোককে অনুরোধ করলেন, "দেখুন, আমাকে আজকের মত ঐ মাছের মুড়োটা দেবেন? তার বদলে আমার খাবারটা খান।"

ইহুদী ভদ্রলোক রাজী হলেন না, বললেন—'অত খাবার আমার সইবে না।' জার্মান অফিসারের এতক্ষণে গোঁ চেপে গেছিল। তিনি বললেন—"তাহলে দু'মার্ক' (জার্মান টাকা) আমাকে ওটা বিক্রী করুন।" ইহুদী ভদ্রলোক তাতেও রাজী না। শেষ পর্যন্ত যখন দশ মার্ক' দর উঠল, তখন ইহুদী ভদ্রলোক বললেন—'আপনি যখন এত জেদাজেদী করছেন তখন আপনাকে মাছের মুড়োটা দেব, তবে অর্ধেকটা। নইলে আমি খাব কি?'— তাই হল। জার্মান অফিসার অর্ধেকটা মুড়োই খেলেন, বেশ খেতে। খাওয়া শেষ করে তিনি খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। তারপর হঠাৎ ইহুদী ভদ্রলোকটিকে বলে উঠলেন—'ওঃ আপনি তো আচ্ছা লোক মশাই। ঐ অর্ধেকটা মাছের মুড়োর জন্যে কিনা আমার কাছ থেকে দশ দশটি মার্ক' নিয়ে নিলেন?'

ইহুদী ভদ্রলোক এবার প্রাণখুলে হেসে উঠে বললেন—"তাহলে, কর্নেল, হাতে হাতে আমাদের মাছের মুড়োর গুণটা বুঝতে পারলেন তো? যতক্ষণ ওটা খাননি, ততক্ষণ এটা আপনার মাথায় আসেনি যে ঐটুকু একটা মাছের মুড়োর অর্ধেকের দাম দশ মার্ক' হতেই পারে না। কিন্তু মুড়োটা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখুন, আপনার মাথা কেমন খুলতে শুরু করে দিয়েছে।"

জার্মান অফিসার আর কি উত্তর দেবেন? ফ্যালফ্যাল করে ইহুদীটির দিকে চেয়ে রইলেন।

* * *

কাকা—হারু, এবার গরমের ছুটিতে কি করবে?

ভাইপো—কি জানি কাকা! গত বছর তো জলবসন্ত আর মাম্পস্ হয়েছিল। দেখা যাক্ এ বছর কি হয়।

* * *

সেলস্‌ম্যান: এই যে, মশাইরা। আজকে একটা দারুণ চিরুনি

আপনাদের কাছে নিয়ে এসেছি। এটাকে যে ভাবে ইচ্ছে ব্যবহার করুন, কি-সুস্যু হবে না। এটাকে একদম ভাঁজ করে ফেলুন, দোমড়ান, মোচড়ান, হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি মারুন···

এক শ্রোতা ঃ ওহে, অনেক কিছুই তো শুনলাম। তবে একটা কথা জানাও তো, এটা দিয়ে চুল আঁচড়ানো যাবে কিনা ?

*　　　*　　　*

কালু ঃ জানিস লালু, তোকে দেখলেই আমার এরোপ্লেনের কথা মনে পড়ে।

লালু ঃ কেন রে ?

কালু ঃ কারণ, মাটিতে দাঁড়িয়ে তুই কিছুই করতে পারিস না।

*　　　*　　　*

এক চাষী খুব বড় শহরের একটা হোটেলে গিয়ে উঠেছে। রাতে শুতে যাওয়ার আগে সে 'রিসেপশন্'-এ এক কেরানিকে জিজ্ঞেস করল—"আচ্ছা মশাই, এখানে খাওয়া দাওয়ার সময় কখন তা একটু দয়া করে বলবেন ?"

কেরানীটি বুঝিয়ে বলল—"সকাল ৭টা থেকে ৮টার মধ্যে প্রাতঃরাশ, ১২টা থেকে ৩টে মধ্যে দুপুরের খাবার আর সন্ধ্যে ৭টা থেকে ১০টা পর্যন্ত রাতের খাবার।"

চাষীটি খুব আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, "যাঃ বাবা তাহলে শহর দেখতে বেরোব কখন ?"

*　　　*　　　*

এক দম্পতী লম্বা সফরে বেড়িয়েছেন। স্ত্রী তাঁর পোষাক বাড়িতে ফেলে যেতে নারাজ। ফলে পর্বতপ্রমাণ লটবহর নিয়ে ওরা স্টেশনে গিয়ে পেঁছিলেন। স্টেশনে পেঁছে কর্তা মশাই বলে উঠলেন—"দেখ, সবই যখন এল, তখন তোমার পিয়ানোটাও নিয়ে এলে হোত।"

গিন্নী খুব চটে গিয়ে বললেন, 'দেখ খুব হয়েছে। অত ঠাট্টা তামাশা করার কোন দরকার নেই।'

কর্তা খুব বিমর্ষ ভাবে উত্তর দিলেন, 'মোটেই ঠাট্টা করছি না। আমাদের টিকিটগুলো ওটার ওপরেই রেখে এসেছি কি না।'

*　　　*　　　*

দুই মাতাল গভীর রাতে প্রায় একশো কিলোমিটার জোরে গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছিল। চালকের পাশে যে বসেছিল, সে হঠাৎ বলে উঠল, "উঃ! আর পারছি না! এই অজিত! এই ভয়ংকর 'স্পীড' আর সহ্য হচ্ছে না।"

চালক অর্থাৎ অজিত শান্তভাবে উত্তর দিল তাহলে এক কাজ কর। আমি যে রকম দু চোখই বুজে আছি, সেরকম তোর দুটো চোখই বন্ধ করে ফ্যাল।

*　　　*　　　*

॥ যোগ্য কিনা ॥

ডাক্তার বাবু দারুণ ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে ঘুমোতে গেলেন। কিন্তু বিছানায় শোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাশের ফোনটা বাজতে শুরু করল। উনি স্ত্রীকে ডেকে বললেন, ফোনটা ধরতো। আর আমার খোঁজ করলে বলবে আমি এখনো ফিরিনি। কখন ফিরবো তোমার জানা নেই, যা ইচ্ছে বল। গিন্নী ফোনে সে কথা বলতে অন্য দিক থেকে এক নারী কণ্ঠ খুব জোরে জোরে বলে উঠল—দেখুন, আমার বুকে একটা ব্যথা হচ্ছে। ডাক্তারবাবু ফেরা মাত্রই আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

ডাক্তারবাবু কথাগুলো শুনতে পেয়ে ফিসফিস করে গিন্নীকে কতগুলো ওষুধের নাম বলে দিলেন। গিন্নী সেগুলো টেলিফোনে হুবহু পুনরাবৃত্তি করে বললেন—"এগুলো এখুনি খেয়ে নিন, আমি নিশ্চিত তাহলে আপনি খুব তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে উঠবেন!"

ফোনের অন্যদিক থেকে জবাব এল—"ঠিক আছে, ধন্যবাদ, কিন্তু সত্যি করে বলুন তো, যে ভদ্রলোকটি এখন আপনার সঙ্গে শুয়ে আছেন, ওষুধপত্র সম্বন্ধে সত্যি সত্যিই কিছু বলবার মত তাঁর যোগ্যতা আছে কি না?"

*　　　*　　　*

বিখ্যাত পরমাণু বিজ্ঞানী নীলস্ বোর এর ঘরের দরজার ওপরে

সবসময় একটা ঘোড়ার নাল আটকানো থাকত। এক ভক্ত একবার ও'র সঙ্গে দেখা করতে এসে বলল, আচ্ছা স্যার, আপনি এত বড় একজন বিজ্ঞানী হয়েও এই সব কুসংস্কারে বিশ্বাস করেন ?

বোর একটু হেসে উত্তর দিলেন, আরে দূর, বিশ্বাস করছেটা কে ? কিন্তু আমি শুনেছি যে তুমি বিশ্বাস কর আর নাই কর, এই ঘোড়ার নাল সৌভাগ্য এনে দেবেই।

* * *

॥ কষ্ট ঃ পান ॥

এক ভদ্রলোকের কিঞ্চিৎ পানাসক্তি ছিল। একদিন তিনি একটা রেস্টুরেণ্টে বসে বেশ কয়েক পাত্তর খেয়ে এক গেলাস হুইস্কি নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন এমন সময় হঠাৎ ও'র গিন্নী খবর পেয়ে সেখানে এসে হাজির। ভদ্রলোকের মেজাজটা তখন একবারে স্ফূর্তি'র চরমে উঠে আছে,—সঙ্গে সঙ্গেই উনি গিন্নীকেও হুইস্কির গেলাসে একটা চুমুক লাগাতে বললেন, ভদ্রমহিলার তো একটা চুমুক দিয়ে শোচনীয় অবস্থা—কেশে, হেঁচে থুঃ থুঃ করে অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি। একটু ধাতস্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত উনি স্বামীকে বলে উঠলেন—"ছিঃ ছিঃ। কি করে এরকম জঘন্য ছাই-পাঁশগুলো একফোঁটাও যে গেল।"

স্বামী-দেবতা খুব কাতরভাবে উত্তর দিলেন—"তাহলেই বোঝ, কত কষ্ট হয় আমার। আর তুমি তো সারাক্ষণই ভাবছ যে আমি দারুণ মজা করে সময়টা কাটাচ্ছি!"

* * *

জনৈক পুরুষ ঃ "জানো, আমরা একসঙ্গে যে দারুণ সময়টা কাটিয়েছি, তার সমস্ত রেকর্ড আমি রেখে দিচ্ছি।

সঙ্গিনী ঃ "তাই নাকি ? ডাইরী লিখছ বুঝি ?"

পুরুষ ঃ "না, না! চেক্-বইয়ের 'কাউণ্টার ফয়েলগুলো জমিয়ে রাখছি।"

* * *

প্রথম বন্ধু ঃ "আহা! বিয়ে করার পর প্রথম প্রথম কি সুখেই না

ছিলাম। বাড়ী ফেরা মাত্র আমার পোষা কুকুরটা আমার চারদিকে লাফাতে লাফাতে ঘেউ ঘেউ করে চীৎকার করত। আর বৌ আমার চটি জোড়া নিয়ে এসে পায়ের কাছে রাখত। কিন্তু আর এখন সেদিন আমার নেই।"

দ্বিতীয় বন্ধু: "কেন? এখন কি হয়?"

প্রথম বন্ধু: "এখন? এখন কুকুরটা আমার চটি জোড়া বয়ে নিয়ে আসে, আর বৌ সমানে চেঁচামেচি করে।"

* * *

স্ত্রী: "আমাদের যখন বিয়ে হয়, তখন তুমি বলেছিলে যে আমার মত দ্বিতীয় আর একটি মেয়ে এই দুনিয়াতে খুঁজে পাওয়া যাবে না।"

স্বামী: "হ্যাঁ, তা সত্যি। আর এখন আমার একটাই আশা যে, তোমার মত আর একটি দুটি যেন পৃথিবীতে আর কখনো না দেখতে পাওয়া যায়।"

* * *

ডাক্তারের বৌ: "কি হল, ঐ নতুন বইটার শেষ দিকটা ঐভাবে টেনে ছিঁড়ে ফেললে কেন?"

ডাক্তার: "এ হে হে, বড় ভুল হয়ে গেছে। আসলে ব্যাপারটা কি হয়েছে, বইয়ের ঐ জায়গায় লেখা ছিল "অ্যাপেনডিক্স।" তাই কিছু না ভেবে নিছক অভ্যাসের বশেই ওই জায়গাটা বার করে নিয়েছি।"

এক মেডিক্যাল অফিসার সামরিক শিবিরের খাবার জলের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করছিলেন। হঠাৎ উনি শিবিরের ভারপ্রাপ্ত সার্জেন্টকে জিজ্ঞেস করলেন—"আচ্ছা, জল থেকে যাতে রোগ না হয়, তার জন্যে আপনারা কি কি ব্যবস্থা নেন?"

সার্জেন্ট উত্তর দিলেন—"স্যার, আমরা প্রথমে জলটা ফুটাই।"

অফিসার মশাই তো দারুণ খুশী—"বাঃ বাঃ, সুন্দর। "আচ্ছা, এরপরে আপনারা কি করেন?"

"তারপর জলটাকে খুব ভাল করে 'ফিলটার' করি।"

"অপূর্ব, চমৎকার।"

এবার সার্জেণ্ট মশাই জানালেন—"এরপর নিরাপত্তার জন্য আমরা 'বিয়ার' খাই।"

*　　　*　　　*

প্রথম বান্ধবী ঃ "প্রথম দর্শনেই প্রেম কথাটা শুনেছি। দ্বিতীয় দর্শনে প্রেম ব্যাপারটা কি রে, শীলা ?"

দ্বিতীয় বান্ধবী ঃ কারণ ওকে প্রথমবার যখন দেখি, তখন জানতাম না যে ও এত বড়লোক !

*　　　*　　　*

এক তরুণী (পুরুষ বন্ধুকে) ঃ জান, আমি এমন লোককে বিয়ে করব যে খুব ভাল কথাবার্তা বলতে পারবে, গল্প শোনাতে পারবে, ভাল ভাল সরস টিকা-টিপ্পনী করতে পারবে, গান জানবে, আর আমি চুপ করতে বললে থেমে যাবে।"

পুরুষ বন্ধু (উঠতে উঠতে) ঃ দেখুন মিস, বর নয়, আপনি আসলে চাইছেন একটা টেলিভিসন সেট।

*　　　*　　　*

বিচারক ঃ দেখুন, আমার মনে হয় আপনার বিবাহ-বিচ্ছেদ করাই উচিত !

মহিলা (রেগে) ঃ কি ? এই হতভাগাটার সঙ্গে কুড়ি বছর জ্বলে পুড়ে এতদিন পরে ওকে সুখে থাকতে দেব ?

*　　　*　　　*

ডাক্তার (রোগীকে) ঃ "কি হল ? "উরে ব্বাস" বলে চেঁচিয়ে উঠলেনা কেন ? আমি তো এখনো আপনাকে দেখতেই শুরু করিনি।"

রোগী ঃ "আরে সেটা আমিও জানি। কিন্তু আমি যে এখুনি আপনার নার্সটিকে দেখে ফেলেছি।"

*　　　*　　　*

ডাক্তার (রোগীর স্ত্রীকে) ঃ দেখুন ম্যাডাম, আপনার স্বামীর চেহারাট আমার ভাল ঠেকছে না।

রোগীর স্ত্রী ঃ আমারও সেটামো টেই ভাল ঠেকে না। কিন্তু কি করব বলুন, বাচ্চা-কাচ্চাগুলোকে যে ও বড্ড ভালবাসে।

* * *

রোগী ঃ ডাক্তারবাবু, আপনি আবার কষ্ট করে এতদূরে আমাকে দেখতে এলেন কেন? আপনার কত অসুবিধা হল!

ডাক্তারবাবু ঃ আরে না না, অসুবিধা কিসের! কাছকাছি আমার আরো একজন রোগী আছে। তাই ভাবলাম, একই ঢিলে দুটো পাখি মারা যাক!

* * *

এক মাতালকে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। সে একটু পরে বিরক্তভাবে জিজ্ঞেস করল—"কি ব্যাপারটা কি? আমাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে কেন?"

পুলিশ অফিসার বললেন—"আপনাকে মদ খাবার জন্যে' এখানে নিয়ে আসা হয়েছে।" মাতালের মুখে হাসি আর ধরে না। ভারী খুশি হয়ে সে বলে উঠল —"তাই নাকি? তা, আর দেরী কেন, আসুন শুরু করে দেওয়া যাক।"

* * *

পাঁচু একটা কাঁচের দোকানে চাকরী পেয়েছে। ঠিক তিনদিনের দিন পাঁচু একটা খুব সুন্দর, দামী, বড় কাঁচের ফুলদানী ভেঙে ফেলল। মাইনের দিন মালিক ওকে জানালেন, যতদিন ঐ ফুলদানীর দাম শোধ না হয়, ততদিন ওর মাইনে থেকে অর্ধেক কেটে নেওয়া হবে।

পাঁচু জিজ্ঞেস করল—"আজ্ঞে হুজুর, ফুলদানীর দাম কত?"

মালিক উত্তর দিলেন—"অন্ততঃ পাঁচশো টাকা।"

পাঁচু তো এই কথা শুনে আনন্দে আত্মহারা—"যাক বাবা, এবার তাহলে একটা স্থায়ী চাকরি হল।"

* * *

বিচারক খুব কঠোরভাবে সামনের পকেটমার আসামীকে জিজ্ঞেস

করলেন—"এ পর্যন্ত জীবনে একটাও কি ভাল কাজ করেছ, যার জন্য তোমার ওপর দয়া দেখান যেতে পারে ?"

আসামী উত্তর দিল—"হ্যাঁ হুজুর করেছি। অন্ততঃ তিন চারটে গোয়েন্দা আর কনেস্টবলকে সারাক্ষণ ঠিকমত তাদের কাজ করিয়েছি।"

* * *

মিনিবাসের সহযাত্রী : বুঝলে হে, আমার এখন আর কোন চিন্তাই নেই। আমার টাকা-পয়সা সব গিন্নীর হাতে যাচ্ছে, আর আমার ব্যবসাপত্তর সব দেখেন আমার শাশুড়ী। আমাকে খালি খাটতে হয়।

* * *

কে বেশী বেহিসেবী খরচ করে—তাই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া লেগেছে। স্বামী খুব জোর দিয়ে বলে উঠল—"আমি কখনো কোন বাজে খরচ করি দেখেছ ? একটা সেরকম ঘটনা দেখাও।"

স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল—"কেন ?" গত বছর যে আগুন নেভানোর সিলিন্ডার কিনলে, সেটার কথা কি ভুলে গেলে ? এ পর্যন্ত তো ওটা একবারও ব্যবহার করতে হয়নি। তাহলে ?"

* * *

বাবা (ছ বছরের ছেলেকে) : এই বয়সেই মিথ্যা কথা বলতে শিখে গেছ ? জান, তোমার মত বয়সে আমি কখনো মিথ্যে কথা বলতাম না।

ছেলে (একটু চিন্তা করে) : তাহলে তুমি ক'বছর বয়সে মিথ্যা কথা বলতে শুরু করেছিলে বাবা ?

* * *

ছোট ছেলে বাবার সঙ্গে মাছ ধরার জায়গায় গিয়েছে। আরো অনেক মৎস্য শিকারীও সেখানে জুটেছিল। সারাদিনের পর সবাই একসঙ্গে বসে যে যার মাছ ধরার লম্বা-চওড়া গল্প বলতে লাগল। বাড়ি ফেরার সময় ছেলে বাবা কে ফিস্‌ফিস্‌ করে জিজ্ঞেস করল—

"আচ্ছা বাবা, এটা কি সত্যি যে জর্জ ওয়াশিংটন কখনো মিথ্যে কথা বলতেন না ?"

বাবা একটু আশ্চর্য হয়ে উত্তর দিলেন—'তাই তো সবাই বলে। কিন্তু তুমি হঠাৎ এই কথাটি জিজ্ঞেস করলে কেন ?"

ছেলে বলে উঠল—"না, আমার হঠাৎ মনে হল, উনি বোধহয় কখনো মাছ ধরতেন না।"

*　　　*　　　*

স্বামী বাড়ি ফেরা মাত্র স্ত্রী তাঁকে জানালেন "ওগো শুনছ, আজ দুঃস্থ সেবাশ্রম থেকে গরিবদের জন্য পুরোন কাপড় চোপড় চাইতে এসেছিল।"

স্বামী জানতে চাইলেন "তা, দিয়েছ তো কিছু ?"

স্ত্রী জবাব দিলেন, বাঃ, দেবনা মানে ? তোমার দশ বছরের পুরোন স্যুটটা দিয়ে দিয়েছি, আর দিয়েছি আমার গত মাসে কেনা পুরোন শাড়ীটা।

*　　　*　　　*

নতুন সৌখিন শিকারী দলবল নিয়ে জঙ্গলে গিয়েছেন শিকার করতে। হঠাৎ তিনি হন্তদন্ত হয়ে নিজের সেক্রেটারীকে ডেকে উঠলেন মুকুন্দবাবু, আমার ছ'জন বন্ধুর সবাই জঙ্গল থেকে ফিরে এসেছে তো ?

মুকুন্দবাবু, হ্যাঁ হুজুর, সকলেই এসেছে।

শিকারী—সবাই ঠিক ঠাক আছে তো ? কারুর কোনরকম চোট লাগেনিতো ?

মুকুন্দবাবু—হ্যাঁ, হুজুর। কারুর কোন চোট লাগেনি।

শিকারী (আনন্দে ডগমগ)— আরে শ্বাস। তার মানে আমি সত্যি সত্যি একটা হরিণকে গুলি করেছি।

*　　　*　　　*

চা পাত্রে চুমুক দিতে দিতে একটি লোক উদাসভাবে ওয়েটারকে বলে উঠল, জানো হে জীবনের কুড়িটা বছর আমি আর আমার বৌ একেবারে যেন সুখের স্বর্গরাজ্যে কাটিয়েছি।

তারপর কি হল স্যার ? ওয়েটার জিজ্ঞেস করল।

কি হল আবার। আমাদের দুজনের মধ্যে দেখা হল।

*　　　*　　　*

স্ত্রী : সুন্দরী কোন মেয়ে দেখলেই তুমি যেন একেবারে ভুলে যাও যে তুমি বিবাহিত।

স্বামী : একেবারেই ভুল কথা বললে, গিন্নী। তখনই খুব রূঢ় ভাবে ঐ কঠোর সত্যটা মনে পড়ে যায় আমার।

* * *

প্রথম বন্ধু : আমার বৌ কাল রাতে স্বপ্ন দেখেছে যে, এক কোটি-পতির সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে।

দ্বিতীয় বন্ধু : তুমি তো খুব ভাগ্যবান হে! আমার বৌ তো দিনের বেলাতেই সেই স্বপ্ন দেখে।

* * *

বাড়ির কর্তা দারুণ রেগে চেঁচাচ্ছেন : হতভাগা ছেলেটা আবার আমার পকেট থেকে পয়সা চুরি করেছে।

গিন্নী কর্তাকে একটু ঠাণ্ডা করবার জন্য বলালন, আহা, না জেনে শুধু শুধু বেচারিকে দোষ দিচ্ছ কেন? আমিও তো নিয়ে থাকতে পারি পয়সাগুলো।

কর্তা কিন্তু সে কথা কানেই তুললেন না, না—তুমি মোটেই পয়সা বার করনি, তাহলে কি এই বাকী পয়সাগুলো পকেটে পড়ে থাকত নাকি?

* * *

প্রথম বন্ধু : জানিস, আমার বৌ নিজের মনেই নিজের কথা বলে যায়।

দ্বিতীয় বন্ধু : অমার বৌ-ও তাই করে, কিন্তু বুঝতে পারে না। ও মনে করে, আমি ওর কথায় কান দিচ্ছি।

* * *

॥ পাত্র অনুযায়ী ॥

গোমড়ামুখো এক ভদ্রলোক ট্রেনে করে চলেছে। উল্টোদিকে বেশ সুদর্শন এক তরুণ বসে আছে। খানিকক্ষণ পরে তরুণটি ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করল, ও মশাই, কটা বেজেছে দয়া করে একটু বলবেন ?

ভদ্রলোক কিন্তু তরুণটির কথার কোন জবাব দিলেন না। তরুণটি আরো দু' একবার একই প্রশ্ন করল, কিন্তু কোন জবাব না পেয়ে চুপ করে গেল। গোটা কয়েক স্টেশন পরে ট্রেন থেকে নেমে গেল সে।

এই ভদ্রলোকের এক পরিচিত লোক একটু দূরেই বসে ছিলেন। তিনি এবার ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা মশাই ছেলেটার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করলেন কেন ? ছেলেটা তো খুব ভদ্রভাবেই কথা বলছিল।

গোমড়ামুখো ভদ্রলোকের মুখে এবার হাসি দেখা গেল। তিনি উত্তর দিলেন, কটা বেজেছে তা আমি জানালেই ছেলেটা নিশ্চয়ই আমাকে ধন্যবাদ দিত। তখন আমিও ওর পাল্টা দু এক কথা বলতাম। এভাবে আলাপ জমে গেলে ছেলেটা হয়তো আমার বাড়িতেও কোনদিন গিয়ে হাজির হত। ছোকরটাকে দেখতেও বেশ ভালই, আমার মেয়ে হয়তো তার প্রেমেই পড়ে যেত। তারপর একদিন হয়তো ছেলেটা এসে আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চাইত।

আর যে ছেলের একটা হাতঘড়ি কেনার মত পয়সা নেই, অন্যের কাছে সময় জানতে হয়, সে রকম ছেলের সঙ্গে কি আমি আমার মেয়ের বিয়ে দেব ?

* * *

হরিবাবু সারাদিন লেকে বসে থেকে একটাও মাছ ধরতে না পেরে সন্ধ্যেবেলা বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন। তবে বাড়ি ঢোকার আগে তিনি সোজা চলে গেলেন গড়িয়াহাটা বাজারে মাছের দোকানে। একটা বেশ বড় সড় রুই মাছ কিনে একটু দূরে দাঁড়িয়ে দোকানদারকে বললেন তিনি— "ওহে, মাছ আমার দিকে ছুঁড়ে দাও তো, ওটা ধরে নি। মাছ ধরতে হয়তো আমি ভাল পারিনা। কিন্তু তা বলে আমি মিথ্যাবাদী নই।"

* * *

ট্রামে বসা এক বৃদ্ধ (পাশের লোকটিকে): আজকালকার ছেলেগুলো যে কি হয়েছে না। পোষাকে আশাকে কে ছেলেকে মেয়ে তা বোঝা যায় না। আচার ব্যবহারে তেমন মেয়েলি। দেখুন না, ঐ ছেলেটা কেমন দিব্যি লেডিজ সিটে বসে যাচ্ছে। মেয়েদের জায়গা ছেড়ে দিচ্ছেন না।

পাশের লোক ঃ ও ছেলে নয় মেয়ে। আমারই মেয়ে।

বৃদ্ধ ঃ ও হো হো, কিছু মনে করবেন না। আমি বুঝতে পারিনি যে আপনিই ওর বাবা।

পাশের লোক (গম্ভীর ভাবে) ঃ আবার ভুল করলেন। বাবা নই, আমি ওর মা!

* * *

স্ত্রী: ছি ছি, লজ্জা হওয়া উচিত আমাদের। আমাদের সংসার খরচ, বাড়িভাড়া দেন বাবা। আমার জামাকাপড়, হাত খরচের পয়সা যোগান মা। বাচ্চাদুটোর লেখাপড়া, জামাকাপড়ের খরচ দেয় আমার বড়দি। তাও আমাদের সামনে অভাব লেগেই আছে। আমাদের জন্যে আর কে কি করতে পারে বলতো?

স্বামী (রাগত ভাবে) ঃ কেন, তোমার দুই কাকা তো আছে। তাদের অবস্থা তো বেশ ভালই। অনেক টাকা পয়সার মালিক। তারা কিছু পাঠায় না কেন, শুনি? লজ্জা করে না ওদের।

* * *

বিচারক (আসামীকে) ঃ—দেখো তোমার একটা কথাও আমি বিশ্বাস করি না। যেটা সত্যি, তুমি ঠিক তার উল্টোটা বলে যাচ্ছো। এবার বল দেখি, তুমি দোষী না নির্দোষ?

আসামী ঃ হুজুর, তাহলে আমি দোষী।

* * *

স্ত্রী ঃ সত্যিই আমি একটা নিরেট বোকা। না হলে তোমাকে বিয়ে করতে রাজি হই?!

স্বামী : আমিও বিয়ের আগে প্রেমে এমনই অন্ধ হয়ে গেছিলাম তুমি যে একবড় একটা বোকা তা চোখে পড়েনি।

*　　　　*　　　　*

॥ বাপের ব্যাটা ॥

এক স্কচ ভদ্রলোক ট্রেনে চড়ে চলেছেন, সঙ্গে একটা বিশাল আকারের সুটকেশ। একটু পরে চেকার এসে হাজির। সুটকেশটা দেখেই তিনি বললেন, "ও মশাই, এযে সঙ্গে করে একেবারে ঘরবাড়ি নিয়ে চলেছেন দেখছি! তা, এটার জন্যে আলাদা বাড়তি মাশুল লাগবে।" স্কচ ভদ্রলোক কিছুতেই বাড়তি ভাড়া দেবেন না, ফলে দুজনের মধ্যে তুমুল তর্কাতর্কি শুরু হয়ে গেল। চেকার লোকটা ছিল মহা বদরাগী। সে রাগের চোটে হঠাৎ দুহাত দিয়ে সুটকেশটা তুলে ট্রেনের জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিল। স্কচ ভদ্রলোক এবা হাঁ হাঁ করে উঠে বললেন—"করলেন কি? আমার ছেলেকে বাইরে ফেলে দিলেন?"

ভাড়া বাঁচাবার জনা ভদ্রলোক নিজের ছেলেকে একটা ফোকর করা সুটকেশ-এ পুরে নিয়ে যাচ্ছিলেন। ছেলেকে একদম অক্ষত অবস্থাতেই ফেরৎ পাওয়া গেছিল।

*　　　　*　　　　*

একটি প্রাচীন জার্মান প্রবাদ,

> অবিবাহিত পুরুষ হল ময়ূরের মত,
> প্রেমিক পুরুষকে তুলনা করা যায় সিংহের সঙ্গে;
> আর বিবাহিত পুরুষ?—একটি দামড়া গাধা বই আর কিছু নয়।

*　　　　*　　　　*

স্বপ্না : জানিস, ছন্দা বিয়ে করেছে।

বন্দনা : অ্যাঁ, তাই নাকি? বাবাঃ বহুদিন ধরে ওরা প্রেমপর্ব চালল বটে। ছন্দার প্রেমিকাকে তো আমি ভাল ভাবেই চিনি।

স্বপ্না (ভাঙ্গা রাগী গলায়): ছন্দা নিজের প্রেমিককে বিয়ে করেনি। ও বিয়ে করেছে আমার প্রেমিককে।

* * *

বিখ্যাত এক সাহিত্যিক প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেন। তাঁর বাড়ির সামনেই ছিল একটা নিমগাছ। তার তলায় এক যুবক দাঁড়িয়ে নিমের পাতা ছিঁড়ছিল। পরিচিত যুবকটিকে দেখে সাহিত্যিক মশাই একটু রসিকতা করে বললেন "কি হে নিমাই, কি করছ ?"

সাহিত্যিকের বাড়ির সামনে দিয়ে তখন আর এক যুবক হেঁটে যাচ্ছিল। সাহিত্যিকের কথাগুলো শুনে ও পরের দিন সকালে তাতাতাড়ি গিয়ে কাছেই একটা জামগাছের তলায় দাঁড়িয়ে রইল—মনে আশা, নিম গাছের তলায় কেউ দাঁড়ালে যদি সাহিত্যিক তাকে 'নিমাই' বলে ডাকতে পারে, তাহলে জাম গাছের তলায় দাঁড়িয়ে সে হয়তো তাঁর কাছ থেকে 'জামাই' ডাক শুনতে পাবে। যথা সময়ে সাহিত্যিক বেরোলেন। তারপর জাম গাছের তলায় অপেক্ষমান যুবকটিকে দেখে একটু মুচকি হেসে বললেন—"কি হে, জাম্বুবান, কি খবর তোমার ?"

* * *

ডেলি প্যাসেঞ্জার (সগর্বে): আরে মশাই, আমার সংসারে আমিই কর্তা-আমার মতামতই সেখানে শেষ কথা। যত বড় বড় সমস্যা যেমন পাকিস্তান-কে আমেরিকার সাহায্য, শ্রীলঙ্কার জাতিগত সংকট, হরিয়ানায় কংগ্রেসের হার-সব বড় বড় ব্যাপারেই আমার কথাই সংসারের সবাইকে মেনে নিতে হয়। আর প্রত্যেক দিনকার সব ছোট খাটো ব্যাপার যেমন, আমি হাত খরচের জন্য কত পয়সা পাব, টিফিনে কি খাব, কখন বাড়ি ফিরব এ গুলো সব আমার স্ত্রী-ই ঠিক করেন, আমি ওসবে মাথা গলাতে যাইনা !

* * *

ডেলি প্যাসেঞ্জার—যাই বল ভাই, আমি ব্যক্তিগত জীবনেও গণতন্ত্র মেনে চলি। সংসারের যে কোন ব্যাপারেই আমি আর আমার স্ত্রী দুজনেই পরামর্শ করি, পরস্পরের মতামত নিই। এই তো, গতবার পুজোর ছুটিতে

আমি বললাম দীঘা যাব, আর আমার স্ত্রী মত দিলেন যে তিনি পাটনায় তাঁর বাপের বাড়ি যাবেন।

জনৈক শ্রোতাঃ তা, শেষ পর্যন্ত গেলেন কোথায়।

ডেলি প্যাসেঞ্জার ঃ কেন? সবাই মিলে পাটনা গেলাম।

* * *

॥ যাদু দর্শন ॥

বহুদিন আগের ঘটনা। এক ইউরোপীয়ান ভূ-পর্যটক আফ্রিকার জঙ্গলে একদল নরখাদকের হাতে ধরা পড়লেন। বহুদিন পরে এরকম সুখাদ্য পেয়ে দেরী না করে নরখাদকের দল তাঁকে সেদ্ধ করবার জন্যে বড় একটা ড্রামের মধ্যে পুরে দিল। প্রাণে বাঁচবার আশায় পর্যটক মশাই তাদেরকে বললেন, "দেখ আমার কাছে দেবতাদের দেওয়া একটা মন্ত্রপূত জিনিস আছে। আমাকে ছেড়ে দিলে সেই জিনিসটা তোমাদের দিয়ে দেব।" নরখাদকের দল জিনিসটা দেখতে রাজি হল। পর্যটক মশাই পকেট থেকে একটা লাইটার বার করে ফস্ করে আগুন জ্বালিয়ে বললেন—"এই দেখ, স্বয়ং আগুনের দেবতা আমাকে এটা দিয়েছেন।' জংলিরা সবাই সঙ্গে সঙ্গে ওকে খুব সম্মান দেখিয়ে, বাহবা দিয়ে ছেড়ে দিল, আর কাছেই একটা কুঁড়ে ঘর নিয়ে গেল। পর্যটক মশাই অবাক হয়ে দেখলেন যে, সারা ঘরে অজস্র লাইটার ছড়ানো। এবার জংলিদের সর্দার চোস্ত ইংরেজীতে বলল—"ওহে পর্যটক মশাই আমিও ইংলণ্ডে পড়াশোনা করেছি। তবে, তোমার মত অলৌকিক কাণ্ড এর আগে কেউ করতে পারেনি তুমি প্রথমবারের চেষ্টাতেই লাইটারটা জ্বালিয়ে দিয়েছ। এ ব্যাপার আমরা কখনো আর দেখিনি। তাই তোমাকে আমরা ছেড়ে দিলাম…তুমি নিশ্চই যাদুবিদ্যা জান।"

* * *

রঙ্গ লোকের রসরঙ্গ

বার্ণাড শ'-এর 'ক্যাণ্ডিডা' নাটকে নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন কর্নেলিয়া ওটিশ স্কিন্যার; প্রথম রজনীর অভিনয় দেখে শ' এক টেলিগ্রাম পাঠালেন মিস্ স্কিন্যারকে; তা'তে লেখা: অপূর্ব! তুলনাহীন।

এই টেলিগ্রাম পেয়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন অভিনেত্রী; সঙ্গে সঙ্গে ফিরে তার করলেন নাট্যকারকে: অত প্রশংসার উপযুক্ত কি?

এর জবাবে শ'-এর কাছ থেকে আর একটি টেলিগ্রাম এসে হাজির; তাতে লেখা: আমি কিন্তু বলেছি নাটকের কথা।

বুদ্ধিমতী স্কিন্যার তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন সেই তারের: আমিও তো বলতে চাই সে বিষয়ে।

* * *

ইলকা চেজ ছিলেন হলিউডের অভিনেত্রী; তাঁর 'পাসট-ইম্পারফেকট' বইটি প্রকাশিত হবার পর জনৈক অভিনেতা তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন: বেশ লাগলো বইটা, তা কে লিখে দিল আপনার হয়ে?

অনেক ধন্যবাদ ঃ ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিলেন ইলকা ঃ কিন্তু আপনাকে ওটা পড়ে শোনালো কে ?

* * *

বিখ্যাত নাট্যকার নোবেল কাওয়ার্ড ও প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী লেডী ডায়না ম্যানার্স নাকি তেমন পছন্দ করতেন না পরস্পরকে। একদিন দুজনের মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল এক ভোজসভায়। তখন সৌজন্যের খাতিরে কাওয়ার্ড শুভেচ্ছা জানালেন লেডী ম্যানার্সকে। তারপর কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমার 'প্রাইভেট লাইভস্' নাটকটা দেখেছেন নাকি ?

ঃ হ্যাঁ, এই তো দেখলাম সেদিন !

ঃ কেমন লাগলো সেটা ?

ঃ যাই বলুন কমেডি হলেও, খুব একটা হাসতে পারলাম না কিন্তু ! এরপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার কথা বললেন লেডী ম্যানার্স ঃ 'দ মিরাক্‌ল' নাটকে দেখেছেন নাকি আমার অভিনয় ?

ঃ নিশ্চয়ই।

ঃ কেমন লাগলো মেরী মাতার সেই ভূমিকা ?

ঃ ভারী মজার, সত্যি বলতে প্রাণ খুলে হেসেছি সেদিন !

* * *

॥ যখন একা ॥

'দি টু মিসেস ক্যারোলস্' নামের রহস্য নাটকে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করতেন এলিজাবেথ বারগ্নার ; ঐ নাটকের এক বিশেষ রোমাঞ্চকর দৃশ্যে অভিনয়কালে দর্শকের আসনে বসে থাকা মহিলারা মাঝে মাঝে কেমন আতঙ্কিত হয়ে পড়তেন তার এক চমৎকার বর্ণনা দিয়ে গেছেন তিনি। তাঁর ভাষায় ঃ যখন জিওফ্রে ক্যারোল আমার শয়ন কক্ষের জানলা ভেঙে লাফিয়ে পড়তো ঘরের ভেতর এবং এগিয়ে আসতো আমাকে হত্যা করবার জন্যে তখন রাতের শো-এর অধিকাংশ মহিলা দর্শকই চিৎকার করে আঁকড়ে ধরতেন পার্শ্ববর্তী পুরুষ সঙ্গীটিকে। কিন্তু দুপুরের শো-এ শোনা যেত

না তেমন সমবেত আর্তনাদ ; কারণ তখন মহিলারা অনেকেই থাকতেন একা ; ভয়ের সময় জড়িয়ে ধরবার মত কোন পুরুষ যে তখন থাকতেন না পাশে।

* * *

॥ অঙ্ক : দৃশ্য ॥

একবার জগৎবিখ্যাত কৌতুক অভিনেতা চার্লি চ্যাপলিন দেখা করতে গিয়েছিলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আয়েনস্টাইনের সঙ্গে। কিছুক্ষণ গল্পগুজবের পর চার্লি আয়েনস্টাইন আবিষ্কৃত আপেক্ষিকতাবাদ ব্যাপারটি কি তা জানতে চাইলেন তাঁর গৃহকর্তার কাছে। প্রশ্নটা শুনেই একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন বৈজ্ঞানিক। তারপর বললেন—দেখুন, সব সময় ঐ সব জটিল তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা কি সঙ্গত। তাছাড়া ধরুন না কেন, কেউ যদি এখন আপনাকে একটু অভিনয় করে দেখাতে বলেন তাহলে আপনিও কি রাজি হবেন ?

—'তা বটেই !'

জবাব শুনে মৃদু হাসলেন চার্লি ; তবুও তাকে কিছুতেই নিরস্ত করা গেল না ; তিনি ঝাড়া এক ঘণ্টা অংক শাস্ত্রেরই নানা উদ্ভট সমস্যা নিয়ে বেশ গুরু-গম্ভীর চালে আলোচনা চালিয়ে গেলেন। সে কথা শুনতে শুনতে রীতিমত হাঁপিয়ে উঠলেন বৈজ্ঞানিক ; কারণ চার্লির ঐ আলোচনার বিন্দু বিসর্গও বুঝতে পারছেন না তিনি ; তবুও ভদ্রতার খাতিরে কোন প্রতিবাদ করা যায় না। অবশেষে বৈজ্ঞানিককে রীতিমত নাজেহাল করে বিদায় নিলেন কৌতুক অভিনেতা।

পরদিন ভোরবেলা আয়েনস্টাইনের বাড়ির দরজায় এসে কড়া নাড়লো এক পত্রবাহক ; দরজা খুলতেই সে বিজ্ঞানীর হাতে দিল এক লেফাফা। আর ঐ খাম খুলতেই বেরিয়ে পড়লো চার্লি চ্যাপলিনের এক ফটোগ্রাফ। তার নীচে লেখা—

"বৈজ্ঞানিক মহাশয়, আপনার অনুরোধ আমি কিন্তু রেখেছি ; আশা করি গতকালের অভিনয়টা আপনার নেহাত মন্দ লাগেনি।"

—ইতি চার্লি।

লেখাটা পড়তে পড়তে হো' হো' করে হেসে উঠলেন বিজ্ঞানী।

* * *

॥ দিবা স্বপ্ন ॥

হলিউডের ওয়ার্নার ব্রাদার্স স্টুডিও-এর কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন জ্যাক ওয়ার্নার। প্রতিদিন দুপুরে অফিসে নিজের চেম্বারে বসেই খানিক ঘুমিয়ে নিতেন তিনি। সেই সময় তাঁর সেক্রেটারীও কর্মচারীদের ওপর কড়া নির্দেশ থাকতো যে ঘরে ঢুকে তাঁকে যেন কেউ জ্বালাতন না করে।

একদিন ঠিক ঐ সময়েই স্টুডিওতে হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির হলেন অভিনেত্রী বেটি ডেভিস। এসেই দেখা করতে চাইলেন জ্যাকের সঙ্গে। সেক্রেটারীর সমস্ত মিনতিই বিফল হল ঃ জ্যাকের চেম্বারে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লেন তিনি — আর ঢুকেই শুরু করলেন প্রবল চেচামেচি! জ্যাকের পাঠানো একটি চিত্রনাট্য তাঁর পছন্দ না হওয়াতেই এই বিপত্তি!

ঐ গোলমালে ঘুম ভেঙ্গে গেল বড় কর্তার। ধড়মড় করে উঠে বসলেন তিনি। তারপর বেটির দিকে একবারও না তাকিয়ে শান্ত ভাবে তুলে নিলেন টেলিফোনটি। তুলে ডাকলেন সেক্রেটারীকে—হ্যালো, বোধহয় আমি একটা দুঃস্বপ্ন দেখছি, তাই চটপট ঘরে ঢুকে জাগিয়ে দাও দেখি আমাকে!

*　　*　　*

॥ কৃত অজ্ঞানারে ॥

উনিশ শো চল্লিশের দশকে হলিউডের সবচেয়ে লাস্যময়ী অভিনেত্রী ছিলেন মার্লেন ডিয়েট্রিস। এমন কি ষাটের দশকেও যে তার গ্ল্যামার বিশেষ কমেনি তার প্রমাণ তিনি দিয়ে গেছেন দু' একটি চলচ্চিত্রে—(যথা, দি উইটনেস ফর দি প্রসিকিউসন)!

সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে সেই একদা কুহকিনী মার্লেন জবাব দিচ্ছিলেন নানা প্রশ্নের ঃ ঠিক এই সময়েই জনৈক তরুণ সাংবাদিক বলে উঠলেন সোৎসাহে—দেখুন, আমরা আপনার একটা নতুন নাম ঠিক করেছি!

—তাই নাকি ?

ভুরু উঁচিয়ে ফিরে তাকালেন মার্লেন—তা নামটা শুনতে পারি কি ?

—নিশ্চয়ই।

গদগদ ভাবে বললে তরুণটি—দি মোস্ট গ্ল্যামারাস্ গ্রান্ড মাদার অব দি সেভেনটিজ্।

—কি কাণ্ড !

কপট বিস্ময়ের ভান করলেন বিগত দশকের 'গ্লামার কুইন'—ঐ বিশেষণটা তো দেওয়া উচিত এলিজাবেথ টেল কে। আপনারা কি তার সাম্প্রতিক কোন ছবি দেখেন নি ?

* * *

॥ মিট দ্যা প্রেস ॥

বিখ্যাত মার্কিন কৌতুক অভিনেতা বব হোপ কিছুকাল আগে এসেছিলেন ইউরোপ সফরে। সেই সময় জনৈক সাংবাদিক পরিহাসচ্ছলে বলেন তাঁকে—দেখুন, এদেশের মানুষদের কাছে এখনও ঋণী আপনারা ঃ কারণ কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার না করলে····

– তা তো বটেই—কথার মাঝখানেই সাংবাদিককে থামিয়ে দিলেন বব হোপ। তারপর বললেন কিন্তু দেখুন, কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের অভিযানে যে টাকা ব্যয় হয়েছিল বর্তমানে সেই রেস্তুতে তিনি নিউ ইয়র্কে সাত দিনও থাকতে পারতেন কিনা সন্দেহ ! তাই ও'র কথা না-ই বা তুললেন !

ঐ সাংবাদিক—আচ্ছা, রাশিয়ার টি, ভি, শো সম্পর্কে আপনার কি অভিমত ?

হোপ—দেখুন, আমরা স্টেট্সে সকলেই টি, ভি দেখি, কিন্তু রাশিয়ায় টি, ভি তেই নজর রাখা হয় সকলের ওপরে। (In States we watch T. V. but in Russia T. V. watches you !)

ঐ সাংবাদিক—চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব নিয়ে বছর কয়েক আগে তো খুব হৈ চৈ হয়ে গেল ঃ ঐ বিষয়ে আপনি কিছু বলবেন কি ?

হোপ—তাহলে গল্প বলি শুনুন ঃ একবার চীনের এক ইস্কুলে জনৈক

রেডগার্ড ছাত্রকে শিক্ষক জিজ্ঞেস করেন—ওহে বলো তো পয়লা নম্বর প্রতিক্রিয়াশীল কে বা কারা? রেডগার্ডটি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল—কেন স্যার, সূর্য। জবাব শুনে তো মাস্টার মশাই-এর চোখ ছানাবড়া। তিনি প্রশ্ন করলেন—'তার মানে?' তখন সগর্বে ছাত্রটি বুঝিয়ে দিল ব্যাপারটা—সূর্যের থেকে বড়ো রিয়াকসেনারি আর কে আছে। পূর্ব দিকে উঠলেও বেইমানী করে পশ্চিমে গিয়ে পড়ে প্রতিক্রিয়াশীল পশ্চিমীদের খপ্পরে।

*   *   *

এক গণ্ডমূর্খ, গরিব ব্রাহ্মণ, বিদ্যাসাগরের কাছে সাহায্যের জন্যে এসে: আজ্ঞে, আমি পাঠশালায় ছাত্র পড়াতাম, জমিদারের শয়তানিতে চাকরি গেছে, তাই এখন বড় 'দুরাবস্থায়' পড়েছি, যদি কিছু....

বিদ্যাসাগর: (তাঁর বানান জ্ঞান দেখে) আপনার যে চাকরি থাকবে না তা 'আকার' দেখেই বুঝতে পারছি।

*   *   *

বঙ্কিমচন্দ্রের কন্যার শ্বশুর দামোদর মুখোপাধ্যায় লেখক বেয়াই মশাই-এর বিখ্যাত নানা উপন্যাসের খেই ধরে উপন্যাস লিখতেন ও সেটি ডেপুটি বঙ্কিমের ভালো লাগতো না, অথচ মুখে কিছু বলতেও পারতেন না।

দামোদরবাবু বর্ধমানে কোর্টে কাজ করতেন। বাড়ি ছিল দামোদর নদের তীরবর্তী শ্মশানের কাছাকাছি।

একবার বঙ্কিম মেয়ের বাড়ি গেছেন। তখন দামোদর কোর্টে। এজলাস থেকে ফিরে দামোদর দেখলেন বৈঠকখানার দরজায় বঙ্কিমের শুঁড়তোলা নাগরা জুতো রাখা রয়েছে। রসিক দামোদর তাই হেঁকে, বেয়াইকে শুনিয়েই, পুত্রবধূকে বললেন: বৌমা, এ যে দরজায় ঢুকতেই দেখি 'বঙ্কিম চট্ট' (মানে বাঁকা চটি!) তার মানে বুঝতে পারছি আমার কপালে দুঃখ আছে! বুড়ো বয়সে আবার কি ভোগান্তি জোটে।

বঙ্কিম: মশাই, আমি 'বঙ্কিম চট্টো' বটে, তবে 'দামোদরমুখো' (অলক্ষণের ভয়ে ওখানকার লোক শ্মশানকে 'দামোদর', বলতেন) এখনও হইনি, আপনার ঘাড়ে তাই চাপবো না।

*   *   *

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রসিক কবি ভারতচন্দ্রকেঃ এখন রাজকার্যে বড় ব্যস্ত আছি, তোমার 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য পরে শুনবো, আপাততঃ সিংহাসনের ধারে কাত করে পুঁথিটা রেখে দিয়ে যাও !

ভারতচন্দ্রঃ (ব্যস্ত হয়ে) আহা, করেন কি মহারাজ, অমন সরস জিনিস কাত করে রাখছেন, রস যে গড়িয়ে পড়বে !

* * *

প্রথম মাতালঃ—আচ্ছা, দেরী করে বাড়ি ফিরলে তোমার বৌ কি বলে ?

দ্বিতীয় মাতালঃ—কিছুই বলে না। কারণ আমার বৌ-ই নেই।

প্রথম মাতালঃ—(আশ্চর্য হয়ে) তাহলে এত দেরী করে বাড়ি ফের কেন ?

* * *

বাড়ীর কর্তা নেশায় একেবারে টং হয়ে গভীর রাতে পা টিপে টিপে বাড়ি ফিরেছে। নেশার ঝোঁকে মারপিট করতে গিয়ে মুখে যে সব কাটাকুটির দাগ হয়েছিল, সেগুলোকে বেশ ভালো করে টেপ দিয়ে ঢেকে খুব খুশী মনে শুয়ে পড়ল ভাবল বৌ আর কিছু টের পাবে না।

পরের দিন ঘুম ভাঙতেই কর্তামশাই দেখলেন গিন্নী বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে রাগে ফুঁসছে। "আবার কাল রাতে মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরেছ ?"—জ্বলন্ত চোখে জিজ্ঞেস করল সে।

"আরে না, না, সোনা, কি বলছ ?" স্বামী একেবারে ভালমানুষটির মত জবাব দিল "ওসব তো কাল মোটেই খাইনি।"

"খাওনি, তাই না ? তাহলে বাথরুমের আয়নাটা জুড়ে অত টেপ আটকেছে কে ?"

* * *

অফিসের ম্যানেজার (চাকরী প্রার্থী যুবককে) ঃ—তুমি এই অফিসে চাকরী চাও ? তা কি কাজ করতে পার তুমি ?

যুবকঃ—কিছুই না।

ম্যানেজারঃ—তাহলে তো চাকরী হল না তোমার। তোমার আগে আসা

উচিত ছিল। তোমার যোগ্যতার উপযোগী উঁচু মাইনের চাকরীগুলোতে অনেক আগেই বড় বড় অফিসাররা বসে আছেন।

* * *

ম্যানেজার (দরখাস্তকারীকে) ঃ—এর আগে যেখানে চাকরী করতেন সেখানে কতদিন কাজ করেছেন ?

দরখাস্তকারী—৫৫ বছর।

ম্যানেজার—আপনার এখন বয়স কত ?

দরখাস্তকারী—৪৫ বছর।

ম্যানেজার (হতবাক)—সেকি মশাই ? তা কি করে সম্ভব হল ?

দরখাস্তকারী - আজ্ঞে, বাকী সময়টা ওভারটাইম করেছি।

* * *

বাড়ীওয়ালা ঃ—মশাই, আপনি সব ভাড়া আজই মেটাবেন কিনা, খোলাখুলি বলুন তো। আজ দেব, কাল দেব—এসব আর কতদিন শুনব ?

অভিনেতা ভাড়াটে—আরে মশাই, আপনি বুঝছেন না যে আপনি কি সুযোগ পাচ্ছেন। কয়েক বছর বাদে লোকে আপনার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলবে—"এই ভদ্রলোকের বাড়ীতেই বিখ্যাত অভিনেতা বদনকুমার থাকত এক সময়।"

বাড়ীওয়ালা নীরস ভাবে উত্তর দিলেন—"শুনুন মশাই, যদি আজ রাতের মধ্যে সব ভাড়া মিটিয়ে না দেন, তাহলে আগামীকাল সকাল থেকেই লোকে সে কথা বলবে।"

* * *

স্বামী স্ত্রীতে তুমুল ঝগড়া বেধেছে। এক সময় কর্তামশাই খুব চটেমটে বলে উঠলেন—"দেখো গিন্নী, এখনো চুপ কর বলছি। আমি কিন্তু ক্রমেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলছি—আমার মধ্যে যে জীবটা ঘুমিয়ে আছে, তাকে জাগিয়ে তুল না।

গিন্নী তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উত্তর দিলেন—"ফুঃ! তাতে কি হবে কি ? ইঁদুরকে আবার ভয় কিসের ?"

* * *

বিচারক ঃ –আপনি স্বামীকে গুলি করে মেরেছেন কেন ?

স্ত্রী ঃ—আজ্ঞে হুজুর, ডিভোর্স করতে যে বড্ড খরচ।

*　　　*　　　*

প্রথম বন্ধু ঃ—ভাবো একবার ব্যাপারখানা, গতকাল আমি যখন বাইরে আড্ডা মারছিলাম, আর আমার বাড়িতে চোর ঢুকেছিল।

দ্বিতীয় বন্ধু ঃ কিছু নিতে পারেনি তো ?

প্রথম বন্ধু ঃ—তা একটু কিছু নিয়েছে বইকি—সর্বাঙ্গে কালসিটের দাগ। আমার বৌ ভেবেছিল আমিই বোধহয় বাড়ি ফিরছি।

*　　　*　　　*

প্রথম তরুণ - তোরা যে নন্দিতার গলা নিয়ে এত নাচানাচি করিস কেন তা বুঝি না ! কবিতার গলার মাধুর্য আর জোর অনেক বেশী।

দ্বিতীয় তরুণ—আরে বোকা, নন্দিতার বাবার ট্যাঁকের জোরটাও যে অনেক বেশী !

*　　　*　　　*

বিচারক—ওহে, এই চুরিটা কি তুমি একলাই করেছ ?

আসামী—হ্যাঁ হুজুর ! যা দিনকাল পড়েছে, কাউকেই আর এখন বিশ্বাস করা যায় না।

*　　　*　　　*

যে তরুণীর ভূগোল যত ভাল, তার ইতিহাস তত গোলমেলে।

*　　　*　　　*

ক্লান্ত ব্যক্তির প্রতি উপদেশ—নারী, সুরা আর সঙ্গীতে যখন ক্লান্তি আসবে, তখন আপনার উচিত সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতকে এড়িয়ে চলা।

*　　　*　　　*

পাদ্রী মশাই ছোট্ট ইভাকে জিজ্ঞেস করলেন—'খুকুমণি তুমি প্রত্যেক রবিবারে সকালে গির্জায় যাও ?"

'হ্যাঁ, পাদ্রী মশাই।'

'বাঃ'! আচ্ছা, বাইবেল পড়েছ। ওর মধ্যে কি আছে জান?

'সব জানি, পাদ্রী মশাই—বইয়ের মধ্যে আমার দিদির ছেলে বন্ধুর ফটো আছে, মার আইসক্রীম তৈরীর রেসিপি আছে; আমার ছেলেবেলাকার একগোছা চুল আছে, আর আছে বাবার ঘড়ি মেরামতের রসিদটা।'

*   *   *

প্রধান রাঁধুনী—'এই ছোকরা ঝোলটা কখন উপছে পড়ছে, সেটা তোমাকে দেখতে বলেছিলাম না!'

নতুন সহকারী ছোকরা—'দেখেছিলাম তো। ঠিক সাড়ে দশটার সময়।'

*   *   *

১ম বন্ধু—জানিস, শেষ পর্যন্ত গল্প লেখাটাকেই আমার জীবিকা করে নেব বলে ঠিক করেছি।

২য় বন্ধু—তাই নাকি? তা, এ পর্যন্ত কিছু বিক্রি টিক্রি হয়েছে।

১ম বন্ধু—নিশ্চয়ই হয়েছে…আমার হাতঘড়ি, ওভারকোট আর রেকর্ড প্লেয়ারটা।

*   *   *

কান্নু—এই বেনু, গত দু' ঘণ্টা ধরে কোথায় ছিলি রে?

বেনু—মোড়ের দোকানের সেলস্ গার্লটির সঙ্গে কথা বলছিলাম।

কানু—তাই নাকি? তা, কি বলল মেয়েটি?

বেনু—না, না, না।

*   *   *

মন্দিরা—এই মীরা, সবিতার এনগেজমেণ্ট-এর আংটিটা দেখেছিস?

মীরা—দেখব মানে? গত বছর পর্যন্ত ওটা আমার আঙুলেই ছিল যে।

*   *   *

প্রথম বন্ধু (দারুণ রেগে)—কি বললি তুই? আমার শ্বাশুড়ীর মুখটা ঠিক আমার পোষা বুল টেরিয়ারটার মত?

দ্বিতীয় বন্ধু—হ্যাঁ, ঠিক তাই। তাতে কি হয়েছে ?

প্রথম বন্ধু (কোট খুলতে খুলতে) শিগগীর তোর কোট খুলে ফ্যাল। এর একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাওয়া দরকার। আমার কুকুরকে কেউ যা তা বলে পার পেয়ে যাবে, সেটি হবে না।

* * *

স্বামী—হ্যাঁগো, বোম্বাইয়ে যে হোটেলটায় আমরা ছিলাম সেটার নাম কি বল তো ?

স্ত্রী—দাঁড়াও, আমার তোয়ালেগুলো দেখে বলে দিচ্ছি।

* * *

আমার প্রেমিকা আশ্বাস দিয়েছে যে সে আমাকে ক্রমে ক্রমে ভালবাসতে শিখবে—গোমড়া মুখে বলল প্রথম বন্ধুটা।

দ্বিতীয় বন্ধু—তা, এতো ভাল খবর। কিন্তু তোকে তো খুব খুশী মনে হচ্ছে না।

প্রথম বন্ধু—না, মানে ব্যাপারটা খুবই ব্যয় সাপেক্ষ হয়ে উঠছে কিনা। গতকাল ওকে একটা ভাল থিয়েটার দেখিয়েছি, আর তার পরে রেস্টুরেন্টে খাইয়েছি। ওকে ভালবাসতে শেখানোর এই প্রথম ক্লাসটিতেই আমার পকেট থেকে নগদ একশোটি টাকা খসে গেছে।

* * *

এক আইরিশ গেছে কবরখানায়। এদিক সেদিক ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ তার চোখ পড়ল এক স্কচের সমাধি ফলকের ওপর। তাতে লেখা আছে "স্নেহময় পিতা, একনিষ্ঠ স্বামী, কলিন স্মার গ্রেগরের স্মৃতির উদ্দেশ্যে।"

আইরিশম্যান তো লেখাটা পড়ে খুব একচোট হাসল। তারপর বলে উঠল স্কচদের কাণ্ডটা দেখেছ। মরে গিয়েও কিপটেমো ছাড়বে না। একটা কবরের মধ্যেই তিনজনকে সমাধি দিয়েছে!

* * *

তরুণী, নববিবাহিতা স্ত্রী গোমড়ামুখে বসে আছে। এমন সময় পুরোন এক

পারিবারিক বন্ধু এসে জিজ্ঞেস করলেন —কি ব্যাপার, মুখ এত শুকনো করে বসে আছ যে ?

স্ত্রী উত্তর দিল—আর বলেন কেন। দেখুন না, ও সেই কোন্ সকালে বেরিয়ে গেছে, এত রাত পর্যন্ত কোন পাত্তাই নেই। কোথায় আছে কি করছে এখন কিছুই বুঝতে পারছি না। খুব চিন্তা হচ্ছে।

পারিবারিক বন্ধু একটু মুচকি হেসে বললেন—এখন ও কি করছে, কোথায় আছে তা সত্যি সত্যি জানতে পারলে হয়তো তোমার চিন্তা আরো বেড়েই যাবে। ওসব না জানাই ভাল।

* * *

পঁচাত্তর বছরের এক বৃদ্ধ ২৫ বছরের এক তরুণীকে বিয়ে করবেন বলে ঠিক করেছেন। চেনা-পরিচিত লোকেরা তো খুব আপত্তি করতে লাগল—শেষ পর্যন্ত বুড়োর ছেলে এসে বলল—বাবা এ রকম কাজ করতে যাবেন না, এর পরিণতি শেষ পর্যন্ত খুব মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে।

বুড়ো তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উত্তর দিলেন—কি আবার হবে ? বৌটা যদি সত্যি সত্যি না বাঁচে, তাহলে আবার বিয়ে করব।

* * *

জেলে দুই কয়েদীর মধ্যে কথা হচ্ছে। প্রথম কয়েদী বলল—আমার পাঁচ বছরের জেল হয়েছে। 'সোনার বাংলা ব্যাংকে', ডাকাতি করেছিলাম।

দ্বিতীয় কয়েদী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—দশ বছরের মেয়াদ আমার। আমি ঐ ব্যাংকটার ম্যানেজার ছিলাম।

* * *

স্বামী বাড়ি ফিরতেই স্ত্রী জানাল—শোন, তুমি যে কমবয়সী রাঁধুনীটাকে কাজে লাগিয়েছিলে, তাকে ছাড়িয়ে দিয়েছি। ওর চালচলন আমার মোটেই ভাল লাগছিল না।

স্বামী অবাক হয়ে বললেন—সেকি ? মেয়েটাকে একটা সুযোগ তো অন্তত দেওয়া উচিত ছিল তোমার।

স্ত্রী স্বামীর দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলল—ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। বরং বলতে পার তোমাকে আমি কোন রকম সুযোগ দিলাম না।

* * *

জাহাজের ক্যাপটেন চিন্তিত মুখে ডেকে দাঁড়িয়েছিলেন। সমুদ্রে প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে জাহাজের টালমাটাল অবস্থা। এমন সময় এক মহিলা আতংকগ্রস্ত হয়ে এসে বললেন, "ক্যাপটেন, অবস্থা তো খুব খারাপ হয়ে আসছে, জাহাজ ডুবি হওয়ার সম্ভাবনা আছে নাকি?"

ক্যাপটেন অল্প কথায় জবাব দিলেন - "তা আছে বই কি।"

"কি সর্বনাশ! আচ্ছা ক্যাপটেন, আমরা এখন ডাঙা থেকে কত দূরে আছি?"

'পাঁচ মাইল"—ক্যাপটেনের উত্তর।

ভদ্রমহিলা এবার অনেকটা আশস্ত হলেন। 'ওঃ, মাত্র পাঁচ মাইল? তাহলে ঠিক আছে। আচ্ছা, ডাঙা আমাদের কোন্ দিকে? উত্তরে, দক্ষিণে না অন্য কোন্ দিকে?'

ক্যাপটেন এবার গম্ভীরভাবে জানালেন—"আজ্ঞে, ঠিক নীচের দিকে।"

* * *

স্ত্রী (স্বামীকে)—"হ্যাঁগো, 'কি করে একশো বছর বাঁচা যায়' নামে যে বই-খানা আমাদের ছিল, সেখানাকে কোথায় রেখেছ, দেখতে পাচ্ছি না তো?

স্বামী—তার মানে? তোমার মা আমাদের সঙ্গে আছেন না? তুমি কি মনে কর এ রকম একটা বই আমি তাঁর চোখের সামনে খোলা ফেলে রাখব?

* * *

কন্যাদায়গ্রস্ত বাবার মেয়ে পাড়ার মস্তান দাদার সঙ্গে পালিয়েছে।

কিছুদিন পরে দুজনের বাবাই তাদের কাছ থেকে চিঠি পেলেন—"আমরা পালিয়ে এসেছি বলে তোমরা আমাদের ক্ষমা কোর।"

দুই বাবার কাছ থেকেই পত্রপাঠ উত্তর গেল—"তোমাদের ক্ষমা করলাম, তবে একটি সর্তে। যেখানে আছ সেখানেই থাক আবার যেন ফিরে আসতে যেও না। আমাদের আশীর্বাদ রইল।"

* * *

খেলার মাস্টার মশাই বোঝাচ্ছেন—জান তো, কনকনে ঠাণ্ডা জলে চান করলে তোমার চালচলন, শরীর একেবারে অ্যাথলেটদের মত হয়ে উঠবে।

ছাত্র—তা আর জানি না স্যার? প্রথম যখন ঠাণ্ডা জল গায়ে ঠেকাই, তখন তো আমি 'হাইজাম্পের রেকর্ড' ভেঙে দিয়েছিলাম।

* * *

এক তরুণ প্রেমিক স্বর্ণকারকে বলল—"দেখুন আমি যে আংটিটা করতে দিলাম, তাতে যেন লেখা থাকে 'প্রিয়তমাকে, মুরিয়েল'।"

বহু অভিজ্ঞ স্বর্ণকার মশাই উত্তর দিলেন—"নিজের নামটা এত আগেই লিখে দেওয়ার আছে কি? আংটিটা তো আপনি আরো সাত দিন পরে পাবেন!"

* * *

এক ব্যবসায়ী তাঁর ব্যক্তিগত ফাইফরমাস খাটার জন্য একটা ছোটো ছেলেকে রেখেছিলেন। ছেলেটা কাজকর্মে খুবই চটপটে বটে, কিন্তু সারাক্ষণই শিস দিয়ে যত চটুল, খেলো গানের সুর ভাঁজে। কয়েকদিন বাদে মনিব একেবারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ছেলেটাকে বললেন—"হ্যাঁরে, একটু ভাল উঁচুদরের কোন সুর কি কখনো ভাঁজতে পারিস না?"

ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল।—"কত্তা, মাইনে তো দেন মাসে তিরিশটা টাকা। এতে কি আর মুখ দিয়ে রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুর বেরোয়?"

* * *

এক ভোজসভায় জনৈকা ভদ্রমহিলা বিখ্যাত আবিষ্কারক এডিসনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তাঁর দারুণ প্রশংসা শুরু করে দিলেন। উনি বলে চললেন "সত্যি মিঃ এডিসন, আপনার কথা বলা যন্ত্র (গ্রামোফোন) আবিষ্কার করার জন্যেই মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন।"

এডিসন জবাব দিলেন—"দেখুন ম্যাডাম, কথা বলার যন্ত্র কিন্তু আসলে আমি না, স্বয়ং সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরই নারীজাতির মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। আমি খালি এমন একটা যন্ত্র তৈরী করেছি, যেটাকে ইচ্ছে মত থামিয়ে দেওয়া যায়।"

* * *

এক ভাড়াটে বাড়িওয়ালাকে ডেকে খুব হম্বি তম্বি করে বলছে—"দেখুন মশাই, আমার ঘরের ছাদ দিয়ে জল পড়ছে।"

বাড়িওয়ালা একটুও বিচলিত না হয়ে জবাব দিলেন—"মশাই, ভাড়া তো দেন মাসে পঞ্চাশ টাকা। এই টাকায় ছাদ দিয়ে জল পড়বে না তো কি সরবৎ পড়বে ?"

* * *

জনৈক ভদ্রলোক (সেলুনে চুল ছাঁটতে ছাঁটতে):—বাঃ আপনার কুকুরটা তো বেশ। কেমন এক মনে বসে বসে আপনার চুল কাটা দেখছে।

সেলুনওয়ালা (চুল ছাঁটতে ছাঁটতে) · তা সত্যি। তবে আসল ব্যাপারটা কি জানেন ? মাঝে মাঝে ওর ভাগ্যে কাজের কাটা টুকরোও জুটে যায়। সেই আসাতেই···

* * *

এক গাঁজাখোর বাড়ির সামনের বারান্দায় গুম মেরে বসে আছে। এমন সময় সামনে দিয়ে ডাকপিওনকে দেখতে পেয়ে হঠাৎ ঝটকা ভেঙে ডাকাডাকি শুরু করে দিল সে—"ও পিওন মশাই, বলি আমার নামে কোন চিঠি ফিঠি এসেছে নাকি ?"

পিওন জিজ্ঞেস করল – "আপনার নামটা কি বলুন দেখছি।"

গাঁজাখোর তো হেসেই অস্থির—"আরে ভাই এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি সরকারী চাকরি কর ? আমার নাম তো আমার চিঠির ওপরেই লেখা আছে।"

* * *

এক নেতা বার বার করে নিজের সেক্রেটারীকে বলে দিয়েছেন—'দেখুন মশাই, আমার বক্তৃতাগুলো ছোটো করে লিখে দেবেন, নইলে শ্রোতারা বড় ঝামেল্য করে।"

পরের দিনই নেতা এক জনসমাবেশে বিরাট লম্বা এক ভাষণ দিলেন, শ্রোতারাও মনের সুখে চেঁচামেচি গোলমাল করে গেল। বক্তৃতার শেষে নেতা রেগে আগুন হয়ে সেক্রেটারীকে তো খুব বকাবকি করলেন—"তাঃ আপনাকে

দিয়ে তো আর কাজ চলবে না দেখছি, আপনি কথা শোনেন না, সেই একখানা বিরাট বক্তৃতা লিখেছেন পড়তে গিয়ে আমারই গলা ধরে গেছে।"

সেক্রেটারী কাঁচুমাচু হয়ে জবাব দিলেন—"আজ্ঞে স্যার, আমি বক্তৃতাটা খুব ছোট করেই লিখেছিলাম। কিন্তু একটা মস্ত বড় ভুল করে ফেলেছি। বক্তৃতাটার সব কটা কপিই আপনাকে দিয়ে দিয়েছি।"

ছেলে (ফোনে) বাবা, গাড়িটা একদম খারাপ হয়ে গেছে।

বাবা—কেন, কি হয়েছে ?

ছেলে—গাড়ির ইঞ্জিনে জল ঢুকে গেছে।

বাবা—ঠিক আছে, চিন্তা কোর না। লোক যাচ্ছে। তা, গাড়িটা কোথায় আছে ? তুমি-ই বা কোথা থেকে ফোন করছ ?

ছেলে—আমি বাড়ি থেকে কথা বলছি। আর গাড়িটা ডায়মণ্ড হারবার রোডে একটা পুকুরের মধ্যে।

* * *

এক বিখ্যাত সাহিত্যিক বেশ রঙ্গীন মেজাজে ক্লাব থেকে বাড়ি ফিরছেন। এমন সময় ওঁর একদল ভক্ত ও অনুরাগী ওঁকে ঘিরে ধরল নিজেদের গাড়ী করে তা'রা সাহিত্যিককে বাড়ি পেঁছে দেবে। অগত্যা সাহিত্যিক মশাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও গাড়ীতে চড়ে বসলেন। ভক্তরা ওঁর পাড়াটা চিনলেও ওঁর বাড়িটা ঠিক চিনত না। তাই ওঁর পাড়ার কাছে এসে ওরা সাহিত্যিককে জিজ্ঞাসা করল—"আচ্ছা দাদা, এবার আপনার বাড়িটা দেখিয়ে দিন ?"

সাহিত্যিক মশাই এবার বাগে পেয়েছেন ওদের। চিবিয়ে চিবিয়ে আস্তে আস্তে তিনি বললেন—"সেকি ভায়ারা ? আমার পাড়া চেন, আর বাড়ি চেন না ? তা, আমি কিন্তু কিছুই বলবঁ না। আমি তো আর গাড়ীতে উঠতে চাই নি। আমার বাড়ি কোথায়, তা এবার খুঁজে বার করে আমাকে পেঁছে দাও !"

শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে সাহিত্যিক-এর বাড়ি খুঁজে তাঁকে নাবিয়ে দিতে হল।

গ্রন্থনা

(অভিজাত প্রকাশনালয়) (ফোন : ৪১-২৮৯২)

৮বি, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

বিশ্বসাহিত্যের খ্যাতনামা পর্য্যালোচক তুষার কান্তি পাণ্ডে সম্পাদিত

১। ৫০০ জোক্‌স

॥ চুটকি, হাসি ও রঙ্গ-ব্যঙ্গের অদ্বিতীয় গ্রন্থ ॥ —২৮ টাকা

২। আরও ৫০০ জোক্‌স—৩০ টাকা

৩। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ হাসির গল্প—৪০ টাকা

৪। গোপাল ভাঁড় ও মোল্লা নাসিরুদ্দিনের গল্প-বীরবলসহ—১৫ টাকা

৫। শতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সরস গল্প

সম্পাদনা ও ভূমিকা : অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী ও তুষার কান্তি পাণ্ডে এম. এ (ডবল) —৪০ টাকা

৬। শতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ভৌতিক কাহিনী

সম্পাদনা ডঃ প্রদ্যোত সেনগুপ্ত —২৫ টাকা

৭। শতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বিদেশী ভৌতিক কাহিনী

অনুবাদ করেছেন : অদ্রীশ বর্ধন, বিমল মিত্র, ডঃ আশা দেবী —২৪ টাকা

৮। বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা নাই

॥ ১৪ জন খ্যাতনামা সাহিত্যিকের ভৌতিক অভিজ্ঞতার কাহিনী ॥ —১৫ টাকা

৯। দুই শতকের শ্রেষ্ঠ ভৌতিক অমনিবাস

সম্পাদনা। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী ও তুষার কান্তি পাণ্ডে —৩০ টাকা

১০। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভৌতিক গল্প—৪০ টাকা

ব্যাবিলনীয় সভ্যতার যুগ থেকে আজকের দিনের ভয়ঙ্কর সব ভূতের গল্প। ৩৫ টাকা

১১। **শতবর্ষের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা কাহিনী**

পাঁচকড়ি দে থেকে অনীশ দেব পর্যন্ত মূল্য—৪০ টাকা

১২। **রোম থেকে রমনা** দেবেশ দাশ মূল্য—১২·৮০

১৩। **হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সাধক ও সাধিকা**

ডঃ নন্দলাল ভট্টাচার্য্য মূল্য—৪৫ টাকা

১৪। **ক্যুইজ কনটেস্ট** মূল্য—২৪ টাকা

ক্যুইজ ও প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষার পরীক্ষার্থীদের জন্য

১৫। **বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রূপকথা—৪০টাকা**

১৬। **শ্রেষ্ঠ কিশোর ক্লাসিকস্-৪০ টাকা**

১৭। **অঙ্কের ম্যাজিক ম্যাজিকের অঙ্ক**

সত্যরঞ্জন পাণ্ডা—মূল্য—৭ টাকা

১৮। **বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রোমাঞ্চ গল্প—৩৫ টাকা**

★ ★ ★

প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য গ্রন্থসম্ভার :

১৯। **শতবর্ষের শ্রেষ্ঠ প্রেমের কাহিনী**

অলঙ্করণ : পূর্ণেন্দু পত্রী ॥ মূল্য ২২ টাকা

২০। **এ সার্টেন স্মাইল** অনুবাদ : অরুন্ধতী বন্দ্যোঃ

ফ্রাঁসোয়াজ সাঁগো মূল্য—১৬ টাকা

২১। **বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আদিরসের গল্প-৩৫ টাঃ**

২২। **বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রেমের গল্প—৩৫ টাকা**

২৩। **সংস্কৃত আদিরসের কাহিনী-৩৫ টাকা**

২৪। **পৃথিবীর সেরা শৃঙ্গার কাহিনী-৩৫ টাঃ**

২৫। **শ্লীল-অশ্লীল** (বৃহদায়তন) **মূল্য—৮০ টাকা**

সকল গ্রন্থে সাধারণ ক্রেতা, গ্রন্থাগার, বিদ্যায়তন ও পুস্তক বিক্রেতাকে অতিরিক্ত কমিশন দেওয়া হয়।

॥ রোগ যন্ত্রণা ॥

এক খ্যাতনামা চিকিৎসক কোন নেমতন্ন বাড়িতে গেলেই অন্যান্য নিমন্ত্রিতদের মধ্যে অনেকেরই নানা রকম রোগের কথা মনে পড়ে যেত। আর ও'কে এসে নিজেদের রোগের নানারকম বিবরণ দিয়ে একেবারে ব্যতিব্যস্ত করে তুলত। এ'দের মধ্যে বেশীর ভাগই আবার মহিলা। অনেক ভেবে চিকিৎসক মশাই-এর একটা প্রতিকারের উপায় বার করলেন। পরের বার এরকম একটা নেমতন্ন বাড়িতে গেছেন। যথারীতি এক সুবেশা ভদ্রমহিলা এসে ও'কে ধরলেন—"ডাক্তারবাবু, আমার পেটে একটা যন্ত্রণা হচ্ছে…"

ডাক্তারবাবু আর ও'কে কথা শেষ করতে দিলেন না। উনি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—"ঠিক আছে এখানে শুয়ে জামাকাপড় খুলে ফেলুন।"

ভদ্রমহিলা তো লজ্জায় একেবারে লাল হয়ে উঠে বললেন—"একি বলছেন ডাক্তারবাবু ?"

ডাক্তারবাবু গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন—"তা, কি করব বলুন ? আপনি এখানেই যখন আপনার রোগের চিকিৎসা করাতে চাইছেন, তখন আমাকেও ঠিক ভাবে আমার চেম্বারের মত করে আপনাকে দেখতে হবে তো ? তা নইলে রোগ বুঝব কি করে ?"

ভদ্রমহিলা কোনরকমে পালিয়ে বাঁচলেন।

* * *

অবিবাহিত ব্যক্তি হচ্ছে এমন এক পুরুষ যে ঝাঁপ দেওয়ার আগে তাকায়। এবং তাকানোর পরে আর ঝাঁপ দেয় না।

* * *

সেলসম্যানদের গায়ের চামড়া মোটা হয়। কিন্তু তবু তার শেষ আছে। সুতরাং এক ব্যবসায়ী যখন এক সেলসম্যানকে যা তা বলে গালাগালি দিলেন, সেলসম্যানটি বলে উঠলো, দেখুন তিরিশ বছর ধরে আমি এই লাইনে আছি। আর এই সময়ের মধ্যে আমি দোকানীদের হাতে মার খেয়েছি, আমাকে সিঁড়ির নিচে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে, কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে, আরও কত কি করা হয়েছে, কিন্তু এই প্রথম আমাকে গালাগালি দিয়ে অপমান করা হলো।

* * *

অট্টহাসি না মুচকি হাসি

ওহে, তোমাদের কমপ্লেন বা সাজেশান বুকটা দাও—
কিভাবে জিনিষ বেচতে হয় কথা বলতে হয় শিখিয়ে দেব
জাননা—আমি বিবাহিতা সম্মানীয়া নারী !

এক বাবা তাঁর ছেলেকে বোঝাচ্ছেন : "তুমি এত দেরী করে ঘুম থেকে ওঠ কেন ? জান, যারা তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে ওঠে তাদের ভাগ্য খুলে যায়।

এই তো, গতকালই এক পরিচিত লোক আমাকে বলছিল যে সে নাকি সকালে খুব ভোরে উঠে বেরিয়ে একটা মানিব্যাগ কুড়িয়ে পেয়েছে। তাতে তিন হাজার টাকা ছিলো।"

ছেলে উত্তর দিল—"ভোরে উঠলেই সবার ভাগ্য খোলে না। যে বেচারী ঐ মানিব্যাগটা হারিয়েছে সে নিশ্চয়ই আরও ভোরে উঠেছিল।"

*   *   *

এক কোম্পানীর কোন একটি সম্পত্তির ওপর ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম কত দিতে হবে তার একটা হিসেব করে অ্যাকাউন্ট্যান্ট চিঠি দিলেন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীকে। জানালেন যে তাঁর অংকের ফিগারটা যেন একবার তাদের কোন অ্যাকাউন্ট্যান্টকে দিয়ে তাঁরা চেক করিয়ে নেয়।

অনতি বিলম্বেই ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর একজন চটকদার তন্বী সুন্দরী মহিলা অ্যাকাউন্ট্যান্ট চলে এলেন। সুন্দরী পূর্বোক্ত অ্যাকাউন্ট্যান্টের কাছে এসে বললেন, কিছু মনে করবেন না। আমার মনে হচ্ছে আপনার ফিগার এবং আমার ফিগারে একটু তফাৎ রয়েছে।

পূর্বোক্ত অ্যাকাউন্ট্যান্ট মুচকি হেসে বললেন, সে তো বিলক্ষণ। বেঁচে থাকুক আপনার ঐটুকু তফাৎ।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রমহিলার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেল।

*   *   *

এক গবেষক তাঁর গবেষণার মূল সিদ্ধান্ত এক বন্ধুকে জানিয়ে বললেন,—অধিকাংশ অবৈধ সন্তানরাই 'জিনিয়াস' হয়।

বন্ধুটি জবাব দিলেন—এতদিনে বুঝলাম তুমি সত্যিই একটা জিনিয়াস।

*   *   *

স্বর্গে পেঁছে স্ত্রীলোকটি তাঁর স্বামীর খোঁজ করছিল।

স্বর্গের দ্বারী শুধালো, তার নাম কি?

—'ইন্দ্রজিৎ' মহিলাটি উত্তর দিল।

—ইন্দ্রজিৎ নামে তো অনেকে আছে এখানে। তোমার স্বামীর কোন বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে পারো?

স্ত্রীলোকটি একটু ভেবে বলল, মরার আগে আমার স্বামী আমাকে বলেছিল যে আমি দ্বিচারিণী হলে সে স্বর্গে শুয়ে পাশ ফিরবে।

স্বামী বলল, বুঝেছি। ওরে, ইনাকে লাট্টু ইন্দ্রজিতের কাছে নিয়ে যা। স্ত্রীলোকটির দিকে চেয়ে বলল—ও খুব ঘন ঘন পাশ ফেরে। তাই আমরা ওকে ঐ নামটা দিয়েছি।

*　　　*　　　*

এক কবরখানায় সমাধি বেদীর ওপর উৎকীর্ণ লিপি ঃ

মহসিন খাঁন জাফর

জন্ম ১৯৪১ মৃত্যু ১৯৮৭

তাঁর শোকাকুলা সুন্দরী তন্বী যুবতী বিধবা (বয়স ২৩) কর্তৃক এই বেদী স্থাপিত হইল। ৩৮ নং স্ট্রীট ২৫নং বাড়ির ১৬নং ফ্ল্যাটে এই বিধবা এখন একাকিনী, নিঃসঙ্গ।

*　　　*　　　*

বিশাল বপু অতনু একদিন ক্ষীণকায় সুবীরকে ঠাট্টা করে বলল, তোমাকে দেখে মনে হয় ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ লেগেছে।

সুবীর তৎক্ষণাৎ জবাব দেয়, আর তোমাকে দেখে মনে হয় তুমিই তার কারণ।

*　　　*　　　*

স্বামীর চিঠি ঃ "এখানে আমি তোমার জন্মদিনের উপহার স্বরূপ একশটি চুমু সম্বলিত চেক এই খামের সঙ্গে পাঠালাম।"

স্ত্রীর পত্রোত্তর ঃ "অজস্র ধন্যবাদ, চেকটি পেয়ে খুব খুসী হলাম। আমি তোমার বন্ধুকে দিয়ে চেকটি ক্যাশ করিয়ে নিয়েছি।"

*　　　*　　　*

এক বন্ধু ঃ "তুমি যে দেখছি একেবারে বৌ-এর চাকর হয়ে পড়েছ। আমি সেদিন তোমাকে নিজের প্যান্টটা নিজেকেই সেলাই করতে দেখলাম।"

অপর বন্ধু ঃ "তুমি ঠিকই দেখেছ। কিন্তু ওই প্যান্টটা তো আমার নয়; ওটা আমার স্ত্রীর।"

*　　　*　　　*

মাতাল : "আমাকে এখানে কেন আনা হল ? আমি কি করেছি ?"

পুলিশ : "তোমাকে এখানে আনা হয়েছে তোমার মদ খাওয়ার জন্য।"

মাতাল : "বাঃ, খুব ভাল কথা ; তাহলে এক্ষুনি শুরু করা যাক।"

* * *

মা : "একটা চিঠি এই কাছের লেটার বক্সে ফেলতে তোর এত সময় লাগল ?"

যুবতী মেয়ে : "মা, একটা যুবক আমাকে অনুসরণ করছিল এবং সে যে খুবই আস্তে আস্তে হাঁটছিল।"

* * *

ক্ষিপ্ত রেলযাত্রী : "আপনারা যদি ঠিক সময়ে ট্রেন চালাতেই না পারেন তাহলে শুধু টাইম টেবিল ছাপান কিসের জন্য ?"

রেল ম্যানেজার : আরে বাবা আমরা যদি টাইম টেবিল না ছাপাই তাহলে আপনারা কি করে জানবেন যে ট্রেন দেরী করে চলছে কিনা ?"

* * *

ডাক্তার : "আপনি চিকিৎসার ফি বাবদ আমাকে যে চেকটা দিয়েছিলেন, সেটা ফেরৎ এসেছে।"

রুগী : "আর আমার যে অসুখের জন্য আপনি চিকিৎসা করেছিলেন সে জ্বরও আবার ফেরৎ এসেছে।

* * *

প্রথম বন্ধু : "তোমার প্রেমিকাকে যে অতগুলো প্রেমপত্র পাঠিয়েছিলে সেগুলোর কি হল ?"

দ্বিতীয় বন্ধু : "আরে, প্রেমিকা চিঠিগুলো তো সবই পেয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে ডাকপিয়ন যুবকটি প্রায় প্রতিদিনই চিঠিগুলো ওকে বিলি করত, তার সঙ্গেই বেশী প্রেম হয়ে গেছে। শুনছি সামনের মাসেই ওদের বিয়ে।

* * *

গর্বিত পিতা : আমার ছেলে এম বি. বি. এস. পাশ করেছে। শিগগীরই

ও একটা নার্সিংহোম খুলবে। কিন্তু তুমি কিছু না করে এরকম রাস্তায় রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন?

প্রতিবেশীর ছেলে: আমি আপনার ছেলের নার্সিংহোম খোলার অপেক্ষাতেই তো আছি। নার্সিংহোমের পাশেই আমি একটা মড়া পোড়ানোর চুল্লী বসাব বলে ঠিক করেছি।

* * *

দশ বছরের ছেলে: "আমাকে এক প্যাকেট সিগারেট দাও।"

দোকানদার: "দশ বছর বয়সেই সিগারেট খাওয়া ধরেছ?"

দশ বছরের ছেলে: "না, ঠিক আমার জন্য সিগারেট নিচ্ছি না। নিচ্ছি আমার ছোট ভাইয়ের জন্য।"

* * *

বিশ্বস্ত তিন বন্ধু হলো বয়োবৃদ্ধা স্ত্রী, বুড়ো কুকুর আর নগদ টাকা।

* * *

স্বামী কর্তৃক তাঁর অশিষ্ট কলহপরায়ণা স্ত্রীর স্মৃতিস্তম্ভের উপরে উৎকীর্ণ লিপিটি এই রকম—

"এখানে আমার স্ত্রীর মৃতদেহ শায়িত। বিশ্রাম করছে সে—সেই সঙ্গে আমিও।"

* * *

একজন লোক পার্ক স্ট্রীটের সবচেয়ে নামকরা রেস্তোরাঁয় তার নৈশভোজ শেষ করলো। তারপর সেই লোকটা আঙুল নেড়ে ম্যানেজারকে ডাকল।

ম্যানেজার এলো। এরকম দামী খদ্দের পেয়ে সে খুশী।

লোকটা চড়া মেজাজে বললো, আমাকে চিনতে পারেন? ঠিক এক বছর আগে আমি এখানে এসেছিলাম। সেদিনও আজকের মত দামী দামী অর্ডার দিয়েছিলাম। ফীস্যাণ্ট, ক্যাভিয়ার, বিদেশী স্যালমন, ভেনিসন, নেপোলিয়ন ব্র্যাণ্ডি। আমার পকেটে একটা ফুটো পয়সাও ছিল না। আর দাম দিতে না পারায় আপনি আমাকে কুকুরের মতো লাথি মেরে বাইরে ফেলে দিয়েছিলেন।

ম্যানেজার লজ্জায় কুঁকড়ে গেলো।

বিচলিত কণ্ঠে বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, আমার মনে পড়ছে। আর সেই ব্যবহারের জন্য আমি লজ্জিত।

খদ্দেরটি বললে, না না, লজ্জা পাবার কিছু নেই। শুনুন আজও আমার কাছে একটা কানাকড়িও নেই। আমার মনে হয়, আজও আবার আমি আপনাকে সেদিনের মতো কষ্টে ফেলতে যাচ্ছি। মানে, সেদিনের মতো আজও আমাকে লাথি মারতে প্রস্তুত হতে পারেন আপনি।

*   *   *

যুবকটি নতুন প্রেমিকাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে গদগদভাবে জিজ্ঞেস করে "আচ্ছা ডার্লিং, আমিই কি তোমার জীবনের প্রথম পুরুষ ?"

মেয়েটি বেশ ভালভাবে খুঁটিয়ে প্রেমিককে দেখে নিয়ে বলল—"তা হতেও পারে হয়তো ! তোমার মুখটা তাই খুব চেনা চেনা লাগছে।"

*   *   *

মিনাক্ষী তার প্রেমিক অভিরূপকে বলে—যাই বল না কেন। আমার বান্ধবী গার্গী কিন্তু দারুণ সুন্দর সুন্দর শাড়ী পরতে, সাজতে জানে।

অভিরূপের উত্তর—কি জানি, আমি তো আজ পর্যন্ত কখনো ওকে শাড়ী পরা অবস্থায় দেখিনি।

*   *   *

অফিসে টিফিন আওয়ার্সে দুই স্টেনোর মধ্যে কথোপকথন।

প্রথম স্টেনো : শুভ্রদীপ ছেলেটা কিন্তু দারুণ হ্যান্ডসাম, কিন্তু ওর দাড়ির জন্য আমার খুব হাসি পেয়ে যায়।

দ্বিতীয় স্টেনো : যা বলেছ, আমারও খুব সুড়সুড়ি লাগে।

*   *   *

একদিন দুজন ধনী বয়স্কা মহিলা এক বড় মুদী দোকানে এসে হাজির। তাদের মধ্যে একজন মহিলা মুদীকে একের পর এক জিনিস ফরমাস করে করে কাউন্টারে এনে জমাতে লাগলেন। ডিম, কেক মাখন, চিনি, সাবান, গুঁড়ো দুধের কৌটো, আরও কত কী। স্তূপ ক্রমশঃ উঁচু থেকে উঁচু হতে লাগলো।

অবশেষে হাতের ধুলো ঝেড়ে মহিলাটি বলে উঠলেন, এবার মোটামুটি ঠিক হয়েছে।

মুদী তো খুশীতে ডগমগ। এমন বিক্রি-বাটায় সে খুশী।

খুশী মনেই সে বললো, তা এসব জিনিস কোথায় পেঁাছে দিতে হবে ম্যাডাম?

ম্যাডাম হেসে উত্তর দেন, কোথায় আবার। আমি আমার এই বান্ধবীকে দেখাচ্ছিলাম যুদ্ধের আগে একশ টাকায় কত জিনিস কেনা যেত। আসলে আমরা কিছু কিনতে আসিনি, বুঝলেন।

*　　　*　　　*

শিক্ষক ঃ "আজ আমার জন্মদিন। আচ্ছা, তোমরা কি বলতে পার আমার বয়স কত হল?"

একজন ছাত্র ঃ "আটচল্লিশ স্যার।"

শিক্ষক ঃ "কি আশ্চর্য! তুমি একদম ঠিক বলেছ। তা তুমি আমার বয়স জানলে কি করে?"

ছাত্র ঃ "আমার দাদার বয়স চব্বিশ এবং সে একটি অর্ধপাগল।"

*　　　*　　　*

বিমান যাচ্ছে রোম। হঠাৎ বিমানের ইঞ্জিন বিগড়ালো। ফলে প্লেনটি নিচে সমুদ্রে নামতে বাধ্য হলো। আর কয়েকমিনিট পরেই তা ডুবে যাবে।

পাইলটের কণ্ঠ ভেসে এলো, অনেকটা জনতার সামনে ভাষণ দেবার ভঙ্গীতে, "শুনুন, আমরা উপকূল থেকে মাত্র আধ মাইল দূরে আছি। যাত্রীদের মধ্যে যারা সাঁতার জানেন, তাঁরা সহজেই তীরে পেঁাছতে পারবেন। আর যারা জানেন না, তাদের বেলায় কিই বা বলবো, ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসে ভ্রমণের জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।"

*　　　*　　　*

এক আমেরিকান টুরিস্ট ইতালীর ভেনিসে বাসে ভ্রমণ করছিলেন। সহসা তিনি অনুভব করলেন কেউ তার পকেটে হাত ঢুকিয়েছে।

তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, এই, এটা কি হচ্ছে?

উত্তর এলো পাশের বাসযাত্রীর কাছ থেকে, হয়ে, আমি একটা দেশলাই খুঁজছি।

আমেরিকান টুরিস্ট বললো, তা আমাকে বললেই হতো।

উত্তর দিল বাসযাত্রী ইতালিয়ানটি, তা হতো, কিন্তু আমি আবার কোন অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে আগ বাড়িয়ে কথা বলিনে তো।

*　　　　*　　　　*

ভারতের দুই বীমা কোম্পানীর কর্মচারীর কথোপকথনঃ আমাদের কোম্পানী কত তাড়াতাড়ি দাবীর টাকা মিটিয়ে দেয় জানিস?

সেদিন এক পলিসি হোল্ডারের মৃত্যু হল। তার স্ত্রী স্বামীর মৃতদেহ দাহ করে বাড়ি ফিরে দেখে আমাদের এজেন্ট চেক নিয়ে তার বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

—কোথায় আছিস তুই? আমাদের কোম্পানীর তৎপরতার কথা শুনবি? সেদিন আমাদের এক বীমাকারী তাঁর বিশ তলার অফিস ঘরের জানলা দিয়ে ঝুঁকে রাস্তায় একটা মিছিল দেখছিলেন হঠাৎ ভারসাম্য হারিয়ে জানালা দিয়ে রাস্তায় পড়ে মারা যান। আমাদের বীমা কোম্পানীর অফিসটা ঐ বিল্ডিং-এরই আট তলায়। তিনি যখন নীচে পড়তে পড়তে আমাদের অফিসের জানালা পার হচ্ছিলেন, তাঁর দাবীর টাকার চেকটা সেই সময় তাঁর হাতে চট্ করে গুঁজে দেওয়া হয়েছিল।

*　　　　*　　　　*

দিল্লীতে একটি দূতাবাসের ভোজসভায় একজন অতিথি ডিপ্লোম্যাটকে জনপ্রিয় পানীয় 'স্কচ হুইস্কি' খেতে দেওয়া হল। তিন পেগ মত চড়িয়েই তিনি লক্ষ্য করলেন যে ঘরের আসবাবপত্রগুলি যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—এটা দেখছি খুব কড়া মদ—উনি বললেন ওঁর আমন্ত্রককে।

—তা ঠিক নয়,—উত্তর দিলেন আমন্ত্রক—এইমাত্র একটা ভূমিকম্প হয়ে গেল।

*　　　　*　　　　*

অম্ল মধুর
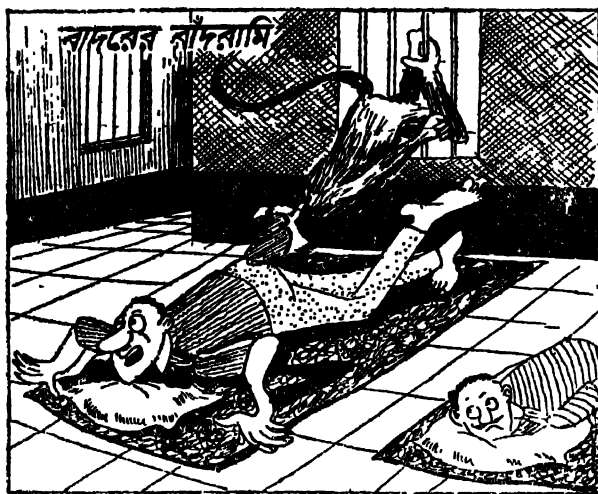
খাবার পর বিল মেটানোর পর জনৈক অন্যমনস্ক খদ্দেরকে হোটেলের বয় : স্যার আপনি বোধহয় কিছু ভুলে যাচ্ছেন।

খদ্দের : (একটু অবাক হয়ে), কেন, মনে হচ্ছে একটু আগেই তোমার প্রাপ্য বখশিস দিয়ে দিয়েছি।

বয় : স্যার, সেটা ভোলেননি, কিন্তু অর্ডার দেওয়া মাংসটা খেতে ভুলে গেছেন।

ছবির ক্রেতা শিল্পীর স্টুডিওর দরজার সামনে এক অদ্ভুত ও বিরাট ছবি দেখে শিল্পীকে ঐ ছবিটার মানে জিজ্ঞেস করল।

শিল্পী ঃ ওটা আসলে সিংহদের ভয় পাইয়ে দেবার জন্যে ওখানে ঝুলিয়ে রেখেছি। কেমন হয়েছে কাজটা ?

ক্রেতা ঃ দারুণ তবে ওটা এমন একটা জায়গায় ঝুলিয়ে রাখুন যেখানে সিংহরা ওটা দেখার সুযোগ পায়।

* * *

আফ্রিকার উন্নতিশীল দেশের এক রকেট-বিশেষজ্ঞ কোন এক ভোজসভায় তাঁর দেশ রকেট ও উপগ্রহ উৎক্ষেপণে কতটা অগ্রসর হয়েছে তার বিবরণ দিতে গিয়ে ঃ বুঝলেন মিসেস ওবেরটন, কয়েক কোটি ডলার খরচ করে আমরা এ বছরেই মহাশূন্যে ছটা ইঁদুর পাঠাচ্ছি।

মিসেস ওবোর্টন ঃ (বিরক্তভাবে) ইঁদুরের উৎপাৎ ঠেকাতে এর থেকে ঢের কম খরচের অন্য পদ্ধতিও তো আছে।

* * *

ভোম্বল ঃ ওরে মিঠু লেটেস্ট ফ্যাশনের কিছু খবর রাখিস ?

মিঠু ঃ না রে।

ভোম্বল ঃ আজকাল বিদেশে মাথার চুলের রঙ আর ছাঁটের সঙ্গে মিলিয়ে সবাই পোশাক পরছে। যেমন, যাদের কাঁচা পাকা চুল তারা সাদা-কালো জামা, প্যাণ্ট যাদের ব্রাউন চুল তারা ব্রাউন জামা প্যাণ্ট।

মিঠু ঃ কিন্তু যাদের মাথায় একেবারে টাক, তারা ?

* * *

বৃদ্ধ ভদ্রলোক কলেজের এক ছাত্রকে ঃ ভাই তোমার প্যাকেট থেকে আমায় একটা সিগারেট দেবে ?

ছাত্র ঃ সে কী দাদু এই যে সেদিন বললেন সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন ?

দাদু ঃ ঠিকই বলেছি, প্রথম পর্যায়ে শুধু ওটা কেনা ছেড়েছি, এরপর খাওয়া ছাড়ব।

মিঠু : ভোম্বল, হরিণের চামড়া তো দেখেছিস, কিন্তু হাতির চামড়া কি দেখেছিস কখনও ?

ভোম্বল : দেখেছি বৈকি !

মিঠু : (অবাক হয়ে) সে কী ! কোথায় দেখলি ?

ভোম্বল : কেন, চিড়িয়াখানায় হাতির গায়ে !

* * *

দর্জির দোকানে জনৈক খদ্দের : আমার বন্ধু বিমল এক বছর আগে যে সাফারী স্যুটটা এখান থেকে করিয়েছিল তার মেকিং চার্জটা বোধহয় এখনো বাকি পড়ে আছে ?

দর্জি : আপনি ঠিকই ধরেছেন স্যার, তা ঐ বকেয়া টাকাটা কি আপনি আজ মিটিয়ে দেবেন ?

খদ্দের : ঠিক তা নয়, আমি ঐ একই শর্তে আমার জন্যে একটা সাফারী স্যুট করাতে চাই।

* * *

মিঠু : বুঝলি সকালের বেড-টি খাওয়ার আগেই দিনের সবচেয়ে কঠিন কাজটা আমি সেরে ফেলি !

ভোম্বল : কী এমন সেই কাজ ?

মিঠু : কেন ! ঘুম থেকে ওঠা !

* * *

ইতিহাসের শিক্ষক : আচ্ছা বল তো, কোন যুদ্ধের সময় কে বলেছিলেন 'আমার মৃত্যুর জন্যে আমার গর্ব হচ্ছে, কারণ দেশের জন্যে আমি আমার জীবন দিলাম !'

ছাত্র : এটা বলেছিলেন এক বীর, তাঁর জীবনের শেষ যুদ্ধে মারা যাওয়ার একটু আগে।

* * *

নতুন লেখক সম্পাদককে : স্যার, আমার এই নতুন উপন্যাসের নাম 'আমার জীবন'। এটা শেষ করলে বুঝবেন লেখাটা কেমন দুর্দান্ত হয়েছে।

সম্পাদক : না মশাই, এখনই আমার জীবন শেষ করার কোন ইচ্ছে নেই।

* * *

মা ঃ ভাঁড়ার ঘরের আলমারিতে ছ'টা নাড়, রেখেছিলাম, এখন দেখছি মাত্র তিনটে রয়েছে, ভোম্বল, এ নিশ্চয়ই তোর কাজ ?

ভোম্বল ঃ লোডশেডিং-এর জন্যে ঐ তিনটে দেখতে পাইনি মা !

* * *

দিদিমার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে মামার বাড়ি এসেছে মিঠু। সেখানে দিদিমার আলমারির ড্রয়ারে লুকিয়ে রাখা একটা পুতুল খুঁজতে খুঁজতে ঃ মা, ও মা, শিগগীর এস, দিদিমা ভুল করে চশমাটা ফেলে রেখেই স্বর্গে চলে গেছে এখন সেখানে চোখের ডাক্তার পাবে তো ?

* * *

জনৈক অন্যমনস্ক অধ্যাপক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ এক পরিচিত ভদ্রলোকের সাথে দেখা। তিনি অন্যমনস্ক অধ্যাপকের পায়ের দিকে তাকিয়ে অবাক হলেন, দেখেন এক পায়ে লাল অন্য পায়ে নীল রংয়ের মোজা পরেছেন অধ্যাপক, তাই ভদ্রলোক বললেন ঃ কী ব্যাপার পায়ের একটা মোজা লাল আর অন্যটা নীল কেন ?

অধ্যাপক চিন্তিতভাবে ঃ তাই তো ঠিক এই ধরনের এক জোড়া মোজা বাড়ি থেকে বার হওয়ার সময় আমিও আলনায় দেখেছি, কে যে কিনে এনেছে বাড়ি ফিরে খবর নিতে হবে।

* * *

সাংবাদিক সম্মেলনে জনৈক মন্ত্রী দেখুন, আমার সিদ্ধান্ত পাকা, আমি কখনই মত বদল করি না।

সাংবাদিক ঃ তবে যে স্যার উলটো রকম ঘটছে !

মন্ত্রী ঃ ওটা বিক্ষোভকারীদের দোষ তারা সিদ্ধান্ত পালটে দিয়েছে।

* * *

'বার' বা পানশালায় টাঙান নোটিশ ঃ যদি সবকিছু ভোলার জন্য এখানে এসে থাকেন, তবে দয়া করে অগ্রিম দামটা দিয়ে বসবেন।

সন্ধ্যায় পারকের বেনচে অবসরপ্রাপ্ত তিনজন বৃদ্ধ বসে আছেন। এমন সময় অদের সামনে দিয়ে দুটি তরুণ-তরুণী প্রেমালাপ করতে করতে চলে গেল।

১ম বৃদ্ধ : (বিরক্তভাবে) দেখলেন মশাই বেহায়াদের কান্ড।

২য় বৃদ্ধ : ঐ দৃশ্যেই তো আমার নিজের যৌবনের কথা ভাবতেও ঘেন্না করে।

৩য় বৃদ্ধ : সে কী! আপনারও বয়েস কালে এমন কিছু ঘটেছিল নাকি?

২য় বৃদ্ধ : (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে) আরে ঘটেছিল বলেই তো ভাবতে ইচ্ছে করে না।

* * *

হোটেলের শয়নকক্ষে টাঙান বিজ্ঞপ্তি : দয়া করে ঘুমোবার আগে বিছানায় শুয়ে ধূমপান করবেন না, কারণ মেঝেতে যে ছাই পড়বে সেটা আপনার দেহেরও অে হতে পারে।

* * *

ব্যাংকের সুন্দরী, ক্যাশিয়ার ম্যানেজারের কাছে গিয়ে : স্যার আমার চেহারা দেখে সবাই বলছে কদিন বিশ্রাম নেওয়া দরকার, তাই আমাকে কদিন ছুটি দিন।

ম্যানেজার : 'কে বল্লে আপনি অসুস্থ' বেশ ভালই তো দেখছি।

ক্যাশিয়ার : না স্যার, কাউনটারে একদিনও কেউ আর হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে থাকছে না, তার বদলে খুচরো পয়সা গোনার দিকে মন দিচ্ছে!

* * *

রাম : আমি এমন একজনকে জানি যে তিরিশ বছর বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও এখনও প্রতিটি সন্ধ্যা বাড়িতে কাটায়, বাইরে কোথাও যায় না।

যদু : আরে ওরাই হচ্ছে যথার্থ স্ত্রৈণ স্বামী।

রাম : ঠিক তা নয়, এক্ষেত্রে 'কেসটা প্যারালিসিস, বেচারা উঠতেই পারে না।

মহিলা রোগ-বাতিকগ্রস্ত, উত্তেজিত ভাবে এসেছেন ডাক্তারের চেম্বারে।

মহিলা : ডাক্তারবাবু, আমার লিভারটা নির্ঘাৎ কাজ করছে না, তা না হলে…

ডাক্তার : (বিরক্তভাবে) আপনি খামোখা ভয় পাচ্ছেন মিসেস রায়, তেমন কিছুই হয়নি।

মহিলা : (রেগে উঠে) আপনি জানলেন কী করে?

ডাক্তার : কারণ লিভার ঠিকমত কাজ না করলেও প্রথমে তেমন কোন কষ্ট রোগী টের পায় না।

মহিলা : যথার্থ কথা, সেই জন্যেই তো ভয় পাচ্ছি, গত পাঁচ দিন শরীরে কোন অস্বস্তি নেই কেন?

স্ত্রী : বিয়ের পর আমি সব কিছুই পেয়েছি।

স্বামী : শুধু একটি বস্তুই তুমি বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে হারিয়েছ?

স্ত্রী : কী হারিয়েছি?

স্বামী : তোমার Miss-টার!

* * *

বিধবাদের আশ্রম খুলবার জন্য কিছু লোক এক ভদ্রলোকের কাছে গেলেন। আমরা একটা বিধবা আশ্রম খুলতে চাই। আমাদের কিছু সাহায্য করুন।

ভদ্রলোক বললেন—ভাল কথা। আমার বিধবা শাশুড়িকে নিয়ে যান।

একজন মন্ত্রী উত্তেজিতভাবে বক্তৃতা দিতে দিতে বললেন—আমি চাই সাম্য-প্রতিষ্ঠা, আমি চাই ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা—আমি চাই মুক্তি প্রতিষ্ঠা, আমি চাই… আমি চাই…আমি চাই—শ্রোতাদের একজন পাদপূরণ করে—'ক্লোরোফম'।

প্রেমিকা প্রেমিককে বলল : আমার এক বান্ধবী প্রথমে যার সঙ্গে 'ইয়ে' করেছিল তার নাম ছিল মধুদা, তারপরের জন যদুদা, তারপর শ্যামদা।

কিন্তু বলতে পারো শেষমেষ বান্ধবীটি যার কাছে 'সাবাড়' হল সে ছিল কোন্ দা ?

প্রেমিকের চটপট জবাব : নিশ্চয়ই রামদা।

অধ্যাপক (নতুন আসা ছাত্রদের)—তোমরা জীবনের নব যাত্রা পথে চলা শুরু করেছো। ভবিষ্যৎ জীবনের লক্ষ্য কী, সে বিষয়ে কম কথায় রচনা লিখে আমায় দেখাও—সময় দিচ্ছি আধঘণ্টা। একজনকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে না লেখার কারণ জানতে চাইলে সে বললে 'আমার পি. এ এখনও আসেনি—সেই আমার বক্তব্য লিখে দেবে—আমি মন্ত্রী হবো তো।'

*　　*　　*

একদিন এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করা হলো, 'কী ব্যাপার বলুন তো। সব বাড়ি থেকে ঝগড়ার শব্দ পাই, আর আপনাদের বাড়ি থেকে শুধু খিলখিল হাসির আওয়াজ! আপনাদের মধ্যে বুঝি কখনও ঝগড়া হয় না ?'

উনি জবাব দিলেন, 'না, আমাদের মধ্যেও ঝগড়াঝাটি হয় খুবই। তবে কিনা ও যখন আমার দিকে কিছু ছুঁড়ে মারে, তা আমার গায়ে লাগলে ও হাসিতে ফেটে পড়ে, আর ওর তাক যখন ফসকে যায় তখন আমি একচোট হেসে নিই। এভাবেই চলছে আর কি ?'

*　　*　　*

সিনেমার হলে কাজ করেন এমন এক কর্মী ডেনটিস্টের চেম্বারে দাঁত তোলাতে গেছেন।

দাঁতের ডাক্তার : দয়া করে বলবেন কি. কোন্ দাঁতটা তুলতে হবে ?

রোগী : আজ্ঞে ব্যালকনির ডানদিকের তিন নম্বরটা।

*　　*　　*

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে বিসর্জন নাটকের মহড়া চলছে।

রবীন্দ্রনাথ 'জয়সিংহ', আর 'রঘুপতি'র ভূমিকায় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। নাটকের মধ্যে একটি দৃশ্যে জয়সিংহের মৃতদেহের ওপর শোকাচ্ছন্ন রঘুপতি আছাড়

খেয়ে পড়বে। মহাড়াতেও দিনেন্দ্রনাথ যথারীতি রবীন্দ্রনাথের ওপর পড়েছিলেন।

দিনেন্দ্রনাথের সুবিশাল শরীর! কবির দেহের ওপর কদিন আছাড় খেয়ে পড়তেই কবি একদিন বললেন—দিনু, তুই ভুলে যাস না যে এখনও আমি বেঁচে আছি!

*　　*　　*

রবীন্দ্রনাথ বেড়াতে গেছেন সঙ্গে সহযাত্রী ছিলেন কবির স্নেহের পাত্র প্রশান্তকুমার মহলানবিশ এবং তাঁর পত্নী নির্মলকুমারী।

একদিন বাজার থেকে অনেকগুলি আবলুশ কাঠের হাতি কিনে এনে প্রশান্ত কুমার টেবিলে সাজিয়ে রাখছেন। কবি কৌতূহলী হয়ে জিগ্যেস করলেন—কী ব্যাপার এত হাতি কেন?

নির্মলকুমারী জানালেন, আপনার 'সায়েন্টিস্ট' হাতি ভালবাসেন, তাই।

কবি তৎক্ষণাৎ নির্মলকুমারীর মোটা চেহারার দিকে তাকিয়ে সকৌতুকে বললেন—এতদিনে বুঝলাম প্রশান্তর তোমায় কেন পছন্দ।

*　　*　　*

শান্তিনিকেতনে এক ভদ্রলোক এসেছেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে। তিনি লোকমুখে শুনেছিলেন যে কবি কানে একটু কম শুনছেন।

দেখার সময় কবি ভদ্রলোকের নাম জিজ্ঞেস করতেই তিনি চিৎকার করে বলে ওঠেন—কানাই।

হেসে রবীন্দ্রনাথ বল্লেন—সানাই হলেই ভাল হত।

*　　*　　*

লেখক দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর ভায়রাভাই চিত্রকর রণদাপ্রাসাদ সেনগুপ্তকে একখানা চিঠি পাঠালেন অন্যকে দিয়ে লিখিয়ে, 'দীনেশ সেন এইমাত্র মারা গেছেন তাঁর শবদেহ নগেন্দ্রনাথ বসুর বাড়ীতে শায়িত আছে।' দীনেশ সেন চিঠি পাঠিয়ে নগেনবাবুর বাড়িতে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলেন খানিক পরেই। তাঁর আত্মীয় স্বজন ছুটে এলেন। তাঁদের দেখেই দীনেশ সেন লাফিয়ে উঠলেন, কী আমাকে সবাই দেখতে এসেছো মরেছি কিনা? না এখনও মরিনি। আমি দেখছিলাম, আমি মরলে তোমরা কি করো। সকৌতুকে বললেন, আজ কতো তারিখ? পয়লা এপ্রিল নয়?

*　　*　　*

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর কাছ থেকে একখানা চিঠি ডাকে পেলেন দীনেশ সেন। পোস্ট কারডে আরজেনট লেখা। কিন্তু তাঁর হাতের লেখা এত খারাপ আর জড়ানো যে, দীনেশ সেন সে চিঠির পাঠোদ্ধার করতে পারলেন না। তখন তিনি মজা করবার জন্যে একখানা পোস্ট কারডে ঐরকম খুব আঁকাবাঁকা অক্ষরে জড়িয়ে একখানা চিঠি লিখলেন রামেন্দ্রসুন্দরকে এবং ঐরকম আরজেনট লিখে ডাকে পাঠিয়ে দিলেন। সে চিঠি পেয়ে কয়েকদিন পরেই রামেন্দ্রসুন্দর কলকাতায় এসে দীনেশ সেনের সঙ্গে দেখা করে চিঠিখানা দেখিয়ে বললেন, এ চিঠি তো পড়তেই পরলাম না। তাই এলাম শুনতে। দীনেশ সেনও তাঁর চিঠিখানা দেখিয়ে বললেন, আমারও একই অবস্থা।

* * *

পার্কে এক যোদ্ধার মূর্তি দেখে থমকে দাঁড়ালেন এক বিদেশী শিল্প-সমালোচক। তাঁর পাশেই ছিলেন ঐ মূর্তির ভাস্কর। তাঁকে সমালোচক জিজ্ঞেস করলেন: এ কি, বীর ঐ রকম অদ্ভুত ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? মানুষ কি ঐ ভাবে দাঁড়াতে পারে?

ভাস্কর: আসলে প্রথমে কথা ছিল মূর্তিটা বসানো হবে ঘোড়ার পিঠে কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজ্য সরকার ঘোড়া তৈরির খরচা আর দিতে পারলেন না অগত্যা ঐ ভাবেই খাড়া করতে হলো।

* * *

পার্কে বসে আছেন 'মড্' ও অবসর প্রাপ্ত এক বৃদ্ধ। পরনে জিন্স আর ডিস্কো সার্ট। সেই বেঞ্চের এক ধারে এসে বসলেন আর এক বৃদ্ধ। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবী। ঠিক তখনই শিস্ দিতে দিতে অত্যন্ত আধুনিক পোষাক পরে তাঁদের সামনে দিয়ে চলে গেল মেয়েলি চেহারার এক যুবক।

২য় বৃদ্ধ ১ম বৃদ্ধকে: বেশিদিন বাঁচলে কত কিছুই না দেখতে হয়। ঐ ছোকরার হাব ভাব আর পোষাকটা দেখলেন?

২য় বৃদ্ধকে ১ম বৃদ্ধ: মুখ সামলে কথা বলবেন, ও আমারই মেয়ে, ছেলেদের মত শুধু পোষাক পরেছে, ওটাই ফ্যাসান।

২য় বৃদ্ধ: অ্যা? আপনি ঐ অপগণ্ডটির বাবা? সব দেখেও শাসন করলেন না?

১ম বৃদ্ধ: চোপরাও! আমি ওর বাবা নই, ওর মা!

* * *

❋ রঙ্গ তামাসা ❋

সেদিন শ্যামল দীপকের সঙ্গে গল্প করতে করতে বলল, জানিস দীপক ঠাকুর্দার মিলিটারি পোষাক পরা ছবিটা দেখলে আমার বার বার ইচ্ছে হয়, আমিও মিলিটারিতে ঢুকে যাই।

দীপক বলল, তা ঢুকছিস না কেন? কে তোকে বাধা দিয়েছে?

শ্যামল বলল, ঢুকছি না কেন জানিস তো, ভয় হয়।

দীপক জানতে চাইল, ভয় কিসের জন্য?

শ্যামল বলল, ঠাকুর্দার দু দুটো কাটা পা আমাকে বারবার পেছনে ঠেলে দেয়।

এক স্বামী তার স্ত্রীর জীবনবীমা করাতে চাইলে, স্ত্রী বলল, তুমি এতো তাড়াতাড়ি আমার জীবনবীমা করাতে চাইছো কেন, আমি তো তোমার অনেক পরে মরতে পারি। স্ত্রীর এমন ব্যাখ্যায় স্বামী ক্ষুন্ন হলো। বলল, আমি কোন কিছু নিয়ে ভাবছি এক রকম, তুমি সেটাকে ঠিক তার উলটো করে দেবে।

বাবা : তুমি কোথায় যাচ্ছে?

ছেলে : আমি এ শহরের সুন্দর থেকে সুন্দরতম মেয়েদের সন্ধানে যাচ্ছি। এখন আমাকে বাধা দিয়ো না।

বাবা : বাধা দিচ্ছি না, তবে যদি আপত্তি না থাকে আমাকেও সঙ্গে নিয়ে।

পথে যেতে যেতে বাস খারাপ হয়ে গেল। কনডাকটর বলল, ফাস্ট ক্লাসের

যাত্রীরা যেমন বসে আছেন বসে থাকুন। সেকেণ্ড ক্লাসের যাত্রীরা নিচে নেমে এসে দাঁড়ান। আর থার্ড ক্লাসের যাত্রীরা আমার সঙ্গে এসে ঠেলুন।

*　　　*　　　*

একটি কোম্পানির পাবলিসিটি বিভাগ তাদের বার্ষিক বাজেটের অর্ধেক কেবল এইটুকু ঘোষণা করতেই খরচ করে ফেলল যে, আমাদের কোম্পানির আর পাবলিসিটির প্রয়োজন নেই।

*　　　*　　　*

স্ত্রী স্বামীকে বললেন, দেখ তোমার বন্ধু যে মেয়েটাকে বিয়ে করতে যাচ্ছে আমি তাকে চিনি, মেয়েটা ভালো নয়। ওর স্বভাব খারাপ তার ওপর আবার ঝগড়াটে। তোমার বন্ধুকে বারণ করা উচিত, সে যেন ঐ মেয়েকে বিয়ে না করে। ওকে তোমার সাবধান করে দেওয়া দরকার।

স্বামী বলল, আমি কি করে বারণ করি? সেও তো বিয়ের আগে আমার বৌকে চিনতো, সে কি আমায় বারণ করেছিল?

*　　　*　　　*

স্বামী—আরে এখানে একটা বই ছিল, বইটি গেল কোথায়?

স্ত্রী—কি নাম বলতো বইটার।

স্বামী—দীর্ঘ জীবনলাভের উপায়।

স্ত্রী—ও বইটা আমি পুড়িয়ে ফেলেছি।

স্বামী—কেন পুড়িয়ে ফেললে কেন?

স্ত্রী—ঐ যে তোমার মা আসছেন, মার হাতে পড়লে…

*　　　*　　　*

ডাক্তার—তোমাকে কালকের থেকে বেশ চাঙা লাগছে তো।

রুগী—হ্যাঁ লাগবেই তো আমি যে আপনি আমাকে যা বলছেন ঠিক তাই করেছি।

ডাক্তার—তোমাকে কি বলেছি বলতো?

রুগী—আপনি বলছেন ওষুধের শিশির মুখ ভালো করে চেপে বন্ধ করে রাখতে। আমি তাই রেখেছি।

*　　　*　　　*

সারাটা রাত বাড়ির বাইরে কাটিয়ে সকালে স্বামী বাড়ি ফিরলে স্ত্রী স্বামীর কাছে জানতে চাইল, কি হলো এই সকালে আবার কি জন্য উদয় হলে ?

স্বামী বলল, তোমার হাতে জলখাবার খাবো বলে।

* * *

এক মা দোকান বাজার করে বাজার থেকে ফিরে এসে তার বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের বলল, হ্যাঁরে আমি বাড়ি ছিলাম না, তিন জনে মিলে খুব দুষ্টুমি করেছিস ?

বড় মেয়েটা বলল, না মা দুষ্টুমি করবো কেন। আমি তো চায়ের কাপ ডিসগুলো ধুয়ে রেখেছি।

মেজ মেয়ে বলল, আমি মা কাপ ডিসগুলোর জল পুঁছে রেখেছি।

ছোট মেয়ে বলল, দিদিরা যে কটি কাপ ডিস ভেঙেছে, আমি সেগুলো বাইরে ফেলে দিয়ে এসেছি।

* * *

এক বাড়ির মালিক তার বাড়ির সামনে নোটিস বোর্ড টাঙিয়ে দিল, এই বাড়িতে ভাড়া দেওয়া হবে। নোটিসের পাশে একটা শর্তও টাঙিয়ে দিল। ঐ শর্তে লিখল, তবে ভাড়া দেবার ব্যাপারে একটা শর্ত আছে। যে পরিবারের ছোট ছেলেমেয়ে নেই, সেই পরিবারকে ভাড়া দেওয়া হবে।

ঐ নোটিস টাঙানোর পর একদিন এক বাচ্চা ছেলে বাড়ির মালিকের কাছে গিয়ে বলল, আমি আপনার বাড়িতে ভাড়া থাকতে চাই। আমার কোনো ছোট ছেলেমেয়ে নেই, কেবল আমার মা বাবা আছে।

* * *

ছাত্রের বাবা স্কুল শিক্ষককে—মাষ্টারমশাই আমার ছেলে কেমন লেখাপড়া করছে। ছাত্রজীবনে আমি ইতিহাস খুব কাঁচা ছিলাম।

স্কুল শিক্ষক—আমার মনে হয় ইতিহাসের পুনাবৃত্তি ঘটেছে।

* * *

প্রেমিক (হোটেলের চেয়ারে বসে)—তাহলে তুমি আমাকে বিয়ে করবে না বলে ঠিক করেছ ?

প্রেমিক—হ্যাঁ, আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারবো না।

প্রেমিক—(হোটেলের বেয়ারাকে) আমাদের দুজনের দুটো আলাদা বিল বানিয়ে এনো ভাই।

প্রেমিকা—না, না, আমি তোমাকেই বিয়ে করবো।

* * *

একদিন এক বয়স্ক ভদ্রলোক ফ্যাসানের বিরুদ্ধে এক আলোচনা সভায় ভাষণ দিতে উঠে বললেন, আর হ্যাঁ এই লিপস্টিক আমি মোটেই পছন্দ করি না। এর রং যেমন আমার পছন্দ নয়, তেমনি এর স্বাদও আমার ভালো লাগে না।

* * *

অনেকক্ষণ ধরে দোকানের সামনে ঘুর ঘুর করেও একটা লোক যখন কিছু কিনল না, তখন দোকানদার ও লোকটাকে বলল, কি ব্যাপার বলুন তো আপনি কি চাইছেন?

লোকটা বলল, কিছুই না, সুযোগের অপেক্ষায় আছি।

* * *

খোকার মা খোকাকে—খোকা যাও তোমার নতুন আন্টিকে একটু আদর করে দাও।

খোকা—না না আমি আন্টিকে আদর করব না। আন্টি ভীষণ রাগী। বাবা আন্টিকে আদর করতে গিয়েছিল, আন্টি বাবাকে এক চড় মেরেছিল।

* * *

একদিন এক সঙ্গীত শিক্ষক তাঁর এক ছাত্রের কাছে জানতে চাইলেন তুমি কোন্ তালটা ভালো বোঝো?

ছাত্র বলল, হরতাল।

* * *

এক ভাড়াটে অন্য এক ভাড়াটেকে—আজ সকালে বাড়িওয়ালা বলেছে সন্ধ্যের মধ্যে ভাড়া না দিতে পারলে ঘর থেকে বার করে দেবে।

অন্য ভাড়াটে—আমাকেও ঐ একই কথা বলেছে।

আগের ভাড়াটে—তালে এক কাজ করুন না সন্ধ্যে হবার আগেই আমরা নিজেদের মধ্যে ঘর পালটে নি। বাড়িওয়ালা আমাদের ঘর থেকে বার করে দিতে এলে বলব, আমরা নিজেরাই আগে থাকতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছি।

*　　　*　　　*

সেদিন দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে একটা বাস কলকাতায় আসছিল। কনডাকটার এক যাত্রীর কাছে টিকিট চাইতে এগিয়ে গেলে সে পয়সা দিয়ে বলল. আনোয়ার শা, তার পরের জন বলল, রাসবিহারী, ওদের দুজনের কাছ থেকে টিকিট নিয়ে লেডিস সিটের দিকে এগিয়ে যেতে একটি মেয়ে পয়সা দিয়ে বলল, ভিক্টোরিয়া। এর পর কনডাটর হাত পাতল কলকাতামুখী এক নতুন যাত্রীর সামনে। সে বলল, আমার নাম কমলেশ মুখার্জি।

*　　　*　　　*

ডক্তার—কি জ্বর বাড়লে দাঁতের পাটি কাঁপে?

বৃদ্ধ রুগী—তা কি করে বলি ডাক্তার বাবু?

ডাক্তার—কেন?

বৃদ্ধ রুগী—জ্বর বাড়ার সময় আমি আমার বাঁধানো দাঁত খুলে আলমারিতে তুলে রাখি।

*　　　*　　　*

এক ফিল্ম জার্নালিস্ট এক প্রসিদ্ধ অভিনেত্রীর কাছে জানতে চাইলেন, বিয়ের ব্যাপারে আপনি কি সিদ্ধান্ত নিলেন?

জার্নালিস্টের প্রশ্নের উত্তরে অভিনেত্রী জানালেন, বিয়ের ব্যাপারে আমি আমার মায়ের পথেই চলব ঠিক করেছি। মা বিয়ে করেন নি।

*　　　*　　　*

প্রশ্ন—আপনি কি মনে করেন বিয়ে এক রকমের লটারি?

উত্তর—মোটেই নয়, লটারী একাধিকবার খেলা যায়। একের বেশী বিয়ে করলে জনগণের হাতে মার খাবার ভয় আছে।

*　　　*　　　*

এক পুলিশ অফিসার সেদিন এক চোরকে হাতে নাতে ধরে ফেলে বললেন, কিরে কতোদিন তুই এ লাইনে কারবার করছিস ?

চোরটা বলল, তা বাবু দশ বছর হয়ে গেল।

অফিসার বললেন, দশ বছর ধরে চুরি করছিস, একটা সাকরেদ জোটাতে পারিস নি ?

চোর বলল, আজকাল বাবু সেরকম বিশ্বস্ত লোক কোথায় যে সঙ্গে নেব।

* * *

বাবুয়া— ও ঠাকুমা, ঠাকুমা তুমি কি থিয়েটার করো ?

ঠাকুমা—না তো। কেন রে ?

বাবুয়া—আজ সকালে তুমি যখন আসছিলে তখন মা দেখলাম বাবাকে বলছে ঐ দেখ আবার ঐ বুড়িটা এসেছে। এবার রোজ বাড়িতে নতুন নাটক শুরু হবে।

* * *

সেদিন এক ভাববাদী কবি এক হোটেলের টেবিলে গিয়ে বসলেন, উদ্দেশ্য কিছুটা মিষ্টি খাবেন। ওয়েটার ও'র কাছে আসার আগে উনি টেবিলের ওপরটা ভালোভাবে দেখতে লাগলেন। দেখলেন, টেবিলের ওপর একটা কাঁচের পাত্র রয়েছে। পাত্রটা ভারি অদ্ভুত। ওপর দিকটা ঢাকা দেওয়া। আবার ঐ পাত্রটারই নিচের দিকটা ফাঁকা। এমন একটা পাত্র দেখে ভাববাদী কবির বেশ কৌতূহল হলো। ওয়েটার ছেলেটি আসতে ওকে বললেন, ভাই এটি কিগো।

ছেলেটি স্বাভাবিক স্বরে বলল, ওটা একটা উলটে রাখা গেলাস।

কবির বিস্ময় ভাঙল। বললেন, ওঃ, তাই বলো !

* * *

সেদিন এক পানের দোকানে এক ফুলবাবু এসে বললেন, ও ভাই আমাকে একটা ভালো খিলি পান দিয়ো তো। কথাটা বলে উনি পাঞ্জাবির পকেট থেকে দশটা পয়সা বার করে পানওয়ালাকে দিলেন। পানওয়ালা পান সাজতে লাগল, আর উনি পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুট কাটতে লাগলেন। হ্যাঁ ভাই, পানে দু কুচি রঙিন মিষ্টি সুপুরি দিতে ভুলো না। একটা লবঙ্গ দিয়ে

দিয়ো। তোমার কাছে এলাচ আছে তো, দেখো এলাচ দিতে ভুলো না। হ্যাঁ ভাই, একটু পিপারমেণ্ট দিয়ে দিতেও ভুলো না যেন। ঐযে ওপরের তাকে কি একটা রাংতা মোড়া বেশ সুন্দর মশলা দেখছি ওটাও দিয়ে দিয়ো বোঝই তো পানের নেশা আমাদের, সব রকম মশলাপাতি মেশানো পান গালে না পড়লে ঠিক চিবিয়ে আরাম হয় না।

পানওয়ালা এতক্ষণ ফুলবাবুর কথা শুনে যাচ্ছিল, এবার ফুলবাবু থামাতে ও শুধু একটা কথাই বলল, ঐ দশটা পয়সাও কি আপনার পানের সঙ্গে দিয়ে দেব ?

* * *

এক গপবাজ তার এক তার এক গপবাজ বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছিল। কথায় কথায় সে বলল, আমি যখন উত্তরবঙ্গের বনে ছিলাম তখন একবার একটা বাঘ আমাদের তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়ছিল। বাঘটাকে দেখে আমি মোটেই ভয় পাইনি। ওর গায়ে ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে দিতেই ও পালিয়ে গিয়েছিল।

ঐ গপবাজের বন্ধু বলল, জানি জানি, আমি ঐ বাঘটাকে চিনি। আমি তখন উত্তরবঙ্গে ডাক্তারি করতাম ঐ বাঘটা আমার কাছে ঠাণ্ডা লাগার ওষুধ খেতে এসেছিল।

এক শীতের রাতে একটা চোর চুরি করে পালাচ্ছিল। পাহারাদার ওকে দেখতে পেয়ে খপ করে ধরে ফেলে। চোরটা দেখলো পাহারাদার ওকে ধরে ফেলছে ঠিকই, তবে লোকটা শীতে খুব কাঁপছে। ও তখন সদ্য চুরি করে আনা বাবুদের একটা কোট পাহারাদারটার কাঁধের ওপর ফেলে দিল। গরম কোট পেয়ে পাহারাদার একটু আরাম পেল। কোটটা পরে নেবার জন্য চোরের হাত ছেড়ে দিতেই চোরটা পালিয়ে গেল।

* * *

দীনেশ—এই পরেশ এমন হন্ত দন্ত হয়ে কোথায় চললে ?

পরেশ—আমার বাড়িতে চোর ঢুকেছে, পুলিশ ডাকতে যাচ্ছি॥

দীনেশ—বউকে একা ফেলে এলে বাড়িতে ?

পরেশ—না বউ চোরকে জাপটে ধরে বসে আছে।

একদিন এক ক্লার্ক তার এক বন্ধুকে বলল, জানিস কাল থেকে আমার অফিস দুসপ্তাহ ছুটি। বন্ধুটি জানতে চাইল, কিভাবে? কাল থেকে আমি এক সপ্তাহ ছুটিতে যাচ্ছি। তার পরের সপ্তায় আমার বস্ ছুটিতে যাচ্ছেন।

*   *   *

বিয়ের অনুষ্ঠান চলাকালে নিয়মমতো বর বউয়ের সিঁথিতে সিঁদুর লাগিয়ে দিচ্ছল। এমন সময় পাশ থেকে কে একজন ফুট কাটল, এই কি হচ্ছে? বউয়ের মাথায় সিঁদুর দেওয়া হচ্ছে কেন? এখন থেকে নিয়ম পালটে গেছে, বউ নয়, বরকে মাথায় সিঁদুর দিতে হবে।

আসলে এটা বিয়ের আসরে একটা ঠাট্টা ছিল। এই মন্তব্যের পরই অন্য একজন মন্তব্য করল, তাহলে তো দেশের সব মেয়েই কুমারী থেকে যাবে।

সেদিন বিমল আর রঞ্জন এক হোটলে খেতে গেলে। ওদের দুজনের মধ্যে যেমন মিল খুব, তেমনি একে অন্যকে ল্যাং দেবার চেষ্টাও খুব। সেদিন খেতে খেতে বিমল রঞ্জনকে বলল, তুই আমার পাত থেকে খাবার তুলে তুলে খা। মানে তুই আমার মা বনে যা, রঞ্জন তাই করতে লাগল। রঞ্জন নিজেরটা খেল আবার ওর পাত থেকে খেল ফলে বিল খুব চড়ে গেল। বিল মেটাবার সময় বিমল বলল, এবার তুই আমার বাবা বনে যা। পুরো দামটা তুই মিটিয়ে দে।

একদিন বাসের মধ্যে এক দামী পোষাক পরা ভদ্রলোক তার পকেট মারার সময় এক পকেটমারকে হাতে নাতে ধরে ফেলে বললেন, তোমার লজ্জা করে না আমার পকেট মারছো।

পকেটমার ছেলেটা তখন বলল, লজ্জা তো আপনার করা উচিত, এমন দামী পোষাক পরেছেন, অথচ পকেটে একটা পয়সা নেই।

একদিন এক কৃষক তার এক বন্ধুর কাছে দুঃখ করে বলল, আরে ভাই আমার গরুটাকে নিয়ে বেশ মুস্কিলে পড়েছি। কিছুতেই শুকনো ঘাস খেতে চায় না। টাটকা সবুজ ঘাস না পেলে মুখেই তুলবে না।

তখন ঐ কৃষকের বন্ধু কৃষক বলল, ও এই কথা! আমার গরুটাও অমন ছিল এখন ঠিক হয়ে গেছে।

বন্ধু জানতে চাইল, কিভাবে?

ও বলল, আমি আমার গরুটাকে একটা সবুজ চশমা পরিয়ে দিয়েছি। ব্যাস এখন আর কোনো সমস্যা নেই। যাই দিই টাটকা সবুজ ঘাস মনে করে ও খেয়ে নেয়।

*　　　*　　　*

একদিন বাবলু ছেঁড়াফাটা জামা পরে বাড়ি ফিরলে ওর মা বলল, কিরে তোর এমন হাল কে করল?

বাবলু বলল, কে আবার, যার সঙ্গে মারপিট করছিলাম সে।

মা বলল, ছেলেটাকে তুই চিনতে পারবি?

বাবলু বলল, কেন পারব না, এই তো ওর একটা কান আমার পকেটে রয়েছে।

*　　　*　　　*

একটি বাচ্চা ছেলে একদিন পোষ্ট অফিসে গিয়ে পোস্টমাস্টারকে বলল, মাস্টারমশাই দশ পয়সার সাতটা টিকিট, পনেরো পয়সার তিনটে টিকিট এবং পঁচিশ পয়সার দুটো টিকিট নিলে মোট কত পয়সার টিকিট হলো?

পোস্টমাস্টার বললেন, এক টাকা পঁয়ষট্টি পয়সা এই নাও টিকিট।

বাচ্চাটি বলল, না, আমার টিকিটের দরকার নেই।

বাচ্চাটি বলল, গরমের ছুটির হোম টাস্কে এই অঙ্কটা আছে। তাই জানতে চাইলাম।

*　　　*　　　*

খদ্দের, এই হাত পাখা ক'দিন টিঁকবে?

দোকানদার, চিরকাল। তবে একটা শর্ত আছে, পাখাটা হাতে ধরে ঘাড়টা নাড়াতে হবে।

* * *

জজ —আচ্ছা এ লোকটা তোমায় কি গাল দিয়েছে ?"

বাদী—স্যার যেসব কথা বলছে সেসব কথা ভদ্রলোকের সামনে বলা যায় না।

উকিল—ঠিক আছে আমরা সবাই আদালত গৃহ ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছি, আপনি ঐ গালাগালগুলো জজ সাহেবকে শুনিয়ে দিন।

প্রশ্ন—দুটি বিয়ে করবার অসুবিধা কি !

উত্তর—একই সঙ্গে দুই মালিকের নির্দেশ মানা দুরূহ হয়ে পড়ে।

* * *

রাম—চল শ্যাম আমরা দুজনে আজ নদীতে সাঁতার কেটে আসি।

শ্যাম—নারে আমি যাবো না তুই যা !

রাম—কেন যাবি না ?

শ্যাম—সাঁতার কাটতে কাটতে ডুবে গেলে বাবা বকবে।

* * *

এক মহিলা একদিন তাঁর এক প্রতিবেশী মহিলার সঙ্গে গল্প করতে করতে কথার ছেলে বলল, দেখছেন দিদি আজকাল ছেলেগুলো বিকেলে খেলতে গিয়ে কেমন ধুলো মাখে !

প্রতিবেশী মহিলা বললেন, তা আর বলতে ! কাল তো বাচ্চাগুলো এতো ধুলো মেখেছিল যে আমি নিজে আমার ছেলেটাকেই চিনতে পারছিলাম না। শেষে নিজের ছেলেকে চেনার জন্য আমাকে সাত সাতটা ছেলেকে স্নান করাতে হলো।

* * *

জানিস সুনীল আজ সকালে অফিস যাবার পথে বাসের ভিড়ের মধ্যে আমার পকেট মার হয়ে গেল।

তাই নাকি ? তা তোর কি এখন কিছু টাকার দরকার ?

না না তার দরকার নেই, আমার বৌয়ের দয়ায় মানি ব্যাগটাই কেবল চুরি গেছে টাকা-পয়সা কিছু যায় নি।

তার মানে ?

তার মানে আমার বৌ আগের দিন রাতে আমাকে না জানিয়ে টাকাকটা সরিয়ে রেখেছিল।

* * *

অতিথিকে গৃহকর্তা বললেন, আপনি তো আজ এক মাস হয়ে গেল আমাদের এখানে রয়েছেন। তা আপনার বাড়ির লোকেদের জন্য মন কেমন কেমন করে না ?

অতিথি বললেন, করবে না কেন। খুব করে। আমি আজকেই চিঠি লিখে ওদের এখানে আনিয়ে নিচ্ছি।

রমেন—বাবা এবার আমরা খুব তাড়াতাড়ি বড়লোক হয়ে যাবো।

বাবা—কি করে ?

রমেন—কাল থেকে স্কুলে আমাদের অংকের মাষ্টার মশাই শিখিয়ে দেবেন কিভাবে পয়সা থেকে টাকা হয়।

প্রশ্ন—লোকটা কালা, না কালা নয় তা চট-করে জানার উপায় কি ?

উত্তর—গালাগাল দিয় দেখ, কালা না হলে সঙ্গে সঙ্গে জবাব পাবে।

* * *

একটি লোক তার এক বন্ধুর সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল। এমন বৃষ্টি আসতে দেখে বলল, এই রে! আবার বৃষ্টি এসে গেল। বন্ধুটি বলল, তাতে কি হয়েছে ? বৃষ্টি পড়লে বাজারের কোন দোকানে ঢুকে পড়বে। লোকটি তখন বলল, ঐখানেই তো ভয়।

প্রেমিকা—এ কি ! তুমি আমাকে একমাসে সোনার আংটি কিনে দেবে বলেছিলে না ?

প্রেমিক—কি করবো বলো। আমি যে আজকাল দিনে রাতে সব সময় তোমাকেই স্বপ্ন দেখি। আর সব কিছু ভুলে যাই।

চাকর—বাবু আমার বউ বলল আপনাকে আমার মাইনে বাড়াবার কথা বলতে।

মালিক—ঠিক আছে, আমি আমার বৌয়ের কাছ থেকে জেনে আসছি তোমার মাইনে বাড়নো দরকার কিনা।

*   *   *

চন্দ্রাণী—দীপক তো আমাকে পাবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে।

রেখা—তাতে তোর অতো নাক উঁচু করবার কিছু নেই। তোর সঙ্গে মেশার অনেক আগে থেকে ও অমন পাগল।

*   *   *

শিক্ষক—সবুজ বিপ্লব কাকে বলে ?

ছাত্র—যে বিপ্লবের পর দেশের জাতীয় পোষাক সবুজ হয়ে যায়।

এক ভদ্রলোক তাঁর এক বন্ধুর ছেলের কাছে জানতে চাইলেন রমেন, কাল, থেকে তোমাদের পরীক্ষা না ?

রমেন বলল, হ্যাঁ কাকু।

ঐ ভদ্রলোক, কেমন তৈরী হলে পরীক্ষার জন্য ?

রমেন বলল, ভালই কাকু, ফাউন্টেন পেনে কালি ভরে রেখেছি। নতুন জামা প্যান্ট কেনা হয়ে গেছে, বাবা আজ এক জোড়া বাটার জুতো আনবে বলেছে।

স্কুলের দিদিমণি, আচ্ছা কাবেরী তুমি বল লাল ফিতের বাঁধন বলতে সচরাচর আমরা কি বুঝি ?

কাবেরী, যখন স্কুলের নব্বুই শতাংশ মেয়ে মাথায় লাল ফিতে দিয়ে চুল বেঁধে আসে তখনই আমরা বলি লাল ফিতের বাঁধন।

* * *

এক সৈনিক তার কমাণ্ডারকে বলল, স্যার আমি যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে পারবো না, কারণ আমি দূরের জিনিস ভালো দেখতে পাই না। কমাণ্ডার বললেন, তাতে কোনো অসুবিধে নেই। তোমাদের জন্য অন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে তোমাদের যাতে প্রতিপক্ষ শত্রুকে দেখতে অসুবিধে না হয় সে জন্য একেবারে প্রথম সারিতে তোমাদের রাখা হবে।

* *

আদালতে বিচারক এক আসামীকে বললেন, তুমি আমাকে সব কি আজে বাজে কথা বলে মিথ্যে বোঝাবার চেষ্টা করছ।

বিচারকের এ অভিযোগ শুনে আসামী বলল, না স্যার আপনি কি উকিল যে আপনাকে আমি মিথ্যে বলে বোঝাব।

* * *

একদিন এক কলকাতার বাবু ডায়মণ্ডহারবারের নদীতে নৌকায় চড়ে বেড়াবার সময় মাঝিকে বললেন, ওহে মাঝি তুমি ইংরেজী জানো ? মাঝি বলল, না বাবু। বাবু বললেন তাহলে তো তোমার জীবনের চার আনাই বরবাদ। আচ্ছ তুমি অংক জানো ? মাঝি মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, না বাবু তাও জানি না। বাবু তখন বললেন, তাহলে তোমার জীবনের আরো চার আনা বরবাদ। এমন সময় ঝড় উঠলো, নৌকা দুলতে লাগল, মাঝি বাবুকে বলল, বাবু আপনি সাঁতার কাটতে জানেন তো ? যা ঝড় উঠেছে নৌকা না আবার উলটে যায়। বাবু ভয় পাওয়া মানুষের মতো চোখ বড় বড় করে বললেন না, না। মাঝি বলল, তাহলে তো বাবু আপনার জীবনের ষোল আনাই বরবাদ।

দুই ভদ্রলোক অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে দেখলেন, রাস্তার ওপর একটা কুকুর লরি চাপা পড়ে মরে রয়েছে। কুকুরটাকে মরে পড়ে থাকতে দেখে ওদের একজনের কষ্ট হলো, বললেন আহারে বেচারা কুকুটা নাজানি কতো কষ্ট পেয়ে মরে পড়ে আছে। ঐ ভদ্রলোকের বন্ধু তখন বললেন, দেখুন, দেখুন কুকুরটা, সত্যি মরেছে চোখ দুটো— কিন্তু ফাইন বেঁচে গেছে।

এক ভদ্রলোক অফিসে তাঁর সহকর্মীর কাছে বললেন, জানেন বিমলবাবু আজ প্রথম আমার অ্যালার্ম ঘড়িতে ঘুম ভাঙল।

বিমলবাবু ঐ ভদ্রলোকের কাছে জানতে চাইলেন, কিভাবে?

ভদ্রলোক বললেন, আজ সকালে আমার ঘুম থেকে উঠতে দেরি হচ্ছে দেখে আমার বউ, অ্যালার্ম ঘড়িটা ছুঁড়ে মেরেছিল।

একদিন এক গুলবাজ তার এক বন্ধুকে বলল, জানিস আমার দাদুর এতো বড় একটা মাদুর ছিল না, যেটা বিছিয়ে দিলে সারা গ্রামের মানুষ একসঙ্গে শুতে পারতো।

ঐ গুলবাজের বন্ধু বলল, আমার দাদু এত লম্বা ছিল না, সারা গ্রামের মাদুর একসঙ্গে পাতলে তবে দাদু শুতে পারত।

এক পাগলা গারদের এক পাগলকে ভালো হয়ে গেছে ভেবে ছেড়ে দেবার জন্য ডাক্তারবাবু তার কাছে গিয়ে বললেন, কি হে কি খবর কি করছো এখন?

পাগলটা বলল, দাদা চিঠি লিখছি।

ডাক্তারবাবু জানতে চাইলেন, কাকে চিঠি লিখছো?

পাগল বলল, কাকে আর লিখবো, নিজেকেই লিখছি।

ডাক্তারবাবু বললেন, তা কি লিখলে এ পর্যন্ত ?

পাগল বলল, আমি ভালো আছি, তোমার চিঠি পেয়েছি।

* * *

একদিন রাতে এক মাতাল টলতে টলতে এক মিষ্টির দোকানে হাজির হলো বলল, এই কি মিষ্টি আছে তোদের দে তো।

দোকানদার বলল, কি মিষ্টি আপনাকে দেব বলুন।

মাতালটা সামান্য সময় কি ভাবল, তারপর বলল, রাবড়ি আছে ?

দোকানদার বলল, হ্যাঁ আছে।

মাতাল, ওতে কতো দুধ আছে ?

দোকানদার, পাঁচ কিলো।

মাতাল, তোর কাছে মোট কত টাকার মিষ্টি আছে ?

দোকানদার, পাঁচশ তিরিশ টাকার।

মাতালটা পকেট থেকে এক গোছা নোট বার করে দোকানদারকে দেখিয়ে বলল, সব মিষ্টি কটা একটা কড়ায় ঢেলে ঘেঁটে নে।

দোকানদার তাই করে বলল, করেছি।

মাতালটা বলল, এবার ঐ ঘাঁটা মিষ্টি থেকে দু আনার মিষ্টি আমায় দে, বাকিটা কাল সকালে অন্য খরিদ্দারকে বেচিস।

* * *

একটি কিন্ডার গার্টেন স্কুলের শিক্ষিকা ছেলেমেয়েদের ডেকে বোললেন, "আগামী কাল তোমরা পরস্পরকে দেখাবার জন্যে তোমাদের প্রত্যেকের যার যা প্রিয় জিনিস আছে, স্কুলে নিয়ে আসবে।"

ছেলেমেয়েরা কেউ নিয়ে এলো তার খেলনা, কেউ পুতুল, কেউ বা লজেন্স এর বাক্স ইত্যাদি। একটি ছোট মেয়ে তার আশি বছর বয়স্ক দাদুকে ধরে নিয়ে এসেছিলো স্কুলে। জিজ্ঞেস করাতে বোললো উনিই আমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিষ।

(কনোজয়ান প্রেস)

বৃদ্ধা মহিলাটি একটা বিরাট বোতল নিয়ে প্লেন থেকে নামলেন। আয়ার ল্যাণ্ডের কাষ্টমস বিভাগ বরাবরই কড়া, ভদ্র মহিলাকে ধরলো তারা, 'কি আছে ঐ বোতলে ?'

'লন্দের জল, (তীর্থ ক্ষেত্রের পবিত্র বারি) বাড়ীর জন্যে নিয়ে এসেছি।'

"কই দেখি" একজন কাষ্টমস অফিসার বোতলটি খুলে খানিকটা গলায় ঢাললেন। "চালাকি পেয়েছেন? এটা হচ্ছে সবচেয়ে সেরা ফরাসী ব্র্যান্ডি।"

"ঈশ্বর মঙ্গলময়। ব্যাপারটা সত্যিই অলৌকিক!"

(ফাইভ হানড্রেড বেষ্ট আইরিশ জোক্স)

কলকাতায় এক ফ্ল্যাট বারান্দায় এক ভদ্রলোককে হাত বার করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রলোক বললেন, কি হলো দাদা, আপনি অমন হাত বার করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন? ভদ্রলোক বললেন ওপরের ঘর থেকে ছেলে ঘড়ি ফেলে দিয়েছে। তাই ধরবো বলে দাঁড়িয়ে আছি।

ভদ্রলোকের এই কথা শুনে প্রতিবেশী ভদ্রলোক হাসলেন। বললেন, সে ঘড়ি তো কখন মাটিতে পড়ে গেছে।

উনি বললেন, না তা হবার সম্ভাবনা নেই। কারণ আমার ঘড়ি দশ মিনিট লেট আছে।

*   *   *

লোকটা ছিল খুব কিপটে। বাপের মতো ছেলেও কিপটে হলে বাপের যখন মর মর অবস্থা তখন একদিন ও বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনায় বসলো, আচ্ছা আমার বাবা যদি মারা যায় তবে কিভাবে বাবাকে শ্মশানে নিয়ে যাবো বলতো। ওর এক বন্ধু বলল, কেন লরি করে ফুল দিয়ে সাজিয়ে নিয়ে যাবি। ছেলেটা তার বন্ধুর এই যুক্তি মানতে পারল না। বলল, সে তো অনেক খরচার ব্যাপার। তখন আর এক বন্ধু বলল, তাহলে এক কাজ কর, পাড়া প্রতিবেশীদের ডেকে কাঁধে করে নিয়ে যাস। কিপটে বাপের কিপটে ছেলে বলল, ও বাবা! তাহলে তো অতো লোককে শ্রাদ্ধ খেতে ডাকতে হবে। বন্ধুরা তখন বলল, তাহলে তোকে আমরা আর কি পরামর্শ দিই বল? ওরা বেশ হতাশই হলো।

কিপটে ছেলেটার বাবা বিছানায় শুয়ে শুয়ে এসব কথা শুনছিল। সে ছেলেকে আশ্বস্ত করে বলল, অতো ভাবিস না রে। মরার আগে আমি নিজেই হেঁটেই শ্মশানে চলে যাবো।

বাবার মুখ থেকে এই কথা শুনে ছেলে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলো।

বাবা—ছেলেকে বলল, হ্যাঁরে আমি যে তোর হোম টাস্কের অংকগুলো করে দিলাম, সে কথা কি তুই তোর স্কুলের মাস্টার মশাইকে বলেছিস ?

ছেলে বলল, হ্যাঁ বলেছি।

বাবা বলল, তা তোর মাস্টার মশাই কি বললেন ?

ছেলে বলল, মাস্টার মশাই বললেন তোমার বাবার অংকের ভুলের জন্য আমি তোমাকে কিভাবে শাস্তি দিই।

ছেলে বাবাকে বলল, বাবা তুমি যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলেছ, ও ব্যাংক-এর আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। বাবা বলল, কেন রে ? ছেলে বলল, আমি তোমার চেক বই থেকে একশো টাকার একটা চেক লিখে ভাঙাতে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু টাকা হবে না বলে ওরা আমাকে ফিরিয়ে দিল।

* * *

একদিন স্কুলের দিদিমণি ক্লাসে পরলোকের ওপর আলোচনা করছিলেন। যুক্তি তর্ক দিয়ে বোঝাচ্ছিলেন স্বর্গে কি ভালো, নরকে কি খারাপ। ভাষণ শেষে উনি এক ছাত্রীকে বললেন, আচ্ছা কাবেরী তুমি স্বর্গে যেতে ইচ্ছুক না নরকে যেতে ? কাবেরী ক মিনিট ভেবে নিয়ে বলল, আমি দু জায়গাই দেখতে চাই।

* * *

এক মহিলা একদিন তাঁর চিকিৎসককে চিঠি লিখে জানালেন, ডাক্তারবাবু আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ। আপনার ওষুধ খেয়ে ভালো ফল পেয়েছি। আগে নিজের ছেলের গায়ে হাত তুলতে মায়া হতো, এখন স্বামীকে মারতেও সংকোচ হয় না।

* * *

ডাক্তার—আমি ঠিক সময়ে রুগীর অপারেশন করে নিয়েছিলাম, নইলে—

নার্স—নইলে কি হতো, রুগী মারা যেতো ?

ডাক্তার—না, বিনা অপারেশনেই রোগ ঠিক হয়ে যেতে।

স্ত্রী—আচ্ছা আমরা বোম্বেতে যখন বেড়াতে গিয়েছিলাম, তখন কোন্ হোটেলে উঠেছিলাম তোমার মনে আছে ?

স্বামী—দাঁড়াও দেখছি, বোম্বের হোটেল থেকে যেসব ছুরি, কাঁচি, তোয়ালে চুরি করে এনেছি সেগুলোয় নাম লেখা আছে কিনা।

একটি বেশ বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে নতুন নিযুক্ত এক চাকরকে ঐ প্রতিষ্ঠানের মালিক বললেন, কিগো ম্যানেজারবাবু তোমায় বলে বুঝিয়ে দিয়েছে তো কি কাজ করতে হবে।

চাকর ছেলেটি বলল, হ্যাঁ স্যার। ম্যানেজারবাবু বলেছেন, আপনার পায়ের আওয়াজ শুনলেই যেন আমি ওঁকে জাগিয়ে দি।

শ্রীরামকৃষ্ণের রঙ্গ-রসিকতা
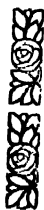
শ্রীম-কথিত কথামৃত থেকে সংগৃহীত

"ভিতরে হাসি আছে। ফল্গু নদীর উপরে বালি,—খুঁড়লে জল পাওয়া যায়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

* **প্রদীপটাতে** বেশী সলতে জ্বললে বদ্ধ জীব বলে, 'তেল পুড়ে যাবে, সলতে কমিয়ে দাও।' এদিকে মৃত্যুশিয্যায় শুয়ে রয়েছে! *

* **মনেতেই** বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। মন যে রঙে ছোপাবে সেই রঙে ছুপবে। ....দেখ না, যদি একটু ইংরাজী পড়, তো অমনি মুখে ইংরেজী কথা এসে পড়ে। ফুট-ফাট, ইট-মিট। আবার পায়ে বুটজুতা, শিস দিয়ে গান করা; এইসব এসে জুটবে। আবার যদি পণ্ডিত সংস্কৃত পড়ে অমনি শ্লোক ঝাড়বে। মনকে যদি কুসঙ্গে রাখো, তো সেই রকম কথাবার্তা, চিন্তা হয়ে যাবে। যদি ভক্তের সঙ্গে রাখো, তাহলে ঈশ্বরচিন্তা, হরিকথা এইসব হবে। *

* **শ্রীরামকৃষ্ণ** (কেশবের প্রতি)—ওগো! এই বিজয় এসেছেন। তোমাদের ঝগড়া-বিবাদ....যেমন শিব ও রামের যুদ্ধ। রামের গুরু শিব। যুদ্ধও হোলো, দুজনে ভাবও হোলো। কিন্তু শিবের ভূতপ্রেতগুলো আর রামের বানরগুলো ওদের ঝগড়া কিচিমিচি আর মেটে না! *

* **যদি** বলো ভগবান নিজে লীলা করছেন, সেখানে জটিলে-কুটিলের কি দরকার? জটিলে-কুটিলে না থাকলে লীলা পোষ্টাই হয় না। জটিলে-কুটিলে না থাকলে রগড় হয় না। *

* **রুদ্রাক্ষের** মালা আছে। সেই মালার মধ্যে মধ্যে আবার একটি সোনার দানা। যখন পুজো করে, গরদের কাপড় পরে পুজো করে। *

* **স্বার্থপর** লোকের কথা তো জান। এখানে মোত্ বললে মুতবে না, পাছে তোমার উপকার হয়। এক পয়সার সন্দেশ দোকান থেকে আনতে দিলে চুষে চুষে এনে দেয়।*

* **কেশব** সেনের একজন আত্মীয়, পঞ্চাশ বছর বয়স, দেখি তাস্ খেলছে! যেন ঈশ্বরের নাম করবার সময় হয় নাই! *

* **বদ্ধজীবের** আর একটি লক্ষণ আছে। তাকে যদি সংসার থেকে সরিয়ে ভালো জায়গায় রাখা যায়, তাহলে হেঁদিয়ে হেঁদিয়ে মারা যাবে। বিষ্ঠার পোকা বিষ্ঠাতেই বেশ আনন্দ। ঐতেই বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়। যদি সেই পোকাকে ভাতের হাঁড়িতে রাখ, তাহলে মরে যাবে। *

* **জয়পুরে** গোবিন্‌জীর পূজারীরা প্রথম প্রথম বিবাহ করে নাই। তখন খুব তেজস্বী ছিল। রাজা একবার ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তা তারা যায় নাই! বলেছিল 'রাজাকে আসতে বল।' তারপর রাজা ও পাঁচজনে তাদের বিয়ে দিয়ে দিলেন। তখন রাজার সঙ্গে দেখা করবার জন্য, আর কাহারও ডাকতে হলো না। নিজে নিজেই গিয়ে উপস্থিত। 'মহারাজ আশীর্বাদ করতে এসেছি, এই নির্মাল্য এনেছি, ধারণ করুন।' কাজে কাজেই আসতে হয়; আজ ঘর তুলতে হবে, আজ ছেলের অন্নপ্রাশন, আজ…হাতে খড়ি, এই সব। *

* **একটা** ব্যাঙের একটা টাকা ছিল। গর্তে তার টাকাটা ছিল। একটা হাতী সেই গর্ত ডিঙিয়ে গেছিল। তখন ব্যাঙটা বেরিয়ে এসে খুব রাগ করে হাতীকে লাথি দেখাতে লাগল। আর বললে, তোর এত বড় সাধ্য যে আমায় ডিঙ্গিয়ে যাস! টাকার এত অহঙ্কার। *

* **একজন** কানা গঙ্গাস্নান করলে। পাপ সব ঘুচে গেল। কিন্তু কানা চোখ আর ঘুচল না। *

* **একজন** বলেছিল, 'আমার মামার বাড়িতে এক গোয়াল ঘোড়া আছে।' *

*মাষ্টার, তুমি আগে অত যেতে, এখন তত যাওনি কেন। বুঝি পরিবার-এর সঙ্গে বেশী ভাব হয়েছে? তা দোষই বা কি, চারিদিকে কামিনী-কাঞ্চন। *

* ছেলে বিছানায় শোবার সময় মাকে বললে 'মা আমার যখন হাগা পাবে তখন তুমি আমায় উঠিও।'

মা বললে, 'বাবা, হাগাই তোমাকে উঠাবে, এজন্য তুমি কিছু ভেবো না।' *

* একটা মাতাল দুর্গা প্রতিমা দেখছিল। প্রতিমার সাজগোজ দেখে বলছে 'মা, যতই সাজোগোজো, দিন দুই তিন পরে তোমায় টেনে গঙ্গায় ফেলে দেবে। *

* লোকে বলে যে, গঙ্গাস্নানের সময় তোমার পাপগুলো তোমায় ছেড়ে গঙ্গার তীরের উপর বসে থাকে। যেই তুমি গঙ্গাস্নান করে তীরে উঠছো অমনি পাপগুলো তোমার ঘাড়ে আবার চেপে বসে। *

* নিমন্ত্রণ বাড়ির শব্দ কতক্ষণ শুনা যায়? যতক্ষণ লোক খেতে না বসে। যেই লুচি তরকারি পড়ে, অমনি বার আনা শব্দ কমে যায়। অন্য খাবার পড়লে আরও কমতে থাকে। দই পাতে পড়লে কেবল সুপ সাপ। *

* পাকপাড়ার বাবুদের বাড়ীতে সাত মাসের মেয়ের অসুখ করেছিল—ঘুঙরী কাশি—আমি দেখতে গেছিলাম। কিছুতেই অসুখের কারণ ঠিক করতে পারি নাই। শেষে জানতে পারলুম, গাধা ভিজেছিল, যে গাধার দুধ মেয়েটি খেতো। *

* একজনার বাড়ি দুর্গোৎসব হতো, উদয়াস্ত পাঁঠাবলি হতো। কয়েক বৎসর পরে আর বলির সে ধুমধাম নই। একজন জিজ্ঞাসা করলে, মশাই আজ কাল যে আপনার বাড়িতে বলির ধুমধাম নাই। সে বললে, আরে! এখন যে দাঁত পড়ে গেছে! *

* তোমরা 'প্যাম প্যাম কর; কিন্তু প্রেম কি সামান্য জিনিস গা? চৈতন্য-দেবের 'প্রেম' হয়েছিল। *

* একজন বাজি দেখাতে তালুর ভিতর জিহ্বা প্রবেশ করে দিয়ে-

ছিল। অমনি তার শরীর স্থির হয়ে গেল। লোক মনে করলে, মরে গেছে। অনেক বৎসর সে গোর দেওয়া রহিল। বহুকালের পরে সেই গোর কোনো সূত্রে ভেঙে গিয়েছিল। সেই লোকটার তখন হঠাৎ চৈতন্য হলো। চৈতন্য হবার পরই, সে চেঁচাতে লাগল—লাগ ভেল্কি, লাগ ভেল্কি! *

* একজন তামাক খাবে, তো প্রতিবেশীর বাড়ীটিতে ধরাতে গেছে। রাত অনেক হয়েছে। তারা ঘুমিয়ে পড়েছিল। অনেকক্ষণ ধরে ঠেলাঠেলির পর একজন দোর খুলতে নেমে এলো। লোকটির সঙ্গে দেখা হলে সে জিজ্ঞাসা করলে, কি গো, কি মনে করে? সে বললে আর কি মনে করে, তামাকের নেশা আছে, জান তো টিকে ধরাব মনে করে। তখন সেই লোকটি বললে, বাঃ তুমি তো বেশ লোক! এত কষ্ট করে আবার দোর ঠেলাঠেলি। তোমার হাতে যে লণ্ঠন রয়েছে। —যা চায়, তাই কাছে। অথচ লোকে নানাস্থানে ঘুরে। *

* সন্ধ্যা হলে সর্ব কর্ম ছেড়ে হরি স্মরণ করবে। এই বলিয়া ঠাকুর হাতের লোম দেখিতেছেন—গণা যায় কি না। লোম যদি গণা না যায়, তাহা হইলে—সন্ধ্যা হইয়াছে। *

* শ্রীরামকৃষ্ণ—যেমন গিন্নি—সাত আটটি ছেলে বিয়েন···সংসারে রাতদিন কাজ—আবার ওর মধ্যে এক একবার এসে স্বামীর সেবা করে যায়। *

* খুব বীরপুরুষ হবি। ঘোমটা দিয়ে কান্নাতে ভুলিসনে। শিকনি ফেলতে কান্না। *

* শ্রীরামকৃষ্ণ—সেদিন জয়গোপাল এসেছিল। গাড়ি করে আসে। গাড়িতে ভাঙা লণ্ঠন;—ভাগাড়ের ফেরত ঘোড়া—মেডিকেল কলেজের হাসপাতাল ফেরত দ্বারওয়ান···আর এখানের জন্য নিয়ে এল দুই পচা ডালিম।*

* একটা ভূত সঙ্গী খুঁজছিল। শনি মঙ্গলবারে অপঘাতে মৃত্যু হলে ভূত হয়, তাই সে ভূতটা যেই দেখতো কেউ ছাদ থেকে পড়ে গেছে, কি হোঁচট খেয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়েছে, অমনি দৌড়ে যেত,···এই মনে করে যে, এটার অপঘাত মৃত্যু হয়েছে, এবার ভূত হবে, আর আমার সঙ্গী হবে। কিন্তু তার এমনি কপাল যে দেখে, সব শালারা বেঁচে উঠে। সঙ্গী আর জোটে না। *

* অনেকে আহ্নিক করবার সময় যত রাজ্যের কথা কয়, কিন্তু কথা কইতে

নাই,—তাই ঠোঁট বুজে যত প্রকার ইসারা করতে থাকে। এটা নিয়ে এস, ওটা নিয়ে এস, হুঁ উঁহুঁ—এই সব করে। আবার কেউ মালা জপ করছে, তার ভিতর থেকেই মাছ দর করে! জপ করতে করতে হয় তো আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়…ঐ মাছটা! যত হিসাব সেই সময়ে! *

* **বেগুনওয়ালাকে** হীরার দাম জিজ্ঞাসা করেছিল, সে বললে, আমি এর বদলে নয় সের বেগুন দিতে পারি, এর একটাও বেশী দিতে পারি না। *

* **শ্রীরামকৃষ্ণ** (গিরিশের প্রতি)—তুমি গালাগাল, খারাপ কথা, অনেক বলো, তা হউক ওসব বেরিয়ে যাওয়াই ভালো। বদ রক্ত রোগ কারু কারুর আছে। যত বেরিয়ে যায় ততই ভালো। *

* **বলে** দুদিক রাখবো। দু'আনা মদ খেলে মানুষ দুদিক রাখতে চায়, আর খুব মদ খেলে কি আর দুদিক রাখা যায়! *

* **অনেকে** ঢং করে শোক করে। কাঁদতে হবে জেনে আগে নৎ খোলে আর গহনা সব খোলে খুলে বাক্সর ভিতর চাবি দিয়ে রেখে দেয়। তারপর আছড়ে এসে পড়ে, আর কাঁদে, 'ওগো দিদিগো, আমার কি হলো গো!' *

* **ময়ূর** পাখা দেখায়। কিন্তু পা-গুলো বড় নোংরা। *

* **শ্রীরামকৃষ্ণ**—একজন মুসলমান নামাজ করতে করতে 'হো আল্লা, হো আল্লা' বলে চীৎকার করে ডাকছিল। তাকে একজন লোক বললে, তুই আল্লাকে ডাকছিস তা অতো চেঁচাচ্ছিস কেন? তিনি যে পিঁপড়ের পায়ের নুপুর শুনতে পান। *

* **একজন** মাদুর বগলে করে যাত্রা শুনতে এসেছিল। যাত্রার দেরী দেখে মাদুরটি পেতে ঘুমিয়ে পড়লো। যখন উঠলো তখন সব শেষ হয়ে গেছে! *

* **সাধ** করে শিখেছিলাম কাব্যরস যত।
কালার পিরীতে সব হইল হত ।। *

* **আমার** কলকাতার ডাক্তারদের তত বিশ্বাস হয় না। শম্ভুর বিকার হয়েছে, ডাক্তার (সর্বাধিকারী) বলে ও কিছু নয়, ও ঔষধের নেশা। তারপরই শম্ভুর দেহত্যাগ হলো! *

* **পণ্ডিত** সগর্বে কথা কহিতেছেন ও লোকটি চুপ করে বসে আছে। এমন

সময়ে ভয়ংকর ঝড়—নৌকা ডুবতে লাগলো। সেই লোকটি বললে, 'পণ্ডিতজী, আপনি সাঁতার জানেন?' পণ্ডিত বললেন, 'না।' সে বললে, 'আমি আমি সাংখ্য পাতঞ্জল জানিনা, কিন্তু সাঁতার জানি।' *

* **আর** এক রকম বৈরাগ্য তাকে বলে মর্কট বৈরাগ্য। সংসারের জ্বালায় জ্বলে গেরুয়া বসন পরে কাশী গেল। অনেক দিন সংবাদ নাই। তারপর একখানা চিঠি এলো—'তোমরা ভাবিবে না, আমার এখানে একটি কর্ম হইয়াছে।' *

* **হেগো** গুরু তার পেদো শিষ্য! সন্ন্যাসীও যদি মনে ত্যাগ করে, বাহিরে কামিনী কাঞ্চন লয়ে থাকে—তার দ্বারা লোক শিক্ষা হয় না। লোকে বলবে, লুকিয়ে লুকিয়ে গুড় খায়। *

* **শরতের** হিম ভালো, শুনেছিলাম—কলকাতা থেকে গাড়ী করে আসবার সময় মাথা বার করে হিম লাগাতে লাগলাম। *

* **আমি** মেয়ে বড় ভয় করি। দেখি যেন বাঘিনী খেতে আসছে! আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, ছিদ্র খুব বড় বড় দেখি! সব রাক্ষসীর মত দেখি। *

* **একজন** বহুরূপী ত্যাগী সাধু সেজেছিল। বাবুরা তাকে এক তোড়া টাকা দিতে গেল। সে উঁহু করে চলে গেল,—টাকা ছুঁলেও না। কিন্তু খানিক পরে গা-হাত পা ধুয়ে নিজের কাপড় পরে এলো। বললে, 'কি দিচ্ছিলে এখন দাও।' যখন সাধু সেজেছিল, তখন টাকা ছুঁতে পারে নাই। এখন চার আনা দিলেও হয়। *

* **সকলেই** দেখি, মেয়েমানুষের বশ। কাপ্তেনের বাড়ী গিছলাম,—তার বাড়ী হয়ে রামের বাড়ী যাব। তাই কাপ্তেনকে বললাম 'গাড়ী ভাড়া দাও।' কাপ্তেন তার মাগ্‌কে বললে। সে মাগও তেমনি—'ক্যা হুয়া' 'ক্যা হুয়া' করতে লাগল। শেষে কাপ্তেন বললে যে, ওরাই (রামেরা) দেবে। গীতা ভাগবত বেদান্ত সব ওর ভিতরে! *

* **সন্ন্যাসীর** হচ্ছে নির্জলা একাদশী। আর দু-রকম একাদশী আছে। ফল মূল খেয়ে,—আর লুচি ছক্কা খেয়ে। *

* **জমাবার** চেষ্টা মিথ্যা। অনেক কষ্টে মৌমাছি চাক তৈয়ার করে —আর একজন এসে ভেঙে নিয়ে যায়। *

* **গোঁপে** চাড়া, পায়ের উপর পা দিয়ে বসে আছে, পান চিবুচ্ছেন কোনো ভাবনা নেই এরূপ অবস্থা হলে ঈশ্বর লাভ হয় না। *

* **কৃপণের** জিনিস খাইনা। তাদের ধন এই কয় রকমে উড়ে যায়··১ম-মামলা মোকদ্দমায়, ২য়—চোর ডাকাতে, ৩য়—ডাক্তার খরচে, ৪র্থ—আবার বদ ছেলেরা সেই সব টাকা উড়িয়ে দেয় এই সব। *

* **শ্রীরামকৃষ্ণ** (বঙ্কিমের প্রতি)—দয়া! পরোপকার! তোমার সাধ্য কি যে তুমি পরোপকার করো? মানুষের এতো নপর চপর কিন্তু যখন ঘুমোয়, তখন যদি কেউ দাঁড়িয়ে মুখে মুতে দেয়, তো টের পায় না মুখ ভেসে যায়। তখন অহঙ্কার, অভিমান, দর্প কোথায় যায়? *

* **খুব** সাবধান থাকতে হয়, এমন কি কাপড় চোপড়েও অহঙ্কার হয়। পিলে রোগী দেখেছি কালা পেড়ে কাপড় পরেছে, অমনি নিধুবাবুর টপ্পা গাইছে! *

* **নষ্ট** মেয়ে সংসারের সব কাজ করে, কিন্তু সর্বদা উপপতির দিকে মন পড়ে থাকে। *

* **বাহিরে** লেকচার ইত্যাদি দিলে কি হবে? শকুনি উপরে উঠে কিন্তু ভাগাড়ের দিকে নজর। হাওয়াই হুস করে প্রথমে আকাশে উঠে যায় কিন্তু পরক্ষণেই মাটিতে পড়ে যায়। *
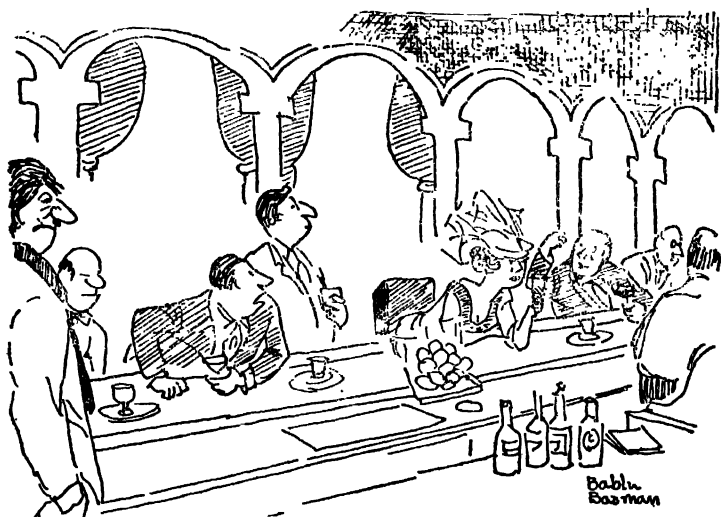
❀ মজলিসী কৌতুক ❀

[বিংশ শতাব্দীর চসার তথা মুকুন্দরাম, উনিশ-শ বিয়াল্লিশ সালে স্থাপিত 'ব্রাদার্স সেভিঙ সেলুন'-এর প্রতিষ্ঠাতা জীবন রসিক কৃষ্ণকিশোর সদেহাবস্থায় আজও বিরাজ করছেন— বার্দ্ধক্যের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে সুপ্রাচীন একটি বটগাছের মতো 'নিজের চারিদিক হইতে নানা প্রকারের ঝুড়ি নামাইয়া দিয়া বিপুল জটিলতার মধ্যে সুদিন-দুর্দিনের ছায়া রৌদ্রপাত গণনা করিতেছে।' ভালো গল্প বলিয়ে বলে খ্যাতি তাঁর যথেষ্ট। কাদম্বরীর মন্থর গতিবিলাস এ যুগের ব্যস্ত মানুষের অভিপ্রেত নয়। আর সেদিক থেকে বিচার করলে তিনি সে যুগের হয়েও এ যুগের—তাঁর স্বল্প দৈর্ঘ্যের মজলিসী কৌতুক যেন রবীন্দ্রনাথের 'স্ফুলিঙ্গ'—উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে যাওয়াতেই তাদের আনন্দ।]

শিল্প মাত্রই, শালা সাধনা। কতো কষ্ট করেই না ক্ষৌরকারের কাজে হাতেখড়ি হয়েছিল—মনে পড়লে মিনমিন করে আজও ঘেমে উঠি। ভগ্নীপতি

পঞ্চানন কর্মকারের বাস ছিল শ্রীরামপুরের দত্তপাড়ায়। ট্রেনিং-এর চোটে বাপের নাম ভুলতে বসেছিলাম। একটা লম্বা দড়ি টাঙিয়ে তিনি বেশ কয়েকটা কাঁচ চাল কুমড়ো ঝুলিয়ে দিতেন। কুমড়োর মুখ না ধরে রোঁয়াগুলো চাঁচতে হবে—এর চেয়ে মনুমেন্ট উপড়ে আনা সহজ। যেই ক্ষুর ছোঁয়াই অমনি বিজগুড়ি বিজগুড়ি আঠা বেরোয়। ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাঈজীর মতো অঙ্গ দুলিয়ে চালকুমড়ো গুলো নাচতে থাকে—ধরতে গেলেই এগোয় আর পেছয় আর অমনি গালে প্রচণ্ড থাপ্পড়। কয়েকটা দাঁতই খসে গেল।

* * *

প্যাঁদানির চোটে একরাশ সর্ষেফুল দেখতে দেখতে ভিরমি খেয়ে ঠিক করলুম, আর নয়—এবার কেটে পড়তে হবে। কাজও শিখে গেছি। একদিন কারুকে কিছু না জানিয়ে পালালাম। যেতে যেতে রাত হয়ে গেল। পথে পড়ল শ্মশান। কুঁড়েঘরে মাথায় জটা, মুখে কাঁচা পাকা দাড়ি—একজন সাধু বসেছিলেন। তিনি বললেন, 'কোথায় যাচ্ছিস? ইদিকে আয়। কারুকে না খাইয়ে আহার করিনে।' আমাকে দুটো মড়ার খুলি দিয়ে বললেন, 'যা, গঙ্গা থেকে জল নিয়ে আয়।' আমি বললাম, 'বড়ো আঁধার! কিছুই দেখতে পাচ্ছিনে যে!' তিনি আমার চোখের ওপর হাত বুলিয়ে দিতেই শত শত রঙ-মশালের আলোয় চারিদিক যেন ঝলসে ওঠে। জল নিয়ে এলুম। তিনি আমায় পরোটা আর মড়ার খুলিতে খানিকটা কাঁকুড়ের তরকারি দিলেন। তারপর চোখ থেকে আগুন বের করে একট বিড়ি ধরিয়ে বললেন, 'গঙ্গা পার হয়ে, ট্রেনে চেপে তোকে বাড়ি ফিরতে হবে না।' তারপর আমার বুকে একটা লাথি মারলেন। অমনি বাড়ি পেঁৗছে গেলুম।

* * *

শ্রাবণের ভর সন্ধ্যে। খদ্দের ছিল না। গণেশের পায়ে পিদিম জ্বেলে একটা চেয়ারে বসে ঢুলছি। মিষ্টি গলায় একট মেয়ে ডাকল। ছ্যাঁৎ করে তন্দ্রা গেল ছুটে। মেয়েটি জাপানী। সারা দেহে তার যৌবন উপচে পড়ছে। গা থেকে তার মিষ্টি ফুলের গন্ধ ঝরছে। মুখটা ঝলমল করছে খুশীর হাসিতে। তাকে মনে হচ্ছিল ভোরবেলাকার গোলাপ ফুলের বুকে জমে ওঠা শিশির যেন। অনেক্ষণ ধরে চোখ রগড়ালাম। শালা স্বপ্ন দেখছিনে তো! টেনে টেনে বাংলা বলছিল। আমার দোকানে ম্যাসেজের কাজ

চায়। বললাম, 'দেখি, কিরকম ম্যাসেজ করতে পার!' আমার বয়স তখন কতোই বা হবে—চব্বিশ-পঁচিশ। তেমন একটু ছোঁয়া লাগলে রক্ত গরম হয়ে গা শিরশির করে। যেই সে ম্যাসেজ শুরু করল অমনি সারা শরীরে হাই-ভোল্টেজ খেলে গেল। মনে হলো চাঁপা ফুলের পাপড়ির ওপরে শুয়ে আছি, নহবৎ বাজছে। নরম-উষ্ণ তাঁর স্পর্শ হিলহিলিয়ে আমার শিরদাঁড়া বেয়ে উঠতে লাগল! সঙ্গে সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেণ্ট দিয়ে দিলুম। দুজনে মিলে প্রচুর টাকা কামাতাম। বাবা তার মৃত্যুশয্যায় এই খবর পেয়ে সে দেশে চলে গেল: শোকে-দুঃখে এগারো দিন ভাত খেতে পারিনি। কি অরুচি মাইরি—অন্তঃসত্বা মহিলাকেও হার মানায়। ভূতে পেয়েছে মনে করে আমার বৌয়ের সে কী কান্না! তারকনাথের কাছে হত্যেও দিয়েছিল।

*   *   *

শালা বিপিনটা এখানে কাজ করত। প্রথম যখন এসেছিল কাকের বাচ্চার মতন লেদাড়ে: তারপর চোখ ফুটল। তখন সে কি মস্তানি! শিস্ দিয়ে গান গায়, সিগরেট টানে, মেয়ে দেখলে উসখুস করে।

একদিন দেরী করে এলো। ঝাঁক ঝাঁকে খদ্দের নিয়ে আমি তখন হিমসিম খাচ্ছি। তিরিক্ষি মেজাজে বললাম, 'নবাব পুত্তুরের এত্তো দেরী যে।'

সে বললে, 'ডুবে গেসলাম।'

'ডুবে গেসল?'

—'হ্যাঁ বাড়ির পুকুরে ডুবে গেসলাম।'

—'তুমি তো সাঁতারে মেডেল পেয়েছিলে না। ডুবলে কি করে?'

—'রেশনের চালের ভাত খেয়ে। কাঁকর গিলে গিলে শরীর ভারি হয়ে গেসল, তাই।'

*   *   *

সেবার শান্তিনিকেতনে গেসলাম সতীশ ডাক্তারের সঙ্গে। অত দূরে কোনোদিনও যাইনি। ছাতিমতলায় বসে আছি আর দেখি পাখিগুলো সব ঝাট খেয়ে মাটিতে পড়ছিল—শালা এতো হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা। লাইটার জেলে পাখীগুলোকে একটু সেঁকে দিতেই স্যাট করে তারা উড়ে গেল।

*   *   *

বনমালা বাঁড়ুজ্জে গভীর রাতে বনে-বাদাড়ে ক্ল্যারিয়নেট বাজিয়ে বেড়াত—

ভো বন্‌বন্‌ সো শন্‌শন্‌ ভ্যাঁপর ভ্যাঁপর ভ্যাঁ—কি সব সুন্দর সুর—কানে যেন মধু ঢেলে দিত। রঙ-বেরঙের কতো রকমের সাপই যে তার বাজনা শুনতে আসত, তা আর কি বলব। একদিন সবে সূর্য অস্ত গেছে—রাত ঘনাচ্ছে। পষ্ট দেখলুম একজন পরী পাখা কাঁপাতে কাঁপাতে আকাশ থেকে নেমে এসে তার দু' গালে দু'টি চুমু দিয়ে তাকে নিয়ে চলে গেল। সেই থেকে বনমালী নিখোঁজ। সপ্তাখানেক পরে এক চাঁদনী রাতে দোমড়ানো-মোচড়ানো ক্ল্যারিয়নেটটা আকাশ থেকে খসে পড়ল। আসলে পরীর কাছে গিয়ে রাতদিন ক্ল্যারিয়নেট বাজাত আর কী! সে সইবে কেন!

* * *

কুস্তি করতাম। তখনও আলো ফোটেনি। গঙ্গার ধারে ডন-বৈঠ্‌কি মারছিলাম। এমন সময় বিরাট এক মল্ল টলতে টলতে আমার দিকে এগিয়ে এলো। একটা রণং দেহি ভাব। মাটি মেখে তার দিকে ধেয়ে যেতেই সে আমায় ল্যাং মেরে ফেলে বুকে চেপে বসে আমায় দাঁত খিঁচয়। বলতে চাইছিল, 'কেমন খোকা, খুব তো শরীর আর শক্তির গর্ব—এখন দাঁত কেলিয়ে পড়লে তো!' ওমা, চোখ মেলে ভোরের আলোয় দেখি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী এক হনুমান। সব শুনে ওস্তাদজী বললেন, 'বেটা তোম বহুৎ ভাগ্যবান আদমী হ্যায়। রামজীকা হনুমান তোমারা পাস আয়া।'

* * *

মাঘের আধাআধি। ছেলের বিয়ে। জমিদার দু'জন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে নিয়ে মোটরে চেপে চলেছেন ছেলের শ্বশুর বাড়ি। আর তাঁর কোনো খবর নেই। নিরানন্দ বাড়ি। বর-কনের মুখ শুকনো। রাণীমা আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেছেন। ঝি-চাকর কাঁদছে। কুমার বাহাদুর আমায় ডেকে বললেন, 'কেষ্ট, তুমিই একমাত্র পার বাবাকে খুঁজে বের করতে।' ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। সেদিন রাতে দীঘির জলে দপদপে দুটো আলো জ্বলতে দেখে কেমন যেন সন্দেহ হলো আমার। জলে ঝাঁপিয়ে পড়লুম। সাঁতরে গেলুম আলোর কাছে। দেখলুম মুখ থুবড়ে জলের মাঝে পড়ে আছে মোটর। হেড-লাইট দুটো থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে। ডুব দিলুম। জমিদারবাবু সজ্ঞানেই ছিলেন। বললেন, 'মোড় ঘোরাতে গিয়েই এই কাণ্ড।' মোটরের চাল কেটে পরে সকলকে বের

করা হলো। বন্ধু দু'জন আর ড্রাইভারের লাশ দু'দিন জলে থেকে ফুলে ঢোল। কুমার বাহাদুর খুশী হয়ে আমায় পাঁচশ টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন।

*

আমার আর হেরোর জন্ম এবেলা-ওবেলা। তাই আমাদের বন্ধুত্বটা বেশ গভীর। সেবার দু'জনেরই বেরিবেরি হয়েছে। এদিকে নবাবগঞ্জের ঝুলনে গরম গরম জিলিপি খাওয়ার লোভটাও চাগিয়ে উঠেছে। বাড়ির লোকেরা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। অবশ দুপুরে ফোলা পায়ে থপথপ করতে করতে আমরা দু'জনে মেলায় গেলুম। আমি আর হেরো মিলে সোয়া দু'সের জিলিপি পেঁদিয়ে টিউকলে গেলুম জল খেতে। নড়বড়ে পা, জায়গাটাও পেছল। দু'জনে দু'জনকে ধরে কলের কাছে এগুতে যাই আর হড়কে যাই। পড়ে গিয়ে গায়ে কাদায় মাখামাখি। লোকেরা আমাদের কাণ্ড দেখে হাসাহাসি করছে! এমন সময় তিনজন গোরা ঐ পথে যাচ্ছিল। আমাদের দু'জনকে টেনে হিঁচড়ে রাস্তায় এনে বেধড়ক পিটাল। তারা বলাবলি করছিল, 'কালা আদমী দারু পিয়া।' আজকালকার মেয়েছেলেদের মতন তাদের হাতেও ছিল বিরাট বিরাট নখ। তাদের নখের আঁচড়ে দরদর করে আমাদের হাত-মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছিল। আমাদের পায়ের দিকে নজর পড়তে, আঁৎকে উঠে তারা পালিয়ে গেল। ভেবেছিল আমাদের গোদ হয়েছে।

* * *

গভীর আত্মপ্রত্যয় নিয়ে রয়েছেন কেষ্টদা—কি করে বোঝাই তাঁকে রাষ্ট্রগুরু সম্পর্কে যা শুনেছেন তা আদৌ সত্য নয়। গল্পটা তাঁর এই রকম— 'মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সময়ে বিলেতে পড়তে গিয়েছিলেন সুরেন বাঁড়ুজ্জে। তেজস্বী, বীর্যবান পুরুষ। গায়ে সে কী জোর। একদিন কলেজে সহপাঠী সায়েবের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হওয়ায় ঝপ করে একটা বেঞ্চ তুলে নিয়ে বোঁ বোঁ করে ঘোরাতে ঘোরাতে সায়েবটার দিকে ছুড়ে দিলেন। বরাৎ ভালো সায়েব বেঁচে গেল। এদিকে সুরেন্দ্রনাথের বীরত্বের কথা চাউড় হয়ে গেল। ভিক্টোরিয়া হস্টেলে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করে হ্যাণ্ডসেক করে বললেন, 'আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু, আমি যেখানে যাব, তুমিও আমার সঙ্গে যাবে।'

❁ বিদেশী নক্সা কৌতুক ❁

★ ★ ★

আসল জিনিসটা হচ্ছে শিক্ষা। কয়েক যুগ আগে পাঁচফল ছিলো তেতো বাদাম, আর ফুলকফি হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঁধা কফি।

—মার্ক টোয়েন

* * *

একজন ইহুদী আর একজন ইহুদীকে: 'মোজেস মিশর থেকে মানুষগুলোকে মুক্ত করে নিয়ে গেলেন পশ্চিম এশিয়ার এমন একটা জায়গায় যেখানে তেল পাওয়া যায় না। এতে কি তোমার মনে হয় না তাঁর সত্যিকারের ব্যবহারিক জ্ঞানের অভাব ছিলো?'

—নিউ ডাইজেস্ট (হংকং) থেকে উদ্ধৃত।

* * *

॥ উঁচু থেকে শুরু ॥

একজন পক্ক কেশ বৃদ্ধ একটি মিলিটারী রিক্রুটিং অফিসে উপস্থিত হয়ে বলেন, 'আমি আমার নামটা লেখাতে চাই।'

'আপনার বয়স কত?' রিক্রুটিং অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন।

'বাষট্টি।'

'আপনি নিশ্চয়ই জানেন ওটা সেনাবিভাগে নাম লেখাবার পক্ষে অনেক বেশী বয়স।'

'সাধারণ সৈন্যের পক্ষে তাই বটে। কিন্তু আপনাদের কি কোন সেনাপতির প্রয়োজন নেই?' ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন।

—আন্দ্রে গিলোয়াঁ (ফ্রান্স)

* * *

॥ গরম জলের ব্যবস্থা ॥

কোস্ট শহরের একটা ফ্ল্যাট বাড়িতে আগুন লেগেছে। হু হু করে ছড়িয়ে পড়েছে আগুন। দমকল কর্মীরা আগুন নেভাতে এসে প্রথমেই তাঁদের কর্তব্য স্থির করে ফেললেন, আগে বাড়ির লোকজনকে বাইরে নিয়ে আসতে হবে। দরজায় দরজায় ধাক্কা মেরে তাঁরা চিৎকার শুরু করলেন, 'আপনারা সকলে বেরিয়ে আসুন। বাড়িতে আগুন লেগেছে।' তাঁদের চিৎকার শুনে সারা মুখে সাবানের ফেনা লাগানো আর আদ্ধেকটা দাড়ি কামান অবস্থায় এক ব্যক্তি বেরিয়ে এলেন। 'আমি জানি নিশ্চয়ই কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। এই ফ্ল্যাটে আসার পরে এই প্রথম আমি দাড়ি কামাবার গরম জল পেলাম।' নির্বিকার কণ্ঠে বললেন তিনি।

—বেসিল ব্ল্যাকওয়েল (আমেরিকা)

* * *

আমার ন'বছরের ছেলেটি একটি কেক দু'টুকরো করে কাটল তারপর তার ছোট বোনকে ইচ্ছামত একটা টুকরো তুলে নিতে বললো। তার বোনটি বড় টুকরোটাই বেছে নিতে ভাই বোনকে বললো, 'আমাকে ইচ্ছামত নিতে বললে আমি কিন্তু ছোটটাই নিতাম।'

তার বোন বিজয়িনীর মতো উত্তর দিল, 'তাই তো পেয়েছ তুমি, তাহলে অনুযোগ কিসের?'

—বারবরাজ মুর (হংকং)

।। বারবার ।।

আমি দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানি শহরের ট্রাফিক পুলিশের কাজ করি। একদিন আমার ডিউটি পড়লো শহরের এক চৌরাস্তায়। ওখানে সিগন্যালের আলোর লাইনটা খারাপ ছিল।

একটা লরি দু'বার সামনে এগিয়ে গিয়ে আবার পেছনে ফিরে এলো। তৃতীয় বার যখন আমি সেটাকে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দিলাম তখন সেই লরির ড্রাইভার জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললো, 'আমি ট্র্যাফিক লাইট সারাতে এসেছি।'

—বি, ম্যাক ডেভ (দঃ আফ্রিকা)

* * *

একজন প্রাচীনপন্থী ভদ্রমহিলা তাঁর মেয়ের সম্পর্কে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। কারণ মেয়েটি একটি যুবকের সঙ্গে প্রায়ই ঘুরে বেড়ায়। 'তুমি কি ঠিক জান যে ছেলেটি নির্ভরযোগ্য?' মেয়েটিকে একদিন জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

'নিশ্চয়ই' মেয়েটি উত্তর দিল। 'ও বিবাহিত।'

—রিডার্স ডাইজেস্ট

* * *

প্রেম হচ্ছে হয় একটা শিশুর সঙ্গে না হয় একটা স্বাস্থ্যবান বিজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে সারারাত কাটান।

* * *

।। সত্য কথা ।।

জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বাড়ছে আর অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে আমাদের মতো দোকনদারের।

একদিন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এলেন আমার দোকানে। 'কি? এইটুকু একটা বাটির দাম সাড়ে চার ডলার? এগুলো তো আমি আগে দু ডলার দিয়ে কিনেছি!' ভদ্রলোক একটা বাটি বেছে নিয়ে বিস্ময়ের সুরে গলা চড়িয়ে বললেন।

আমার সহকারী কর্মচারীটি একটু হেসে বলল, 'ঠাকুরদা, তখন আপনি ছিলেন আঠার বছরের যুবক ?'

ভদ্রলোক সাড়ে চার ডলার দিয়েই কিনলেন বাটিটা।

—ল্যারী স্যাম্পেন (আমেরিকা)

* * *

আমার নিজস্ব দর্শনটা কেমন জানো ? বর্তমানটাকে আমি উপভোগ করি, ভবিষ্যতের সঙ্গে লড়াই করার জন্য তৈরি হই আর অতীত নিয়ে সম্পাদকীয় লিখি।

—বি, জনসন (লস এঞ্জেলস্ টাইমস্)

* * *

॥ সম্মান ॥

আমার দশ বছরের ছেলে স্কুল থেকে লাফাতে লাফাতে বাড়ী এসে বলল, 'জানো মা, 'রাজার রাজা' নাটকে আমাকে জ্ঞানী পুরুষের ভূমিকাটা দিয়েছে।' আমি ওর সুন্দর মুখটার দিকে চেয়ে বললাম, 'আমার ধারণা ছিল তো ওরা তোকে পশুপালকের ভূমিকাটা দেবে।'

'তাই তো দিয়েছিল', ছেলে উত্তর দিলো, 'কিন্তু আমার সব অংকগুলোই যে ঠিক হয়েছে, তাই তো ওরা আমায় বলল জ্ঞানী পুরুষ সাজতে।'

—এম,ব্র্যাডলী (ইংলণ্ড)

* * *

॥ গৃহস্বামীনীর নির্দেশ ॥

একটা পার্টিতে এক ভদ্রলোকের স্ত্রী দেখলেন তাঁর স্বামী একটি সুন্দরী মেয়েকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে রেখেছেন। ভদ্রমহিলা অত লোকের মাঝখানে স্বামীকে তিরস্কার করতে পারছিলেন না তাই শুধু বললেন, 'হ্যারল্ড, গৃহস্বামীনীর নির্দেশটা মনে রেখো। তিনি শুধু মেলামেশাই করতে বলছেন, হারিয়ে যেতে বলেন নি।'

—রিডার্স ডাইজেস্ট

* * *

।। ধন্যবাদ জ্ঞাপন ।।

এক শুক্রবার সন্ধ্যায় একটি প্রিয়দর্শন যুবক সদ্যবিবাহিত সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে উপস্থিত হলো একটা নামকরা জুয়েলারীর দোকানে, 'আপনাদের সবচেয়ে ভালো যা হীরের নেকলেস আছে দেখান।'

মণিকার ভদ্রলোক বেশ কয়েকটি দামী হীরের নেকলেস দেখালেন ওঁদের। তার মধ্যে একটা নেকলেস পছন্দ করে যুবকটি বললো, 'আমরা এইটেই নেবো। এখন ছুটি কাটাতে কয়েকদিনের জন্য শহরের বাইরে যাচ্ছি, আগামী সোমবার ফিরে এসে এটা নিয়ে যাবো। ইতিমধ্যে আপনি আমার আর্থিক সঙ্গতিটা ব্যাঙ্ক থেকে জেনে নিন।'

মণিকার ব্যাঙ্কে অনুসন্ধান করে জানলেন যুবকটির একাউণ্টে মাত্র বার ডলার জমা আছে। নির্দিষ্ট দিনে যুবকটি দোকানে এলে ভদ্রলোক স্পষ্ট কথা জানিয়ে দিলেন।

'এটা তো ঠিকই। আমি নেকলেশটা নিতে আসিনি, এসেছিলাম ছুটির দিনটা মধুর করে তুলতে আমাকে সাহায্য করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে।'

—রিডার্স ডাইজেস্ট

* * *

'তোমার কোন বিশেষ হবি আছে?'

'নিশ্চই।'

'কিরকম?'

'বাথরুমে স্নান করতে করতে গান-গাওয়া।'

'কি গান?'

'দ্বৈত সঙ্গীত। স্ত্রী পুরুষ একত্রে।'

—অরযরন্স কারেণ্ট কমেডী

* * *

।। টাকা নেবার কেউ থাকবে না ।।

হলিউডের সম্রাট প্রযোজক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্যটির ফিল্ম করবেন। যুদ্ধের দৃশ্যে দুটো পক্ষ থাকবে। প্রত্যেক পক্ষে

পঁচিশ হাজার সৈন্য। তার মানে পঞ্চাশ হাজার বাড়তি লোক।

'ফ্যান্টাস্টিক!' ডিরেক্টর সাহেব বললেন, 'কিন্তু ওদের দেওয়ার মতো অতো টাকা পাবেন কোথায়?'

'আরে সেইটাই তো আমার বাড়তি বুদ্ধির পরিচয়। আমরা সত্যিকারের বুলেট ব্যবহার করবো।'

—দি বিগ বুক অফ জোক্স এণ্ড রিড্‌লস্

* * *

'ঠক্ ঠক্' দরজায় করাঘাতের শব্দ।

'কে ওখানে?'

'ভ্রান্তি।'

'ভ্রান্তি কে?'

'ওঃ তাহলে... তুমিও ভুগছ ঐ রোগে?'

—ম্যাট হ্যামার (ইংলণ্ড)

* * *

॥ কাঁচা না পাকা ॥

গাছে দুটি আপেলের বাক্যালাপ।

'নীচের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো, কি অশান্তি। মানুষগুলো পরস্পর ঝগড়া করছে, একে অপরকে ঠকাচ্ছে, মারছে, লুটপাট করছে—মনে হচ্ছে মানুষগুলো আর একসঙ্গে থাকতে চাইছে না। এই করতেই করতেই একদিন ওরা শেষ হয়ে যাবে। তখন শুধু আমরাই থাকবো আর পৃথিবী শাসন করবো।

দ্বিতীয় আপেলটি : 'উত্তর, আমাদের মধ্যে কারা? কাঁচার না পাকারা?'

—জেনি ব্রাউন, কানেকটিকাট

* * *

॥ ডাইভোর্স ॥

এক ভদ্রমহিলা একজন নামকরা উকিলের কাছে গিয়ে বললেন, তিনি ডাইভোর্স চান। উকিল ভদ্রলোক পয়েণ্ট লিখে নেওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি

প্যাডটা টেনে নিয়ে বললেন,

'আপনার কোন গ্রাউণ্ড আছে ?'

'নিশ্চয়ই, প্রায় এক হেক্টর।'

উকিল ভদ্রলোক একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'আপনার কি স্বামীর ওপর বিদ্বেষ (গ্রাজ) আছে ?'

'না, তবে আমাদের একটি সুন্দর গ্যারেজ আছে।'

'আপনার স্বামী কি মারধোর করেন আপনাকে ?'

'না!'

'তাহলে আপনার স্বামীকে ডাইভোর্স করতে চাইছেন কেন ?'

'কারণ উনি বুদ্ধিমানের মতো ক্রমাগত কথাবার্তা চালিয়ে যেতে পারেন না।

—ব্রেন্ট বারলো (আমেরিকা)

* * *

।। যুক্তি ।।

হাড় কেপ্পন সাঁই
বাজার থেকে ধার করে তার
সবই কেনা চাই।
পাওনাদাররা করলো নালিশ,
সাঁই করলো জুতো পালিশ,
কোর্টে হাজির হয়ে বলে
আমার কিছুই নাই।
ধর্মাবতার করুন বিচার
আমার কোথায় দোষ ?
এত বড় সরকারেরও নেই কি কোন ধার ?
খালি হলো কেমন করে
দেশের রাজকোষ ?

—জোসি এডামস (ইংলণ্ড)

* * *

॥ এগারর ধাক্কা ॥

এক রেসুড়ে ভদ্রলোক তাঁর বন্ধুর কাছে গল্প করছিলেন। 'এগার মাসের এগার তারিখে আমি রেসের মাঠে গিয়েছিলাম। আমি ওখানে পেঁছিলাম ঠিক এগারটার সময়। সেই দিনই আমার ছেলের বয়স এগার পূর্ণ হলো। এগার নম্বর রেসে দৌড়চ্ছিলো এগারটাই ঘোড়া। তাই আমি বাজী ধরলাম সেই রেসের এগার নম্বর ঘোড়ার ওপর।'

'ঘোড়াটা জিতলো?' বন্ধু প্রশ্ন করলো।

'না!' প্রকৃত খেলোয়াড়ী সুলভ মনোবৃত্তি ভদ্রলোকের। উত্তর দিলেন, 'সবার শেষেই দৌড়ে এলো সে।'

—গ্রিটের উদ্ধৃতি।

॥ প্রতিবেশীদের মত ॥

এক আসবাবপত্রের ব্যবসায়ী একজন খরিদ্দারের কাছে বেশ কিছু টাকা পেতেন। টাকা আদায় হয় না দেখে তিনি সেই খরিদ্দারকে একটি চিঠি লিখলেন।

'প্রিয় মিঃ জোনস্,

আমাদের দেওয়া আসবাবের মূল্য এখনও আপনার কাছ থেকে পাওয়া যায় নি। আমি যদি একটা ট্রাক পাঠিয়ে ঐ আসবাবগুলো তুলে নিয়ে আসি তাহলে আপনার প্রতিবেশীদের কি রকম ধারণা হবে আপনার সম্বন্ধে?'

ব্যবসায়ী ভদ্রলোক অচিরেই উত্তর পেলেন।

'প্রিয় মহাশয়,

আমার প্রতিবেশীদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করলাম। ওঁরা সকলেই একমত যে আপনার পক্ষে ও রকম কাজ করাটা নীচুতার পরিচায়ক হবে।'

– রিডার্স ডাইজেস্ট

* * *

॥ একমাত্র সমাধান ॥

কোন এক পর্ব উপলক্ষে একজন গোয়ালাকে তাঁর সব খরিদ্দারই নিয়মিত যোগানের থেকে বেশী দুধ দিতে বললো। গোয়ালা নিরাশ করলো না কাউকে।

পরদিন সকলেই অনুযোগ করলো, 'কি দিয়েছ হে, জলমেশানো দুধ না দুধ মেশানো জল?'

গোয়ালা উত্তর দিলো, 'কি করবো বলুন আপনাদের সকলেরই একই দিনে বেশী দুধ চাই। এক দিনের জন্যে তো আর আমি চারটে নতুন গরু কিনতে পারি না।'

*　　　*　　　*

॥ ভূমিকম্পের পূর্বে না পরে ॥

এস. সি চাগলা তাঁর আত্মজীবনী 'রোজেস ইন ডিসেম্বর'-এ তাঁর জীবনের এক হাস্যকর ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

অক্সফোর্ডে পড়ার সময় ইতিহাস পরীক্ষায় ইতালীর মানচিত্র আঁকতে দেওয়া হয়েছিল। তিনি তাঁর সাধ্যমতো এঁকেছিলেন।

পরীক্ষার পর পরীক্ষক খাতাটা তাঁর সামনে ধরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা কি এঁকেছ?'

'ইতালীর মাপ স্যার!'

'ওটা কি ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুগারের আগের না পরেকার মানচিত্র?'

—রোজেস ইন ডিসেম্বর থেকে উদ্ধৃত

॥ সুযোগ দাও ॥

এক সৎ এবং প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তি অর্থকষ্টে পড়েছিলেন। রাতে শুতে যাবার আগে প্রার্থনা করার সময় তিনি ঈশ্বরের কাছে কাতর প্রার্থনা জানালেন, 'হে ভগবান, আমাকে এই কষ্ট থেকে উদ্ধার পেতে একটা লটারীর

ফাস্ট প্রাইজ পাইয়ে দাও।' প্রার্থনা জানিয়ে ভদ্রলোক নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোলেন। তাঁর আশা ছিল ঈশ্বর তাঁর কথা নিশ্চয়ই শুনবেন। কিন্তু নিরাশ হতে হল তাঁকে।

পরদিন আবার একই প্রার্থনা জানালেন ভদ্রলোক, কিন্তু কোন ফল হল না।

তৃতীয় রাত্রে আর ধৈর্য রাখতে না পেরে ভদ্রলোক বললেন, 'হে ঈশ্বর আমার কাতর প্রার্থনা তুমি শুনছ না কেন, আমাকে একটি বারের জন্য সুযোগ দাও প্রভু।'

দৈববাণী হলো, 'তুমিও আমাকে একটু সুযোগ দাও, অন্ততঃ একটা লটারীর টিকিট কেন।'

—বার্নার্ড স্যালামুদ (আমেরিকা)

* * *

॥ দাঁত তুলতে পিঠ ব্যাথা ॥

দাঁতের ডাক্তারের কাছে এক ভদ্রমহিলা দাঁত তোলাতে এসেছেন। ভদ্রমহিলা এত ভীতু যে ডাক্তার অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে হাঁ করাতে পারছিলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর সহকারীকে চুপিচুপি কি নির্দেশ দিলেন। সহকারীটি মহিলাটি যে চেয়ারে বসেছিলেন সেই চেয়ারের পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে হঠাৎ তাঁর পিঠের নীচের দিকের স্পর্শকাতর জায়গাটায় একটা বড় ছুঁচ সজোরে বিঁধিয়ে দিলেন। ভদ্রমহিলা যন্ত্রণায় চিৎকার করতে গিয়ে বেশ বড় একটা হাঁ করে ফেললেন আর সেই মুহূর্তেই দাঁতের ডাক্তার নড়া দাঁতটাকে সহজেই তুলে ফেললেন।

কাজটা শেষ করে তিনি ভদ্রমহিলাকে বললেন, দেখলেন তো মিছি মিছি ভয় পাচ্ছিলেন। আপনি তো বুঝতেই পারেন নি যে আপনার নড়া দাঁতটা তুলে ফেলা হয়েছে।

সেটা সত্যি। কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে পারছি না, আপনি দাঁতটা তুললেন আমার মুখ থেকে আর যন্ত্রণাটা হলো আমার পিঠে।

—ল্যারী ওয়াইণ্ড (ইংলণ্ড)

* * *

॥ না বলতে নেই ॥

শহর থেকে দু'জন ভদ্রলোক গ্রামে এসেছেন পাখি শিকার করতে। এক কৃষকের ক্ষেত সংলগ্ন খানিকটা জমিতে বেশ জঙ্গল মত থাকায় আর সেখানে নানা রকমের পাখি থাকায় ওদের ধারণা হলো শিকারের পক্ষে এইটেই আদর্শ স্থান। জমির মালিকের কাছে ভদ্রলোকেরা শিকার করার অনুমতি চাইলেন।

অবশ্যই, অবশ্যই, এতে আর আপত্তি করার কি কারণ থাকতে পারে? তবে আমি একটা অনুরোধ করবো আপনাদের, যদি রাখেন তো বাধিত হই।

বলুন না, কি করতে হবে?

আমার এই ক্ষেতটা পেরিয়ে গেলেই দেখবেন একটা পুকুর আছে, আমাকে যদি ঐ পুকুর থেকে খাবার মত এক জগ জল এনে দেন.......

এক্ষুনি দিচ্ছি, বলে ভদ্রলোক দু'জন হন্ হন্ করে এগিয়ে চললেন সেদিকে। পুকুরের কাছে পেঁছিতেই তাদের কানের পাশ দিয়ে বন্দুকের গুলি ছুটতে লাগলো। ভয়ে জল না নিয়েই ওঁরা ফিরে এলেন কৃষকের কাছে। 'আপনার পুকুরটা আক্রান্ত হয়েছে। কারা অনবরতঃ গুলি বৃষ্টি করে চলেছে ওখানে।' হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন শিকারী ভদ্রলোক দু'জন।

'বোধ হয় বুড়ো টার্নার।'

'সে আবার কে?'

'আমার প্রতিবেশী। পুকুরটা তারই।'

—কেন আলংহাউস (ইংলণ্ড)

*　　*　　*

॥ তৃতীয় রাউণ্ডে ধরাশায়ী ॥

এক দম্পতির মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া বাধত। নিয়ম মাফিক প্রতিবারই স্ত্রী জয়লাভ করতেন। ঝগড়া যখন তুঙ্গে উঠতো ভদ্রলোক তখন সুড়সুড় করে নীচে নেমে সিঁড়ির নীচে ঝুলিয়ে রাখা বক্সিং অভ্যাস করার বালির বস্তার ওপর ঘুঁসি চালাতে সুরু করতেন। পনের মিনিটের মধ্যেই তিনি ঘেমে নেয়ে উঠতেন আর মনটাও হালকা হয়ে উঠতো তাঁর।

একদিন ঘটনাচক্রে ঝগড়ায় ভদ্রলোক নিজেই গোড়া থেকে জিততে চললেন।

যখন বুঝতে পারলেন এবার তাঁর স্ত্রী রাগে ফেটে পড়বেন তখন তর্কযুদ্ধ থামিয়ে তিনি বললেন, 'আমার মতো ঐ বালির বস্তাটায় তুমিও দু'চারটে ঘুঁষি মেরে দ্যাখো না ফল কি হয়।'

স্ত্রী, কথাটা মেনে নিয়ে তাই করতে গেলেন আর মিনিট পাঁচেক পরেই হাসতে হাসতে ওপরে উঠে এসে বললেন, 'তৃতীয় রাউণ্ডেই তোমাকে ধরাশয়ী করে দিয়েছি। এবার ?'

—রবার্ট কোরল (আমেরিকা)

*　　　　*　　　　*

'রহস্য' রোমাঞ্চ খুঁজছ ? তোমার বাড়ীর চারদিকটা একবার ঘুরে এসো না !'

—আসেল্লি রেনাতো (ইটালী)

*　　　　*　　　　*

॥ কোন্‌টা বড় ? ॥

আলেকজেণ্ডার দি গ্রেট, জুলিয়াজ সীজার এবং নেপোলিয়ান (সকলেই প্রেতাত্মা) মস্কোর একটি সৈন্যবাহিনীর প্রদর্শনী দেখছিলেন। আলেকজেণ্ডার ট্যাঙ্কগুলোর দিক একদৃষ্টিতে তাকিয়ে পর্যবেক্ষণ করে মন্তব্য করলেন, 'আমার যদি এই রকম রথ থাকতো তাহলে সারা এশিয়া মহাদেশটাই আমার পদানত হত।'

জুলিয়াস সীজার দেখছিলেন রকেটগুলিকে। 'এইরকম তীরের সাহায্যে আমি সারা পৃথিবী শাসন করতে পারতাম।'

নেপোলিয়ান, সেই দিনকার প্রাভদা কাগজটি দেখছিলেন। ভালোভাবে বুঝতে না পারলেও তিনি সামান্য কিছু পাঠোদ্ধার করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মন্তব্য করলেন, 'এই রকম একটি কাগজ যদি আমার থাকতো তাহলে ওয়াটারলুর কথা আর কাউকে শুনতে হোত না।

—অনামী

*　　　　*　　　　*

'শুনলাম ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ একজন ক্যাশিয়ারকে খুঁজছে ?'

'আমি যতদূর জানি মাত্র একমাস আগেই একজন ক্যাশিয়ারকে ওরা নিয়োগ করেছে।'

'হ্যাঁ, তাকেই তো খুঁজছে ওরা।'

—কনরাৎ ফিয়েরেল্লো (ইটালী)

*　　　　*　　　　*

অধ্যাপক ঃ বলো তো প্রেম শব্দটা বিশেষ্য না ক্রিয়াপদ?

ছাত্র ঃ স্যার শুক্র আর শনিবারের রাতে শব্দটা ক্রিয়াপদ হয় আর বাকী দিনগুলোয় বিশেষ্যপদ।

—বেথ লরেন্স (অস্ট্রেলিয়া)

*　　　　*　　　　*

উঁই ঢিবিকে পর্বতে রূপান্তরিত করতে পারে যে কোন বাড়ীর দালাল, কারণ ঐটেই তাদের পেশার শিক্ষা।

—রেড ও ডনেল (ইংলণ্ড)

*　　　　*　　　　*

।। সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখুন ।।

বার্কশায়ার কাউণ্টি লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক একদিন লক্ষ্য করলেন, লাইব্রেরীর অসংখ্য বই যাঁরা ধার নিয়ে গিয়েছেন তাঁরা আর ফেরৎ দেন নি। একটা নামের তালিকা তৈরি করে তিনি একই চিঠি তালিকাভুক্ত সকলের নামে পাঠিয়ে দিলেন।

'আপনার যদি বইটা ভাল লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই অনেকবার পড়া হ'য়ে গিয়েছে, যদি না ভালো লেগে থাকে তো যথেষ্ট হয়েছে। কারণ যাই হোক না কেন আপনার নিজের সুনামটা অক্ষুন্ন রাখুন।'

—সিডোনিয়াস (ইংলণ্ড)

*　　　　*　　　　*

এক ভদ্রলোকের তিন জোড়া চশমা আছে। অতগুলো চশমা রাখার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, 'একজোড়া রাখি পড়ার জন্য, আর একজোড়া পরি যখন আমি পড়িনা, আর তৃতীয় জোড়াটা অপর জোড়া দুটোকে খোঁজার জন্যে সঙ্গে রাখি।'

—হু-ই (চীন)

*　　　　*　　　　*

বন্ধু—এমন নিবিষ্ট মনে কাকে কী লিখছো হে ?

অপর বন্ধু—আ বিরক্ত করো না। আমার প্রেমিকাকে লিখছি।

১ম বন্ধু—তা অত ধীরে ধীরে লিখছো কেন ?

২ম বন্ধু—ও তাড়াতাড়ি চিঠি পড়তে পারে না যে।

* * *

এক বিবাহিত দম্পতি এক নববিবাহিত দম্পতির বিয়ের নিমন্ত্রণ খেতে এসে আর এক দম্পতিকে উপস্থিত দেখে বললেন, আচ্ছা, হিমু বেছে বেছে বিবাহিতদের ওর বিয়েতে নেমন্তন্ন করেছে কেন বলতে ?

—কোন রিস্ক নেয়নি আর কি ?

—কি রকম ?

—মানে, ভবিষ্যতে কাউকে কোন উপহার দিতে হবে না।

* * *

এক খাটালওয়ালা গোরু দুইছে। এমন সময় একটা ষাঁড় তেড়ে এলো, জবরদস্ত শিংওয়ালা ষাঁড়। খাটালওয়ালার নতুন বউ চিৎকার করে ওঠলো।

—কী সব্বোনাশ, ঐ দ্যাখো ষাঁড়টা তোমাকে গুঁতোতে আসছে।

খাটালওয়ালা নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে দুইয়েই চলেছে। কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। ষাঁড়টাও আস্তে আস্তে চলে গেলো।

বউ বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, তুমি এত সাহসী আগে জানতুম না। তুমি কিনা একটুও ঘাবড়ালে না ষাঁড়টাকে দেখে।

খাটালওয়ালা উত্তর করলো, তুমি জানো না, আমি তো জানি, গোরুটা ঐ ষাঁড়টার শাশুড়ি ঠাকুরণ।

* * *

এক খদ্দের ঘড়ি কিনতে গেছে এক ঘড়ির দোকানে।

দেওয়ালের একটা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো, ওটার দাম কত ভাই?

—দুশ' টাকা।

—দু—শ'! বলেন কি?

লোকটা যেন আঁতকে উঠলো। গলা দিয়ে একটা শ্বাস ধ্বনি বেরিয়ে এলো। এবার আর একটা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করলো, ওটার দাম?

—আজ্ঞে তিনশ' টাকা।

—তি-ন-শ'!

খদ্দের আবার আঁতকালো। মুখ দিয়ে দু'বার শীস ধ্বনি বেরিয়ে এলো।

মরিয়া হয়ে বললো, আর ওটা। ঐ যে যেটা শো কেসে রেখেছেন, ঐটে?

—ওটা, ওটা আজ্ঞে তিনটে শীস্ পড়বে স্যার।

* * *

॥ পত্রাঘাত ॥

তরুণী মা তার ছ'বছরের ছেলেকে—খোকা সারা দুপুর তোর টিকিটি দেখতে পাইনি, কোথায় ছিলিস রে?

—কোথায় আবার। আমি আর আমার বন্ধু সন্টু সারা দুপুর পিয়ন পিয়ন খেললাম তো।

—তার মানে? সে আবার কেমন খেলা?

—বারে আমরা প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে আসল চিঠি বিলুলাম তো। সব বাড়ির চিঠির বাক্সে এক একটা করে চিঠি ফেলে দিয়েছি মা। অবশ্য কোন কোন বাড়ির চিঠির বাক্স অনেক উঁচুতে। চিঠি ফেলতে খুব কষ্ট।

—হুঁ, তা এত চিঠি পেলি কোথায়?

—কোথায় আবার পাবো। তোমার টেবিলের নিচের ড্রয়ারে এক গাদা চিঠি বেঁধে রেখেছিলে যে, ঐ যে বলেছিলেনা একদিন, তুমি বিয়ের আগে বাবাকে যে সব চিঠি লিখছো ঐ গুলো, সেই সব চিঠি নিয়ে যেয়ে আমি আর সন্টু সব বাড়িতে বিলিয়েছি তো।

* * *

স্বামী—এই হতচ্ছাড়া নতুন ড্রাইভারকে আমি তাড়াবোই।

স্ত্রী—কেন ও কী করলো গো। ছোকরা দেখতে শুনতে বেশ ছিমছাম। কথাবার্তায় ভদ্র। চালাক চতুর। আমার তো ওকে বেশ ভাল লাগে।

স্বামী—ভাল লাগে? জানো হতভাগা আমাকে আজ ছয় ছয় বার প্রায় মেরে ফেলেছিলো র‍্যাশ ড্রাইভিং করে।

স্ত্রী—তাই নাকি? অকে আর একটা চান্স দাও গো।

* * *

একজন খদ্দের এক দোকানে এসে জিজ্ঞেস করলেন ঐ টাইটার দাম কত ভাই?

—আজ্ঞে পঁচিশ টাকা।

—অ্যাঁ বলেন কি। ওটাকায় তো এক জোড়া স্যাণ্ডেল কেনা যায় হে।

—তা হয়তো যায়, কিন্তু এক জোড়া স্যাণ্ডেল কি গলায় বাঁধা ঠিক হবে স্যার।

* * *

এক দুর্ঘটনা বীমার দালাল এক মক্কেল কে পাকড়ালো।

—আপনি নিশ্চয়ই মোটরে চাপেন স্যার।

—না, আমার মোটর গাড়ি নেই।

—মোটর সাইকেল?

—আজ্ঞে না।

—সাইকেল?

—না, আমি সাইকেলও চড়িনা।

—বাস, মোটর বাসে চড়েন তো।

– আজ্ঞে না, আমি পায়ে হেঁটে যাতায়াত করি।

হতাশ দুর্ঘটনা বীমার দালাল বলে ওঠলো, হুঁ তাহলে আপনার দুর্ঘটনা ঘটবে কী করে? আমরা যে পথিকদের জীবনের কোন ইনসুরেন্সের রিস্ক নেই না।

* * *

ক্রেতা (কুকুর কিনতে এসে) এই কুকুরটা কত।

বিক্রেতা—আজ্ঞে, তিনশ' টাকা।

—বলেন কি, দামটা বেশি হয়ে গেলো না।

—কী যে বলেন। কুকুরটা দেখতে কী রকম সুন্দর বলুন।

—তা বটে। কিন্তু বিশ্বাসী কী রকম।

—সে বিষয়ে আপনাকে গ্যারাণ্টি দিতে পারি। ওকে এর আগে দশবার বেচেছিলাম; দশবারই ও বাড়ি চিনে আমার বাড়িতে ফিরে এসেছে।

* * *

॥ ওয়েডিং রিঙ্ ॥

হোটেলের বারে একটি লোক একটি মেয়েকে প্রপোজ করলো, মেয়েটি লোকটির আঙুলে 'ওয়েডিং রিঙ্' দেখে ইতঃস্তত করে জিজ্ঞেস করলো, কিন্তু তুমি তো দেখছি বিয়ে করেছো।

লোকটি উত্তর করলো, তা করেছিলাম। কিন্তু আমাদের এখন ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

—কী রকম। ডিভোর্স করেছো।

—না, মানে এখন সে দোতলায়। আর আমি ধর এই নিচের তলার বারে।

* * *

॥ শেষের ইচ্ছা ॥

ম্যাজিস্ট্রেট—আপনি বলছেন আপনার শাশুড়ি আপনার দিকে একটা ফ্লাওয়ার ভাস ছুঁড়ে মেরেছিলেন।

—আজ্ঞে, সত্যি হুজুর।

—এবং আপনার স্ত্রী একটা চেয়ার আপনার দিকে ছুঁড়ে মেরেছে।

—আজ্ঞে, তাই হুজুর।

—তাহলে, আপনার বাড়ি ছেড়ে আসার সত্যিকারের কারণ কোন্‌টি?

—আজ্ঞে, আমি দেখলাম এসব দেখা সত্ত্বেও আমার যুবতী কন্যা পাশের বাড়ির ছোকরার সঙ্গে প্রণয়ালাপ করছে।

* * *

এক কোটিপতি অতি সম্প্রতি কলকাতায় মারা গেলেন। তাঁর শেষ উইল পড়লেন তাঁর আইনজীবী।

আমার স্ত্রীকে, তিনি আমাকে সারা জীবন যতটা বোকা ভাবতেন আমি তা ছিলাম না, এটা যেন তিনি মনে রাখেন।

আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে, আমার মৃত্যুর পর সে যেন সচেতন হয় যে, তার বাপ নেই।

আমার ছোট ছেলেকে, কীভাবে বাঁচতে হয় সেই আর্ট আমি রেখে গেলাম। গত বিশ বছর ধরে সে ভাবতো ওটা বুঝি আমার একচেটিয়া ছিল। সে ভাবনা তার ভুল।

আমার কন্যাকে, আমি তার জন্য দু'লক্ষ টাকা রেখে গেলাম। এটা তার প্রয়োজনে লাগবে। তার স্বামী একমাত্র যে ভাল কাজটি করেছে সেটা হলো আমার কন্যাটিকে বিয়ে করার সাহস দেখিয়ে।

হ্যাঁ, আমার ভৃত্যকে আমার কালরংয়ের স্যুটকেশটা দিয়ে গেলুম। কারণ সে আমার কাজে যোগ দেবার পর ওর থেকেই চুরি করে করে সব ফাঁকা করে এনেছিল।

আর আমার ড্রাইভারকে, গাড়িটা দিয়ে গেলুম কারণ—সেটার সে প্রায় দফা নিকেশ করে এনেছিলো। বাকিটুকু সমাপ্ত করুক এটাই আমার ইচ্ছে।

*   *   *

জন—জানো ভাই, ম্যানেজারবাবু আমাকে কাজ থেকে বরখাস্ত করেছেন

বিল—কেন কেন ?

—আর বলোনা, তিনদিন অফিসে আসিনি তাই।

—তা ম্যানেজার সাহেবকে বললেই পারতে তোমার বাবা মারা গেছেন সেজন্যই আসতে পারনি।

—সে কথা বললে উনি বিশ্বাস করতেন না।

—কেন, কেন ? কারও কি বাপ মরতে নেই ?

—তা আছে, কিন্তু ম্যানেজার বাবু যে আমার বাবা।

॥ বুড়ো পাঁঠা ॥

পিয়ন—স্যার ফোনে বোধ হয় আপনাকে কেউ ডাকছেন।

—কী করে বুঝলে আমাকেই ডাকছেন ?

—মানে ফোনের ওপাশ থেকে এক মহিলা বলছিলেন কিনা, বুড়ো পাঁঠাটা অফিসে আছে ? ডেকে দাও তো।

• কৌতুক কলা •

*　　*　　*

॥ মাষ্টার ছেলে ॥

সকাল বেলায় মা তাঁর ছেলের দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলেন, কি হ'ল ওঠ।

ঘুম জড়ানো কণ্ঠে ছেলে বলে, না আমি উঠব না।

মা ভেতরে ঢুকে বলেন, আঃ উঠবি তো। হাত মুখ ধুয়ে, খেয়ে তোকে স্কুলে যেতে হবে।

আমি স্কুলে যাব না।

সে কি! হঠাৎ কী হল যে স্কুলে যাবি না?

স্কুলকে আমি ঘেন্না করি। মাস্টাররা আমাকে দেখতে পারে না। বাচ্চারা আমাকে ডাকে 'চারচোখা' বলে, তারা আমার হাঁটা নিয়ে মস্করা করে, আমার চেয়ারে পিন রেখে দেয়, তারা……

ছেলেকে থামিয়ে মা বেশ জোরের সঙ্গে বলেন, তোমাকে স্কুলে যেতেই হবে।

কেন?

দুটো কারণে। প্রথমত তোমার বয়স এখন ৪৬।

মা!

দ্বিতীয়ত তুমিই স্কুলের প্রিন্সিপাল।

*　　*　　*

ছেলে ঃ বাবা, আমার স্কুলের কাজে সাহায্যের জন্য আমাকে একটা এনসাইক্লোপিডিয়া কিনে দেবে?

বাবা ঃ তুমি কি কুঁড়ে। আর সব বাচ্চার মত তুমিও হেঁটেই স্কুলে যেতে পার।

*　　*　　*

স্কুলের নতুন ছাত্রদের কাছে গিয়ে দিদিমণি আলাপ করছেন। একটি ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম ?

ছাত্র : বিনয়।

দিদিমণি : তুমি রামায়ণ পড়েছ ?

ছাত্র : দিদি, মাত্র ৫ মিনিট হল আমরা এখানে এসেছি।

* * *

স্কুলের বন্ধুদের ছুটিতে দেশের বাড়িতে এসেছে দীপা। ডারউইনের তত্ত্ব নিয়ে তারা খুব আলোচনা করছে দেখে দীপার বুড়ি ঠাকুমা বলেন, বাছারা, ফুর্তি কর, এসব নিয়ে এত ভাবছ কেন ?

ঠাম্মা, বুঝবে না, এটা খুব কঠিন বিষয়।

এতো খুব সোজা। আমরা সেকালের মানুষরাই এর উত্তর জানি। শোন, খুকুকে যদি তার বাবার মত দেখতে হয় তবে সেটা হল তার বংশগত গুণ। কিন্তু তাকে যদি প্রতিবেশী কারো মত দেখতে হয় তবে তাকে বলা হয়………

ঠাকুমাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই দীপা বলে, পরিবেশ—পরিবেশের প্রতিক্রিয়া।

* * *

দশ বছরের নাতিকে নিয়ে বেড়াচ্ছেন দাদু। নাতি হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা দাদু, পৃথিবীতে সব চেয়ে বড় সাগর কোন্‌টা।

দাদু : ইয়ে—এটা খুব শক্ত ব্যাপার কি বল ?

নাতি (একটু বাদে) : আচ্ছা, ডাবলিন থেকে তানিয়া কতদূর ?

দাদু :—হ্যাঁ—এটা অনেক দূর—অনেক দূর বলেই আমি জানি !

নাতি : আচ্ছা আকাশ নীল কেন ?

দাদু (নাতিকে ধমকাতে গিয়েও বলে ওঠে) : হতাশ হোয়ো না। জিজ্ঞেস করে যাও, জিজ্ঞেস করে যাও। হায়রে, এইটুকু ছেলের জানার কি প্রচণ্ড আগ্রহ। তাও আবার বুড়োদের কাছ থেকে।

* * *

প্রচণ্ড ভিড় বাসে চেনওয়ালা একটা বিরাট ব্যাগ নিয়ে উঠলেন এক মহিলা। টিকিট কাটার জন্য মহিলা সেই ব্যাগ থেকে খুচরো পয়সার ব্যাগটি বের করার চেষ্টা করছেন। একটু বাদেই এক ভদ্রলোক বলে ওঠেন, শুনুন, আমি আপনার ভাড়াটা দিয়ে দিচ্ছি।

ধন্যবাদ, ভাড়া দেবার ক্ষমতা আমার আছে। মহিলাটি আবার চেন খোলার চেষ্টা করেন।

শুনুন, আমি খুব আনন্দের সঙ্গে ভাড়াটা দেব।

না, না, আমি ব্যাগ থেকে মানিব্যাগটা বের করিনি—

কিছু মনে করবেন না, ওটি বের করার আগে তিনবার কিন্তু আপনি আমার প্যাণ্টের চেনটা খুলেছেন।

* * *

মার্কিন মুলুকের এক সেনটন তাঁর স্মৃতিশক্তির জন্য খুব বড়াই করতেন। একবার ভোট চাইবার জন্য তিনি যখন তাঁর এলাকায় গেছেন, তখন খুব ভদ্র ছোটখাট একটি লোক তাঁর কাছে এসে বলে, সেনেটর, আপনি হয়ত আমায় চিনতে পারবেন না। সাতের দশকে আমি আপনার সার্ট তৈরি করেছিলাম।

সেনেটরটি জোরের সঙ্গে বলে উঠলেন, মেজর শুর্তজ, আমি যে কোন জায়গাতেই আপনাকে দেখলে চিনব।

* * *

প্রচণ্ড জ্বরের পর মহিলা একটি সুন্দরী মেয়ে ডিনারের নেমন্তন্ন পেয়ে ঠিক করল সে দুটি রুমাল নিয়ে পার্টিতে যাবে। সেই মত বাড়তি রুমালটা সে ব্লাউজের মধ্যে রাখে। ডিনারেতে প্রথম রুমালটি নোংরা হবার পর দ্বিতীয় রুমালটি বের করার জন্য ব্লাউজের মধ্যে হাত ঢোকায়। কিন্তু সেটি ঠিক খুঁজে পায় না! এমন সময় তার নজরে আসে সবাই কথাবার্তা বন্ধ করে তার দিকে তাকিয়ে আছে। মেয়েটি তাই দেখে বলে, মাপ করবেন, আমি জানি, আমি যখন এখানে এসেছিলাম তখন আমার দুটোই ছিল।

* * *

লর্ড পার্কেনহার্সট : আচ্ছা মিঃ কাণ্ডারউড, আপনার সঙ্গে কি উইল-শায়ার কাণ্ডারউডের কোন সম্পর্ক আছে? সম্ভবত নয়। বেশ ঠাণ্ডা গলাতেই মার্কিনটি বলে। আচ্ছা, তাহলে বুফোর্ড মানবের কাণ্ডারউডজের সঙ্গে নিশ্চয়ই আত্মীয়তা আছে।

আজ্ঞে না। সত্যি কথা বলতে কি আপনারা ইংরেজরা পূর্বপুরুষ ও বংশ নিয়ে যতটা চিন্তিত আমরা মার্কিনরা ততটা নই।

নিশ্চয়ই। যেমন ধরুন আমি রানী অ্যানে পর্যন্ত আমার বংশের সম্পর্কের ধারা খুঁজে পেয়েছি।

দেখুন আমার মধ্যে আইরিশ, ইটালিয়ান, ফরাসি এবং পর্তুগীজ রক্ত

রয়েছে।

মার্কিনটির কথায় চমকে গিয়ে ইংরেজটি বলে, হায় ঈশ্বর। আপনার মা তো তাহলে খুব স্পোর্টিং ছিলেন দেখছি।

*　　　*　　　*

একটি হোটেলের বাগানে সাইনবোর্ডে বড় বড় করে লেখা—"ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহিলাগণ এই বাগানের ফুল তুলবেন না এবং অন্যান্যদেরও ফুল তোলা সম্পূর্ণ বারণ।"

*　　　*　　　*

ওজন নেওয়ার যন্ত্রে ওজন নেওয়ার পর যে কার্ডটি বেরিয়ে এল তার উল্টোপিঠে লেখা ভবিষ্যতবাণীতে লেখা ছিল, 'এবার বিনিয়োগ করলেই লাভ।'

ওজন নয়, ভবিষ্যত সম্পর্কে আরো জানতে আবার ওজন নিতে যে কার্ডটি এল তাতে লেখা, 'আগের ভবিষ্যৎ অগ্রাহ্য করুন।'

*　　　*　　　*

আট পাউণ্ড ওজনের এক হৃষ্টপুষ্ট সন্তানের বাবা হয়েছে খবর পেয়ে জাহাজের প্রথম মেট রাতে বেশ ফুর্তিতে মেতে উঠল। পরদিন সে জাহাজের লগ বুক লেখা আছে দেখল, প্রথম মেট জোনসন গতরাতে মাতলামি করেছিল।'

ক্যাপ্টেন কেবিনে আসার পর জোনসন তাঁকে বলল, 'স্যার লগ বুকের এই মন্তব্যটা আপনি নিশ্চয়ই কেটে দেবেন। কেননা, এর আগে জীবনে আমি কখনও মাতাল হইনি। ডিউটি অথবা যখন ডিউটি নেই কোন সময়ই আমি মাতলামি করিনি।…কিন্তু গতরাতে আমার ছেলে হওয়ার এই টেলিগ্রামটি পেয়ে একটু বেসামাল হয়েছিলাম।

ক্যাপ্টেন টেলিগ্রামটি পড়ে বললেন, ঠিক আছে। তবে কি জান, তুমি তো মাতাল হয়েছিলে তাই লগবুকের ওই লেখাটা কাটা যাবে না।

কিন্তু—

কিন্তু—যদি—এবং না, এসবের কোন দাম নেই। ঘটনাটা ঘটনাই।

পরদিন সকালে ক্যাপ্টেন দেখলেন লগবুকে লেখা রয়েছে—'গতরাতে, ক্যাপ্টেন সংযত ছিলেন।'

*　　　*　　　*

ক্লাব লনে এক বন্ধু আরেক বন্ধুকেঃ আচ্ছা কাল কি তুমি আমার বৌয়ের সঙ্গে নাচার সময় হাতটা একটু অন্য জায়গায় দিয়েছিলে?

২য় বন্ধু ঃ তুমি যখন খোলাখুলি জিজ্ঞেস করলে তখন বলি, হ্যাঁ।

১ম বন্ধু ঃ কিন্তু এটা আমি খুব পছন্দ করি না ?

২য় বন্ধু ঃ তোমার দোষ দিচ্ছি না, আমিও এটা মোটেই পছন্দ করি না।

*   *   *

টিনি ৩৩ বছবের এক অবিবাহিতা যুবতী। তার এখনও বিয়ে হয়নি। তাকে বিয়ে করার কথা কেউ কখনও বলেওনি—কেউ তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতাও করেনি। ফলে পুরুষ মাত্রই টিনির কাছে এখন লজ্জার বস্তু। সবসময় তাই সে মনমরা হয়ে থাকে।

একদিন তার মা বলে, দেখ, তোর জন্য একটা কথা আমি ভেবে রেখেছি।

কি ?

কাগজে বিজ্ঞাপন দেব।

তুমি কি ঠাট্টা করছ ?

না।

না, মা আমার লজ্জা করছে। সবাই আমার নাম জেনে যাবে।

ভয় নেই বিজ্ঞাপনটা দেব বক্স নম্বরে।

কথামত বিজ্ঞাপন বেরল কাগজে—

'একটি বনেদি পরিবারের সুন্দরী, শিক্ষিতা, বন্ধনপটু, পড়ুয়া ৩৩ বছরের মেয়ে সর্বক্ষণের জন্য বন্ধু চায়। পরে তাকে বিয়েও করতে পারে বক্স ৪২০।'

কয়েকদিন বাদেই টিনি লাফাতে লাফাতে এসে বলে মা—এসেছে, পত্রিকা থেকে একটা উত্তর পাঠিয়েছে। বলেই কাগজটা পড়েই কান্নায় ভেঙে পড়ে। মা বলে—কিরে কি হল ?

কাঁদতে কাঁদতেই টিনি বলে—এ আবেদনপত্র যে বাবার।

*   *   *

১মঃ—তুমি কি জান, ভেগাস বা আটলান্টিক শহর থেকে সামান্য সম্পদ নিয়ে ফিরে আসার একটা পাকা রাস্তা আছে।

২য় ঃ সত্যটা কি ?

১ম ঃ সেখানে অনেক বেশি সম্পদ নিয়ে যাওয়া।

॥ হ্যালো, ভালো আছেন ॥

৭৫ বছরের এক ইহুদি প্লেনে উঠে দেখে তার পাশের সিটে বসেছে এক আরব। জোব্বা জাব্বা পরা আরবটি প্রথম থেকেই ইহুদিকে ভাল চোখে দেখে না। বাঁকা চোখেই তাকিয়ে ইচ্ছে করেই বৃদ্ধের জুতোর ওপর থুতু ফেলে। বৃদ্ধ অসহায়ভাবে সহ্য করে।

একটু বাদেই বিমান উড়তে শুরু করে। আরবটি সিটবেল্ট বেঁধে ঢুলতে শুরু করে। মাঝখানেই বৃদ্ধের কাঁধের ওপর মাথা রাখে। হঠাৎই বিমান ঝড়ের মুখে পড়ে দারুণ টালমাটাল। কখনও লাফিয়ে ওপরে উঠছে—কখনও নিচে নামছে, কখন বা ঘুরপাক খাচ্ছে সে এক দারুণ অবস্থা। আরবটি তখনও ঘুমোচ্ছে। ওদিকে বিমানের সেই ঝাঁকুনি এবং ওলট-পালট অবস্থায় বৃদ্ধের বমি পায়। সিটের সামনের পকেট থেকে ব্যাগটি বের করার আগেই হড়হড় করে আরবটির জোব্বায় বমি করে ফেলে বৃদ্ধ।

কিছু পরে বিমান বেরিয়ে আসে ঝড়ের মুখ থেকে। বৃদ্ধও তখন সুস্থ। কিন্তু আরবের পোষাকের দিকে তাকিয়ে ভয়ে কাঁপতে থাকে বৃদ্ধ। ভাবে আরবটি এবার জেগে উঠে না জানি কিকাণ্ড বাধায়। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানায় বৃদ্ধ—এবারের মত রক্ষা করো প্রভু যা বদমেজাজি আরব, উঠে আমায় হয়ত জানলা থেকে ছুঁড়েই ফেলে দেবে।

আরবটি এবার জেগে ওঠে। বৃদ্ধও যেন অন্তর থেকে পায় নির্দেশ। তাড়াতাড়ি বলে, এই যে মশাই, এখন বেশ ভাল লাগছে তো? আর বমি পাচ্ছে না তো?

॥ সুযোগ মতো ॥

এক ইহুদি খুব ধার্মিক। প্রতিদিন সে উপাসনালয়ে যায়। জীবনের প্রতিটি কাজ সে করে ঈশ্বরের প্রার্থনা শেষে। ছেলেমেয়েদের কখন কি করবে কি থেকে—নিজে কাকে কখন পয়সা দেবে সবকিছুই সে ঈশ্বরকে জানিয়ে করে। তার ব্যবসার শরিকটি কিন্তু উল্টো। উপাসনালয়ে ভুলেও যায় না। ঈশ্বরের নাম করারও তার ফুরসৎ নেই। দিনরাত হৈ হৈ, খাওয়া-দাওয়া আর ব্যবসা করেই সে পার করে দেয় সময়।

একসময় দুজনেই মারা যায়। স্বর্গে ঈশ্বরের কাছে দুজনকেই হাজির করা হলে ঈশ্বর ধার্মিক ইহুদিকে নরকে আর অন্যজনকে স্বর্গে নিয়ে যেতে বললেন।

ঈশ্বরের আদেশ শুনে ধার্মিক ইহুদিটি ভ্যাবাচ্যাকা। খানিকক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে সে বলে, সারাটা জীবন আমি ধর্মের পথ ছাড়া অন্যপথে চলিনি—সবকিছু করেছি আপনাকে প্রার্থনা জানিয়ে আর তার ফল কিনা এই! উপাসনালয়ে একদিন না গিয়েও, ও থাকবে স্বর্গে আর আমি নরকে? আপনার বিচারে ভুল হয়নি তো?

না। তোমার সব কথাই সত্যি। কিন্তু ওই দিনরাত ঘ্যানর ঘ্যানর করে তুমি আমায় তিতিবিরক্ত করেছ তাই তোমার ওই শাস্তি।

* * *

কানকালা এক বৃদ্ধ শেষমেষ এক দোকানে গিয়ে বলে, সবচেয়ে ভাল হিয়ারিংএড দেখি একটা। দোকানি বেল করে দেয়। দেখে শুনে পুরোনো এডটি দোকানে দিয়ে নতুনটি নিয়ে ফিরে যায় বৃদ্ধ।

সপ্তাহখানেক বাদে বৃদ্ধটি দোকানে এসে বলে, দারুণ যন্ত্র দিয়েছেন। সবকিছু আমি পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি এখন।

আপনার বাড়ির লোক তাহলে খুব খুশি এখন।

তারা জানেই না এই নতুন যন্ত্রের কথা। জানে না যে আমি সব শুনতে পাচ্ছি। আর এই এক সপ্তাহে তাই ১৪ বার আমাকে উইলটা বদলাতে হয়েছে।

॥ ত্রাতা ঈশ্বর বচন ॥

অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। বন্যায় ভেসে যাচ্ছে শহর। উদ্ধারকারীরা বেরিয়েছে নৌকো নিয়ে। জল শহরের একতালা ছাপিয়ে গেছে। বৃষ্টি পড়ছেই। জলও বাড়ছে। উদ্ধারকারীরা এক জায়গায় দেখি ছাদের ওপর একটি লোক প্রার্থনা করছে। তারা বলে, নৌকায় চলে এস, নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দি। লোকটির উত্তর, আমার কথা ভেব না, ঈশ্বর আমার কথা ভাবছেন—তোমরা এগিয়ে যাও।

বৃষ্টি পড়ছেই, জলও বাড়ছে। ছাদ ছাপিয়ে জল লোকটির কোমর

পর্যন্ত। উদ্ধারকারীদের নৌকো ফেরার সময় আবার লোকটিকে বলে, এবার চলে এস। তার একই উত্তর—ঈশ্বর আমার জন্য ভাবছেন।

জল একসময় লোকটির চিবুক ছোঁয়। এবার নৌকো নয় হেলিকপ্টার আকাশে উড়ছে উদ্ধার করার জন্য। ছাদের ওপর লোকটিকে দেখে চালক নামিয়ে আনে হেলিকপ্টার। মই ফেলে দিয়ে লোকটিকে বলে, এবার এটা ধরে চলে এস। লোকটির সেই একই উত্তর। হেলিকপ্টার চক্কর দিতে থাকে। লোকটি ভুস করে ডুবে যায় জলের তলায়।

স্বর্গে এবার ঈশ্বরকে দেখে লোকটি বলে, আমি বিশ্বাস নিয়ে তোমার ওপর পুরো নির্ভর করেছিলুম আর তুমি আমাকে মোটেই দেখলে না—জলে ডুবিয়ে মারলে।

ঈশ্বর বলেন, ডুবিয়ে মারলুম আমি? আমি যে দু'বার নৌকো আর একবার হেলিকপ্টার পাঠালুম আর তুমি গর্দভ—এখন আমায় বলছ?

* * *

মালিক : এসব সাহিত্যিক দিয়ে আর চলবে না? সব একঘেয়ে গল্প। নতুন প্রতিভা চাই একবারে আনকোড়া লেখকের লেখা।

সম্পাদক : ঠিক আছে, এবার নতুন লেখকের লেখা দেব! আমার জানা নতুন বেশ কিছু লেখক আছে।

মালিক : কি নাম তাদের?

সম্পাদক : একজনের নাম রবিন মণ্ডল।

মালিক : রবিন মণ্ডল। কই নাম শুনিতো কখনও। না—না—অন্য কারো কথা ভেব দেখ।

* * *

ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট খোলার পর লোকটি ব্যাঙ্ক থেকে একটা ধন্যবাদ সূচক চিঠি পেল। চিঠির শেষে লেখা ছিল, 'আমরা যদি কোন ভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি, তাহলে আমাদের জানাতে দ্বিধা করবেন না।'

লোকটি ব্যাঙ্কে একটি ছোট্ট চিঠি পাঠান, 'যদি কোন ধনীর অ্যাকাউণ্ট থেকে বেশ কিছু টাকা সরিয়ে আমার অ্যাকাউণ্ট জমা করতে পারেন তাহলে সেটাই হবে আপনাদের সবচেয়ে ভাল সাহায্য করা।'

* * *

একটি পার্টিতে এক সুবেসা বয়স্কা মহিলাকে একজন জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা, আপনার বয়স কত?

মহিলা ঃ চল্লিশের পথে এগোচ্ছি।

পুরুষটি ঢোক গেলে বলে ঃ কোন্ দিক থেকে একটু বলবেন কি ?

*　　*　　*

ভদ্রলোক অসময়ে ঘরে ফিরে দেখেন, বিছানার চাদরের নিচে তাঁর স্ত্রী শুয়ে আছেন তারই প্রিয়বন্ধুর সঙ্গে।

ভদ্রলোক রাগে চিৎকার করে বলে ওঠেন, তুমি-তুমি আমার নিজের বৌ। তোমাকে আমি কত ভালবাসি, আর তুমি কিনা ? আর তুমি তুমি আমার প্রিয় বন্ধু—তোমাকে আমার ভাইয়ের মত দেখি—আচ্ছা, আমি যখন কথা বলছি, তখনও কি কুকর্মগুলি বন্ধ রাখতে পারছ না ?

*　　*　　*

বেলা তিনটের সময় হঠাৎ-ই বাড়ি ফিরে ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীর গাড়ির পিছনে গাড়ি রাখেন। তারপর ঘরে ঢুকে দেখেন, স্ত্রী অন্য একজনের বাহুলগ্না।

ভদ্রলোক ঃ এসব হচ্ছেটা কি ?—রাণী—এ লোকটা কে ?

রাণী ঃ তাই তো, আমি তোমায় জিজ্ঞেস করতেই একদম ভুলে গেছি। —হ্যাগো, তোমার নামটা কি বলতো ?

*　　*　　*

এক মাতাল অনেক রাতে টেলিফোন করে। ওপার থেকে গম্ভীর গলায় আওয়াজ আসে, হ্যালো ?

মাতাল ঃ আমি বাড়িতে যাবার চেষ্টা করছি। ভগবান আমি বোধহয় ভুল নম্বরে ফোন করেছি।

*　　*　　*

প্রেমিকা ঃ তুমি কি আমাকে সব সময় ভালোবাসবে ?

প্রেমিক ঃ নিশ্চয়ই। কিন্তু কোন্ দিক থেকে ভালবাসতে শুরু করব, বল দেখি ?

*　　*　　*

বিচারক লম্বা চওড়া মহিলাটির দিকে একবার তাকালেন, তারপর রোগা পটকা লোকটির দিকে। তারপর একটু গলা খাকারি দিয়ে বিচারক বলেন, আচ্ছা, এই লোকটাই আপনাকে ধর্ষণ করেছিল ?

মহিলা ঃ হ্যাঁ।

বিচারক ঃ বন্দুক দেখিয়ে নিশ্চয়ই।

মহিলা : না, না, তা কেন ?

বিচারক : তবে কি আপনাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছিল ?

মহিলা : বাঁধতে দেব কেন ?

বিচারক : দেখুন আপনি কম পক্ষে ছ' ফুট লম্বা, ওজন বম করে সওয়া দু'মণ। আর এই লোকটি পাঁচ ফুটের বেশি লম্বা নয়। আমি ভেবেই পাচ্ছি না, বিনা অস্ত্রে কি করে ও ধর্ষণ করল ?

মহিলা : ও করবে কেন ? আমি একটু বশ্যতা স্বীকার করেছিলুম তাই।

*　　　*　　　*

১ম মহিলা : আমার বরকে নিয়ে আমি আর পারি না। রোজ মাবরাত পার করে ঘরে ফেরে।

২য় মহিলা : আমার বরও তাই করত, কিন্তু এখন একবারে সন্ধ্যেরাতে ঘরে ফেরে।

১ম মহিলা : কেমন করে বশে আনলে ভাই।

২য় মহিলা : খুব সোজা। সেদিন প্রায় রাত কাবার করে ও ঘরে ফিরতেই আমি দরজা না খুলে বেশ আদুরে গলায় বলি, কি গোতম এলে ?

১ম মহিলা : তাতেই বশ হয়ে গেল।

২য় মহিলা : হুঁ—।।

১ম মহিলা : কিন্তু কেন ভাই ?

২য় মহিলা : ওর নাম যে গোতম নয়, সুনীল—তাই।

॥ স্বয়ম্ভর ॥

হোটেলের লাউঞ্জে এক মোটা ভদ্রলোককে অনেকক্ষণ ধরে সিগারেট খেতে দেখে রোগামত একটি লোক কৌতুহলের বশেই জিজ্ঞেস করে : খুব সস্তা দামের সিগারেট বুঝি ?

মোটা : মানে এক একটার দাম ৫০ পয়সা।

রোগা : ৫০ পয়সা। তা দিনে ক'টা খান ?

মোটা : ৯টা ১০ টা।

রোগা : ১০টাই বলুন। তার মানে দিনে ৫ টাকার সিগারেট।

মোটা : হ্যাঁ।

রোগা ঃ ৩৬৫ দিনে বছর—তার মানে বছরে ১৮ শ' টাকারও বেশি।

তা কতদিন সিগারেট খাচ্ছেন?

মোটা ঃ ৪০/৪৫ বছর হবে।

রোগা ঃ তার মানে ৪৫ বছরে ৮০ হাজারেরও কিছু বেশি টাকার শুধু সিগারেট খেয়েছেন। আচ্ছা, একবারও কি ভেবেছেন, সিগারেট খেয়ে যে টাকাটা উড়িয়েছেন, সেটা থাকলে এরকম একটা হোটেলের মালিক হতে পারতেন আপনি।

মোটা লোকটি খানিকক্ষণ চেখে বড় বড় করে তাকিয়ে থেকে গম্ভীর গলায় বলে, এ হোটেলটা আমারই।

* * *

ছোট ছেলে ঃ মা, আবার তুমি একটা বিয়ে করনা। তাহলে বেশ আমার আর একটা বাবা হবে।

মা ঃ তোমার কি কাউকে পছন্দ নাকি?

ছেলে ঃ হ্যাঁ। মিঃ প্যাট্রিককে আমার দারুণ লাগে।

মা ঃ হ্যাঁ, প্যাট্রিক খুব ভাললোক। তোমার তাকে ভাল লাগবেই।

ছেলে ঃ তুমি তাকে চেন নাকি?

মা ঃ চিনব না কেন? দু'বছর আগে সে আমার বাবা ছিল।

* * *

অপারেটর ঃ নমস্কার। দূর পাল্লার ফোন। বলুন কি করতে পারি।

শের সিং ঃ নিশ্চয়ই পারেন। আমাকে একটু পাঞ্জাবের লুধিয়ানা শহরে দিন না। নম্বর ৫৭-৩২৮১৬।

অপারেটর ঃ কিছু যদি মনে না করেন, কোন্ শহর বললেন।

শের সিং ঃ লুধিয়ানা।

অপারেটার ঃ ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। দয়া করে যদি বানানটা বলুন।

শের সিং ঃ শুনুন যদি বানানটাই জানতাম তাহলে একটা পোস্টকার্ড ফেলেই ব্যাপারটা জেনে নিতাম।

* * *

একটা বড় ব্রিফকেস নিয়ে যেতে দেখে সার্জেণ্ট লোকটিকে ধরে। জিজ্ঞেস করে, কি নাম তোমার?

লোকটি নাম বলে। সার্জেণ্ট আবার জিজ্ঞেস করে—তোমার ব্যাগে কি? লোকটি বলে, টাকা।

এত টাকা ?

হ্যাঁ বিশ্বাস না হয় দেখুন। সার্জেণ্ট দেখে অবাক। বলে, এতটাকা পেলে কোথায় ?

জুয়া খেলে।

জুয়া খেলে খুব সোজা উত্তর। আমাকে অত বোকা ঠাউরেছ।

বেশ আমি প্রমাণ করব। একটু ভেবে লোকটি বলে, ওই যে দূরের গাছটা রয়েছে ওখানে দৌড়ে গিয়ে আমি ফিরে আসব। এর মধ্যে তুমি তোমার জুতো আর প্যাণ্ট খুলতে পারবে না। যদি খুলতে পার ৫০ টাকা দেব।

সার্জেণ্ট রাজি হয়। লোকটি ছুটতে থাকে। সার্জেণ্ট তার মধ্যে জুতো প্যাণ্ট খুলে ফেলে বলে ওই দেখ। লোকটি ফিরে এসে বলে তুমি জিতেছ। নাও ৫০ টাকা। টাকা নিয়ে সার্জেণ্ট বলে তোমার মত এমন বোকা লোক জীবনে দেখিনি। লোকটি হেসে দূরের লোককে দেখিয়ে বসে, ওখানে কত লোক আছে বলতো ?

জন চাল্লিশেক।

না, ৪৬ জন। ওদের সঙ্গে বাজি ফেলেছিলাম তোমাকে যদি প্যাণ্ট খোলাতে পারি তাহলে প্রত্যেকে ৫ টাকা করে দেবে। এবার হিসাব করে দেখ, আমার এতো টাকা হয় কি করে !

* * *

নিউইয়র্কে বেড়াতে এসে দুজনে স্কটিশ বলে, সুড়ঙ্গ পথে গাড়ি না ছোটালে নিউইয়র্ক আসাই বৃথা। কথামত দুজনে গাড়ি ছোটায় চেম্বার্স স্ট্রিটের দিকে। এমন সময় দুজন ডাকাত গুণ্ডা তাদের পথ আটকে বলে, টু শব্দটি করলে গুলি করে তোমাদের মাথার খুলি উড়িয়ে দেব। লক্ষ্মী ছেলের মত তোমাদের কাছে যা আছে দিয়ে দাও।

দুই সাহেব হুকুম মত ঘড়ি আংটি খুলে ব্যাগ বের করে। গুণ্ড দুটো সেগুলো নিলে প্রথম সাহেব চুপিচুপি পাঁচ ডলারের নোট বাড়িয়ে দেয় দ্বিতীয় জনের দিকে।

আমায় দিচ্ছ কেন ?

মানে আমি তোমার কাছে থেকে দশ ডলার ধার নিয়েছিলাম। সেটা শোধ দিয়ে দিলাম এখন।

অনিদ্রায় ভুগে ভুগে প্রায় উন্মাদ বন্ধুকে দেখে অন্য বন্ধু বলল, এ কি হাল হয়েছে তোমার ? এরপর যে পাগলা গারদে ঠাঁই হবে তোমার।

সে কি আমি বুঝতে পারি না, কিন্তু কি করব বল ? কিছুতেই যে ঘুম আসে না।

ডাক্তার কি বলে ?

আর ডাক্তার ঃ তাদের কথায় কি না করেছি ! গাদা গাদা বড়ি গিলেছি গরম দুধ খেয়েছি, হটবাথ নিয়েছি, কিন্তু ঘুম আমার ধারে কাছেও আসে না।

আচ্ছা সেই পুরনো ওষুধ, ভেড়া গোণা—ওটা করে দেখেছ !

ভাল কথা মনে করিয়েছ। তুমি আমার সত্যিকারের বন্ধু। আমাকে বাঁচালে তুমি—আজই আমি শুয়ে শুয়ে ভেড়া গুণব।

পরদিন দেখা হতেই বন্ধু জিজ্ঞেস করে, কি ফল পেয়েছ—ঘুম হয়েছে।

হবে কি করে। দু'হাজার ভেড়া গুণেও আমি ক্লান্ত হলাম না। তখন আমি সেগুলি বেটে তার ছাল ছাড়াতে থাকলাম। তারপর সেই দুহাজার ভেড়ার ছাল দিয়ে ওভারকোট বানাতে থাকলাম। বুঝতে পারছ—দুহাজার ওভার কোট বানানো কি শক্ত কাজ। কিন্তু তারপর মাথাটা গরম হয়ে গেল—এই দুহাজার ওভার কোটের লাইনিং-এর কাপড় পাব কোথায় ? আর সেটা ভাবতে ভাবতেই ভোর হয়ে গেল। ঘুমোতে আর পারলাম না।

*　　　*　　　*

শুঁড়িখানায় দুই বন্ধু গল্পে মশগুল। প্রচণ্ড নেশা করেছে।

১ম—বিশ্বাস কর, আমি ছিলাম একটা মদের গাড়ির মধ্যে। চারিদিকে মদ। আমি কিন্তু একফোঁটাও খায় নি—একফোঁটাও নয়।

২য়—সত্যি।

১ম—হ্যাঁ। তা বন্ধু তুমি কি করলে ?

২য়—সত্যি কথাই বলছি, আমি কিন্তু এক বোতল আইরিশ হুইস্কি খেয়ে নিয়েছি।

১ম—হুইস্কি খেয়েছ ?

২য়—কি করব। ডাক্তার যে আমার ঘুমের জন্য হুইস্কি খেতে বলেছে।

১ম—তা ঘুম হয় ?

২য়—না, হয় না। তবে আমি জানি হুইস্কি খেতে খেতে ঘুম একদিন হবেই— ডাক্তার তাই বলেছে।

১ম—আ হা, আমার ডাক্তারও যদি আমার জন্য এমন প্রেসক্রিপসন করত! তা ভাই তোমার ডাক্তারের ঠিকানাটা আমাকে দেবে?

*　　*　　*

সিনেমার গল্প লেখক দুঃখ করে বলেছিল, কি আর বলব, ওরা আমার গল্পটা পুরোপুরি পাল্টে দেয়, চরিত্রগুলোকে একবারে খুন করে ফেলে—আমার ভাবনা চিন্তাকে বানচাল করে দেয়। তবে এত করেও টাকাটা ওরা আমাকে দেয়—সেটাই আমার লাভ।

*　　*　　*

ইজরায়েলে বেড়াতে এসেছে এক মার্কিন। সেখানে তার এক ভাইপো থাকে—তার কাছেই থাকে। ভাইপো বলে, চল কাকা, আজ এক অনামা সৈনিকদের স্মারক উদ্বোধন হবে—সেখানে যাই।

অনুষ্ঠানে গিয়ে দেখে একটা বিরাট স্মারক স্তম্ভ। তাতে লেখা রয়েছে এক জনের জন্ম ও মৃত্যুর দিনক্ষণ। অনুষ্ঠানে নানা জনে নানা কথা বলল, অনুষ্ঠান চললও অনেকক্ষণ ধরে। অনুষ্ঠান শেষে ভাইপো বলে, কেমন লাগল কাকা?

ভালই। কিন্তু—

কি?

ওই যে আনামা সৈনিকের স্মারক বললি সেটাই বুঝলাম না। স্মারকস্তম্ভে তো সৈনিকটির নাম ধাম সবই লেখা আছে।

এটুকু তুমি বুঝলে না কাকা। ওই লোকটা সৈনিক হিসেবে একেবারেই অখ্যাত, কিন্তু দর্জি হিসেবে দারুণ নাম—তাই।

*　　*　　*

মার্কিন পর্যটকটি দেখে, এক বৃদ্ধ ইহুদি চোখের জলে একেবারে বুক ভাসিয়ে দিচ্ছে। তার কান্না দেখে মার্কিনটি এগিয়ে গিয়ে বলে, কি বুড়ো দাদু কাঁদছ কেন?

কাঁদছি না তো, প্রার্থনা করছি।

কিসের জন্য!

আমি আমার লোকজনদের সঙ্গে থাকতে চাই।

সে কি তুমি তো তাই আছ—তোমাদের প্রতিশ্রুতি ভূমি ইজরায়েলেই তো তুমি আছ।

না, আমি মিয়ামিতে আমার লোকজনের সঙ্গে থাকতে চাই!

*　　*　　*

॥ দোটানা ॥

ইজরায়েলি মন্ত্রিসভার এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক চলছে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর সহকর্মীদের দেশের অবস্থাটা খুব ভালভাবে বোঝাবার জন্য বলেন, এখন আমরা দারুণ সংকটের মধ্যে দিয়ে চলেছি, একদিকে চরম মুদ্রাস্ফীতি, অন্য দিকে খাবার-দাবার প্রায় নেই। এ অবস্থার থেকে কি ভাবে মুক্তি পাওয়া যায় আপনারা ভেবে বলুন।

সবাই চুপচাপ। অর্থমন্ত্রী উঠে বলেন, যুদ্ধ ঘোষণা করুন।

যুদ্ধ! কার বিরুদ্ধে?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ! তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? দশ মিনিটও যে আমরা লড়াই চালাতে পারব না।

লড়ব কেন?

তার মানে?

যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই হার মানব। বলব, হে মার্কিন, তোমরাই জিতেছ। ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ত্রাণ সামগ্রী পাঠাতে শুরু করবে। আমরাও অর্থ পাব, খাদ্যবস্ত্র পাব।

অর্থমন্ত্রীর কথায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, তুমি খুবই চালাক। কিন্তু ধর, যুদ্ধে যদি আমরা জিতে যাই তাহলে কি হবে...?

*　　*　　*

শহরের নামকরা আইন প্রতিষ্ঠান জ্যাকসন, ওয়েরুক, বাখমান এণ্ড আইজাক। একদিন আইজাকের এক বন্ধু বলে, আচ্ছা, এটা কেমন ব্যাপার বলতো? তোমাদের কোম্পানিতে তোমার নাম সবার শেষে থাকবে কেন? সবাই তো জানে জ্যাকসন একটা যাতা বাজেলোক, ওয়েরুক শহরে প্রায় থাকেই না, বাখমান জীবনে আদালতে একটা মামলা জেতেনি, তাই তোমার নামই প্রথমে থাকা উচিত।

আইজাক হেসে বলে, একটা জিনিস কিন্তু তোমার ভুল হচ্ছে।

কি?

আমার মক্কেলরা ডান থেকে বাঁদিকে পড়ে।

*　　*　　*

জাদরেল মস্তানের মস্তানী

*   *   *

ঘরে তৈরি কেক দিয়ে চায়ের আসরে পাড়ায় গিন্নিদের আপ্যায়ন করছেন গৃহকর্ত্রী। একজনকে গিয়ে কর্ত্রী বলেন, দিদি আপনাকে আরেকটু কেক দি ?

—নাঃ আর পারব না। দারুণ হয়েছে কেকটা। আমি তো চার টুকরো খেয়ে ফেলেছি—এরই মধ্যে।

চার নয়, পাঁচ টুকরো খেয়েছেন। কিন্তু কে আর তা শুনছে বলুন ?

*   *   *

মেসার্স ব্রিজলাল এণ্ড শ্রীলাল যখন নতুন আরেকটা দোকান খুলল তখন ব্যবসায়িক কারণ মানে 'কর ফাঁকি দিতেই' কোম্পানির নাম রাখল আগর-ওয়ালা এ্যাণ্ড আগরওয়ালা। প্রথমদিনই একজন এসে বিক্রেতাকে বলে, আমি একটু মিঃ আগরওয়ালার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

বিক্রেতাটি জিজ্ঞেস করে, কোন্ আগরওয়ালাকে আপনি চান ? ব্রিজলাল, না শ্রীলালকে।

দুরন্ত সমুদ্রে একটা বিরাট ঢেউ আচমকাই টেনে নিয়ে গেল লোকটিকে। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল আরেকজন। সমুদ্র থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে লোকটিকে। চারিদিকে তখন ভিড় জমে গেছে। কেউ বলে ডাক্তার ডাকা হোক। কেউ বলে ঃ আঃ ভিড়টা একটু পাতলা করুন—ওকে নিঃশ্বাস নিতে দিন। কেউ বলে, ওর স্ত্রীকে আসতে দিন। উদ্ধারকারী সাঁতারুটি বলে ওঠে, আপনারা থামুন। আমি কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাসে চালুর চেষ্টা করি। ততক্ষণ লোকটির স্ত্রী এসে গেছে। সাঁতারুর কথাটা শুনেই স্ত্রী বলে, না আমার স্বামীকে ওসব কৃত্রিম জিনিষ দেওয়া চলবে না। ও কোন সময় আসল ছাড়া অন্যকিছু ব্যবহার করে না।

*　　　　*　　　　*

ট্রেনে দুজন মুখোমুখো যাচ্ছে। ট্রেনটা বর্ধমান যাবে। একটু বাদেই একজন অন্যজনকে বলে, আপনি বর্ধমানে যাবেন বুঝি ?

–না, আমি শক্তিগড়ে যাব। আমি ইন্সিওরেন্সের দালালি করি। আমার নাম যতীন হাজরা। আমি থাকি বালিগঞ্জে। তবে আমি খুব বড়লোক নই। আসানসোলে আমার ছেলে থাকে আর মেয়ে থাকে খড়গপুরে, অবশ্য তার বিয়ে হয়ে গেছে। আমি তাস খেলতে জানিনা, তবে দাবাটা ভালই খেলি। রাজনীতি আমার ধাতে আসে না। ধর্ম-টর্ম নিয়েও মাথাব্যাথা নেই। আমার কোন ভাই বোন নেই ; তাই তাদের বাড়ি যাওয়া হয় না কখনই। কাজেই মনে হয় আমার সম্পর্কে সবকিছুই আপনাকে বলা হয়ে গেল। এরপরও যদি কিছু জানার থাকে তাহলে এখনই জেনে নিন, কেননা, শক্তিগড় পৌঁছনোর আগেই আমি এই উপন্যাসটা শেষ করতে চাই।

*　　　　*　　　　*

এক ধার্মিক ব্রাহ্মণ সাক্ষী দিতে কাঠগড়ায় উঠেছেন। কৌঁসুলি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার বয়স কত ?

ভগবানের কৃপায় ৮২ বছর।

সেটা আবার কি ?

৮২ বছর রাখার জন্য ভগবানকে আমি প্রণাম জানাচ্ছি।

ওসব বেশী কথা বলবেন না। যা জিজ্ঞেস করছি শুধু তার উত্তর দিন। আপনার বয়স কত ?

৮২ বছর, ঈশ্বর করুণাময় তিনি।

বিচারক বলে ওঠেন, সরাসরি প্রশ্নের জবাবটুকু দিন—অন্যকথা নয়। বুঝেছেন—নাহলে আদালত অবমাননার জন্য আপনাকে শাস্তি দেব।

এতক্ষণে অন্যপক্ষের কেঁৗসুলি উঠে বলেন, মহামান্য আদালত অনুমতি দিলে আমি সাক্ষীকে জিজ্ঞেস করতে পারি ?

বিচারক বলেন, করুন।

কেঁৗসুলি বলেন, পণ্ডিত মশাই ভগবানের অশেষ করুণায় আপনার বয়স কত ?

৮২ বছর।

* * *

ট্রটস্কিকে নির্বাসনে পাঠাবার পর রেড স্কোয়ারে এক বিরাট সভায় স্তালিন বলেন, "কমরেডস্ আপনারা শুনে খুশি হবেন, কমরেড ট্রটস্কি একটি তারবার্তা পাঠিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'কমরেড স্তালিন, তুমি ঠিক করেছ এবং আমিই ভুল করেছি। তুমিই লেনিনের যোগ্য উত্তরাধিকারী। আমার ক্ষমা চাওয়া উচিত।"

—ট্রটস্কি

জনতা হাত তুলে স্বাগত জানান স্তালিনকে। কিন্তু সামনের সারিতে বসা একজন দর্জি মাথা নেড়ে বলে, কমরেড স্তালিন, তারবার্তাটি কিন্তু ঠিক আবেগ দিয়ে পড়া হ'ল না।

থমকে গিয়ে স্তালিন বলেন, আমাদের এক শ্রমিক কমরেড বলছেন, তারবার্তাটা নাকি ঠিক আবেগ দিয়ে পড়া হয়নি। আমি ওই কমরেডকে তারবার্তাটি পড়ে দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

শ্রমিকটি মঞ্চে উঠে তারবার্তাটি নিয়ে একটু গলা কেসে পড়ে, কমরেড স্তালিন, তুমি ঠিক করেছ এবং আমিই ভুল করেছি ?

তুমিই লেনিনের যোগ্য উত্তরাধিকারী ? আমার ক্ষমা চাওয়া উচিত ?

—ট্রটস্কি

* * *

এক বিখ্যাত পোষাক নির্মাতা সংস্থার এক শরিক ইজরায়েল, গ্রীস, ইতালি সফর শেষে অন্য শরিককে বলছে, আমাদের ইউরোপ সফরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল ভ্যাটিক্যানে যাওয়া। জান, আমরা অল্পক্ষণের জন্য পোপকেও দেখেছি।

সত্যি বলছ পোপকে দেখেছ ?

হ্যাঁ, সত্যি সত্যিই তাঁকে দেখেছি।

তাহলে বল, তাঁকে তুমি কিরকম লোক বলবে?

খুব ভাল। ধার্মিক, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। সাইজ ৪৬।

* * *

মামা তার ধনী ভাগ্নাটিকে বলেন, তুমি যদি চিরদিনের জন্য থাকতে চাও তাহলে আমাদের শহরে চলে এস?

সেটা কি খুব সুন্দর শহর?

সুন্দর? দুনিয়ায় এরচেয়ে খারাপ শহর আছে বলে আমার জানা নেই।

তাহলে জলহাওয়া কি খুব ভাল?

ভাল মানে, ভয়ঙ্কর।

তবে আমাকে কেন এই শহরে থাকতে বলছ?

বলছি, এর পরিসংখ্যানের কথা ভেবে। গত সাড়ে তিনশ বছরের হিসেবে দেখা যাচ্ছে—এখানে একজনও ধনী লোক মারা যায়নি? তাই…।

* * *

॥ মিস ফায়ার ॥

ব্যবসার কাজে বাইরে এসে বউয়ের জন্য মনটা কেমন করতেই এক ধনী ব্যবসায়ী হোটেলের ফোনটা তুলে অপারেটরকে নম্বরটা দিতে বলেন। তারপরেই শুরু হয় কথা, হ্যালো, কেমন আছ?

আমিতো ভালই আছি।

বাড়িতে সবাই ভাল তো?

মনে হয় ভালই;

মনে হয় মানে, আমার বউয়ের কিছু হয়েছে নাকি?

না না, তিনি অসুস্থ নন

তবে তাকে ফোনটা দাও—কি হ'ল তাকে ফোনটা দাও।

কিন্তু তিনি তো এখন শোবার ঘরে—মানে তিনি তো একা নয় তাই—

কি বললে?

না, তিনি অন্য একজন লোকের সঙ্গে শুয়ে আছেন, তাই…

কি বললে, অন্য লোকের সঙ্গে, শোন, আমার বসার ঘরে ড্রয়ারের মধ্যে রিভলবারটা রয়েছে। ওটা নিয়ে শোওয়ার ঘরে গিয়ে দুইজনকেই গুলি করে শেষ করে এস। বুঝেছ—তুমি সবচেয়ে বিশ্বস্ত লোক, আমার জন্য এই কাজটা তুমি কর। বুঝেছ—

না, তা আমি পারব না—

তাহলে শোন, আমি এখনই বাড়ি গিয়ে ওই দুটোকে তো শেষ করবই—সেই সঙ্গে তোমাকেও।

সে কি!

হ্যাঁ। তাই বলছি যাও—আমি ফোন ধরে আছি।

পাঁচ ছ' মিনিট বাদে ফোন তুলে সে বলে, কাজ শেষ।

দুজনকেই মেরেছ তো?

হ্যাঁ। তারপর ভয় পেয়ে রিভলবারটা সুইমিং পুলে ফেলে দিয়েছি।

সুইমিংপুল!—আমাদের বাড়িতে তো সুইমিং পুল নেই।—শোন এটা কি ৮৭৭-এক্স-৭ নয় ৩।

সরি রং নাম্বার।

* * *

নিয়োগকর্তা—কিহে, কাল অফিসে আসনি কেন?

কর্মচারী—আজ্ঞে, স্যার কাল আমাকে আমার বাবার শবযাত্রায় অংশ গ্রহণ করতে হয়েছিলো। তাই অফিসে আসতে পারিনি স্যার।

নিয়োগকর্তা—ঠিক আছে এবারের মত ছুটি মঞ্জুর করা হলো, কিন্তু ভবিষ্যতে আবার কোনদিন তোমার বাবার শবযাত্রায় অংশ গ্রহণ করতে চাইলে অন্ততঃ দু'দিন আগে দরখাস্ত করে ছুটি মঞ্জুর করিয়ে নেবে। মনে থাকে যেন।

* * *

পিতা—আচ্ছা বিচ্চু, আজ তুমি স্কুলে যাওনি দেখছি?

বিচ্চু—আমি আর স্কুলে যাব না বাপি! কিছুতেই না।

পিতা—কেন, কেন? ভালো স্কুল, দিদিমণিরা ভালো, তবে তুমি স্কুলে যাবে না কেন?

বিচ্চু—দিদিমণিদের কথা আর বলোনা বাপি! ওঁদের জন্যই তো আর ঐ স্কুলে যেতে চাইনে।

পিতা—কেন, কী করলেন তারা?

বিচ্চু—কিছু মনে থাকে না বাপি। কাল অংকের দিদিমণি, অঙ্ক কষতে যেয়ে বললেন ৬ আর ৩ মিলে ৯ হয়। আর আজ বলেছেন কিনা ৫ আর ৪ মিলে ৯ হয়।

* * *

—কি মশায়, সিগারেট চলবে?

—না।

—পানীয় ?

—আজ্ঞে না।

—তাস-টাস চলে ?

—তাস আমি খেলতে জানিনে।

—ভাল কথা, আপনার খড় বিচুলি চলে কি ?

—নিশ্চয়ই নয়।

—হুঁ বুঝলুম।

—কী বুঝলেন তো !

—আপনি মানুষ বা গরু কারো সঙ্গী হতে পারবেন না।

* * *

এক অন্যমনস্ক অধ্যাপক একটি প্রবন্ধ লেখায় ব্যস্ত ছিলেন। হঠাৎ খেয়াল হলো তাইতো কলমটা কোথায় গেল ?

চিৎকার করে গৃহিনীকে ডেকে বললেন, দ্যাখো তো কলমটা কোথায় রাখলুম ? খুঁজে পাচ্ছি না তো।

গৃহিনী অন্যমনস্ক অধ্যাপক স্বামীকে ভাল করেই চেনেন। হেসে বললেন, ঐ তো তোমার কানে গোঁজা রয়েছে কলমটা। বলে তিনি নিজের কাজে চলে গেলেন।

অন্যমনস্ক অধ্যাপক ডাকলেন, দ্যাখো আমি খুব ব্যস্ত। কোন্ কানে গোঁজা রয়েছে একটু বলে যাও।

* * *

মধ্যরাত্রে গৃহিনী স্বামীকে জাগিয়ে বললেন, হ্যাগো, রান্নাঘরে নিশ্চয়ই চোর ঢুকেছে। আমার জন্য যে মুরগীর মাংস ছিলো, সেটা তো আমি খাইনি, নিশ্চয়ই চোরটা তাই চেটে-পুটে খাচ্ছে গো।

কর্তা (পাশ ফিরে শুয়ে)—খেতে দাওনা ওকে, তুমি ঘুমোও তো। কোনও চিন্তা করো না। আমি ঐ মুরগীর ঝোলে বিষ মিশিয়ে রেখেছিলাম।

* * *

এক ভদ্রমহিলা হাওড়া স্টেশনে যেয়ে দিল্লীর টিকিটের দাম কত জানতে চাইলেন। এ কাউণ্টার সে কাউণ্টারে দিল্লীর ভাড়া জানতে চেয়ে অবশেষে এক কাউণ্টারে যেয়ে সঙ্গের নাতিটিকে ডেকে বললেন, সবাই একই দাম বলছে বুঝলি খোকা। তাহলে আর ঠকার ভয় নেই। আয় আমরা এই কাউণ্টার

থেকেই টিকিট কিনি।

*　　　*　　　*

এক রাজনৈতিক দলের তরুণী প্রার্থী এক বাড়িতে ঢুকলেন ভোটের আশায়। গৃহকর্তা বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে বারান্দায় বসে আছেন।

তরুণী প্রার্থী অনুনয়ের ভঙ্গীতে বললেন, দেখুন আমাকে যদি সাপোর্ট করেন?

গৃহকর্তা উত্তর করলেন, আপনি খুব দেরী করে ফেলেছেন, আমি দশ বছর হলো বিয়ে করে ফেলেছি।

*　　　*　　　*

জজ (আসামীদের প্রতি)—তোমরা এ ব্যাপার কোর্টের বাইরে মিটিয়ে নিতে পারছো না?

আসামীর—আমরা তো তাই যাচ্ছিলাম হুজুর, কিন্তু সেই সময় পুলিশ সেখানে উপস্থিত হলো। আর আমাদের গ্রেপ্তার করলো।

*　　　*　　　*

মিঃ জনের নতুন বিয়ে করা বউ বিয়ের পাঁচ মাস পরেই বাচ্চা দিয়েছে। জন ডাক্তারের কাছে গেলো এরূপ হবার কারণ কি সে কথা জানতে। ডাক্তার বললেন—হ্যাঁ, এজন্য চিন্তার কিছু নেই। প্রথম সন্তানের বেলায় কোন কোন ক্ষেত্রে এমনটা ঘটে বটে, তবে এরপর দেখবেন পুরো দশ মাসেই বাচ্চা হবে।

*　　　*　　　*

শিখা—জানিস ভাই, আমার ভাইপো রাজুর যা স্বভাব হয়েছে না, এক ঘন্টায় চার পাঁচ বার কাপড় পাল্টাবে।

মঞ্জুশ্রী—তোর সেই ভাইপোর বয়স কত বলতো?

শিখা—কত আবার, এই মাসে 'তিন মাসে' পড়লো।

*　　　*　　　*

গৃহকর্ত্রী—তুমি ভাল রাঁধুনি তো?

নতুন রাঁধুনি—সবাই তো তাই বলে মাসীমা। আপনাকে কিচ্ছুটি করতে হবে না, শুধু ব্রেকফাস্টের সময় একটু সাহায্য করবেন, লাঞ্চের সময় হাতে হাতে একটু সব কিছু এগিয়ে দেবেন, বিকেলের চা, আর রাতের ডিনারের জন্য যে টুকু করা দরকার তাই করে দেবেন। সে তো আপনি জানেনই মাসীমা।

*　　　*　　　*

জন আর বুল দুজনে দীর্ঘদিনের বন্ধু। সুখে দুঃখে সব সময়। জনের পত্নীভাগ্য ভাল নয়। পর পর তিন তিনটে বউ মারা গেলো। বুল প্রতিবারই শবযাত্রায় সঙ্গী হয় জনের।

জন চতুর্থবার বিয়ে করলো। দুঃখের কথা এক বছর যেতে না যেতেই চতুর্থ পত্নীও মারা গেলো। কিন্তু এবার বুল শবযাত্রায় গেলো না।

বুলের বউ বললো, সে কি তুমি শবযাত্রার আমন্ত্রণ রাখলেন না? জন তোমার এতো বন্ধু!

বুল বললো, এতবার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে আমরা লজ্জা করে, বুঝলে? আমি আজ পর্যন্ত জনকে একবারও শবযাত্রায় নিমন্ত্রণ করতে পারলাম না। তুমিই বল, এতে লজ্জা হয় না?

* * *

—তুমি কি জান, আট জন লোক একটা ছাতার নিচে, অথচ কেউ ভিজল না।

—তা কি করে হয়। তাহলে বলতে হবে ছাতাটা খুব বড় ছিলো।

—না, ছাতাটা সাধারণ মাপেরই ছিলো।

—তবে! তুমি নিশ্চয়ই গুল মারছো। এ হতেই পারে না। আমি বাজি রেখে বলছি।

হবে না কেন, তখন তো বৃষ্টিই ছিলো না।

* * *

স্ত্রী (স্বামীকে)—মনে কর আমি মরে গেলাম, তুমি আবার বিয়ে করবে?

স্বামী—বলা মুস্কিল।

স্ত্রী—কেন, মুস্কিল কেন?

স্বামী—দ্যাখো, আমি যদি বলি হ্যাঁ আবার বিয়ে করবো, তুমি রাগ করবে। আর যদি বলি, না, আর বিয়ে করবো না, তাহলে রীণা রাগ করবে।

* * *

খদ্দের (রেস্তোরাঁয় গিয়ে)—কই হে কতক্ষণ আগে একটা হাফ চিকেনের অর্ডার দিয়ে আছি। আর কতক্ষণ দেরী হবে?

বয়—আজ্ঞে, যতক্ষণ অন্য আর একজন খদ্দের আর একটা হাফ চিকেনের অর্ডার না দিচ্ছেন স্যার। আমরা তো অর্ধেক মুরগি মারিনে কর্তা।

ডেনটিস্ট—দাঁতে হাত দেওয়ার আগেই এত চিৎকার করছেন ?

রোগী—ডাক্তারবাবু পা যে আমার ভেঙ্গে দিলেন।

*　　　　*　　　　*

দুই মাতাল বারে বসে মদ খাচ্ছে।

একজন বললো, আচ্ছা তুমি মানুষ না ইঁদুর বলে মনে কর নিজেকে।

দ্বিতীয় মাতাল, মানুষ বলেই মনে করি। হুঁ, তাই হবে বোধ হয়।

প্রথম জন, কী করে বুঝলে ?

দ্বিতীয় জন, আমার স্ত্রী ইঁদুর দেখলেই ভয় পেয়ে ছুটে পালায়। যদ্দুর মনে পড়ে, আমাকে দেখে আমার বউ ছুটে পালায় না।

*　　　　*　　　　*

স্ত্রী—এই নাও ডার্লিং এক বোতল হেয়ার টনিক।

স্বামী—কিন্তু হনি, আমার চুল তো উঠছে না।

স্ত্রী—আহা তোমার জন্য আনিনি। এনেছি তোমার নতুন স্টেনোর জন্য। তার খুব চুল উঠছে। তোমার কোটেও তা লেগে থাকছে কিনা।

* * *

রামের বউ—বুঝলে ভাই, আজকাল তুমি একটা সৎলোক খুঁজে পাবে না। এই যে আমার ঝিটি, কি করেছে জানো, কাল পালিয়ে গেছে। তা না হয় গেলি, কিন্তু করেছে কি জান, আমার ছ' ছটা দামী শাড়ি নিয়ে পালিয়েছে।

শ্যামের বউ—কোন্ কোন্‌টা গো দিদি? ঐ যে গতবছর পুজোয় কিনেছো সেই বেনারসী সিফন ·····?

রামের বউ—আর বলো না, সেগুলো হলেও তো বুঝতাম। আমার স্বামী এবার ট্যুরে গেলে আমার বয় ফ্রেন্ডরা যেগুলো প্রেজেন্ট করেছে, সেই গুলো।

* * *

জজ সাহেব—আপনি ডিভোর্স চাইছেন কেন?

মিঃ জন—আজ্ঞে, আজ দু'বছর আমার স্ত্রীর সঙ্গে কোন বাক্যালাপ নেই হুজুর।

জজ সাহেব কিন্তু এই যে কিছুক্ষণ আগে বললেন, কিছুদিন আগেই আপনার স্ত্রীর একটি সন্তান হয়েছে?

মিঃ জন—সন্তানলাভের জন্য কথা কওয়ার দরকার নেই হুজুর।

* * *

রীতা—হ্যাঁরে গীতা, তোর নতুন বয়ফ্রেন্ডটা কেমন হলো?

গীতা—ভালই তো সব দিক থেকে, মানে দেখতে শুনতে, লেখাপড়ায়। অর্থাৎ সব দিকেই বলতে গেলে, কেবল একটা দিকে ওর সঙ্গে আমার দৃষ্টি-ভঙ্গীর তফাৎ আছে।

রীতা—কি রকম, কি রকম?

গীতা—আর বলিস নে, আমি কিছুতেই ওকে কোন জুয়েলারী দোকান, কি শাড়ির দোকান, কিম্বা জুতোর দোকান বা ঘড়ির দোকানে নিয়ে যেতে পারলুম না।

* * *

—জানো ভাই, আমার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু আমার বোনকে নিয়ে লুকিয়ে সিনেমায় গেলো।

—তুমি কি তাদের ফলো করেছিলে ?

—করেছিলাম। সেই সিনেমা হল পর্যন্তও গিয়েছিলাম।

—তারপর ?

—ফিরে এলাম ভাই বুঝলে।

—কেন কেন ? সিনেমা হলে ঢুকে দেখলেই পারতে ওরা কী করে ?

—কিন্তু আমি যে ওই ছবিটা আগেই ঐ বন্ধুর বোনের সঙ্গে দেখেছি।

* * *

ছোকরা—ডার্লিং আমি যে তোমাকে কতখানি ভালবাসি তা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারছিনে।

প্রেমিকা—বেশ তো, মুখ না বলতে পারো, ছবি এঁকে দেখাও।

* * *

মধুচন্দ্রিমা (honeymoon) রাত্রি।

কনে (নব বিবাহিত)—কি গো তোমাকে এত নার্ভাস দেখা যাচ্ছে কেন ?

বর—ইয়ে, এই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা তো।

কনে—ওঃ এই ব্যাপার ! কিছু ভেবোনা গো, আমি তোমাকে সব শিখিয়ে পড়িয়ে নেবো খন। আমি এ বিষয়ে সর্ববিদ্যা বিশারদ্।

* * *

প্রেমিক—তুমি যদি আমাকে প্রত্যাখান করো ডার্লিং, আমি তোমার ঘরের জানালার সামনে যে গাছটা আছে, তাতে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করবো।

প্রেমিকা—আমি খুবই দুঃখিত ডালিং। মরার জন্য তোমাকে অন্য কোন গাছ বেছে নিতে হবে তাহলে, কারণ বাবা চান না তুমি আমাদের বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে গলায় দড়ি দাও।

* * *

জজ সাহেব—আপনি বলছেন ম্যাডাম, আপনার সঙ্গে ঐ লোকটার কোন প্রকার ঘনিষ্ঠতা নেই ?

ম্যাডাম—আজ্ঞে, সত্যি কথা মাই লর্ড।

জজ সাহেব—তাহলে আপনার স্বামীর নালিশ অনুসারে আমি জানতে চাই, ঐ লোকটি কী করে এমন নিপুণভাবে আপনার মুখশ্রীর (হুবহু আপনার মুখ) ছবি আঁকলো ?

ম্যাডাম—তা যদি করে থাকে মাই লর্ড, তাহলে সে তার স্মৃতি থেকে এঁকেছে। একথা আমি হলফ্ করে বলতে পারি।

* * *

ম্যাজিস্ট্রেট—হুঁ, রেকর্ড বলছে, পাঁচ বছর আগে একটা উলের সোয়েটার চুরির দায়ে আদালতে এসেছিলে তুমি। আজ আবার একটা সোয়েটার চুরির দায়ে!

চোর—আপনিই বলুন হুজুর একটা উলের সোয়েটার পাঁচ বছরের বেশী চলে?

* * *

শিক্ষিকা—দেখছি ইংরাজীতে তুমি খুব কাঁচা। শোও এই প্যারাটা তুমি ত্রিশবার লিখে আমাকে দেখাবে।

ছাত্রটি পরদিন প্যারাটা পনেরো বার লিখে শিক্ষিকাকে দেখালো।

শিক্ষিকা রেগে আগুন। আমি তোমাকে ত্রিশবার লিখতে বলেছি না? আর তুমি কিনা মাত্র পনেরো বার ইংরাজী প্যারাটা লিখেছো?

—আজ্ঞে, দিদিমণি, আমি অংকেও কাঁচা যে।

* * *

জজ—কিন্তু তুমি নতুন জামা-কাপড় ভর্তি সুটকেশটা চুরি করলে কেন?

চোর—আজ্ঞে হুজুর, আপনার সামনে যাতে ছেঁড়া নোংরা পোষাকে হাজির হতে না হয়, সেজন্য।

* * *

প্রেস রিপোর্টার মিসেস গাঙ্গুলির সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন। রিপোর্টার জিজ্ঞেস করলেন, আপনার ছেলে মেয়েদের বয়স কত?

মিসেস গাঙ্গুলী বললেন, বয়স!—ধরুন এক, দুই, চার, পাঁচ, ছয়।

রিপোর্টার—তিন গেলো কোথায়?

মিসেস গাঙ্গুলী—ও সরি! ঐ বছরই আমরা কালার টি, ভি, কিনলাম কিনা। ঐ যে যেবার গভীর রাতে ছবি দেখানো আরম্ভ হলো।

* * *

মালিক সকাল সকাল অফিসে এসেছেন। দেখেন তার কেরাণীটি মহিলা স্টেনোগ্রাফারকে ধরে চুমু খাচ্ছে।

রেগে চিৎকার করে বললেন তিনি, কী ব্যাপার? আমি কি এজন্য তোমাকে টাকা গুনছি?

কেরাণী—না স্যার, এজন্য আপনাকে কোন পয়সা দিতে হবে না। এটা বিনে পয়সা দেওয়া হচ্ছে।

* * *

জজ—তুমি তা বলে তোমার স্বামীর দিকে একটা চেয়ার ছুঁড়ে মারবে ?

মহিলা আসামী—কী করবো হুজুর, টেবিলটা যে খুবই ভারি। আমি কিছুতেই তুলতে পারলাম না।

* * *

॥ গন্ধেই মুক্তি ॥

এক দয়ালু পাদ্রী প্রায়ই বিভিন্ন জেলে গিয়ে কয়েদীদের বাইবেল পড়ে শোনাতেন। একবার এক পুরোনো, ঘাঘু জেলখাটা আসামীর কাছে গিয়ে তিনি জানতে চাইলেন, তার জন্য তিনি কিছু করতে পারেন কিনা। আসামী বলল 'নিশ্চয়ই পারেন পাদ্রী মশাই, যদি দয়া করে আমাকে বাইবেল থেকে পাঠ শোনান, তাহলে খুব ভাল হয়।'

পাদ্রী তো ভারী খুশী, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই। তা, বাইবেলের কোন্ অধ্যায়টা শুনবার ইচ্ছে তোমার ?'

'আজ্ঞে, ১১৯ তম সাম (psalm) টুকু।'

পাদ্রী তো ঢোক গিললেন 'ইয়ে, মানে, ওটা বাইবেলের সব চাইতে বড় সাম জানতো!'

'জানি পাদ্রী মশাই, কিন্তু ওটাই শুনতে চাই আমি।'

অগত্যা পাদ্রী সাহেব সবটা 'সাম' পড়ে গেলেন। কিন্তু পড়া শেষ হতেই কয়েদীটি বলে উঠল—'আজ্ঞে পাদ্রী মশাই, যদি আর একবার সবটা পড়ে শোনাতেন আমাকে।

পাদ্রী মশাই হাঁফাতে হাঁফাতে উত্তর দিলেন 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পড়ব। তা, ভাই, শেষ পর্যন্ত তুমি সত্য ধর্মের পথ খুঁজে পেয়েছ তো ?

কয়েদীটি অম্লান বদনে উত্তর দিল 'মানে, ঠিক তা নয়। তবে কিনা পাদ্রী মশাই পাক্কা তিনটে বছর একফোঁটা মদ খাইনি তাই আপনার নিঃশ্বাসের গন্ধটা পেতে আমার দারুণ লাগছে।

* * *

॥ নর্তকীর ছোঁয়া ॥

এক ক্যাথলিক পাদ্রী, ফাদার রেইলি, বহু বছর ধরে খুব কঠোর পরিশ্রম করেছেন। শেষ পর্যন্ত খুব ক্লান্তিবোধ করে এক ডাক্তারের কাছে পরামর্শ নিতে গেলেন তিনি। ডাক্তারবাবু ওঁকে বললেন— 'দেখুন' ফাদার খুব বেশী খেটে আপনার অবসাদ এসেছে। আপনাকে বেশ কিছু দিনের, লম্বা ছুটি নিতে হবে।' ওঁর রিপোর্ট পেয়ে মহামান্য বিশপ ফাদার রেইলিকে সবেতন তিন মাসের ছুটি দিলেন।

ফাদার রেইলি তো চুটিয়ে ছুটি উপভোগ করলেন—মাছ ধরলেন, নৌকা চালালেন, পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরলেন। তারপর ছুটি শেষ হয়ে আসছে দেখে ঠিক করলেন, 'ওয়েস্ট এন্ড' এলাকার নৈশক্লাবগুলো কি রকম, সে অভিজ্ঞতাও উনি একবার করে নেবেন। অতএব এক রাত্তিরে এরকম একটা ক্লাবে হাজির হয়ে উনি হাতে হুইস্কির গেলাস নিয়ে মহানন্দে 'ক্যাবারে' ও পোষাক খোলার নাচ দেখতে দেখতে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেলেন। যে নর্তকীটি নাচছিল, সে নাচ শেষ হবার পর একগাল হেসে ওঁর কাছে নগ্নগাত্রে এসে বলল, 'ফাদার রেইলি, আপনাকে আর এক গেলাস মদ এনে দিই?'

ফাদার রেইলির তো মূর্চ্ছা যাওয়ার অবস্থা। আর্তনাদ করে উঠলেন উনি—'সর্বনাশ হয়ে গেল আমার! আমাকে চিনে ফেলেছে! আমার মান সম্মান, পাদ্রীগিরি—সব গেল এইবার!'

নর্তকীটি বলে উঠল, আরে, ফাদার, একদম ঘাবড়াবেন না। আমি সিস্টার টেরেসা। আমার দুজনে নিশ্চয় একই ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার জন্যে গিয়েছিলাম!'

* * *

রোগাসোগা, নিরীহ এক ভদ্রলোকের গিন্নীটি দারুণ ডকসাইটে স্বামীকে সেই চালিয়ে নিয়ে বেড়াত। একদিন গিন্নী কত্তাকে নিয়ে তাঁর জন্যে নতুন ট্রাউজার কিনতে বেরিয়েছেন। কাপড়ের দোকানে একটা ট্রাউজার পছন্দ হল। দোকানদার জিজ্ঞেস করল, এই সব ট্রাউজার অনেক ধরনের হয়। আপনাকে কোনটা দেব, বোতাম দেওয়া না চেন লাগানো?

ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—'চেন দেওয়া।'

'ভাল কথা, স্যার, তবে পাঁচ ইঞ্চির, না দশ ইঞ্চির চেন?'

বউ কিছু বলতে পারার আগেই ভদ্রলোক আবার বলে উঠলেন—'দশ ইঞ্চির'

দোকান থেকে বাইরে বেরিয়ে আসা মাত্রই গিন্নী তো রাগে একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে স্বামীকে ধমকাতে লেগে গেল, 'দশ ইঞ্চির চেন চাই তোমার,

না? তোমাকে দেখে আমার বাবার পাশের বাড়ির লোকটার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। লোকটা প্রত্যেকদিন সকালে ওর বাগানে গিয়ে গ্যারেজের তালা খুলে তারপর আটফুট লম্বা বিরাট ডবল দরজার পাল্লাগুলো ও দরাম করে খুলে ফেলে, আর তারপর ভেতর থেকে নিজের বাই-সাইকেলখানাকে বার করে নিয়ে আসে!'

* * *

দুই কট্টর, গোঁড়া, শ্রমিক দলের সমর্থক সদস্যেরা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছে প্রথম সমর্থক খুব দুঃখিত ভাবে দ্বিতীয় জনকে বলে উঠল 'হেই, অ্যালবার্ট শুনলাম তুমি নাকি রক্ষণশীল দলে যোগ দিয়েছ?'

হ্যাঁ। এই তো, গত সপ্তাহে।' —দ্বিতীয়জনের উত্তর।

'কি করে এরকম একটা কাজ করলে তুমি? সারা জীবন শ্রমিক দলের এত বিশ্বাসী একজন সমর্থক হয়ে এটা কি হল?'

'আরে ডাক্তারবাবু যে বলে দিয়েছেন আমি ছ' মাস মোটে বাঁচব।'

প্রথম সমর্থক এবার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল—'তা তো বুঝলাম। কিন্তু তার সঙ্গে তোমার রক্ষণশীল দলে যেগে দেওয়ার সম্পর্কটা কি?'

'আরে, বুঝলে। আমি মারা গেলে হতভাগাগুলোর একটা অন্তত সদস্য তো কমবে!'

* * *

এক আইরিশ যুবক আর তার ইংরেজ বন্ধু অচেনা এক শহরে বেড়াতে গেছে। ওদের সন্ধ্যেবেলাগুলো আর যেন কাটতে চাইছিল না, একেবারে একঘেঁয়ে হয়ে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত এক সন্ধ্যায় আইরিশ যুবকটির একটা উপায় বার করল। স্থানীয় গির্জার পাদ্রীর কাছে গিয়ে বলল যে, সে একটি মেয়ের সঙ্গে সহবাস করছে, তাই পাপ স্বীকার করে মুক্ত হতে এসেছে।

পাদ্রী মশাই ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক রকম ভাবে জেরা করলেন, কিন্তু মেয়েটা কে, জানতে পারলেন না। অযথা রেগেমেগে উনি যুবকটিকে বিদায় করে দিলেন।

গির্জায় বাইরে ওর ইংরেজ বন্ধু ওর জন্য অপেক্ষা করছিল। সে জিজ্ঞেস করল, 'কি রে পাদ্রী সাহেব কি বললেন?'

আইরিশ যুবকটি গোঁফের ফাঁকে হেসে উত্তর দিল—'না, ওঁর কাছ থেকে পাপের মার্জনা অবশ্যই পাইনি। কিন্তু এখানকার বেশ কিছু চালু আর সুন্দরী মেয়ের নাম ঠিকানা ওঁর কাছ থেকে পেয়েছি।'

* * *

স্ত্রী—হ্যাঁগো আমি কি খুব মোটা হয়ে গেছি ?

স্বামী—কই না তো !

স্ত্রী—তবে যে স্টুডিওর ফোটোগ্রাফার আমার কাছ থেকে গ্রুপ ফোটোর দাম নিল।

*　　　*　　　*

এক গৃহিনী অন্য গৃহিনীকে, আচ্ছা বলতে পারো দুধ কিভাবে রাখলো কাটার ভয় থাকে না ?

অন্যগৃহিনী—সব থেকে ভালো হয় ঐ দুধ যদি না দুইয়ে গরুর পেটেই রেখে দেওয়া হয়।

*　　　*　　　*

জনবাবু স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ধরো কাল যদি আমি মারা যাই; তবে তোমার প্রথম কর্ত্তব্য কি হবে ?

স্ত্রী ঃ তোমার বীমা কোম্পানিকে সংবাদটা পেঁাছে দেওয়া।'

*　　　*　　　*

শিক্ষক ছাত্রদের প্রতি ঃ যদি তোমরা কখনো দেখতে পাও কেউ জলে ডুবে যাচ্ছে, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে তার চুল টেনে ধরে তাকে জল থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করবে।

জনৈক ছাত্র : আচ্ছা স্যার, এর মানে এই যে, যদি আমরা কখনো রূপেশকে জলে ডুবে যেতে দেখি, তখন তাকে আমরা তোলার চেষ্টা করবো না তাই তো ?

শিক্ষক : (বিস্ময়ের সুরে) কেন ?

ছাত্র : রূপেশের মাথা ন্যাড়া, একটি চুলও ওর মাথায় নেই ?

*　　　*　　　*

দীপকের যমজ পুত্র সন্তান হয়েছে শুনে তার বন্ধু মানস দেখা করতে এসে হাসি হাসি মুখে বললো, 'ধন্যবাদ ভাই দীপক, তোমার দিকে ভগবান মুখ তুলে হেসেছে কি বলো ?'

তার কথা শুনে দীপক তার আগের আটটি সন্তানের কথা চিন্তা করে বিষণ্ণ বদনে বললে, 'এটা মুচকি হাসি নয় ভাই, এবার স্বয়ং ভগবান আমার দিকে তাকিয়ে অট্টহাসি হেসেছেন।'

*　　　*　　　*

একটা ফটোর দোকানে জনৈক ভদ্রলোক নিজের ছবি দেখতে দেখতে ফটোগ্রাফারকে বললে' আমার এই ছবির চেহারা একদমই পছন্দ হচ্ছে না, কারণ ফটোর মধ্যে আমাকে ঠিক বাঁদরের মতই দেখতে লাগছে। এ ছবি আমি নেবোনা।

ফটোগ্রাফার : এ ব্যাপারে আপনার ফটো তোলার আগেই খেয়াল করা উচিত ছিল, কারণ ক্যামেরাতে আপনার ছবি ঠিক আপনার মতই উঠবে।

রুগী : ডাক্তারবাবু আপনি সকলকে ধূমপান করতে বারণ করেন, অথচ আপনি নিজেই তো দেখছি একটার পর একটা সিগ্রেট ধরিয়ে চলেছেন ?

ডাক্তারবাবু : হেঁ হেঁ, আমি যদি স্বয়ং ধূম পান না করি, তো বুঝবে। কি করে যে এটা 'স্বাস্থ্যর পক্ষে ক্ষতিকর বস্তু'।

*　　　*　　　*

একটা বাচ্চা ছেলে দৌড়ে এসে তার বাবার কাছে নালিশ করে, বাবা, বাবা, ঐ দেখোনা, ঐ ছেলেটা আমাকে গালাগাল দিচ্ছে।

বাবা কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললে, তাতে হয়েছে কি ? ওতো তোমাকে দিচ্ছে, নিচ্ছে তো না !

*　　　*　　　*

দুই বোকা এক ভাড়া করা নৌকায় বসে নদী বক্ষে হাওয়া খেতে খেতে

চলেছে, তাদের মধ্যে একজন হঠাৎ নৌকায় খোলের মধ্যে একটা ফুটো দেখতে পেয়ে বললে, আরে ভোঁদা দেখ্ দেখ্, নৌকার খোলে একটা ফুটো হয়ে গিয়েছে ওখান থেকে জল ঢুকে কিছুক্ষণের মধ্যেই তো নৌকাটা ডুবে যাবে ?

দ্বিতীয় বোকা বললে, দূর হাঁদা তাতে তোর কি ? এটা তো আমাদের নৌকো নয়, যার নৌকো তার যাবে। আমরা খামাকা চিন্তা করছি কেন ?

*   *   *

এক কঞ্জুস তার ছেলেকে ধরে পেটাচ্ছে দেখে, জনৈক পথিক জিজ্ঞাসা করে, 'ও বেচারাকে ঐ ভাবে মারছেন কেন ?

কঞ্জুস বললে, আর বলবেন না মশাই, আমি একে বলেছিলাম, দোতলায় ওঠার সময় একটা করে সিঁড়ি ছেড়ে ছেড়ে উঠবে, তাতে চটি বেশি দিন টিঁকবে, তা বেটাচ্ছেলে, একটা নয় দুটো নয় তিনটি সিঁড়ি ছেড়ে ছেড়ে তেতালায় উঠতে গিয়েছিল, ফলে প্যান্টটা ছিঁড়ে বাড়ী ফিরেছে।

*   *   *

পুত্র—বাবা, বাইরে একজন লম্বা মোঁচওয়ালা তোমাকে ডাকছে।

পিতা—তুমি গিয়ে বলে দাও, আমার মোঁচের দরকার নেই।

*   *   *

পিতা (পুত্রের প্রতি), এই মানব সংসারে কোন কাজই অসম্ভব নয়।

পুত্র এই শুনে তৎক্ষণাৎ বলেও ওঠে, 'তা হলে বাবা, তোমার যখন ঘুম আসবে তখন চোখ খোলা রেখে ঘুমিও তো ?'

*   *   *

দুই বন্ধু নেমতন্ন বাড়ী থেকে প্রচুর খানা-পিনা সেরে বাড়ী ফেরার পথে পা বাড়িয়েছে, কিন্তু পথে আসতেই দু'এক জনের নিম্ন চাপের উদ্বেগ হয়। সে তখন অনোন্যপায় হয়ে পায়খানাতে যাওয়ার জন্য শৌচালয়ে ঢুকতে যাবে এমন সময় ভিতর থেকে আওয়াজ এলো, 'হায় মেরা দিল' এই শুনে সে বাইরে বেড়িয়ে কিছুক্ষণ পর আবার পায়খানার দিকে এগিয়ে যায়, ফের অন্য পুরুষ কন্ঠের আওয়াজ ভিতর থেকে তার কানে আসে, 'তুমনে মুঝে দেখা…… '

এবার বন্ধুটি ভারি আশ্চর্য হয়ে সেখান থেকে ফিরে এসে তার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা ব্যাপার কি বলতো ? যে ই পাইখানাতে যায়। সে-ই গান গাইছে দেখছি ?

বন্ধুটি মুচকি হেসে বললে, ঠিকই আছে, দোস্ত, তুমি যখন ওখানে যাবে তখন তেমাকেও তো গান গাইতে হবে।

কেন ?

কারণ ঐ বাথরুমের দরজায় কোন ছিটকিনি নেই।

*　　　　*　　　　*

পিতা পুত্রের প্রতি ; 'আচ্ছা বলো তো দেখি, মোটর গাড়ীর চাকায় রবারের টায়ার লাগান থাকে কেন ?'

পুত্র : 'আজ্ঞে তার কারণ হলো, গাড়ীদেরও আমাদের মত রবারের জুতো পড়তে ভালো লাগে বলে।'

*　　　　*　　　　*

পুত্র : বাবা আমি আজ গরু দুইবো।

পিতা : না, খোকা, ও তুমি পারবে না, তুমি এখন ছোট।

পুত্র : ঠিক আছে, গরু না দুই, বাছুর তো দুইতে পারবো ?

*　　　　*　　　　*

বড়বোন ছোট বোনকে,—'আচ্ছা, আমি যখন গান করি তখন তুই বাইরে গিয়ে দাড়াস কেন ?

ছোট বোন,—কারণ আমি যে গান গাইছি না, সেটা সকলকে বোঝানোর জন্য।

*　　　　*　　　　*

ছোট্ট একটি সাকোঁর এক দিক দিয়ে একটি বিশাল মোটা চেহারার ভদ্রমহিলা হেঁটে আসছিল, বিপরীত দিক দিয়ে অন্য একটি ছেলে আসছিল, সাঁকোর কাছাকাছি এসে ছেলেটি দাঁড়িয়ে পড়তে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করলে, কি হলো আপনি দাড়িয়ে পড়লেন কেন ? ছেলেটি বললে, তেমন কিছু নয়, সামনে দেখছেন না এ বোর্ডে লেখা আছে, 'প্রথমে ভারী বাহনকে আগে যেতে দিন,' তাই তো....।

*　　　　*　　　　*

পিতা তার অকাল পক্ক পুত্রকে, "দেখ্ খোকা আর কখনো জুয়া খেলিস না, ওটা এমনই একটি জিনিস, যদি তুই আজ যাস্ তো কালকে হেরে যাবি' পরেও জিতবি তো তারপর দিন ফের হেরে যাবি।'

"ঠিক আছে বাবা, আমি বুঝতে পেরেছি, আর বলতে হবে না, এরপর থেকে আমি একদিন ছেড়ে একদিন খেলবো।" বিজ্ঞের মত জবাব দেয় পুত্র।

*　　　　*　　　　*

এক মদখোর সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সংবাদ পত্রের প্রথম পাতায় চোখ বোলাতে গিয়ে দেখতে পায় সংবাদ শিরোনাম, "মদ খাওয়ার অপকারিতা।" ঐ

লেখা পড়েই কাগজটি ভাঁজ করে রাখতে রাখতে বললে, "ব্যাস্ আজ থেকে বন্ধ।"

তার ঐ কথা শুনে স্ত্রী সোহাগের সুরে বলল, "হ্যাঁ গা, আজ থেকে তা' হলে তুমি মদ খাওয়া বন্ধ করলে ?"

মাতাল—"না, তা, তো বলিনি, বললাম আজ থেকে খবর কাগজ নেওয়া বন্ধ।"

* * *

ম্যাজিস্ট্রেট—"বলুন আপনার প্রকৃত বয়স কত মিসেস্ ব্রাইট ?"

মিসেস্ ব্রাইট—'কুড়ি বছর আর মাত্র কয়েক মাস।"

মেজিষ্ট্রেট—"ঠিক কত মাস ?"

মিসেস্ ব্রাইট—'দু-শ'।'

* * *

গুরুপদ তার বন্ধু বেনুকে ? "ছোট্ট বেলাকার দিনগুলি সত্যি সুন্দর সুখের ছিল, তাই না ?"

বেনু, 'হ্যাঁ, তা-তো হবেই তখন সব জায়গাতেই আমাদের হাফ টিকিটে কাজ চলে যেত।'

* * *

এক আধ পাগলা ছেলেকে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসক তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার নাম কি ?"

"প্রভাত"—ছেলেটি সংক্ষেপে জানায়।

"তোমার কোন্ ফল খেতে বেশি ভাল লাগে ?"--জিজ্ঞাসা করেন চিকিৎসক।

"আজ্ঞে আঙ্গুর ফল আমার বেশি পছন্দ।"

তাই শুনে ডাক্তারবাবু বললেন, "আরে, আঙ্গুর ফলতো আমারও বেশ ভাল লাগে ?"

"তাই নাকি ? ডাক্তারবাবু তবে কবে থেকে আপনি আমার মত পাগল হলেন ?" জিজ্ঞাসু নেত্রে ছেলেটি বলে ওঠে।

* * *

ছেলে পড়তে বসেনি দেখে বাবা কপট রাগে বললেন, 'তুমি আজ পড়তে বসোনি, তোমার মাকে নিয়ে আজ আমি সিনেমাতে যাবো, দেখি তুমি একা একা কিভাবে থাকো।"

"ছেলে একটু ভেবে বলে, ঠিক আছে, আমিও চোর এলে বলব যে, আমি ছাড়া তিনঘণ্টা এই বাড়ীতে কেউ থাকবে না।"

*　　*　　*

মালিক ড্রাইভারকে, তুমি যখন গাড়ী চালাতে চালাতে স্পিডের মাথায় টার্ণ নাও তখন আমার দারুণ ভয় করে।

ড্রাইভার - মালিক, এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, গাড়ী টার্ণ নেওয়ার সময় আপনিও আমার মত চোখ বন্ধ করে থাকবেন, তা হলে আর ভয় লাগবেনা।

*　　*　　*

ভিখারী : বাবুজী কিছু পয়সা ভিক্ষা দিন না।

বাবু—তোমার এত সুন্দর স্বাস্থ্য থাকতে ভিক্ষা কর কেন, কাজ করে খেতে পারো না ?

ভিখারী—আজ্ঞে আমি আপনার কাছে পয়সা ভিক্ষা চাইছি,—পরামর্শ ও বুদ্ধি চাইতে আসিনি।

*　　*　　*

এক মদখোর তার স্ত্রীকে নিয়ে একদিন বারে এসেছে ড্যান্স দেখতে, এর মধ্যেই ওয়েটারকে ডাকিয়ে তারা দু' পেগ মদ নিয়েছে, তার স্ত্রী মদের গ্লাস মুখে দিয়ে এক চুমুক নিয়েই মুখ সুটকে বললে 'দূর, একি জিনিষ রে বাবা, কেমন বিশ্রী স্বাদ।'

'এর স্বাদ কি অমৃতের মত হবে নাকি ?' মাতাল স্বামী বলে, 'এবার তুমি বুঝতে পারছো তো আমি এখানে মজা লুটতে আসি না।'

*　　*　　*

জনৈক উৎসাহি ব্যাক্তি এক মৌমাছি পালককে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা আপনি যে এত দিন ধরে মৌমাছি পালন করলেন, 'তাতে কি কিছু লাভ হয়েছে ?"

মৌমাছি পালক, 'আজ্ঞে তা হয়েছে বৈ কি, আমার এখানে (বাড়ীতে) আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু বান্ধবের যাতায়াত বন্ধ হয়েছে।'

*　　*　　*

আনাজ-পত্র কেনার পর পয়সা দিতে দিতে জনৈক মহিলা দোকানদারকে বললে, যদি কোন সব্জী খারাপ দেখি তো রান্না করে ফেরৎ দিয়ে যাবে কিন্তু !

সব্জীওয়ালা, ঠিক আছে মালকিন্, সঙ্গে গোটা কতক রুটি আনবেন কিন্তু !

*　　*　　*

জজসাহেব চোরকে—'তুমি যখন অন্য লোকের স্যুট চুরি করার কথা নিজে স্বীকার করে নিয়েছ, তো ফের জরিমানার টাকা থেকে কুড়ি টাকা কমাতে আবেদন করছো কেন ?'

চোর—'আজ্ঞে হুজুর, ঐ স্যুট ফিটিংস্ করতে আমার যে কুড়ি টাকা আগেই খরচ হয়ে গিয়েছে।'

* * *

মা মেয়েকে ডেকে—মা মণি দেখোতো উনুন জ্বলছে কি না।

মা মণি—না মা উনুন জ্বলছে না, কিন্তু ভেতরের কয়লাগুলিতে আগুন ধরে গিয়েছে।

* * *

শিক্ষিকা ছাত্রীকে,—বলোতো চায়না, মাছদের কি ঘাম হয় ?

ছাত্রী (মাথা চুলকে),—আজ্ঞে হ্যাঁ দিদিমণি হয়।

শিক্ষিকা,—কেমন ভাবে হয় বুঝিয়ে বল।

চায়না—যদি মাছেদের গায়ে ঘামই না হবে তো সমুদ্রের জল অত নোনা হয় কেন ?

* * *

মা—'কমল আজ তোমাদের রেজাল্ট বেরনোর দিন না ?'

কমল—'হ্যাঁ মা।'

মা—'তুমি আজ স্কুলে যাওয়ার সময় এই হারটা সঙ্গে নিয়ে যাবে, যদি তুমি পাস করো তা মাষ্টার মশাইএর গলায় পরিয়ে দিও।'

কমল –'যদি ফেল করি।'

মা—(ভীষণ রেগে) 'তা হ'লে এটা নিজের গলাতেই ঝুলিয়ে দেবে।'

* * *

ক্লাসটিচার—(জনৈক ছাত্রকে), বেণু, তুমি প্রতিদিনই লেট করে স্কুলে আসো কেন ?

বেণু—কি করবো স্যার, আমি স্কুল এলাকার রাস্তায় এলেই দেখি বোর্ডে লেখা আছে, 'সামনে স্কুল আস্তে চলুন।'

* * *

ঝুনু –জনৈক প্রতিবেশীর কাছে গিয়ে, 'পাঁচটা টাকা দিন না মাসি, বাবা মাকে খুঁজতে যাবো।'

প্রতিবেশী—তা হ্যাঁরে ঝন্টু, তুই তোর বাবা মাকে খোঁজ করার জন্য পাঁচ টাকা চাইছিস কেন ? কোথায় গিয়েছেন তাঁরা ?

ঝন্টু—ওনারা সিনেমায় গিয়েছেন, আমিওতো ওনাদের কাছে যেতে চাইছি।

* * *

গোপা—আমার বাড়ীর চাকরাণীর জয়ন্তী পূর্ণ হলো।

বুলা—তাই নাকি ? এ চাকরাণী তাহলে তোমার বাড়ীতে পুরো পঁচিশ বছর কাজ করলো ?

গোপা—না-তা নয়, গত তিন মাসের মধ্যে আমার বাড়ীতে এই নিয়ে মোট পঁচিশ জন চাকরাণীর পদার্পণ ঘটলো।

* * *

পিতা পুত্রকে, 'গৌতম, তোমাকে তো এখন এক স্যার পড়ায়, আমার সময় আমাকে দশ-স্যার পড়াতো।'

আশ্চর্য হয়ে গৌতম জিজ্ঞাসা করে ; 'বাবা, তোমাকে কি তা হ'লে রাবণ স্বয়ং এসে পড়াতো ?'

* * *

ডাক্তার রোগীকে দেখে বললেন, 'প্রফুল্লবাবু, গত কয়েক সপ্তাহ অপেক্ষা আজ আপনাকে দেখে বেশ সুস্থ বোধ হোচ্ছে ? মনে হয় আপনাকে যে ওষুধ দিয়েছিলাম সেটা বেশ কাজে লেগেছে।'

রোগী—'আজ্ঞে তা হতে পারে, কারণ আমি ওষুধের শিশির গায়ে লেখা নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি।'

ডাক্তার—'ওতে কি লেখা ছিল।'

প্রফুল্লবাবু—'ওতে লেখা ছিল ঢাকনা বেশ ভাল ভাবে আটকে রাখুন।'

* * *

শিক্ষক ছাত্রের প্রতি, 'আচ্ছা বলোতো মাণিক সূর্য্য কোথা থেকে উদয় হয় ?'

মাণিক—'আজ্ঞে স্যার, আমাদের বাড়ীর সামনের বাড়ীর ছাদের পিছন দিক থেকে।'

* * *

ভীষণ বর্ষার দিনে ডাক-পিওন এসে এক বাড়ীর দরজায় কড়া নাড়লো 'আপনাদের চিঠি আছে।'

ভিতর থেকে আওয়াজ এলো, 'এই বৃষ্টিতে বেরুতে পারবো না, চিঠিটা ডাকে ফেলে দিন।'

* * *

শিক্ষক ছাত্রকে, আচ্ছা বাপ্পা বলোতো কলিঙ্গ যুদ্ধের বিষয়ে তুমি কি জান?

বাপ্পা—স্যার, বাবা আমাকে বলে দিয়েছে কখনো কোন লড়াই, যুদ্ধের ব্যাপারে মাথা ঘামাবি না।

* * *

চায়ের দোকানে এক খদ্দের, 'দেখুন আপনার চায়ে মাছি পড়েছে।'

দোকানদার—'৪০ পয়সার চায়ে মাছি পড়বে না তো কি হাতি পরবে?

* * *

বিচারক অভিযুক্তের প্রতি, 'তুমি স্বীকার করছো যে, তোমার স্ত্রীকে গতকাল রাত্রে তুমি পিটিয়েছো।'

অপরাধী—'আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর, স্বীকার করছি।'

বিচারক—'ঠিক আছে, তোমার দশ টাকা জরিমানা হলো, আর সেই সাথে আরও দশ আনা অতিরিক্ত তোমাকে দিতে হবে।'

অপরাধী—'হুজুর দশ টাকা না হয় ফাইন হলো, কিন্তু ঐ দশ আনা কিসের জন্যে?'

বিচারক—'ঐ দশ আনা তোমাকে 'প্রমোদ-কর' হিসেবে দিতে হবে।'

* * *

জনৈক শহুরে ভদ্রলোক তার গ্রামের শ্বশুর বাড়ীতে গিয়ে সুন্দরী শালীর মনোরঞ্জনের জন্য এক শিশি আতর তাকে উপহার দিলে, ঐ দেখে তার ফটকে শালাবাবু এসে সেই শিশি খুলে খানিকটা আতর হাতে ঢেলে জিভ দিয়ে চাটতে লাগলো।

এই না দেখে সেই ভদ্রলোক তো রেগে ফায়ার, এমন সময় শ্বশুরকে সামনে পেয়ে সে অনুযোগের স্বরে বললে, দেখুন বাবা, আমি মনাকে আদর করে এক শিশি আতর এনে দিলাম, আর ঐ বেটা শালা শিশিগুলো আমাকে কিছু না বলেই তার অর্ধেক হাতে ঢেলে সাবড়ে দিলে, একি রকম ভদ্রতা?

জামাই-এর অভিযোগ শুনে শ্বশুর বললে, সত্যি তো, ওটা একটা আস্ত গাধা, আরে বাবা ঘরে তো হাতে গড়া রুটি ছিল, সেই রুটিতে ঢেলেই না হয় খেত। এই ভাবে কি মূল্যবান জিনিষ নষ্ট করতে আছে?'

*　　　　　*　　　　　*

জামাইবাবু-শালীর আসর

।। হাসির কত-কথা ।।

জামাইবাবু—'জানো ঝুমা, গত রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম, একটি যুবকের সাথে তুমি বসে গল্প করছো, সে তোমাকে চুমু দিতে চাইছে ;

ঝুমা—'আচ্ছা আমি কি তাকে চুমু দিয়েছিলাম।'

জামাইবাবু—'না।' ঝুমা—'তা হলে আমি নই, অন্য কেউ হবে।'

*　　　　　*　　　　　*

আধুনিকা শালী বিয়ের পর জামাইবাবুকে বলছে, আচ্ছা পান্নাদা, আমার বিয়ের সময়ে কেমন জম-জমাট অনুষ্ঠান হয়েছিল বলুন তো ?

জামাইবাবু—আরে সে আর বলতে, নব বধূকে চুম্বন দিতে এতবড় লাইন হয়েছিল যে, আমি পর পর তিনবার লাইনে দাঁড়িয়ে নববধূকে চুম্বন করেছিলাম, কিন্তু কেউই তা ধরতে পারেনি, এমন কি তুমিও না।

অফিসের বড় বাবু অফিসারকে, 'স্যার আমেরিকায় এমন একটা কম্প্যুটার তৈরী হয়েছে সেটা ঠিক মানুষের মতই কাজ করে।'

অফিসার—'আপনি কি বলতে চাইছেন, সেটা কি ঠিক মানুষের মতই চিন্তা ভাবনা করতে পারে?'

বড়বাবু—'না, তা ঠিক নয়, যদি কোন ভুল করে ফেলে তো সেটার দায়-দায়িত্ব সে অন্য কম্প্যুটারের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়।'

* * *

শালীর বুকে একটা এরোপ্লেনের মত লকেট ঝুলতে দেখে রসিক জামাই বাবু বললেন, 'বাঃ,কি সুন্দর এরোপ্লেন।'

কচিশালীর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো—'তাই নাকি?' জামাইবাবু—'হ্যাঁ, তা বলে আমার কিন্তু বিমানের চেয়ে রানওয়েটা দেখার ইচ্ছে আরও বেশি, ঐ জায়গাটা আমার বেশ পছন্দ।' এই বলে লোভাতুর দৃষ্টিতে সে শালীর বক্ষ-মূলের দিকে দৃষ্টি হানে।

* * *

জামাইবাবু—'আচ্ছা টুকটুকি তোমার বাবা তার অফিসে কোন ও কুমারীকে চাকরী দেন না কেন?

শালীর চটপট জবাব—'কারণ বিবাহিত মহিলাদের ভুল-ত্রুটি হলে যা খুশি তাই বলে বকাবকি করা যায় কিন্তু কুমারীদের দিকে তাকিয়ে আর কিছুই বলা যায় না তাই।'

* * *

সারারাত জেগে গান করতে গিয়ে এক গায়কের গলা বসে যায়, সে ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে এসে কলিং বেল টিপতেই, দরজা খুলে ডাক্তারের সুন্দরী স্ত্রী বেড়িয়ে এসে জিজ্ঞাসা করে 'কি চাই?'

অতি কষ্টে ফিস ফিসে গলায় গায়ক বলে, 'ডাক্তারবাবু বাড়ীতে আছেন?'

ঐ আওয়াজ শুনে সুন্দরী ডাক্তারের স্ত্রী হেসে ফিস্ ফিস্ করে বলে 'না ডাক্তার বাবু দু'ঘণ্টার জন্যে বাইরে গিয়েছেন, চটপট ভিতরে চলে আসুন।'

* * *

এক দেহাতির ইংরেজী বলার খুব সখ কিন্তু সে ইংরেজীর মানে জানে না, তবে তিনটি শব্দ সে আয়ত্ব করেছে, ইয়েস, নো, থাংক্যু।

একটি শহরে বেড়াতে এসে সে একটি পার্কে বসে বিশ্রাম করছিল, এমন

সময় তার পাশে বসে থাকা এক কলেজের ছাত্রের সাইকেলের চাবি হারিয়ে যেতে সে খুঁজতে খুঁজতে তার কাছে এসে বললে 'আচ্ছা আমার চাবিটা কোথায় পড়েছে খুঁজে পাচ্ছিনা, ওটা দেখেছেন কি ?'

দেহাতি—'ইয়েস ।'

ছাত্র—'কোথায় সেটা দেখেছেন বলুন ?'

দেহাতি—'নো' ।

এই শুনে ভীষণ রেগে গিয়ে ঐ যুবকটি সেই দেহাতিকে বেশ কয়েকটি চর-থাপ্পর মারার পর দেহাতি বললে 'থাংক্যু' ।

* * *

জামাইবাবুকে দেখে মলিনা আক্ষেপের সুরে বললে, 'জামাইবাবু কিছু মনে করবে না, গত মাসে পরীক্ষার ঝামেলা থাকায় আমি আপনার এখানে আসতে পারিনি ।'

জামাইবাবু (সহাস্যে) 'তাতে কি হয়েছে, তুমি ঠিকই করেছ । কারণ ঐ জন্যেই তো গতমাসে আমার তিনশ টাকা বেঁচে গিয়েছে, যা দিয়ে কিছু বকেয়া ধার দেনা গত মাসে আমি শোধ করতে পেরেছি ।'

* * *

প্রেমিক-প্রেমিকাকে নিজের গাড়ীতে করে ঘুরতে নিয়ে বেড়িয়েছে, কিছুদূর গাড়ী যেতে না যেতেই প্রেমিকা তার প্রেমিককে ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে 'হ্যাঁগো, গত কাল রাত্রে তোমার সঙ্গে গাড়ীতে কে ছিল ?'

প্রেমিক, 'এক পরিচিত জন, কেন বলতো ?'

'তার হেয়ার পিন আর রিবন লিপস্টিক এখানে পরে আছে, রেখে দাও সময় মত ফেরৎ দিয়ে দিও ।' গম্ভীর গলায় জবাব দেয় প্রেমিকা ।

* * *

জয়া জামাইবাবুকে লক্ষ্য করে, 'যে ঘরে মা-বাপ নেই, ভাই-বোন নেই অন্য কোন লোক নেই, সেটা আবার কেমন স্থান ?'

জামাইবাবু মুচকি হেসে বলেন— সেটা একটা দারুণ স্থান হে সুন্দরী, কারণ ওখানে কুমারীদের সঙ্গে এ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে কত সুবিধে বলতো ?'

* * *

এক রোমাঞ্চকর চুম্বন শেষ করে জামাইবাবুকে আলিঙ্গন করে শালী সোহাগ-ভরা গলায় বলে, আচ্ছা জামাইবাবু সত্যি করে বলুন তো দিদিকে ছাড়া আমিই

কি আপনার কাছে প্রথম মহিলা, যাকে আপনি এই মাত্র চুম্বন করলেন ?

জামাইবাবু কচি শালীর অধরে অধর ঠেকিয়ে বললে, 'ঠিকই তাই', তবে মনে হয় পাঁচ বছর আগেও তুমি এই শহরে পড়াশুনা করতে আসতে আমার কাছে তাই নয় কি !

* * *

বিয়ের আগেই ভাবি জামাই তার শ্বশুরের চাকুরীরতা শালীকে, 'তোমার অফিসের ফোন নম্বরটা কত যেন ?

শালী—ওতো টেলিফোন ডাইরেক্টরিতেই আছে, খুঁজলে পারেন।

ভাবীজামাই—আচ্ছা তোমার নাম কি বল তো ?

শালী—তা ও টেলিফোন গাইডে পাবেন।

* * *

শালী জামাইবাবুকে—'আচ্ছা এটা আপনি জানেন যে, শিশির যেমন গলাটা ধরে ব্যবহার করতে হয় তেমনি মেয়েদের (স্ত্রীর) কোমর ধরাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পন্থা।'

জামাইবাবু—'শিশির ব্যাপারে আমি তোমার সঙ্গে একমত হলেও, স্ত্রীর ক্ষেত্রে বিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি, প্রথমেই তাদের হৃদয়কে ধরা চাই, তারপর বুক অতঃপর কোমর।'

* * *

জনৈক দন্ত চিকিৎসকের ছোট মেয়ে বড়দির প্রেমিককে জিজ্ঞাসা করলে, প্রফুল্লদা আপনি কি বাবার কাছে গিয়ে দিদির বিয়ের কথা বলেছেন ?

প্রেমিক প্রফুল্ল (গালে হাত দিয়ে) না ! তা আর পারলাম কৈ ? আমার সাহসেই কুলোচ্ছে না, এই দ্যাখোনা আজও তোমার বাবার কাছে কথা বলতে গিয়ে আরও একটা দাঁত তুলে আসতে হলো।

* * *

রীণা তার ভগ্নিপতিকে জিজ্ঞাসা করে, দিদির বান্ধবীরা বলে যে, আপনি নাকি দিদিকে এমন ভালোবাসেন যে প্রয়োজনে তার জন্যে জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ?

ও সব ভুল শুনেছ, আমার ভালোবাসা হ'লো 'অ-মর প্রেম' বিষয়টিকে খোলসা করে দেন জামাইবাবু।

* * *

বিদেশ প্রত্যাগত এক আধুনিকা শালীকে জামাইবাবু আদর করতে করতে বললে, সুনীতা—কেবলমাত্রএকবার প্লীজ্।

সুনীতা—ও—নো—ডার্লিং এখন নয়।

সুনীল—এতে তুমি নারাজ হচ্ছো কেন?

সুনীতা—আমার কাছে আর একটাই মাত্র সিগ্রেট আছে, ওটা কাল সকালের জন্য রেখে দিয়েছি তাই দিতে পারছিনা।

* * *

শালীর বাড়ীতে এসে পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজনপর্ব শেষ হওয়ার পর, শালী ভগ্নীপতিকে জিজ্ঞাসা করলে, 'রান্না কেমন হয়েছে জামাইবাবু!'

ভগ্নীপতি—'দারুণ, কোন্ আগুনে রান্না করেছ গো?'

* * *

জামাইবাবু ছোট শালীর মন পাওয়ার জন্যে মোলায়েম সুরে বললে, 'মলিনা তুমি বেশ সুন্দর হারমোনিয়াম বাজাতে পারো দেখছি, একটু আগেই আমি বারান্দায় দাড়িয়ে শুনছিলাম, বলো—এর জন্য কি চাও?

মলিনা—আমি তো হারমোনিয়াম বাজাতে জানিনা জামাইবাবু। একটু আগে আমি দাদর পরে থাকা হারমোনিয়ামটার ঝুল ঝাড়ছিলাম।

* * *

রাজু তার শালী পদ্মাকে ডেকে গম্ভীর স্বরে বললে, 'পদ্মা, আজকে আমি নিজের চোখে দেখলাম, পার্কে বসে তুমি মাণিক নামে ঐ ছেলেটির বুকে মাথা রেখে, তার চুলে বিলি কেটে দিচ্ছিলে. সত্যি, এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা, তোমাকে তো আমি কতবার বলেছি, বিয়ের আগে এইভাবে পর পুরুষের সাথে মেলামেশা করাটা তোমার পক্ষে ঠিক হবে না।'

পদ্মা—'কি করবো জামাইবাবু, যখন শুনলাম ওর এক ঘনিষ্ঠ প্রিয়জন মারা গিয়েছে, তখন ঐ ভাবে ওকে সমবেদনা না জানিয়ে পারলাম না।'

রাজু—তুমি যদি ঐ ভাবে ওকে সমবেদনা জানাও, (একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে) তা হলে আমি বেট ফেলতে পারি, এরপর থেকে প্রতিদিনই ওর কাছে থেকে তুমি একজন না একজন প্রিয়জনের বিয়োগ সংবাদ আনতে পারবে।

* * *

শালী জামাইবাবুকে, 'অমলদা, আপনার দাঁতগুলো দেখে মনে হয় আপনার বয়স মাত্র ১৫ বছর।

জামাইবাবু—আর চুল?

শালী—'চুল দেখে আপনাকে কুড়ি বছরের ছোকরা, বলেই মনে হবে।

জামাইবাবু—(মৃদু হেসে) তারপর ?

শালি—আপনার চটপটে ভাব দেখে মনে হয় আপনি বুঝি ১৬ বছরের যুবক।

এবার জামাইবাবু (খুব খুশি হয়ে) এসব দেখে আমার সঠিক কত বয়স বলে মনে হয় সখি ?'

'মোট একান্ন বছর', শালীর সংক্ষেপ উত্তর।

* * *

বিশ্বনাথ তার বন্ধু তরুণকে বললে, 'গত কয়েকদিন হল আমার ছোট শালী আমার বাড়ীতে বেড়াতে এসেছে, শালিটা দেখতে মন্দ নয়, কথায় কথায় আমাকে ইয়ারকি মেরে বলে, 'বিশ্বনাথদা তুমি প্রেমের কিছু জান না, আমার কাছে প্রেমের 'এ বি সি ডি' তোমার শেখা উচিৎ।

মিহির—আরে এটা তো উত্তম প্রস্তাব, দুর্লভ সুযোগ, আসল তো আগেই পেয়েছিস, এটাকে সুদ হিসেবে ব্যবহার কর। এতে কোথায় তোর হৃদয় পুলকিত হওয়ার কথা, তা না তুই মুখ ব্যাজার করে আছিস।

বিশ্বনাথ (গম্ভীর গলায়, উদাস নয়নে) বললে, 'হ্যাঁ ভাই, মুখ ব্যাজার হয়েছে কি স্বাদে ? গতকাল ঐ শালীকে নিয়ে সিনেমায় গিয়েছিলাম, ওখান থেকে রেস্টুরেন্ট, তারপর প্ল্যানেটোরিয়াম, থিয়েটার এসব করে প্রেমের এ বি সি ডি শিখতে আমার প্রথম দিনই প্রায় ৫০০ টাকা খরচ হয়ে গেল।'

* * *

এক গ্রাম্য যুবক জামাইষষ্ঠীর দিন নতুন একটা সবুজ রং—এর স্যুট-প্যাণ্ট এবং গলায় একটা লাল টাই ও মাথায় লালটুপি পড়ে তার শহরের শ্বশুর বাড়ীতে উপস্থিত হলো। সে মনে করেছিল এই বেশ-বাস দেখে তার শালী শালারা হয়তো খুব খুশি হবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল শালী তাকে আর পাত্তাই দিচ্ছে না ; এইদেখে জামাইবাবু শালীকে কাছে পেয়ে বললে, 'জুলু আমার স্যুটটা কিরকম ?'

'সবুজ।'

'আর টাই, টুপি ?'

'লাল।'

এগুলো পড়াতে আমাকে কিরকম লাগছে বলো তো ?

জুলুর সহজ উত্তর 'একদমই টিয়াপাখির মত।'

দুর্গা তার আদরের জামাইবাবুকে আলিঙ্গন করতে করতে, 'সত্যি সত্যি আপনি আমাকে খুবই ভালোবাসেন তাইনা প্রমোদদা।'

প্রমোদ—(শালীর আদর উপভোগে ব্যস্ত হয়ে) 'আমার হৃদয়ের দরজা খুলে দিয়েছি, বিশ্বাস না হয় পড়ে দেখো প্রিয়ে।'

দুর্গা (কপট রাগের ভান করে), আপনি তো জানেন জামাইবাবু, আমি লেখাপড়া কিছুই জানি না, তবে এই ধরনের রসিকতার মানে কি ?'

* * *

আশিষের বাড়ী থেকে পড়াশুনা করে তার কলেজিয়েট শালী সুধা একদিন কলেজ ফেরতা তার বাড়ীতে আসতে বেশ রাত হয়ে যাওয়াতে আশিষবাবু রেগে গিয়ে শালীকে নিজের ঘরে ডাকিয়ে বেশ কিছুক্ষণ বকাবকি করার পর বললেন, 'তুমি দিন দিন বড্ড বেড়ে যাচ্ছো, বাজে মেয়ে হয়ে যাচ্ছো, এখন তোমার মুখ পর্যন্ত আমার দেখতে ইচ্ছে করে না।

জামাইবাবুর এই কথা শুনে দুষ্টু শালী ঘরের লাইটটা নিভিয়ে দিয়ে জামাইবাবুকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করতে করতে বললে, 'আমার মুখ না দেখুন, শরীরটা তো একটু পরখ করে দেখবেন।'

* * *

বিভা—'নাককে কেন হিন্দিতে স্ত্রী-লিঙ্গ বলে জামাইবাবু ?'

'কারণ মেয়েদের মন পরিবর্ত্তনের মতই নাক প্রতি মুহূর্তে হাওয়া বদল করে বলে, বিজ্ঞের মত জবাব দেন জামাইবাবু।

* * *

বান্ধবী বুলাকে নমিতা জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা আমি কখনো অভিনেত্রী হতে পারবো ?

বুলা—'নিশ্চয়ই।'

নমিতা—'কিভাবে ?'

বুলা—'কেন, একজন অভিনেতাকে বিয়ে করে।'

* * *

জনৈক কলেজ গার্ল, অধ্যাপক প্রেমিককে, 'আপনি কি যুবতী মেয়ে দেখলেই ভয় পান ?' অধ্যাপক, 'না যুবতী মেয়েদের আমি ভয় পাইনা, ভয় পাই তাদের চাহিদাকে।'

* * *

* মধুরেন *

(দেশী জোক্‌স)

* * *

সকাল সাড়ে ছ'টা। একজন বড়লোকের বাড়ির কড়া নাড়তে থাকে এক ভিখিরী। কড়া নাড়ছে তো নাড়ছেই কিন্তু কেউ সাড়া দেয় না।

অবশেষে জানালা খুলে সেই বড়লোকটি চেঁচিয়ে বলে, তোমার সাহস তো বড় কম নয়। এই ভোরবেলা এসে আমার কাঁচা ঘুম ভাঙাচ্ছো?

ভিখিরীটি কিন্তু খুব ঠাণ্ডা গলায় বলে, আপনার ব্যবসাটি কেমন করে চালাতে হবে আমি কি তা বলে দেব? তবে দোহাই, আমারটি কেমন করে চালাতে হবে তা বলার দরকার নেই।

* * *

এক বাড়িতে এসে এক ভিখিরী নাঁকি সুরে চিৎকার করতে থাকে, একটুকরো কেক দিন না মা। মাত্র একটুকরো কেক।

বাড়ির গিন্নি বেরিয়ে এসে বলে, আচ্ছা বেআক্কেলে তো তুমি, একটুকরো রুটিই তোমার যথেষ্ট, আর তুমি কিনা চাইছ কেক?

জানি মা। কিন্তু আজ যে আমার জন্মদিন। আজও কি আমি একটু করো কেক পেতে পারি না ?

*　　　*　　　*

॥ বাণিজ্যিক লেনদেন ॥

কলকাতায় বেশ জাঁকিয়ে ব্যবসা করছে ছেলে। লাভও হচ্ছে ভালই। তাই রাজস্থানে বাবার জন্য সে বেশ ভাল দেখে একটা কোট পাঠিয়ে দেয়। তারপর ট্রাঙ্ককলে বাবার সঙ্গে কথা বলে, কেমন আছ বাবা, কোটটা তোমার ঠিক হয়েছে তো ?

হ্যাঁ আমি ভালই আছি আর কোটটাও ঠিক হয়েছে। খুব সুন্দর কোট। দারুণ দামী কোট। কিন্তু এত পয়সা তোমার অযথা খরচ করা উচিত হয়নি। আমি বুড়ো মানুষ আমার জন্য অত দামী কোটের দরকার কী ? এটার দাম নিশ্চয় তিনশ টাকা পড়েছে।

না বাবা। পাইকিরি দরে কিনেছি, দাম পড়েছে মাত্র দু'শ টাকা। ও নিয়ে তুমি ভেব না।

বেশ কয়েক সপ্তাহ বাদে ছেলে চিঠি পেল বাবার কাছ থেকে। আমাকে ওরকম আরো কিছু কোট পাঠিয়ে দাও। এখানে আমার কোটটা আমি ২৭৫ টাকায় বিক্রি করে দিয়েছি।

*　　　*　　　*

কি বললে একটা রোলের দাম দু টাকা। রাস্তার ওপারে যে আমার কাছে দেড়টাকা দাম চাইল।

তাহলে রাস্তার ওপার থেকেই কিনে নিন।

আজ কি করে কিনব ? সেগুলো যে বিক্রি হয়ে গেছে ?

দেখুন আমারগুলো বিক্রি হয়ে গেলে আমি আপনার কাছে মাত্র একটাকা দাম চাইব।

*　　　*　　　*

কেউ ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার পরও যদি মনে হয় যে কেউ সবে ঘরে ঢুকেছে—তবে সেটাকে 'বোর' হওয়া বলে।

যখন নিজেই শোনাতে চাই তখন যদি কেউ বলে যায় সেটাকে 'বোর' করা বলে।

*   *   *

ইহুদিদের পুরো কাহিনীতে এক শহর আছে—নাম খেলম। এই শহরের জ্ঞানীরা হলেন প্রচণ্ড রকম বোকা।

এই খেলমে একটি জনপ্রিয় খেলা হয়—সেটা কি? খেলাটার নিয়ম খুবই সোজা। যতজন খুশি খেলতে পারা যায়। খেলাটা হল একটা ঘরে সবাই বসবে এবং তাদের মধ্যে একজন ঘর ছেড়ে চলে যাবে। এবার বাকিদের অনুমান করতে হবে, কে গেল?

*   *   *

একদিন খেলম গ্রামের পুরোহিত জেলখানা দেখতে গেল। সেখানে সে দেখে, একজন ছাড়া সবাই নিজেকে নির্দোষ বলছে। পুরোহিতটি ফিরে এল। গ্রামের জ্ঞানী ব্যক্তিদের বৈঠক ডেকে বলল, খেলম গ্রামে দু'টো জেলের দরকার। একটিতে থাকবে দোষীরা আর অন্যটিতে নির্দোষীরা।

*   *   *

খেলম গ্রামের এক জ্ঞানী একদিন চেঁচিয়ে বলে ওঠে, ঈশ্বর, এটা তোমার কেমন বিচার? তুমি খাবার দিলে বড়লোককে—আর খিদেটা দিলে গরিবদের।

*   *   *

খেলম গ্রামের লোকদের মধ্যে একদিন দারুণ তর্কো শুরু হয়ে গেল—চাঁদ না সূর্য—কোনটা বেশি দরকারি। দেখা গেল গ্রামের লোকেরা এ ব্যাপারে স্পষ্টতই দুভাগ। একদল বলে চাঁদ—অন্যদল বলে, না সূর্য বেশি দরকারি। গাঁয়ের জ্ঞানীরা সবশেষে রায় দিলেন, চাঁদই আমাদের বেশি দরকারী। কেননা, চাঁদ আমাদের রাতের অন্ধকারে আলো দেয়। আর সূর্য আলো দেয় শুধুই দিনে—অথচ দিনে তো আমাদের কোন আলো না হলেও চলে।

*   *   *

খেলম গ্রামের লোকেরা দীর্ঘ গবেষণার পর এক ধরনের প্যারাসুট উদ্ভাবন করল। গ্রামের এক বয়স্ক চেঁচিয়ে বলে উঠল, পৃথিবীতে এর জুড়ি নেই। একেবারে অভিনব।

একজন পর্যটক এসে জিজ্ঞাসা করল, কেন, কিসে এটা অভিনব?

বয়স্কটি হেসে বলল, কেন অভিনব শুনবে? বিশ্বে এটাই একমাত্র প্যারাসুট

যার সম্পর্কে গ্যারান্টি দেওয়া যায় যে, প্রতিবারেই এটিকে সম্পূর্ণ গোটানো অবস্থায় খুলতে হবে।

॥ কালা মাছি ॥

খেলম গ্রামের দুই ভাই ঠিক করল, তারা এমন একটা বৈজ্ঞানিক গবেষণা করবে যাতে রাতারাতি তারা বিখ্যাত হয়ে যাবে। কিন্তু গবেষণা কি নিয়ে হবে সেটাই হ'ল তাদের ভাবনা। এমন সময় একটা মাছি ছোট ভাইয়ের কাঁধে বসেছে। দাদা চট করে মাছিটিকে ধরে ফেলে তার একটা পা ছিঁড়ে ফেলে। তারপর মুখের কাছে মাছিটিকে এনে বলে, এবার সামনে লাফাও। মাছিটি লাফায়। একবার নয়, অনেকবার।

পরদিন তারা মাছিটির আরেকটি পা ছিঁড়ে বলে, এবার পেছনে লাফাও। বেশ কয়েকবার বলার পর মাছিটি পেছনে লাফাতে থাকে।

তৃতীয় দিন তারা মাছিটির আরেকটা পা ছিঁড়ে ফেলে বলে, এবার ঘোরো। অনেক চেষ্টা করেও তারা কিন্তু মাছিটিকে ঘোরাতে পারে না। এবার তারা মাছিটির চতুর্থ পাটি ছিঁড়ে ফেললে সেটা মরার মত চুপচাপ পড়ে থাকে। তাকে লাফাতে, ঘুরতে বললেও সে কিছুই করে না।

দাদা এবার আনন্দে চিৎকার করে বলে, ইউরেকা, ইউরেকা। ভাই বলে—কি হলো?

দাদা বলে, মাছিদের সব পা ছিঁড়ে ফেললে তারা শুনতে পায় না।

* * *

॥ ঘোড়া রোগ ॥

এক সময় খেলম গ্রামের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে ওঠে। কোনরকম কাজ কর্ম নেই, খাবার নেই—সে এক বিচ্ছিরি অবস্থা। গাঁয়ের বড়রা অনেকক্ষণ ধরে আলাপ আলোচনার পর ঠিক করল তারা নতুন ধরনের মদ তৈরি করে শহরে বেচবে।

সেই মত দীর্ঘ গবেষণা করে তারা এক রকম মদ তৈরি করল। তারপর এক গ্যালন মদ প্রাগের এক ভাটিখানায় পাঠিয়ে মালিককে একটা চিঠি লিখল।

"আমরা খুব গরিব। আমরা এই বিয়ারটা তৈরী করেছি। এখন আপনার মত একজন বিখ্যাত ভাঁটিখানার মালিক যদি এই বিয়ারের প্রশংসা করেন তাহলে আমাদের পক্ষে মদ বেচার কাজটা সহজ হবে। দয়া করে তাড়াতাড়ি উত্তর দেবেন।"

প্রাগ থেকে কয়েক দিন বাদেই উত্তর এল। তাতে লেখা ছিল, "তোমাদের ঘোড়ার ডায়েবিটিস আছে।"

*　　*　　*

॥ সুখী পরিবার ॥

দীর্ঘদিন বাদে দুই বান্ধবীর দেখা। একথা সেকথার পর একজন জিজ্ঞেস করে, তোমার ছেলের খবর কি ?

তার কথা আর বোলো না। সে একটা হতভাগা। সে একটি মেয়েকে বিয়ে করেছে। মেয়েটা কোন কাজের নয়। না পারে রাঁধতে, না পারে বোতাম সেলাই করতে। পারার মধ্যে শুধু বেলা পর্যন্ত ঘুমোয় আর আমার ছেলেকেই ব্রেক ফাস্ট করে তার বিছানায় দিয়ে আসতে হয়। দিনরাত বিছানাতেই পড়ে থাকে সে।

সত্যি খুব খারাপ খবর। তা তোমার মেয়ে ?

হ্যাঁ, তারও বিয়ে দিয়েছি। জামাই আমার দারুণ হয়েছে। মেয়েকে সে কোন কাজই করতে দেবে না। রান্নার অন্য লোক রেখেছে, সারাদিনের জন্য কাজের লোক ঠিক করেছে। নিজেই মেয়ের ব্রেকফাস্ট দিয়ে যায়—তাকে বিছানা থেকে নামতেই দেয় না।

*　　*　　*

আবু পাহাড়ের ওপর সূর্যাস্ত দেখার সময় দুই মহিলার আলাপ হয়। একজন আরেকজনকে জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা আপনার ছেলে মেয়ে ক'টি ?

আমার ? একটিও নয়।

সে কি ? আচ্ছা, একটা কথা বলবেন, অবশ্য যদি খুব ব্যক্তিগত না হয়।

বলুন।

ছেলে মেয়ে নেই, তাহলে আরো খারাপ থাকার দরকার হলে কি করেন ?

*　　　*　　　*

একটা বড় রেস্তোরায় বেশ মৌজ করে খেয়ে সিগারেট টানতে টানতে লোকটি রেস্টুরেণ্টের মালিককে ডাকে। মালিক এলে বলে, খাওয়াটা দারুণ হয়েছে। এমন খাবার বহুদিন খাইনি। কিন্তু একটা মুশকিল হয়েছে, আমার কাছে একটাও পয়সা নেই।—না, না রেগে যাবেন না।—আসলে আমি একজন জাত ভিখিরী। অবশ্য খুব বুদ্ধিমান। তা একটা কাজ করা যেতে পারে—আমি বরং বাইরে গিয়ে ভিক্ষে করে আপনার দামটা দিয়ে যাচ্ছি।—কি বিশ্বাস হচ্ছে না তো, তাহলে আপনি বরং আমার সঙ্গে আসুন। অবশ্য তাতে লোকে বলবে, এতবড় একজন লোক একজন ভিখিরীর সঙ্গে ঘুরছে। তারচেয়ে এক কাজ করুন, আপনি বরং আমার হয়ে বাইরে ভিক্ষে করুন—আমি এখানে বসে থাকছি। আমি কথা দিচ্ছি, আপনি না ফেরা পর্যন্ত আমি এখান থেকে এক পাও নড়ব না।

*　　　*　　　*

মা—তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়।

ছেলে—কেন ?

মা—বালিশগুলো যে আমার দরকার।

*　　　*　　　*

আমেরিকার এক কোটিপতি প্রচুর টাকার জন্য একটা চেক কাটে। কিন্তু ব্যাঙ্ক থেকে চেকটি বাউন্স হয়ে ফিরে আসে।

চেক বাউন্স হবার কারণ হিসেবে চেকের ওপর স্ট্যাম্প মেরে দেওয়া হয়—ইনসাফিসিয়েণ্ট ফাণ্ডস্—অত টাকা নেই।

কোটিপতি চটতে গিয়েই দেখে তার তলায় কালি দিয়ে লেখা—আপনার নয় আমাদের।

*　　　*　　　*

সেলুনে ঢুকতেই সেলুনের লোকটি নবাগত খদ্দেরটিকে চেয়ারে বসিয়ে তার গলায় সাদা কাপড়টা জড়িয়ে দিয়ে বলে, বলুন, কোন্ ছাঁটটা দেব, আধুনিক সব ছাঁটই এখানে দেওয়া হয়।

কিন্তু আমি তো চুল কাটতে আসিনি। আমি এসেছি শুধু চুল কাটার খরচ কত সেটা জানতে।

*　　　　*　　　　*

॥ স্বাধীনচেতা ॥

খনিতে ভাল কাজ করার জন্য স্থানীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি স্তাসা কোরজাগোভকে পুরস্কৃত করল। দেশের আরো ২৪ জন কর্মবীরের সঙ্গে স্তাসা বেরুল বিদেশ ভ্রমণে। যাবার আগে বন্ধুকে বলে গেল সব জায়গা থেকে সে বন্ধুকে পিকচার পোস্টকার্ড পাঠাবে।

সেইমত স্তাসা পোস্টকার্ড পাঠাতে থাকে। ওয়ারশ থেকে সে লেখে ঃ স্বাধীন পোল্যাণ্ড থেকে অভিনন্দন।

বার্লিন থেকে ঃ স্বাধীন জার্মানি থেকে অভিনন্দন।

প্রাগ থেকে ঃ স্বাধীন চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে অভিনন্দন।

তারপর দীর্ঘ বিরতি। ১৮ দিন বাদে বন্ধু পেল আরেকটি পোস্টকার্ড ভিয়েনা থেকে। তাতে লেখা—অবশেষে—স্বাধীন স্তাসা'র অভিনন্দন।

*　　　　*　　　　*

প্রথম বন্ধু ঃ লোকে বলে তুমি সব সময়ই সবজান্তার ভান কর, অথচ জান না কিছুই।

দ্বিতীয় বন্ধু ঃ দেখ, সব আমি জানিনা। তবে আমি অনেক কিছুই জানি —তাই লোকে হিংসে করে।

প্রথম বন্ধু ঃ আচ্ছা তুমি টেনিস সম্পর্কে কিছু জান ?

দ্বিতীয় বন্ধু ঃ টেনিসের মত সাধারণ বিষয়ে কিছু জানব না। কিন্তু কেন বল তো ?

প্রথম বন্ধু ঃ না, আমার ছেলেটা একজনের কাছে ট্রেনিং নিচ্ছে কিনা, তাই।

দ্বিতীয় বন্ধু ঃ খুব ভাল। তা কোন্ পজিসনে খেলে সে ?

॥ অশিক্ষিত ॥

বিহার থেকে একজন মাদ্রাজে বেড়াতে গেছে। কয়েকদিন বাদেই ভদ্রলোক এক চোখের ডাক্তারের কাছে গিয়ে বলেন, ডাক্তারবাবু দেখুন তো আমার চোখে কি গণ্ডগোল হয়েছে। বোধ হয় ঠাণ্ডা লেগেছে, কিংবা এখানকার আবহাওয়া হয়তো আমার সহ্য হচ্ছে না, কিংবা হয়তো চশমাটা পাল্টাতে হবে।

ডাক্তার বাধা দিয়ে বলেন, আপনি বসুন, আমি দেখছি। ঘরের সব আলো নিভিয়ে একটি আলো জেলে ডাক্তার বলেন, এইবার ওই চার্টের অক্ষরগুলো পড়ুন তো ?

ওই ছোট ছোট—শেষের লাইনটা।

হ্যাঁ, পারলে ওইটে পড়ুন।

একটু বাদে মাথা ঝাঁকিয়ে ভদ্রলোক বলেন, না, পারছি না।

তাহলে তার ওপরের লাইনটা।

না, এটাও পারছি না।

ডাক্তার ক্রমশ ওপরের লাইনগুলো পড়তে বলেন এবং ভদ্রলোকের সেই একই উত্তর। এক ইঞ্চি বড় অক্ষরগুলোও যখন ভদ্রলোক পড়তে পারেন না তখন ডাক্তার বলে ওঠেন, কি সর্বনাশ আপনি যে প্রায় অন্ধ হয়ে গেছেন, এটা কি বুঝতে পারছেন না ?

ভদ্রলোক চমকে বলেন, অন্ধ। আমি ? না, না ডাক্তার। আমি যে আপনার ওই তামিল অক্ষরটাই কোনদিন পড়তে শিখিনি।

* * *

॥ ভ্যারাইটি ॥

এক আরব শেখ গটমট করে ঢোকে মেয়েদের পোশাকের দোকানে। সেলসগার্ল এগিয়ে এসে বলে, বলুন, কি দেব ?

আমি কিছু পোশাক কিনতে চাই, দেখান তো ?

এই যে এদিকে আসুন। এবার দেখুন।

সেলস্‌গার্লটি একের পর এক পোশাকের তাক দেখিয়ে যায়। টেবিলের ওপরও জড়ো হয় প্রায় পাহাড় উঁচু পোশাক। শেষ পর্যন্ত শেখটি বলে, হ্যাঁ এই ডিজাইনটা আমার পছন্দ। এই লটটাই আমার চাই।

চোখ গোল গোল করে সেলস্‌গার্লটি বলে, কি বললেন এই লটটা চাই। এতে যে সত্তর থেকে আশিটা পোশাক রয়েছে।

খুব ভাল। এই ঠিকানায় এগুলো পৌঁছে দিন।

কিন্তু পোশাকগুলি যে নানা মাপের।

আঃ মেয়েগুলোও যে তাই। কিছুটা বিরক্তভাবেই কার্ডটা দিয়ে চলে যায় শেখ।

* * *

একটা আর্ট গ্যালারিতে ঢুকলেন টেক্সাসের এক মহিলা। অতি আধুনিক শিল্পীদের নানা ছবি ও ভাস্কর্যে ভরপুর গ্যালারি। মহিলা একটার পর একটা দেখতে দেখতে একটা সাদা প্যানেলের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন। প্যানেলের মাঝখানে রয়েছে কালো বাঁকানো একটা কাঁটা। অনেকক্ষণ দেখে মহিলাটি গ্যালারির মালিককে ডেকে বলে, আমি এইটে আমার স্বামীর জন্য কিনতে চাই। কিন্তু—

হ্যাঁ খুবই মৌলিক। শিল্পী এটার কি নাম দিয়েছেন?

শিল্পী এটাকে কোন নামই দেয়নি।

ওঃ কি প্রতিভা শিল্পীর। সাধারণ নামে এদের কি ঘৃণা—

বলুন, আপনি এটাকে কি বলেন—

ম্যাডাম বিশ্বাস করুন—এটার উপযুক্ত নাম—সুইচবোর্ড।

* * *

মহাকাশ থেকে প্রথম নভোচারীটি ফিরে আসার পর একজন মনস্তত্ত্বিবদ তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা, মহাকাশ যানটি মাটি ছাড়ার আগে শেষ কোন্ চিন্তাটা আপনার মাথায় এসেছিল?

বিশ্বাস করুন, সারাক্ষণই আমার একটাই চিন্তা ছিল, যে এই মহাকাশযানটির প্রতিটি অংশই সবচেয়ে কম দর দিয়ে যারা টেণ্ডার দিয়েছিল তাদেরই সরবরাহ করা।

* * *

দেখ দাদু, তুমি বড্ড উন্নাসিক। জান, আমরা চাঁদে মানুষ পাঠিয়েছি।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

জান, তাতে খরচ হয়েছে হাজার কোটি ডলার। দাদু একদিকে মাথাটা হেলিয়ে বলেন, খাবারদাবার সমেত।

* * *

মহাকাশচারীটি বলেন, ৬৪ তম কক্ষপথে আমি আরেকটি প্রার্থনা করলাম।

আরেকটি ?

হুঁ। ওখান থেকে ওটা লোকাল কল।

* * *

॥ গোলমেলে ॥

খদ্দের—এখুনি দারুণ গোলমাল হবে, তার আগে তোমার সিঙ্গাড়া দুটো দাও তো খেয়ে নি।

ময়রা—নিন।

খদ্দের—বা, সুন্দর। গোলমাল হওয়ার আগেই বরং তোমার ওই রাজভোগ দুটো দাও।

ময়রা—নিন।

খদ্দের—বা, বা। গোলমালটা অবশ্য জোর হবে, তার আগে ওই সন্দেশ চারটে দাও তো।

ময়রা—নিন, কিন্তু আপনি কিসের গোলমালের কথা বলছেন।

খদ্দের—গোলমাল, বলছি, জলটা দাও।···হ্যাঁ, আমার কাছে একটাও পয়সা নেই।

* * *

দিল্লিতে একটি লোক তাড়াতাড়ি একটা লণ্ড্রিতে ঢুকে বলে, আমার এই পোশাকটা ইস্ত্রি করে দেবেন।

নিশ্চয়ই। পেছনে আমাদের একটা ঘর রয়েছে আপনি বরং সেখানে বসুন।

খুব ভাল, কিন্তু ইস্ত্রি করার জন্য কত দিতে হবে।

বেশি না ১০ টাকা।

সে কি। আপনারা দেখছি ডাকাত। আমাদের কলকাতায় বড় জোর দু' টাকা নেয়।

তাই নাকি। তা দিল্লি থেকে কলকাতা যাওয়ার অন্তত ট্রেন ভাড়াটা যোগ করে দেখুন, খুব বেশী দাম চেয়েছি কিনা?

* * *

বাসে লেডিজ সিটে দু'টি যুবতী বসে আছে। এমন সময় একটি মাঝ বয়সী লোক বাসে উঠে তাদের পাশে বসে। একটু বাদেই তীক্ষ্ন নারী কণ্ঠে সবাই চমকে ওঠে। দেখে এক যুবতী সেই লোকটিকে বলেছে, টিপছেন টিপুন, দেখবেন, ঝাড়বেন না যেন।

দূরে যারা ছিল তারাও উঁকি মেরে দেখে লোকটি মনের সুখে থৈনি টিপে চলেছে।

জুতো বাদে ॥

রাস্তা দিয়ে একটি লোক খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আর গোঙাতে গোঙাতে যাচ্ছে দেখে মহিলার দয়া হ'ল। মহিলাটি ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে আপনার, আপনি অমন করছেন কেন?

আরে বলবেন না, এই জুতোটা আমাকে জুতিয়ে যাচ্ছে! এত কষ্ট হচ্ছে এটা পায় দিয়ে চলতে।

তাহলে এটা পড়ে আছে কেন?

কেন? সত্যি কথা বলছি, আমার ব্যবসার অবস্থা খুবই খারাপ। সবাই আমার কাছে টাকা পায়। বাড়ি গিয়ে মুখ দেখতে হয় আমার মেয়েটার। মেয়েটা যে কি কুৎসিৎ দেখতে কি বলব? জানিনা, ওর বিয়ে হবে কিনা? আর

আমার স্ত্রী—অমন ন্যাগিং মহিলা আমি জীবনে দেখিনি। দেনাদারদের তাগাদা, কুৎসিত মেয়ে, স্ত্রীর ঘ্যানর ঘ্যানর সব কিছু মিলিয়ে যখন আত্মহত্যা করার ইচ্ছে হয়, তখনই পা থেকে জুতোটা খুলে ফেলি। আঃ সে যে কি আরাম তা আপনাকে কি বলব? তখনই বুঝতে পারি বেঁচে থাকার আনন্দ কাকে বলে।

*　　　*　　　*

বিচারক ঃ আসামীকে কতদিন ধরে আপনি জানেন?

সাক্ষী ঃ ২৫ বছরের বেশি ধর্মাবতার?

বিচারক ঃ আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়, আবেদনকারী যে টাকা চুরির অভিযোগ করেছে আসামী তা করতে পারে?

সাক্ষী ঃ —আচ্ছা কত টাকা চুরি করেছে বলছে।

*　　　*　　　*

জেরা করায় সুনাম আছে এমন একজন উকিল সাক্ষীকে বলেন, আচ্ছা আপনি বললেন যে ঘটনাটা রাত্রিতে ঘটে। তার ওপর সেদিন আবার ছিল বেশ অন্ধকার—তার ওপর আপনি আবার ছিলেন প্রায় দু'শ গজ দূরে—তবু আপনি স্পষ্টভাবে দেখতে পেলেন যে আমার মক্কেল ওই ভদ্রলোককে তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে মাথায় মারছে?

হ্যাঁ।

আচ্ছা, তাহলে আপনি আদালতকে বলুন তো রাতে কতদূর পর্যন্ত আপনি দেখতে পান।

ঠিক বলতে পারব না।

আন্দাজেই বলুন।

আচ্ছা, চাঁদটা এখান থেকে কত দূরে?

*　　　*　　　*

।। সময় জ্ঞান টনটনে

উকিল ঃ আচ্ছা ভদ্রমহিলা আপনার দোকানে ঢোকার কতক্ষণ বাদে আপনি ফোনটি নামিয়ে রাখেন ?

সাক্ষী ঃ যতদূর মনে হচ্ছে ৫ মিনিট বাদে।

উকিল ঃ আপনি নিশ্চিত।

সাক্ষী ঃ হ্যাঁ।

উকিল ঃ ওটা ৮ মিনিট হতে পারে না ?

সাক্ষী ঃ না।

উকিল ঃ তিন মিনিট।

সাক্ষী ঃ বলছি তো পাঁচ মিনিট।

উকিল ঃ সময় সম্পর্কে আপনার এমন সঠিক ধারণা। বেশ প্রমাণ হয়ে যাক। আমি এই স্টপওয়াচটা আপনি রেডি বললেই চালু করব। আপনার মতে পাঁচ মিনিট হলেই থামতে বলবেন। কেমন ?

সাক্ষী ঃ ঠিক আছে।

যথারীতি স্টপওয়াচ চালু হ'ল। আদালত নিঃস্তব্ধ। দর্শকরা যখন ভাবছেন পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে তখন সাক্ষী চুপচাপ। একসময় সাক্ষী বলেন থামুন। উকিল অবাক হয়ে দেখে কাঁটায় কাঁটায় পাঁচ মিনিট। বিচারপতিও মুগ্ধ। বলেন, আপনার সময় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের জন্য অভিনন্দন। সাক্ষী বলে, অভিনন্দনের কি আছে ? পেছনেই তো ঘড়ি ঝোলানো আছে—সেটা দেখেই তো আমি বললাম।

* * *

বিচারপতি ছিলেন ট্যারা চোখো। একদিন তাঁর এজলাসে তিনজন গুণ্ডাকে আনা হ'ল বিচারের জন্য। তিনজনই ট্যারা। বিচারপতি বেশ ভাল করে দেখে প্রথম জনকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম ?

উত্তরটা দিল দ্বিতীয় জন। বিচারপতি তার দিকে তাকিয়ে, তোমায় কিছু বলতে বলিনি।

সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় জন বলে, কিন্তু আমি তো কিছু বলিনি।

* * *

ভাল জিনিস সম্পর্কেও খারাপ ভাবতে যে বাধ্য করে তারই নাম বিবেক।

*　　　*　　　*

একটি যুবক এসে এক ভদ্রলোককে বলে, আমায় মাপ করবেন, আমি আপনার অনুমতি নিতে এসেছি। অনেক সাহস করে আপনাকে বলছি, আমি আপনার মেয়েকে বিবাহ করতে চাই।

ভদ্রলোক স্থির দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ যুবকটির দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর বলেন, তুমি আমার মেয়ের মাকে দেখেছ? তাঁকে দেখার পরও অনুমতি চাইছ।

যুবকটি একই ভাবে বলে, হ্যাঁ তাঁকে দেখেছি। তারপরও বলছি, আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই।

*　　　*　　　*

বিচারপতি ঃ আপনি শ্রীমতী হিলডা ডাইনারস্টেইন?

হ্যাঁ ধর্মাবতার।

অ্যালেক্স ডাইনারস্টেইনের স্ত্রী?

হ্যাঁ ধর্মাবতার।

আচ্ছা আপনার স্বামী কি করেন?

একজন উৎপাদক ধর্মাবতার।

কিসের উৎপাদক—সন্তানের?

লজ্জায় লাল শ্রীমতী হিলডা বলেন, কি বলছেন? না, ধর্মবতার, লগেজ তৈরি করেন উনি।

*　　　*　　　*

আচ্ছা বলুন তো, মিস ফ্লিনার, আসামী আপনাকে ঠিক কি বলেছিল?

সুন্দরী যুবতী ফ্লিনার মাথা নীচু করে বলে, খুব খারাপ কথা ধর্মাবতার।

আহা, এখানে তো আমরা সবাই সাবালক।

অমন কথা আমি মুখে বলতে পারব না—ধর্মাবতার।

বেশ তাহলে লিখে দিন।

লেখার সময়ও তরুণীটি বার কয়েক লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। তারপর কাগজটা বিচারপতিকে দেয়।

সেটি পড়ে বিচারপতি বলেন, আপনি বলতে চান ঠিক এই কথাগুলিই আসামী আপনাকে বলেছিল ?

হ্যাঁ, ধর্মাবতার।

বেলিফ, কাগজটা জুরিদের দাও। জুরিরা এক এক করে পড়ে আর একবার মেয়েটির দিকে তাকায়। সর্বশেষ জন এতক্ষণ ঢুলছিল। কাগজটা পড়ে মেয়েটিকে দেখে অভিবাদন জানায় তারপর আশীর্বাদের ভঙ্গিতে কাগজটি তার পকেটে ঢুকিয়ে রাখে।

একজন হবু লেখক বারবার ব্যর্থ হয়েও তার সর্বশেষ ৪০০ পাতার উপন্যাসটি একটি নামী প্রকাশকের কাছে পাঠায়। কিছুদিন বাদে উপন্যাসটি ফেরৎ আসে। লেখকটি কোন মন্তব্য পর্যন্ত নেই দেখে একটু হতাশ হয়। কিন্তু দ্বিতীয় পাতায় যেখানে সে লিখেছিল—"এই উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত অথবা মৃত কোন ব্যক্তির সঙ্গে এর চরিত্রের সাদৃশ্য নেই" সেখানেই নীল পেন্সিলে মোটা মোটা করে লেখা হয়েছে একটি কথা—'এটা কতটা সত্যি ?'

স্ত্রীর মৃত্যুতে শোকাহত হয়ে তার সমাধির সামনে কাঁদার সময় ভদ্রলোক দেখেন তাঁর স্ত্রীর প্রাক্তন প্রেমিক তাঁর চেয়েও উথাল পাতাল হয়ে কাঁদছেন। তা দেখে ভদ্রলোকটি প্রেমিকটির গলা জড়িয়ে বলে, ওর মৃত্যুকে এমন ভাবে নিও না। কান্না থামাও। আমি শপথ করছি আমি শিগগির আবার বিয়ে করব।

কেমন আছেন ?

খুব খারাপ ডাক্তারবাবু। এত খারাপ যে মনে হচ্ছে আমি সত্যিকারের অসুস্থ হয়ে পড়েছি।

কি আশ্চর্য। কেন আপনার মনে হচ্ছে যে আপনি সত্যিকারের অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ?

কারণ, আপনি যদি বলেন, আমার কিছু হয়নি—তাহলে সেটা আমি মোটেই সহ্য করতে পারব না।

॥ ভবিতব্য ॥

বুড়ো বয়সে ভদ্রলোক একটা লটারির টিকিট কিনলেন। প্রথম পুরস্কার এক কোটি টাকা। সৌভাগ্যবশত ভদ্রলোকের টিকিটেই প্রথম পুরস্কার উঠল। কিন্তু চিন্তায় পড়ল তাঁর ছেলেরা। ভদ্রলোকের হার্টের অসুখ—তাই পুরস্কার পাওয়ার আনন্দে যদি মারা যান এই জন্য তারা কিভাবে খবরটা ভদ্রলোককে জানাবে তা বুঝতে পারে না। শেষে ঠিক করে পারিবারিক চিকিৎসককে দিয়েই তারা কথাটা বলাবে। ডাক্তার তো সব শুনে এককথাতেই রাজি। তিনি এসে ভদ্রলোককে বলেন, শুনলাম লটারির টিকিট কিনেছেন?

হ্যাঁ।

যদিও একদম সম্ভাবনা নেই তাহলেও পুরস্কারের কোটি টাকা পেলে কি করবেন ভেবে দেখছেন কি?

হ্যাঁ। সবকিছু ভেবে আমি উইল করে রেখে গেছি। তাই নাকি। তা কি লিখেছেন উইলে?

লিখেছি, মোট টাকার অর্ধেকটাই পাবে তুমি।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার পড়ে মারা যান।

*　　　*　　　*

ভদ্রলোক স্ত্রীকে বলেন, নতুন যে ডাক্তার এসেছে পাড়ায় সে প্রথম বার ১০ টাকা এবং তারপরে ৫ টাকা করে ভিজিট নেয়।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। আমি তাকে বোকা বানাব। আমি গিয়ে বলব, নমস্কার। আবার এলাম ডাক্তারবাবু।

ভদ্রলোক ডাক্তার দেখিয়ে যখন ফিরলেন মনে হ'ল যেন যুদ্ধ জয় করে ফিরছেন। তাঁর স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, কি হ'ল?

আর কি হবে? গিয়ে যেই বললাম আবার এলাম ডাক্তারবাবু, সঙ্গে সঙ্গে তিনি জামা কাপড় খুলতে বললেন। খুললাম। তারপর বেশ ভাল করে পরীক্ষাটরীক্ষা করে বললেন, ঠিক আছে আগে যে প্রেসক্রিপসন করেছিলাম সেই মতই ওষুধ খেয়ে যান।

* * * *

আমার ডাক্তার দারুণ ডাক্তার। অন্য ডাক্তাররা হাত ভাঙার চিকিৎসা করলে রোগী নিউমোনিয়ায় মারা যায়, আর আমার ডাক্তার হাত ভাঙার চিকিৎসা করলে রোগী তাতেই মারা যায়।

* * * *

জীবনে প্রথম এক গাইনোকলজিস্টের কাছে গেছেন এক ভদ্রমহিলা। ডাক্তার সব শুনে বললেন এবার পাশের ঘরে গিয়ে পোশাকটা খুলে ফেলুন।

আমার পোশাক খুলে ফেলব?

হ্যাঁ।

আচ্ছা ডাক্তার, তোমার মা কি জানেন—কেমন সুন্দর জীবন তুমি যাপন করছ?

নতুন এক মহিলা রোগীর রূপ দেখে ডাক্তার গদগদ। নাম শুনে লিখতে গিয়ে বলেন, আচ্ছা মিস, না মিসেস কোনটা লিখব।

মিসেস। তবে দুবার আমার ডিভোর্স হয়ে গেছে।

বেশ, কাপড়চোপড় খুলে এবার পরীক্ষা করার ঘরে যান।

মহিলা লজ্জায় যেন লাল। বলেন, আমায় মাপ করবেন ডাক্তার। জীবনে আমি কারো সামনে কাপড় ছাড়িনি। এমন কি আমার স্বামীদের সামনেও নয়। আমি তাদের আগে আলো নিভিয়ে দিতে বলতাম তারপর কাপড় ছাড়তাম।

ঠিক আছে আমিও আলো নিভিয়ে দিচ্ছি। শুধু কাপড় ছাড়া হলে সাড়া দেবেন।

কয়েক মিনিট বাদে মহিলা বলেন, ঠিক আছে ডাক্তার। কাপড়গুলো রাখব কোথায়?

মধুর কণ্ঠে ডাক্তার বলেন, এইখানে, আমার ওপর।

*　　　　*　　　　*

রাস্তা চলতে চলতে একজন হঠাৎ পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ভিড় জমে যায়। শুরু হয়ে যায় উপদেশ দেওয়া।

একজন, ডাক্তার ডাকুন।

আহা। সবাই সরে যান—একটু হাওয়া লাগুক। এক মহিলা উঁকি দিয়ে বলেন, কি জ্ঞান হারিয়েছে, তাহলে একটু হুইস্কি দিন।

বরং পুলিশ ডাকুন।

প্যান্টের বোতামটা খুলে দিন। ততক্ষণে ভদ্রলোক সোজা হয়ে বসেছেন। বলেন, মহিলাটি যা বললেন তাই করুন—তারপরই আবার ধপাস করে শুয়ে পড়ে।

*　　　　*　　　　*

লাঞ্চে যাওয়ার আগে ডাইরেক্টর তাঁর নতুন সেক্রেটারিকে বললেন, এগুলো যোগ করে রেখ। দরজা থেকে আবার বলেন, তিনবার করে যোগটা দেখ কেমন ?

লাঞ্চ থেকে ফিরতেই সেক্রেটারি বিলের গোছার ওপর একটি কাগজে যোগফল লিখে সেটা ডাইরেক্টরকে দিয়ে বলে, এই নিন সব করে রেখেছি।

গুড, যেমন বলেছি তেমন করেছ তো ?

হ্যাঁ, তিনবার যোগ দিয়েছি।

ধন্যবাদ।

ওপরের পাতায় দেখুন তিনবারের যোগফলগুলো লেখা আছে।

*　　　　*　　　　*

অধ্যাপক : আচ্ছা নমিতা, 'দি ক্রিটিক অব পিওর রিজন' বইখানা যে দার্শনিক লিখেছেন তার নামটা বলতে পার ?

নমিতা : না স্যার, আমি জানিনা।

অধ্যাপক : গুড। এই প্রথম তোমার কাছ থেকে একটা সঠিক উত্তর পেলাম।

*　　　　*　　　　*

প্রথম ছাত্র এখন ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট। তাকে পেয়ে উৎফুল্ল অধ্যাপক বলেন, এবারের প্রশ্নপত্রটা দেখ তোমার ভাল লাগবে।

এতো সেই প্রশ্ন, ২০ বছর আগে আমাদেরও তো এই একই প্রশ্ন করেছিলেন।

ঠিকই ধরেছ।

যদি সবসময়ই একই প্রশ্ন করেন তাহলে ছাত্ররা চালাক হয়ে যাবে না?

হুঁ।

তারা ছাত্রদের এটা জানিয়ে দেবে না?

হুঁ।

তাহলে সবাই পরীক্ষায় 'এ' পাবে না?

না, ইকনমিকসে বছরের পর বছর প্রশ্ন একই হয় কিন্তু উত্তরটা আমরা বদলে দি।

*   *   *

শান্তিনিকেতনে বিজ্ঞান পড়াতেন জগদানন্দ রায়। পড়া না পারলে মাঝেমাঝেই তিনি ছাত্রদের মারধর করতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর একদিন ব্যাপারটা দেখে ঘরে গিয়ে একটা চিরকুট পাঠিয়ে দিলেন জগদানন্দ রায়ের কাছে। চিরকুট পেয়ে একটু চুপ থেকেই হো হো করে হেসে উঠলেন জগদানন্দ রায়। ছাত্ররা অবাক। আরো অবাক এরপর থেকেই মার বন্ধ হয়ে গেল জগদানন্দ রায়ের। তারা ভাবে কি ছিল চিরকুটে। জানা যায় দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

শুনেছ জগদানন্দ দাদা
গাধারে পিটিলে হয় না অশ্ব
পিটিলে হয় যে গাধা।

*   *   *

এক সাহিত্য বাসরে উপস্থিত রয়েছেন অন্যদের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁর বেয়াই দামোদর মুখোপাধ্যায়। হঠাৎ কলসি ভেঙে জল গড়িয়ে জুতোর দিকে যাচ্ছে দেখে দামোদরবাবু রসিকতা করে বলেন, দেখি বঙ্কিম চট্টো ভেসে যায়। বঙ্কিমচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে বলেন, দামোদর মুখো।

*   *   *

এক মজলিসে দাদাঠাকুর শরৎ পণ্ডিতকে দেখে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র বলেন, এই যে আসুন 'বিদূষক' শরৎচন্দ্র।

দাদাঠাকুরের পাল্টা জবাব, এই যে 'চরিত্রহীন' শরৎচন্দ্র ভাল আছেন।

আসলে বিদূষক হ'ল দাদাঠাকুরের পত্রিকার নাম আর চরিত্রহীন যে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস একথা তো সবাই জানে।

* * *

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটমেয়ের দেওর ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীকে (ডিজি) নিয়ে খেতে বসেছেন। আমটা ছিল প্রচণ্ড টক। ডিজির মুখের অবস্থা দেখে রবীন্দ্রনাথ বলেন, কি ধীরু, আমটা মিষ্টি তো ? ডিজি চুপ করে থাকেন। পাশেই ছিল রবীন্দ্রনাথের ভৃত্য। সে তাড়াতাড়ি বলে, না, আম মিষ্টি, আমি চাখিয়ে এনেছি।

রবীন্দ্রনাথ হেসে বলেন, ব্যাপারটা কি জান ধীরু, আম যে চেখেছে সে আমওয়ালারই লোক। এ আম মুখে দিয়ে সে জোরে বলে ওঠে—মি-ষ-ট-ক। এখন ও শুধু মিষ-টাই শুনেছে—টকটা শুনতে পায়নি—তা ও বেচারার দোষ কি বল ?

* * *

বিচারক ঃ কি বললে, তুমি আমার করুণাপ্রার্থী ?

আসামী ঃ হ্যাঁ ধর্মবতার।

বিচারক ঃ নিজের বাবা মা-কে খুন করার পর একথা বলতে পারছ।

আসামী ঃ আমি যে এখন অনাথ ধর্মবতার।

* * *

এক রেস্টুরেন্টে চায়ের কাপ মুখের কাছে ধরেই চেঁচিয়ে ওঠে খদ্দের, বয়, বয়।

বয় ঃ চেঁচান ক্যান কত্তা ?

খদ্দের ঃ চায়ের কাপে এটা কি ?

বয় ঃ কি কত্তা ?

খাদ্দর ঃ দেখতে পাচ্ছ না, মাছি ভাসছে চায়ে।

বয় ঃ হাসাইলেন কত্তা, চাইর পয়সার চায়ে মাছি ভাসব না তো কি আসমান থিকা অ্যারোপ্লেন আইসা ভাসব।

* * *

: মশলাদার ঝালমুড়ি :

ডাক্তার ঃ আমার কাছে আসার আগে অন্য কোন ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলেন ?

রোগী ঃ না, ডাক্তারবাবু। আমি একটা ওষুধের দোকানে গিয়েছিলাম।

ডাক্তার ঃ ওষুধের দোকানে ? হায় ভগবান ! আপনাদের মতো রোগীরা এজন্যেই ভুগে মরে। তা, সেই দোকানদার আপনাকে ছাগলের মতো কি পরামর্শ দিলো ?

রোগী ঃ উনি আমাকে আপনার কাছে আসতে বললেন।

* * *

রাজা (বিদূষককে) ঃ ধরো, আমরা যদি স্থান পরিবর্তন করি। তুমি বসবে আমার এই সিংহাসনে, আর আমি বসব তোমার জায়গায়।

বিদূষক ঃ না, মহারাজ, সেটা সম্ভব নয়।

রাজা ঃ কেন ? তোমার কি রাজা সাজতে লজ্জা হয় ?

বিদূষক ঃ নাঃ রাজা হতে আমার একটুও লজ্জা হবে না, কিন্তু লজ্জা পাবো আপনার মতো একটা নির্বোধকে আমার বিদূষক হতে দেখে।

একজন অধ্যাপক বায়ু পরিবর্তনে গিয়ে উঠেছিলেন একটা হোটেলে। ফেরার সময় তিনি স্টেশনে এসে দেখলেন তাঁর ছাতাটা হোটেলে ফেলে এসেছেন। ছাতাটা আনার জন্যে হোটেলে ফিরে এসে তিনি দেখলেন এক নবদম্পতি এসে দখল করেছেন সেই ঘরটা। ভেজানো দরজাটা একটু ফাঁক করে তিনি দেখলেন বর বউ প্রেমালাপে মগ্ন।

—এই লাল ঠোঁট দুটো কার ?

—তোমার। মেয়েটির উত্তর।

—নিটোল গলাটা ? আর একবার চুমু খেয়ে ছেলেটি বললো।

—সবই তোমার ?

—আর এই সুন্দর হাত দুটো ?

—তোমারই। সব কিছুই তোমার।

অধ্যাপক মশায় আর থাকতে না পেরে দরজাটা একটু ফাঁক করে বললেন, এগোতে এগোতে যখন তোমরা ঐ ছাতাটার কাছে যাবে, তখন মনে রেখো ওটা আমার।

* * *

বিচারক ঃ তুমি শ্লীলতা হানির অভিযোগ এনেছ। কি করেছিলো তোমায় ?

বাদীনী ঃ আমাকে চুমু খেয়েছিলো।

বিচারক ঃ কোথায় ?

বাদীনী ঃ মুখে।

বিচারক : সে কথা আমি জিজ্ঞেস করছিনা। আমি বলতে চাইছি যখন ও তোমাকে চুমু খাচ্ছিলো তখন তুমি কোথায় ছিলে ?

বাদীনী : ওর বুকে মাথা দিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

* * *

শিক্ষক : অনুপ, তুমি বাংলা ভাষাকে তোমার মাতৃভাষা বলো কেন ?

অনুপ : কারণ, বাবা বাংলা বলার বিশেষ সুযোগই পান না।

* * *

॥ ছাত্রের অজ্ঞাত ॥

মাস্টার মহাশয়ের দৃষ্টি শক্তিটা একটু ক্ষীণ, আর মেজাজটাও একটু তিরিক্ষি। ক্লাশের পেছনের বেঞ্চিতে দাঁড়ানো ছেলেকে উদ্দেশ্য করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এই, তুমি বলো। কলকাতার দাঙ্গা কবে শুরু হয়েছিলো ?"

—"জানি না।"

—"পলাশীর যুদ্ধে কে জয়লাভ করেছিলো ?"

—"জানি না।"

—"জানো না ? কালই আমি তোমাদের পড়িয়ে দিয়েছি সব। রাতে একটু পড়ার দরকার মনে করোনি।"

"কাল রাতে আমি বন্ধুদের সঙ্গে বোসে একটু চোলাই খাচ্ছিলাম।" মাষ্টার মশায়ের মুখটা রাগে লাল হয়ে উঠলো। "আমার সামনে এসব কথা বলতে লজ্জা হয় না তোমার। পরীক্ষায় পাশ করবে কি কোরে ?"

"পাশ করতে চাই না আমি। আমি এসেছিলাম ঘরটা চুনকাম করা হবে তাই দেখতে।"

* * *

অসুস্থ স্বামী স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে, আমার এই অবস্থায় আর নতুন শাড়ী কিনে অপব্যয় করবে না। তাহলে আবার এই নতুন শাড়ীটা কিনলে কেন ?"

"কি করবো বলো, লোভ আমাকে প্ররোচিত করলো।" আধুনিকা স্ত্রী উত্তরে বললো।

"তুমি কেন বললে না, লোভ তুমি দূরে হও!"

এক কৃপণ ব্যক্তি আইন সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে পরামর্শের জন্যে গিয়েছিলেন এক উকিলের কাছে। পরামর্শ সেরে ফেরার পথে তাঁর দেখা হোলো এক পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে।

"মিছিমিছি অতগুলো টাকা তুমি দিয়ে এলে উকিলকে, ওঁর ঘরে বসে তুমি তো আইনের বইগুলো সবই দেখেছো। উনি তোমাকে যা বলেছেন ঐ বইগুলো থেকে তুমি তা নিজেই পড়ে নিতে পারতে।"

"ঠিকই বলেছ," স্বীকার করলেন কৃপণ ব্যক্তিটি "কিন্তু কোন্ আইনটা কোন্ পাতায় আছে সেটা যে উকিল বাবুর মুখস্থ।"

"পার্থিব সম্পদ," শিক্ষক মশায় বললেন, "ক্ষণস্থায়ী। পাখা মেলে উড়ে যেতে বেশি সময় লাগে না তার। বলতো, লেখক পার্থিব সম্পদ বলতে কি বোঝাতে চেয়েছেন?"

"বক্, স্যার। খুব তাড়াতাড়ি উড়ে যেতে পারে।" ক্লাশের ফার্স্ট বয় শেখর বললো।

ছোট্ট ছেলেটি তার স্কুল জীবনের প্রথম দিনটাতেই খুব বিরক্ত হয়ে ফিরে এসে মাকে বললো, কাল থেকে আমি আর স্কুলে যাবো না।

"কেন?" মা ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

"আমি পড়তে পারিনা, লিখতে পারিনা, আর ওরা আমাকে গল্প করতেও দেবে না, তা হলে স্কুলে গিয়ে কি করবো আমি?"

॥ সাবধান বাণী

*   *   *

এক কারখানায় একটি 'সাবধান বাণী' বিজ্ঞাপিত ছিল। বিজ্ঞপ্তিটি কারখানার যুবতী কর্মচারীদের প্রতি সাবধান বাণী।

'আপনারা ঢিলে পোষাক পরে চলাফেরার সময় মেসিন থেকে সাবধান থাকবেন। যে কোন মুহূর্তে মেসিনগুলো আপনাদের টেনে নিতে পারে। আপনারা টাইট পোষাক পরে চলাফেরার সময় মেসিনম্যানদের থেকে সাবধান থাকবেন। যে কোন মুহূর্তে তারা আপনাদের টেনে নিতে পারে।'

*   *   *

অবনীশ তার বউকে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা সোনা, আমার যা রোজগার তাতে তোমার চলবে তো?

অবনীশের বউ মনু চৌধুরী উত্তর করলো, তা না হয় কষ্টেসৃষ্টে চালাবো'খন কিন্তু ভাবছি তোমার চলবে কী করে!

*   *   *

একটি বড় চশমার দোকানের মালিক তার ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী ছেলেকে ব্যবসায়ের নিয়মকানুন শেখাচ্ছেন।

"শোন বাবা, চশমাটা চোখে লাগিয়ে দেবার পর যখন খরিদ্দার জিজ্ঞাসা করবেন দাম কতো, তখন তুমি প্রথমে বলবে কুড়ি টাকা। তারপর একটু চুপ করে দেখবে তিনি কিছু বলছেন কিনা। যদি কিছু না বলেন, তো বলবে ফ্রেমের দাম। আর একবার তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বিরক্তির চিহ্ন আছে কিনা দেখে নিয়ে বলবে, লেন্সের দাম কুড়ি টাকা। তারপর আবার থেমে লক্ষ্য কর খরিদ্দারের মুখভাব। যদি দেখো মুখে বিরক্তির চিহ্ন নেই তাহলে আবার বলবে প্রত্যেকটার জন্যে···কেমন!"

*   *   *

রেলের কামরায় দুটি সুন্দরী মেয়ের কথোপকথন। "দ্যাখো ভাই, সত্যি বলতে কি যে সময়ে যেরকম পোষাক পরা উচিত আমি সেই রকমই পরতে অভ্যস্ত। যেমন আমি যখন সাইকেল চালাই, সালোয়ার কামিজ পরি। কোন বিয়ে বাড়ীতে গেলে বেনারসী পরে যাই, বেড়বার সময় গায়ে যাতে হাওয়া লাগে এমন হালকা শাড়ী পরি······"

"সত্যি।" বন্ধু মেয়েটি বললো, "যখন জন্মদিনের উৎসবে যাও তখন কি পরো ?

* * *

ছেলে ভালো চাকরী পেয়েছে। মা আনন্দে অধীর।

"এবার একটা বউ নিয়ে এস বাবা আমি তোমাকে সংসারী দেখে নিশ্চিন্ত হই।

"কার বউকে আনি বলো তো মা ?" ছেলের উত্তর।

* * *

স্খলিত পদে চলা ব্যক্তিটিকে আটক করে দারোগা সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "এত রাতে এভাবে রাস্তায় ঘোরাফেরা করার সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য কি ?"

"আহা, দারোগা সাহেব," ভদ্রলোক বললেন, "বক্তব্য যদি থাকতো অনেক আগেই আমি বাড়ী ফিরে বউকে বলতাম।"

* * *

ধূমপান নিষিদ্ধ লেখা থাকা সত্ত্বেও কয়েকজন বন্ধু মিলে একটা চলন্ত বাসে ধূমপান করছিলেন। সেই বাসে একজন পুলিসের দারোগাও যাচ্ছিলেন।

ছেলেগুলিকে ধূমপান করতে দেখে তিনি এগিয়ে গিয়ে ওদের বললেন, "আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, বাসে ধূমপান করা বেআইনী কাজ। আপনারা যখন আইন ভঙ্গ করেছেন তখন আপনাদের শাস্তি ভোগ করতে হবে। তবে আমাকে যদি গোটা দশেক টাকা দেন তো এবারের মতো আমি ছেড়ে দিতে পারি আপনাদের।"

"কিন্তু ঘুষ নেওয়াটা তো বেআইনী কাজ।"

"অবশ্যই ! একটা আইন আপনারা অমান্য করেছেন, দ্বিতীয়টা আমি করবো, তাহলে সমান সমান হয়ে যাবে তাই না ?

* * *

হ্যালো রবার্ট ?

হ্যালো !

"ডোলান বলছি, বড় বিপদে পড়েছি, এক্ষুনি আসতে হ'বে একবার। আসছো তো ? হ্যাঁ, আসার সময় এক বোতল মদ আনতে ভুলোনা। রবার্ট মদ নিয়ে এক দৌড়ে বন্ধুর বাড়ী উপস্থিত। "ব্যাপারটা কি ? কিসের বিপদ ?"

"এসে গিয়েছো ? বাড়ীতে এক ফোঁটাও গলা ভেজাবার জিনিস নেই। ধন্যবাদ।"

* * *

মাত্র দু ঘণ্টার ছুটি পেয়ে একজন সৈনিক ক্যাম্প থেকে তার বাড়ীতে এসে তার স্ত্রীর সান্নিধ্য ছেড়ে চার ঘণ্টার আগে বেরুতেই পারলো না।

ক্যাম্পে হাজির হ'তে সার্জেণ্ট সাহেব মারমুখী হ'য়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "চার ঘণ্টা দেরী করেছ কেন কৈফিয়ৎ দাও।"

"আমি বাড়ী পেঁছে দেখলাম আমার স্ত্রী বাথটবে স্নান করছেন। আমার পোষাক চার ঘণ্টার আগে শুকোয় নি তাই ফিরতে পারিনি।

* * *

দুই ভদ্রমহিলার বাক্যালাপ।

"জা বলছিলো এবছর ছুটিতে আপনারা প্যারীতে যাচ্ছেন না।"

"না, না, সেটা গত বছরের ব্যাপার। এবছর আমরা রোমে যাচ্ছি না।"

* * *

একবছর ধরে বন্দরে ঘোরার পর একদল নাবিক তাদের দেশের বন্দরে নামার অপেক্ষায় ছিলো। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজটা ভিড়বে সেই বন্দরে।

"আমি বাজী রেখে বলছি, তীরে ভেড়ার দশ মিনিটের মধ্যেই আমি দু'হাতে দুটি সুন্দরী মেয়ে তুলে নেবো।" একজন নাবিক বললো।

ওদের মধ্যে একজন শ্রোতা বললো, আরে ছাড়, পৃথিবীতে এমন কোন উল্কি আঁকনেওয়ালা নেই যে দশ মিনিটের মধ্যে দুটো ছবি এঁকে দিতে পারে।"

* * *

অধ্যাপক পত্নী ঃ "তোমার সবচেয়ে ভালো টুপিটা লরীর চাকায় গুঁড়িয়ে গেলো।

অধ্যাপক ঃ তখন কি আমার মাথায় ছিলো সেটা ?

* * *

"আচ্ছা", বলতে পারেন সিনোজোয়াক যুগ কখন শুরু হয়েছিলো ?" জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক টেলিফোন পেলেন।

"একটু দাঁড়ান বলছি।" কয়েকটি বই দেখে তিনি উত্তর দিলেন, "আনুমানিক ছয়লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বছর আগে।"

"সঠিক তারিখটা বলতে পারেন না ?" অপরদিক থেকে পুনঃপ্রশ্ন।

"নিশ্চয়ই," গ্রন্থাগারিক বললেন, "ছ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বছর আগের পয়লা মার্চ।

* * *

বিচারক ঃ তুমি একটা কোট চুরি করেছ ? একই অপরাধে তিনবছর আগে এই আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছিলে তুমি। তাই না !

আসামী ঃ দোহাই ধর্মাবতার, আপনিই বলুন একটা পুরোনো কোট কি তিনবছরের বেশি টেকে ?

* * *

।। হীরে জহরত ।।

স্ত্রীর অনুরোধে স্বামীকে ওঁকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হলো ফটোগ্রাফারের কাছে।

"আমার স্ত্রীর একটা ফটো তুলে দিন।" স্বামী ভদ্রলোক বললেন ফটো-গ্রাফারকে।

"অবশ্যই, আসুন আমার সঙ্গে।"

ফ্লাডলাইটের সামনে বসে স্ত্রী বললেন, দেখুন, আমার একটা অনুরোধ আছে। দেখছেন তো আমার গায়ে কোন গয়না নেই। কিন্তু ফটোটা ফিনিস করার সময়ে আপনাকে আমার হাতে, গলায়, হীরে জহরতের গয়না এঁকে দিতে হবে। পারবেন কি?"

"তা আর এমন শক্ত কি? করো দেবো। কিন্তু কেন বলুন তো!"

"ধরুন আমি যদি আগে মারা যাই আমার স্বামী আর একটা বিয়ে অবশ্যই করবেন। তখন তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ঐ সব হীরে জহরতের জন্যে হা হুতাশ করে ওঁকে অতিষ্ঠ করে তুলবেন।"

"আপনার কথা রাখবো আমি।"

যদি বাড়ীতে একটা টেলিফোন থাকে তো বুঝতে হবে সেটা প্রয়োজনের খাতিরে, দুটো থাকলে বিলাস, তিনটে হলে বোকামী আর যদি একটাও না থাকে তো জানবে তুমি স্বর্গে বাস করছ।

॥ চিহ্ন ॥

একজন মাতাল একটা মদের দোকানে বসে মদ খাচ্ছিলো। রাত দশটার সময় যখন তার প্রায় জ্ঞানহীন অবস্থা তখন দোকানের বেয়ারা তাকে জাগিয়ে দিয়ে বললো, "বাবু এবার দামটা দিয়ে বাড়ী যান। দোকান বন্ধ করতে হবে।"

"কত হয়েছে আমার!"

"আটচল্লিশ টাকা।"

ভদ্রলোক একটা একশ টাকার নোট বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "দাও বাবা বাহান্নটা টাকা ফেরত দাও।"

বেয়ারাটি নোটটি হাতে নিয়ে কাউণ্টারে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এসে বললো, ভাঙ্গানি নেই বাবু। আপনার বাহান্ন টাকা কাল এসে নিয়ে যাবেন।

"তাই হবে"। বলে ভদ্রলোক দোকান থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা ভদ্রলোক সেখানে হাজির হয়ে দ্যাখেন রাতারাতি মদের দোকানটা উঠে গিয়ে একটা দরজির দোকানে রূপান্তরিত হয়েছে।

ভদ্রলোক সোজা দোকানে ঢুকে গিয়ে দরজিকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "দাদা, আমার বাহান্নটা টাকা মারার জন্যে দোকানটা রাতারাতি বদলে ফেলছো সেটা বুঝতে পারছি, কিন্তু এক রাত্রে তোমার ঐ আধহাত দাড়িটা কি করে আমদানি করলে সেটা তো বুঝতে পারলাম না।"

মিয়া সাহেব কিছুতেই তাকে বোঝাতে পাবলেন না তার দোকানটা কোন দিনই মদের দোকান ছিলো না।

চেঁচামেচি শুনে অনেক লোক জড়ো হয়ে গেল সেখানে। সকলেই তাঁকে বোঝাতে লাগলো যে ঐ জায়গার কাছাকাছি কোন মদের দোকান কোনদিনই ছিলো না।

"কি বলছেন আপনারা ? আমি যে চিহ্ন রেখে গিয়েছি। আমার ভুল হতেই পারে না।"

"কি চিহ্ন ?"

ভদ্রলোক রাস্তার ধারে বোসে থাকা চর্বিত চর্বনকারী একটা ষাঁড়কে দেখিয়ে বললেন, "ঐ তো আমার চিহ্ন।"

* * *

বিখ্যাত ইহুদী অভিনেত্রী সারা এ্যাডনার তাঁর প্রকৃত বয়স কখনও বলতেন না। একবার একজন সাংবাদিক তাঁর সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "মাদাম এ্যাডনার আপনাকে আমি বিব্রত করতে চাইছি না, তবে আপনার প্রকৃত বয়সটা আমার জানতে ইচ্ছে হয়।" একটুও ইতস্ততঃ না করে

তিনি উত্তর দিলেন, আটষট্টি বছর। "কিন্তু মাদাম এ্যাডনার, তা কি করে হয়, আপনার ছেলে জ্যাক বলে তার বয়স ষাট।" মাদাম সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, সে তার নিজের মতো জীবন যাপন করে, আমি আমার মতো।

* * *

এক নব যুবক তার বৃদ্ধ জ্যাঠামশায়কে বললো, "জেঠু, ঐ সুন্দরী মেয়েটিকে আমি গভীরভাবে ভালোবেসে ফেলেছি। আমার সম্বন্ধে ওর মনোভাব কি তা কি করে জানা যায় বলো তো ?"

"আরে খোকা ওকে বিয়ে করে ফেল, তাহলেই বুঝতে পারবি।" জ্যাঠামশায়ের উত্তর।

* * *

আমি আমার ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্যে একরাশ টাকা খরচ করেছি, প্রায় সম পরিমাণ খরচ করেছি ওদের দাঁতের জন্যে। পার্থক্যটা হচ্ছে এই যে ওরা ওদের দাঁতগুলোকে ব্যবহার করতে পারে।

* * *

স্থানীয় সরকারী অফিসে একজন করণিক তাঁর ঊর্ধ্বতন বিভাগীয় প্রধানের কাছে ফাইলে একটা বেশ বড় নোট লিখে পাঠিয়েছিলেন। দুদিন পরে সেই ফাইলটা ফিরে পেয়ে তিনি দেখলেন তাঁর নোটের নীচে দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে কয়েক ছত্র লিখে ফাইলটা ফেরত দেওয়া হয়েছে। অগত্যা তাঁকে বিভাগীয় প্রধানের কাছে হাজির হতে হল ফাইল বগলে নিয়ে।

"আপনার অর্ডারটা স্যার পড়তে পারছি না, তিনি বিনীতভাবে বললেন।"

বিভাগীয় প্রধান লেখাটার দিকে এক নজর দেখে নিয়ে বললেন, "পড়তে পারেন নি ? ওখানে লেখা আছে, আপনার লেখা আমি পড়তে পারিনি।"

আপনি বলছেন আপনার টাকের ওষুধে সত্যিই টাক মাথায় চুল গজায় ?

শুধু গজায় না, বলতে পারেন অসম্ভব রকম গজায়। দেখুন না আমাদের একজন খরিদ্দার যাঁর মাথাটা ছিলো একেবারে ডিমের মতো মসৃণ মাত্র কুড়ি দিন ওষুধ লাগিয়ে গিয়েছেন. তারপর আমাদের বিলটা হাতে পেয়েই তিনি নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে শুরু করলেন।

বাসে উঠেছেন এক ভদ্রমহিলা। সঙ্গে তিনটি বাচ্চা।

কণ্ডাকটর ভাড়া চাইতে এসেছে। তিন বছরের উপর বয়স হলে পুরো ভাড়া।

কণ্ডাকটর জানতে চাইলো, এ তিনটি বাচ্চা কার ?

মহিলা বললেন, আমার।

—এটির বয়স কত ?

—তিন বছর ?

—ওটির ?

—ওটিরও তিন বছর।

—আর শেষেরটি। ওটির বয়স ?

—হ্যাঁ, ওর বয়সও তিন বরছ।

কণ্ডাকটর বিস্ময় ও বিরক্ত ভরা কণ্ঠে বললো, ইয়ার্কি করছেন! তিনটি বাচ্চাই আপনার আর তাদের প্রত্যেকের বয়স কিনা তিনবছর ?

—কেন নয়! বললেন ভদ্রমহিলা। যমজ হয় শুনেন নি ? এরা তিনজন 'ত্রিযমজ' মানে তিনজনই একত্রে জন্মেছে যে। আপনি কি মনে করেন তাদের বয়স বেশি কম হবে ?

*　　*　　*

* রঙ্গ-মস্‌করা *

* * *

।। ওস্তাদের মার ।।

শনিবার এক তুখোড় ওস্তাদ ছোকরা তার দুর্দান্ত সুন্দরী নতুন অভিনেত্রী বান্ধবীকে নিয়ে এক গয়নার দোকানে ঢুকেছে। শো-কেসে গিয়ে একটা খুব দামী হীরের নেক্‌লেস বান্ধবীর জন্য পছন্দ করল সে। তারপর দোকানের মালিককে বলল—'দেখুন মশাই, এই যে আমি নেক্‌লেসটার জন্য চেক লিখে দিচ্ছি। আপনি সোমবার ব্যাংকে লোক পাঠিয়ে চেক্‌টা ভাঙিয়ে নিয়ে নেক্‌-লেসটা আমার বান্ধবীকে দিয়ে দিবেন। আর এই রইল আমার ফোন নম্বর, দরকার পড়লে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আমরা দুজন দীঘা বেড়াতে যাচ্ছি। সোমবার ফিরে এলে আপনার সঙ্গে দেখা হবে।'

সোমবার দোকানের মালিক হন্তদন্ত হয়ে যুবটিকে ডেকে পাঠালেন। যুবকটি খুব নিশ্চিন্ত মনে দোকানে এসে মালিককে বলল 'কি, আমার ব্যাংক-এ অত টাকা মোটেই আমার নামে জমা নেই, এই তো? আর আমার বাবার সঙ্গেও নিশ্চয়ই যোগাযোগ করেছিলেন তিনি তো অবশ্যই বলেছেন যে ওঁর হিসেবে যেন আমাকে কোন জিনিষ বিক্রী করা না হয়। কেমন, ঠিক বলছি তো!

দোকানদার তো হতভম্ব। তিনি কোন রকমে বলে উঠলেন 'তার মানে—আপনি সব কিছুই জানতেন?'

ওস্তাদ প্রেমিকাটি উত্তর দিল 'না জানাবার কি আছে। তবে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, আপনার হীরের নেকলেস-এর দৌলতে এই সপ্তাহের শেষটা খুব স্ফূর্তিতেই কাটিয়েছি। আমার বান্ধবী নীলার সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করতে কোন অসুবিধে হয়নি।'

।। সাবধানী মালিক

দুই ব্যবসাদার বন্ধু ক্লাবে বসে গল্প গুজব করছে। প্রথম বন্ধুটি জিজ্ঞেস করল 'তারপর, ভায়া ব্যবসা-পত্তর কেমন চলছে?' দ্বিতীয় বন্ধুটি উত্তর দিল ঃ 'ও, খুব ভাল চলছে হে! কাজকর্মে দারুণ ওস্তাদ একটা ছোকরা হিসাবরক্ষক পেয়েছি, তার জন্যেই এটা হয়েছে। তবে দুঃখের কথা হল, ছোকরটা আমার মেয়েকে ফুসলিয়েছে আমার ক্যাশিয়ারটিকে গর্ভবতী করে দিয়েছে, আর আমার স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করেছে।'

'সেকি! জ্যাক, এতো খুব সাংঘাতিক ব্যাপার! তা, তুমি কি করবে এখন?' 'আমি? আমি ছোকরাটার দিকে একেবারে বাজপাখির মত তীক্ষ্ন নজর রেখেছি। যদি দেখি যে হতভাগা নচ্ছারটা আমার ক্যাশে কিছু গণ্ডগোল করছে, তাহলে আর ইতঃস্তত করবনা. সঙ্গে সঙ্গেই ওকে চাকরী থেকে দূর করে দেবো।'

।। সবজান্তা জিমি

ছোট্ট জিমি বাসে চড়ে যেতে যেতে অনবরত নিজের নখ কামড়ে চলেছে বার বার বারণ করা সত্ত্বেও যখন ফল হলনা, তখন ওর মা ওকে ভয় দেখিয়ে থামাতে চাইলেন। ঠিক উল্টোদিকের সিটে একজন গর্ভবতী ভদ্রমহিলা বসে ছিলেন। তাঁর দিকে দেখিয়ে মা জিমিকে সাবধান করে দিয়ে বললেন 'ঐ দ্যাখ, দেখছিস! যদি এখুনি নখ খাওয়া বন্ধ না করিস, তাহলে তো পেটটাও ঐ রকম ফুলে যাবে। বুঝেছিস?'

ছোট্ট জিমি এই কথা শুনে অবাক, ভদ্রমহিলার ফোলা পেটের দিকে একদৃষ্টে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। একবারও চোখ ফেরালনা, শেষ পর্যন্ত ভদ্রমহিলা খুব রেগেমেগে ওকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই যে, পাঁচকে ছেলে। তখন থেকে আমার দিকে হাঁ করে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছিস কেন রে?'

এক বাস ভর্তি লোকের মধ্যে জিমির গলা স্পষ্ট শোনা গেল 'ম্যাডাম, আপনার পেটটা কি করে ওভাবে ফুলে গেল, তা আমি জানি কিনা, তাই সেটা দেখছি।'

* * *

।। পাদ্রীর বুদ্ধি ।।

এক অল্প বয়সী পাদ্রী বাবা হতে চলেছে। খুব উদ্বিগ্ন মনে প্রসূতি সদনের সামনে পায়চারী করছিল সে। খানিকক্ষণ পরে নার্স বেরিয়ে এসে বলল, 'অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনাকে। খুব ভাল খবর, একজোড়া ফুটফুটে জমজ বাচ্চা হয়েছে আপনার।'

পাদ্রী ছোকরা কিন্তু হায় হায় করে উঠল 'ও, ভগবান! শেষে আমার স্ত্রীও আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করল! এ তো কখনো আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।'

নার্স তো হতবাক্—পাদ্রীকে এক ধমক লাগাল সে, 'কি বকছেন মশাই যাতা? আপনার স্ত্রী কি করেছে?'

'বুঝতে পারছেন না?' পাদ্রীর খেদোক্তি 'আমি ওর সঙ্গে তো মাত্র একবারই সেই পাপ কাজটা করেছি। তাহলে দুটো বাচ্চা এল কোত্থেকে? অন্য বাচ্চাটা আমার নয় অন্য কারো।'

* . * *

।। পরীক্ষার ফল ।।

এক পানশালায় দুই বন্ধুর মধ্যে তুমুল তর্কাতর্কি হচ্ছে। এক বন্ধু বলছে লণ্ডনে তৈরী বিয়ার বেশী ভাল, অন্য জনের মতে বার্টন-এ তৈরী বিয়ার। তর্কাতর্কি যখন প্রায় হাতাহাতিতে গিয়ে পেঁছেছে, তখন পানশালার মালিক বলে উঠল, 'দেখুন মশাইরা ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিন। যে যার ইচ্ছেমত বাজী ধরুন, আমি দুটো বিয়ারেরই খানিকটা করে নমুনা (স্যাম্পেল) বড় রাস্তার

ল্যাবারটরিতে পাঠিয়ে দিচ্ছি ওরা দুটো নমুনাই পরীক্ষা করে এক্ষুণি রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবে।'

তাই করা হল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ যে চিঠিটাতে পানশালার মালিক পুরো ব্যাপারটা লিখে পাঠিয়েছেন, সেটা মাঝপথে কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

শীগগীরই রিপোর্ট এসে হাজির হল। এক ঘর ভর্তি লোকের সামনে পানশালার মালিক সেটা পড়ে শোনালেন 'আমরা নিশ্চিতভাবে জানাচ্ছি যে এই দুই ভদ্রমহিলার কেউই গর্ভবতী হননি।'

*   *   *

॥ এপিঠ-ওপিঠ ॥

ছোট্ট রকি কোন সময়েই চুপ করে থাকেনা। একদিন সকালে বাবা অফিস বেরিয়ে যাওয়ার পরে সে মাকে বলে উঠল 'মা, মা, কাল তুমি তো দিদিমার কাছে গিয়ে সারাদিন ছিলে। বাবা দুপুর বেলাতেই বাড়ি ফিরে এসেছিল, আর তার পরে আমাদের রাঁধুনিকে নিয়ে তোমাদের শোবার ঘরে যা করছিল না ··, ওর মা এই পর্যন্ত শুনেই এক ধমক দিয়ে প্রথমটায় ওকে থামিয়ে দিলেন। তার পর কি ভেবে বললেন 'ঠিক আছে রকি আমি যখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করব, তখন যা বলার বলবে, কেমন?'

সেদিন সন্ধ্যাবেলা সবাই যখন এক সঙ্গে খেতে বসেছে, তখন মা বলে উঠলেন 'হাঁ রকি এবার বলতো বাবা আর রাঁধুনিকে নিয়ে তখন কি বলছিলে?'

রকিকে আর পায় কে। সে গড়গড়িয়ে বলে চলল 'জান মা আমি তোমার পোষাকের আলমারিতে ঢুকে লুকোচুরি খেলছিলাম। এমন সময় দেখি কি, বাবা আমাদের রাঁধুনি মেরীকে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকল। তারপর দুজনেই জামা কাপড় খুলে ফেলল···'

রকির বাবার তো এতক্ষণে অবস্থা কাহিল হয়ে এসেছে। উনি প্রাণপণে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেন 'ছি এটা কি হচ্ছে? কি সব কথা হচ্ছে?'

'চুপ করে থাক,' মা গর্জে উঠলেন, 'কালই যাচ্ছি আমি উকিলের বাড়ি। হ্যাঁ, রকি সোনা বলতো, 'তারপর কি দেখলে?'

'তারপর? এবার গ্রীষ্মকালে বাবা যখন কাজের জন্য বাইরে গেছিলেন তখন জন কাকা আর তুমি দুজনে মিলে যা করতে বাবা আর মেরী এরা দুজনেও ঠিক তাই করতে লাগল।'

*   *   *

॥ ফস্‌কে গেল ॥

একদিন এক বদ্‌মেজাজি বুড়ো কর্ণেল গল্‌ফ্‌ খেলতে গেছেন। কর্ণেলের মুখের ভাষাটি ছিল 'একেবারে যাচ্ছেতাই বাপান্ত আর শাপান্ত না করে তিনি কথাই বলতে পারতেন না। এদিকে সেদিন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন এক নীতি বাগিশ বিশপ। যাই হোক্‌ খেলা তো শুরু হল। কর্ণেল খুব জোরে বলে বাড়ি মারলেন। কিন্তু বল যেখানকার সেখানেই রইল, আর একটু করে মাটির চাপড়া উড়ে বেরিয়ে গেল। কর্ণেল চেঁচিয়ে উঠলেন 'দূর শালা, শুয়োরের বাচ্চা! ফস্‌কে গেল।' নীতি বাগিশ বিশপ তো ওঁর কথাবার্তা শুনে মর্মাহত, কর্ণেলকে উনি সে কথা জানিয়েও ছিলেন।

খানিকক্ষণ বাদে কর্ণেল আবার একটা মার ফস্‌কালেন একই ভাবে গালা-গালির ফোয়ারা ছোটালেন। এবার বিশপ মশাই ওঁকে ওঁর ভাষার জন্য খুব কঠোর ভাবে তিরস্কার করে বললেন, দেখুন, সর্বশক্তিমান ভগবান সবই দেখেন, বিচার করেন। আপনি যদি আবার এরকম সত্যিসত্যি গালাগাল দিয়ে কথা বলেন তাহলে কিন্তু আপনার বরাতে খুব সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটে যাবে, এই সাবধান করে দিলাম। এরপর থেকে কর্ণেল প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সংযত করে খেলে যেতে লাগলেন। ম্যাচটা উনি প্রায় জিতেই ফেলেছেন. ছ' ইঞ্চি দূরের গর্তটায় বলটা ঢোকাতে পারলেই বাজি মাত। কর্ণেল খুব সাবধান হয়ে লক্ষ্য স্থির করে খেললেন⋯ এবং ফস্‌কে গেলেন। এবার তাঁর মুখ দিয়ে যে গালা-গালের বন্যা বইতে লাগল, আগেরগুলো তার তুলনায় কিছুই নয়। কিন্তু উনি শাপমন্যি দিতে দিতেই হঠাৎ আকাশে প্রচন্ড আওয়াজ হল, আর একটা বাজ সরাসরি বিশপের মাথায় এসে পড়ে তাঁকে ছাই করে দিল।

আকাশে একটা ঘন কালো মেঘের পেছন থেকে খুব গম্ভীর ভারী গলায় একটা গর্জন শোনা গেল 'দূর শালা শুয়োরের বাচ্চা, ফস্‌কে গেল।'

* * *

॥ সম্মানীয়া বিবাহিতা নারী ॥

এক নববিবাহিতা দম্পতী ট্যাক্সিতে করে স্টেশনে যাচ্ছে। ছেলেটি নতুন বৌকে ধরে চুমু খেতে গেল। বৌ কিন্তু এক ঝটকায় স্বামীকে সরিয়ে দিল। নতুন বর এবার ওর গলায়, উরুতে হাত বোলাতে চেষ্টা করল। এবার নতুন

বৌ দারুণ রেগে গিয়ে এক ঝটকায় কর্তার দিকে ফিরে বলে উঠল 'দেখো, আর ওসব করার চেষ্টা করবেনা, বুঝেছ? ভুলে যেওনা, আমি এখন একজন সম্মানীয় বিবাহিতা নারী।'

* * *

॥ খবরের ভালমন্দ ॥

এক সুন্দরী তরুণী ডাক্তারের কাছে গিয়েছে নিজের অসুস্থতার কারণ জানতে। ডাক্তার তরুণীটির মূত্র পরীক্ষা করার জন্য একশিশি নমুনা (Sample) রেখে খানিকক্ষণ পরে এসে রিপোর্টটা নিয়ে যেতে বললেন।

তরুণীটি যখন রিপোর্টটা নিতে এল, তখন ডাক্তারবাবু সহাস্যে ওকে অভ্যর্থনা জানালেন, আসুন, আসুন, মিসেস ব্রাউন, আপনার জন্যে খুব ভাল খবর আছে। আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি……।'

তরুণী ওকে বাধা দিয়ে বলে উঠল 'কিন্তু ডাক্তারবাবু, আমি তো মিসেস নই, মিস্ ব্রাউন, বিয়ে হয়নি আমার।'

ডাক্তারবাবু সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললেন 'তাহলে মিসেস্ ব্রাউন আপনার জন্য একটা খারাপ খবর আছে।'

পরিবার পরিকল্পনা

এক ভদ্রমহিলার অনেকগুলো বাচ্চা-কাচ্চা। একলা এতগুলো দুরন্ত বাচ্চাকে সামলানো মুস্কিল বলে উনি একজন বেশ শক্তসামর্থ্য কমবয়সী আয়া ঠিক করলেন। আয়া যেদিন প্রথম কাজ করতে এল, সেদিনই ভদ্রমহিলাকে এক অসুস্থ আত্মীয়কে দেখবার জন্য বাইরে যেতে হল। বেরিয়ে যাওয়ার আগে উনি আয়াটিকে বুঝিয়ে বললেন 'দেখ সব কটা বাচ্চাকে ঠিকমত চান টান করিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেবে। সব থেকে ছোটগুলোকে আগে। কয়েকটা বাচ্চা কিন্তু একেবারে খুদে শয়তান, তা বলে রাখছি। নতুন আয়া খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উত্তর দিল 'আরে ম্যাডাম, আমি গাঁয়ের চাষীর মেয়ে শরীরে যথেষ্ট জোর রাখি। আপনি কিছু ভাববেন না, আমি সব করে নেব।'

কয়েক ঘণ্টা পরে বাড়ি ফিরে ভদ্রমহিলা আয়াকে জিজ্ঞেস করলেন, বাচ্চাদের চান করানো শোওয়ানো ঠিক মত হয়েছে কিনা। আয়াটি খুব

গর্বের সঙ্গে উত্তর দিল 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ম্যাডাম একটা বাচ্চা ছাড়া আর কেউ কোন গোলমাল করেনি। তবে ওদের মধ্যে যেটা সবচাইতে বড়, লালচুলওয়ালা সেই মস্ত ধেড়ে খোকাটা দারুণ বদমাইসি করেছে দারুণ ধস্তাধস্তি, ছটফট করেছে। আমাকে মেরে একেবারে থেঁতলে দিয়েছে প্রায়! তবে শেষ পর্যন্ত সেটাকেও বাগে এসেছি, নড়া ধরে নাওয়ানো, শোয়ানো সব কিছু করিয়েছি, 'লাল চুল ওয়ালা?'—ভদ্রমহিলা এবার হায় হায় করে উঠলেন 'হায় ভগবান, সেটা যে আমার স্বামী!'

॥ আর একটি বার ॥

এক চাষী হঠাৎ একদিন জানতে পারল যে তার মেয়ে অন্তঃস্বত্বা হয়ে পড়েছে। রেগে আগুন হয়ে বন্দুকে গুলি ভরে সে মেয়েকে বলল 'যে এ কাজ করেছে, তাকে বিয়ে করতে হবেই। নইলে তাকে আমি গুলি করে মারব। কে সে, শিগ্‌গির তার নাম বল্।'

চাষীর মেয়ে উত্তর দিল 'বাবা, সে বিবাহিত। আমাদের গ্রামের পাঁচু মোড়ল সেই এই কাজ করেছে।'

'ঠিক আছে। মোড়ল তো হয়েছেটা কি? ওকেই গুলি করে মারব।' বলে চাষী তো গুলি ভরা বন্দুক নিয়ে পাঁচু মোড়লের বাড়িতে গিয়ে হাজির। মোড়লকে সে যখন গুলি করতে যাচ্ছে, তখন মোড়ল বলে উঠল, 'আরে ভজন, আমার কথাটা আগে শোন। আমি মেয়েটার প্রতি যা করেছি, তার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেব। ওর যদি ছেলে হয়, তাহলে দু হাজার, আর মেয়ে হলে এক হাজার টাকা দেব।'

'আর যদি যমজ হয়?' চাষী জিজ্ঞেস করল।

'তাহলে তিন হাজার টাকা দেব, হলোতো? নাও, এবার সরে পড়।'

চাষীর গলার স্বর এবার অন্যরকম শোনাল—'ইয়ে, একটা কথা ছিল মোড়ল মশাই? যদি কোন কারণে বাচ্চাটা জন্মাবার আগে নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে মেয়েটাকে আর একবার সুযোগ দেবেন তো?'

* * *

॥ দিগ্‌ভ্রম ॥

মহিলা সন্ন্যাসিনী (Nun)-দের কন্‌ভেণ্টের অধ্যক্ষা 'মাদার সুপিরিয়র' বেশ পরিতৃপ্তভাবে খুশী মনে জেগে উঠলেন। পোষাক-আশাক পরে তাঁর শিষ্যাদের দেখতে বেরোলেন। প্রথমেই তাঁর দেখা হয়ে গেল সিস্টার টেরেসার সঙ্গে। উনি বেশ আন্তরিক ভাবে বলে উঠলেন—'এই যে, সিস্টার সুপ্রভাত! কি, ভাল আছ তো?'

'হ্যাঁ, মাদার, ভাল আছি। কিন্তু আমার দেখে অবাক লাগছে যে আপনি আজ ভুল দিক দিয়ে বিছানা থেকে নেমেছেন!'

মাদার সুপিরিয়রের কথাটা শুনে একটু অবাক হলেন, তবে এ নিয়ে বেশী ভাবলেন না। কিন্তু এরপর সিস্টার ব্রিড্‌গিড ও ঐ একই কথা ওঁকে বলল, তখন তো উনি খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন—কি ব্যাপারখানা কি? এরপর একজন আনকোরা নতুন সিস্টারের সঙ্গে দেখা হতেই উনি আগেই জিজ্ঞেস করলেন—'দেখ বাছা। তোমাকে অন্য কিছু বলার আগে একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। আমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে যে আমি আজ ভুল দিক দিয়ে বিছানা থেকে নেমেছি।'

নতুন সিস্টারটি লজ্জায় লাল হয়ে উঠে কোনরকমে উত্তর দিলেন—'যদি কিছু মনে না করেন, মাননীয় মাদার, তাহলে বলছি যে, সত্যিই তাই মনে হচ্ছে।'

মাদার সুপিরিয়র এবার দারুণ রেগে গিয়ে জানতে চাইলেন—'ভগবানের দোহাই, সত্যি করে বলতো যে তোমরা সবাই কেন এই একই কথা বলছ?'

'না মানে, মাননীয়া মাদার ইয়ে—মানে যে চটি জোড়া পায়ে দিয়ে আপনি বেড়াচ্ছেন, সে চটি জোড়া ফাদার ক্যোণরের বাড়িতে পরার শ্লিপার!'

* * *

॥ শার্লক হোমসের স্বর্গপ্রাপ্তি ॥

শার্লক হোমস্‌ স্বর্গের দরজায় গিয়ে হাজির হয়েছেন। সন্ত পিটার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—'এ স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবার মত আপনার কি যোগ্যতা আছে?'

'আমি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ডিটেকটিভ'—হোমস্ উত্তর দিলেন। পিটার বললেন—'আপনার একটা পরীক্ষা নেওয়া হবে। যদি তাতে আপনি সফল হন, তাহলেই আপনি স্বর্গরাজ্যে ঢুকতে পারবেন।'

'কি পরীক্ষা ?'

'এই স্বর্গরাজ্যে লক্ষ লক্ষ লোক আছে। যদি আপনি তাদের মধ্যে থেকে আদম আর ইভ্‌কে চিনে নিতে পারেন, তাহলে আপনি জিতবেন।'

বলা বাহুল্য হোমস্-এর এই পরীক্ষায় সফল হতে কোন অসুবিধাই হল না, কারণ ঐ দু'জন আদিম নরনারীর কারোই নাভিকুণ্ডলী ছিল না!

এটা কি ডাক্তারবাবু ॥

এক যুবক সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে মোটেই ইচ্ছুক নয়। সে ঠিক করল, যে করেই হোক সে চোখের ডাক্তারি পরীক্ষায় ফেল করবেই। তাই পরীক্ষক ডাক্তার যখন দেওয়ালে টাঙানো কার্ডটা ওকে পড়তে বললেন, তখন ও উল্টে জিজ্ঞেস করে বসল—'কোথায় কার্ড ডাক্তার বাবু ?'

'কেন, দেওয়ালে যে কার্ডটা টাঙানো আছে, সেইটা !'

'কোথায় দেওয়াল, ডাক্তারবাবু ?'

ডাক্তারবাবু কিন্তু এতেও হাল ছাড়লেন না। ওঁর তন্বী, সুন্দরী নার্সকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হতে বলে আবার জিজ্ঞেস করলেন—'এবার চোখের সামনে কি দেখছেন ?'

'আজ্ঞে, একটা ৪ সংখ্যা দেখতে পাচ্ছি।' এবার ডাক্তারবাবুর যুবকটিকে ছাঁটাই করে দিতেই হল। ছাড়া পেয়ে দারুণ খুশী হয়ে যুবকটি তক্ষুণি ছুটল একটা নৈশক্লাবে। একটা 'স্ট্রিপ টিজ' নাচ শেষ হওয়ার পর আলো জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যুবকটি সভয়ে দেখল, তার পাশের আসনেই বসে আছেন স্বয়ং সেই ডাক্তারবাবু, যিনি তাকে এক্ষুণি ছাঁটাই করেছেন। যুবকটি সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারবাবুর দিকে ফিরে বলে উঠল—'আচ্ছা মিস, এটাই তো চ্যারিং ক্রস-এ যাবার বাস, তাই না ? যে লোকদের জিজ্ঞেস করেছিলাম, তারা তো তাই বলল।'

॥ মাকে ডাকবে নাকি ॥

লাজ্বক জন প্রেমে পড়েছে এক টগবগে উষ্ণ তরুণীর সঙ্গে। প্রতিদিনই যখন সে প্রেমিকার কাছ থেকে বিদায় নিত, মেয়েটি ওকে বারান্দার অন্ধকার নির্জন কোণে নিয়ে যেত। একটু একটু করে ওদের দৈহিক ঘনিষ্ঠতা বেড়েই চলল। কয়েকদিন বাদে এক সন্ধ্যায় বিদায় নেওয়ার আগে জন যখন প্রেমিকাকে জড়িয়ে ধরল, তখন টের পেল যে মেয়েটির পোষাকের নীচে আর কোন আবরণ নেই। লাজ্বক জন খ্বব উত্তেজিত হয়ে উঠল, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগল তার। কোনরকমে মনে সাহস এনে সে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা আমি যদি এখন তোমার সঙ্গে সব কিছ্ব করতে চাই, তাহলে কি তুমি চেঁচামেচি করে মা-কে ডেকে আনবে?"

প্রেমিকা রেগে উত্তর দিল—'কেন? তুমি কি আমার মায়ের সঙ্গেও সব কিছ্ব করতে চাও নাকি?'

* * *

ইংলণ্ডে একটা চলতি কথা আছে। কোন লোককে তার পোষাক ও পরিচ্ছদ দ্বারা বিচার কোরো না, যদি করতেই হয় তবে ভদ্রলোকের স্ত্রীর পোষাক দেখে নেবে।

* * *

শার্লক হোমস: ওয়াটসন তুমি কত দিন এই ভাবে মেয়েদের আণ্ডারপ্যাণ্ট পরে কাটাচ্ছ?

ওয়াটসন: যে দিন থেকে আমার স্ত্রী এগ্বলো আমার হোটেলের ঘরে খ্বঁজে পেয়েছে।

* * *

লেডি সিম্প্রিয়া মৃত্যু শিয়রে বসে তাঁর স্বামীকে বলছে, আমার মৃত্যুর পর দয়া করে তুমি ছোট বোনকে বিয়ে করবে।

স্ত্রী: কথা দাও তুমি আমার বোনকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করবে না।

স্বামী: কথা দিলাম। কয় বছর ধরে তোমার বোনকে ছাড়া কারও সাথেই কিছ্ব করি নি। ভবিষ্যতেও করব না।

* * *

সমাপ্ত